



কলিকতা.

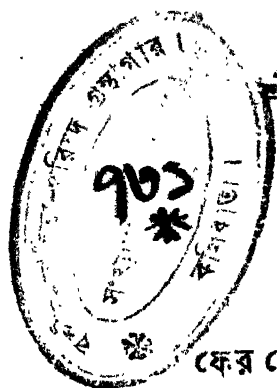
॥ আবিষ্কৃত ॥

মহা মাঘ : সন ১২৫৩ শাল

Calcutta 1847.

Bijoy Kumar Dutt.

Drawn by Lingum Chatterjee



শ্রীশ্রীদুর্গা ॥
শরণং ॥

সাহানামা
আখ্যায়িক

ফের দৌছি তুছির কৃত
পারস্য ভাষায়

পূর্বগত বাদসাহদিগের বিবরণ



দুপ্ৰাপ্য

ইদানীন্তন শ্রীবিষ্মেশ্বর দত্তকর্তৃক বঙ্গ ভাষায়

ভাষিত হইয়া

শ্রী গোবিন্দন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সোধিত হইয়া

কলিকাতা শিক্ষাবল্লভে

মুদ্রাক্রিত হইল

এতৎ গৃহ গৃহণেক্ষক মহাশয়ের।

কলিকাতানিমিত্তলাহিত

২১ নং বাটিতে তত্ত্ব করিলে

পাইতে পারিবেন

শ্রী বিষ্মেশ্বর দত্তের মোহর ও প্রতিমূর্তি

বেতিরেকে চোরা পুস্তক

জানিবেন

সন ১২৫৪ সাল

তারিখ ২৯ ভাদ্র

শ্রীশ্রীদর্শা
সরণ
সাহানামার সূচিপত্র

বিবরণ	পত্র
কয়ুনোরছ বাদসাহর বিবরণ	১
ভোসজ বাদসাহর বিবরণ	২
ভহনরছ বাদসাহর বিবরণ	৩
জমসেদ বাদসাহর বিবরণ	৪
জোহাকের বিবরণ	৫
জমসেদ জোহাকের যুদ্ধে পরাভব হইয়া পলায়ন	৬
জমসেদের জাবন দেশে বিবাহ	৯
জমসেদের জাবন হইতে চীন দেশে গমন	১৮
জোহাকের বিবরণ.	১৯
জোহাকের ভয়ে ফরেদুর পলায়ন	২১
ফরেদুর আলবোরজ পর্বতে গমন	২২
জোহাকের প্রতিষ্টাপত্র কাওয়া খণ্ড২করিবারবিবরণ	২৪
ফরেদুর জোহাকের যুদ্ধে যাত্রা	২৫
ফরেদু সন্তরণ দ্বারা নদী পার	২৭
ফরেদু বাদসাহর বিবরণ	২৯
ফরেদু তিনপুত্রকে রাজ্য বিভাগকরিয়া দেওনের কথা	৩০
এরচের তোরক স্থানে ছলম ও তুরের নিকট গমন	
ওঁ তথায় শিরোচ্ছেদ হওনের বিবরণ	৩৩
এরচের অন্তঃপুরে বেগমদিগের গভ্র্য অনুসন্ধানের কথা	৩৫
মনুচেহরের জন্ম ও বাদসাহ	৩৬
মনুচেহর তর ও ছলনের যুদ্ধে গমন	৩৯

বিবরণ	৫০১	পত্র
জালের জন্ম ও ছিমোরগ দ্বারা প্রতিপালন হইবার কথা	৪২	
রোস্তুমের জন্ম বিবরণ	৪৫	
রোস্তুম বল্যেব জায় হস্তি বধ করিবার বিবরণ	৪৭	
নরিমানের মৃত্যু বিবরণ	৪৮	
রোস্তুম ছপন্দ পথে সওদাগর বেশে গমন করিয়া	৪৯	
পার্কত দখল করিবার বিবরণ	৪৯	
মন্চেহর বাদসাহর পুত্র নোদর বাদসাহর বিবরণ	৫২	
আফরাছিয়াব দুর্জাথে ইরানে আগমন করেন নোদর		
মন্তক ছেদনের বিবরণ		
জুবাদসাহর বিবরণ	৫২	
রোস্তুম সেনাপতি হইবার বিবরণ	৬১	
কোরাদকে আনিবার বিবরণ	৬২	
কয়কোবাদ বাদসাহর বিবরণ	৬৪	
কয়কাউছ বাদসাহর বিবরণ	৬৯	
কয়কাউছ মাজন্দরান দেশে বদ্ধ হওনের বিবরণ	৭১	
রোস্তুম মাজন্দরান দেশে গমনের প্রথমদিনের কথা	৭৩	
দ্বিতীয় দিবসের পথের বিবরণ	৭৪	
তৃতীয় দিবসের পথের বিবরণ	৭৫	
চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ	৭৬	
পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ	৭৮	
ষষ্ঠ দিবসের পথের বিবরণ	৭৯	
সপ্তম দিবসের পথের বিবরণ	৮০	
কাউছ বাদসাহর পত্র মাজন্দরান বাদসাহ প্রতি	৮৩	
কাউছ বাদসাহর হামাওরান দেশে কয়েদ হওনের কথা	৮৭	

বিবরণ	০ ২ ১	পত্র
রোস্তুম হামাওরান দেশ ইহাতে কাউছকে নুক		
করিবার বিবরণ		৮৯
কাউছ বাদসাহর উডিবার বিবরণ		৯৩
রোস্তুমের পুত্র ছোহরাবের বিবরণ		৯৫
ছোহরাবের ইরানের সূর্যে যাওয়া ও মৃত্যু		৯৯
ছোহরাবের সহিত হিজিরের সূর্য		১০০
ছোহরাব হিজিরে রহা বা রোস্তুমের অন্তর্দান		১০৪
রোস্তুমের সহিত ছোহরাবের প্রথম যুদ্ধ		১০৮
রোস্তুমের ছোহরাবের যুদ্ধ		১১১
রোস্তুমের হস্তে ছোহরাবের মৃত্যু		১১৩
ছিয়াওস নামে কাউছ বাদসাহর এক পুত্র হয়		
তাহার বিবরণ		১১৮
ছদাবা ছিয়াওসকে ধরে আনিয়া অপবাদ দেয়ার কথা		১২২
ছদাবার পুকারান্তরে ছিয়াওসের পরিবাদ দেয়।		১২৪
ছিয়াওসের আফরাছিয়াবের যুদ্ধের বিবরণ		১২৭
ছিয়াওস আফরাছিয়াবের নিকট গমন		১৩১
আফরাছিয়াব ছিয়াওসকে বধোদ্যোগ		১৩৯
কাউছ ছিয়াওসের মৃত্যু শুনিয়া রোস্তুমকে যুদ্ধে পাঠান		১৪৩
চিন রাজ্য ইহাতে কয়খোছরোকে আনয়ন		১৪৭
কয়খোছরোকে ধরিতে পিরানওএহা সেনা পাঠান		১৪৯
পিরানওএহা কয়খোছরোকে ধরিতে গিয়া পরাজয়		১৫১
আফরাছিয়াব কয়খোছরোকে নদী পার করিতে		
বারন ও আপনি জাওনের বিবরণ		১৫৩

বিবরণ	। ৫ । ১	পৃষ্ঠা
ফরেবোরজ দুর্গে আক্রমণ করিতে নাপারিয়া		
কিরিয়া আইসেন		১৫৭
কয়খোছরোর তত্ত্বে বসিবার বিবরণ		১৫৯
কয়খোছরোর আফরাছিয়াবের যুদ্ধে গমনবিবরণ		১৬১
আকওয়ান দৈত্যার সঙ্গে রোস্তমের যুদ্ধ		১৭৮
বেজন আফরাছিয়াবের কন্যার পুমে বর্জ হইল		১৮১
রোস্তম বেজনকে মৃত্যু করিতে তুরানে বাত্রা		১৮৮
রোস্তমের সহিত বরজুর যুদ্ধ		১৯২
বরজু তুছ ও ফরেবোরজকে ধরিয়া লইয়া জায় ও রোস্তম		
তাহারদিগেব আনিবার বিবরণ		১৯৫
ফরেবোরজর সহিত বরজুর যুদ্ধ		১৯৮
বরজুর মাতার সন্ন্যাস গমন		১৯৯
রোস্তমের সহিত বরজুর যুদ্ধ ও বরজুকে বিংশ		
দেওনের বিবরণ		২০২
ছোছন নামক নিক্কীর বিবরণ		২০৬
ছোছনের নিকট তুছ প্রতিতি সেনাপতিদিগের		
কয়েদের বিবরণ		২০৮
আফরাছিয়াবের সহিত রোস্তমের যুদ্ধ বিবরণ		২১৯
পুন যুদ্ধ পিরানওএছা ও হোমানের		২১৪
কয়খোছরোর নিকট সন্ন্যাস গমন		২১৬
কয়খোছরোর সহিত সন্ন্যাস যুদ্ধ		২১৯
আফরাছিয়াবের মৃত্যু		২২০
লহরাঙ্গ বাদসাহি ও কয়খোছরোর অদর্শন		২২৪
লহরাঙ্গ বাদসাহর বিবরণ		২৩৩

বিবরণ	পত্র
গোস্তাম্প ইরান হইতে রোমদেশে গমন বিবরণ	২৩৩
রোমদেশে গোস্তাম্পার বিবাহ	২৩৫
আলিয়াছ বাদসাহর সহিত কর্তার রোমের যুদ্ধ	২৩২
ইরানের বাদসাহ স্থানে নির্গা পেরন	২৩৩
গোস্তাম্প বাদসাহর বিবরণ	২৩৬
চিনের বাদসাহর সহিত গোস্তাম্পার যুদ্ধ	২৪৮
কোরজমেরকন নায় এহফন্দিয়ারকে কয়েনের কথা	২৫২
চিনের বাদসাহর হস্তে লহরাপ্পার বিনাশ	২৫৪
এহফন্দিয়ারকে কএব হইতে নৃত্ত করিবার কথা	২৫৭
এহফন্দিয়ার তগিগনকে উদ্ধারার্থে চিনদেশে জ্ঞান	২৬০
হপ্তাখানের পথের পুথন দিবনের বিবরণ	২৬৩
দ্বিতীয় দিবসের বিবরণ	২৬৪
তৃতীয় দিবসের বিবরণ	২৬৫
চতুর্থ দিবসের বিবরণ	২৬৭
পঞ্চদশ দিবসের বিবরণ	২৬৮
সপ্ত দিবসের বিবরণ	২৭০
সপ্তম দিবসের পথের করগছারের মস্তক ছেদনের কথা	২৭১
এহফন্দিয়ার গোপনে দুর্গ দেখিবার ও পুবেস করিবার বিবরণ	২৭৩
এহফন্দিয়ার বনিকবেসে দুর্গ প্রবেশ করিবার কথা	২৭৫
দুর্গে পরিভোজন উপলক্ষ্যে আলো করা এবং যুদ্ধ	২৭৯
হপ্তাখানে রত্ন ও চিনের যুদ্ধের বিবরণ	২৮২
এহফন্দিয়ার জাবসস্থানে যুদ্ধে গমন	২৮৮
রোস্তম এহফন্দিয়ারের নিকট পুনরাগমন	২৯১

বিবরণ	১৭	পত্র
এছফান্দ্রয়ারের সহিত রোস্তুমের পুথম যুদ্ধ		২৯৮
দ্বিতিরবার রোস্তুমের সহিত এছফান্দ্রয়ারের যুদ্ধ ও মৃত্যু		৩০৬
জাসের পুত্র সোগাদের জন্ম ও রোস্তুমের মৃত্যু		৩১৩
গোস্তাপ্পার সগারোহন		৩১৮
বহনন রোস্তুমের পুত্রের সহিত যুদ্ধ		৩১৮
হোমার বাদসাহির বিবরণ		৩২১
দারারের বাদসাহির বিবরণ		৩২৯
দারার বাদসাহির বিবরণ		৩৩২
দারার সহিত ছেকন্দরের যুদ্ধ		৩২৫
উজিরের হস্তে দারার মৃত্যু		৩৩৭
ছেবন্দরের বাদসাহি ও পৃথিবী ভ্রমণ		৩৪০
ছেকন্দরের হিন্দুস্থান যাত্রা ও কিদহিন্দুর কথা		৩৪১
ছেকন্দর কান্য কুব্জে গমন ও কর হিন্দুর যুদ্ধ		৩৪৭
ছেকন্দরের মল্লক দরশনে গমন		৩৫০
ছেকন্দরের নানাদেশ ভ্রমণ		৩৫৯
ছেকন্দরের অমৃত কুণ্ড দরশনে গমন		৩৬৩
ছেকন্দর বাদসাহির মৃত্যু		৩৭৭
ছেকন্দরের স্থাপিত মল্লক তওয়াএফরবিবরণ		৩৮১
ছাছন বংশির দিগের বাদসাহির বিবরণ		৩৮১
অরদাশিরের বিবরণ		৩৮৩
আরদাশিরের সহিত আরদওয়ান বহননের যুদ্ধ		৩৮৬
আরদাশির ও আরদওয়ানের যুদ্ধ		৩৮৮
ইপ্তওয়াদের সহিত আরদাশিরের যুদ্ধ		৩৮৮

আরদাশর আপন স্ত্রীকে বধিতে আক্রা দেন	৩৯৬
সাহপূর বাদসাহর বিবরণ	৪০৪
ওজমোরদ সাহপূরের বিবরণ	৪০৫
ওজমোরদ সাহপূর সাহর রোম দেশে বর্জ	৪০৮
সাহপূরের ভাড়া আরদাশিরের বাদসাহি	৪১৬
বহরাম সাহপূরের বাদসাহি	৪১৭
এজদ জোরদ সাহপূরের বাদসাহি	৪১৭
খোছরো বাদসাহির বিবরণ	৪১৮
বহরাম গোর বাদসাহর কথা	৪২২
এজদ জোরদ বহরাম সাহির বিবরণ	৪২৩
কোবাদ বাদসাহর বিবরণ	৪২৪
নওসে রওয়ান বাদসাহর বিবরণ	৪২৫
বুজর চে মেহর উজীর হওনের বিবরণ	৪২৮
সভরখজিডার শাহ	৪৩১
বুজর চেমেহর কাগাগারে বর্জ হওনের বিবরণ	৪৩৩
হোরমজ বাদসাহর বিবরণ	৪৩৯
সেরোয়া সাহর বিবরণ	৪৪৪
সেরোয়ার পুত্র আরদাশিরের বিবরণ	৪৪৬
ফরখজাদের বাদসাহি	৪৪৭
এজদ জোরদ বাদসাহর বিবরণ	৪৪৮
আজম দেশস্ত বাদসাহি দিগের নাম ও যেনত দিবস বাদসাহি করেন তাহার বিবরণ	৪৫৪

ভূমিকার সূচিপত্র

বিবরণ	৫ ॥ ১	পৃষ্ঠা
সাহানামা গুহ বাঙ্গলা ভাষায় করিবার কারণ		১
সাহানামা পুস্তকের শ্লোক হইবার আদ্যীকারণ		
শুজতান মহম্মদ ছবক্ত গিনের নিকট পক্ষবাদসাহদিগের		
কিস্তির গুহ আনিবার বিবরণ		৮
পূর্ব বাদসাহ দিগের কিস্তির দ্বিতীয় গুহ আনিবার কথা		৭
ফেরদৌছি তুহির বিবরণ		৮
ফেরদৌছির আসিবার বিবরণ		১০
কবিদিগের সহিত ফেরদৌছির সাক্ষাত		১১
ইছন মরমদ্দার সহিত ফেরদৌছির অপ্রনয়ের বিবরণ		১২
সাহানামা গুহ প্রস্তুত হইলে বাদসাহর রাগ প্রযুক্ত		
ফেরদৌছির পলাইবার বিবরণ		১৪
অহনদসাহ ফেরদৌছিকে সাইট সহসু মোহর পাঠান		
তাহা গুহন নাকরিবার বিবরণ		১৭
তত্ত্বককল বেগের মলখর সাহ নাম রচনার বিবরণ		১৮

পত্র	পুঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৭	সাহনানা	সাহনামা
৩	১১	হে	যে
৪	৬	উভম	উভম
৪	১৪	পরভব	পরভব
৪	১৭	ভাষান্তর	ভাষান্তর
৫	৫	অশে	অংশে
৬	১	ছবক্তগিনের	ছবক্ত গিনের
৮	২২	ফেরেদৌহি	ফের দৌহি
৯	৭	বন্ধ	বন্ধু
৯	৯	ফয়েদু	ফরেদু
১৩	১	রচন	রচনা
১৩	৩	করিলে	করিলেন
১৩	২৪	ময়মন্দীপ্রধানউরিজ	ময়মন্দীপ্রধানউজির
১৪	১	আলাপ	আলাপ
১৪	১১	ময়মন্দী	ময়মন্দী
১৫	৭	জম্মাইল	জম্মাইল
১৫	৭	বন্ধ	বন্ধু
১৫	১৩	পদধর	পদধর
১৬	৮	মহমুদ	মহমুদ
১৬	১৩	লোঞ্জে	লোকে
১৭	১৭	বখন	যখন
১৭	২৩	থাতিতে	থাকিতে

পত্র	পুঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৮	১	হস্তিষ	হস্তির
১৮	২	নিকিত্য	নিমিত্ত
১৮	২	আলা	আশা
১৮	৩	প্রহণ	গুহণ
১৩	১১	নগরস্ত	নগরস্ত
১৮	১৩	কঠ	কষ্ট
১৮	২১	মন্তথরসাহনানা	মন্তথবসাহনামা
৬	৩	খানি	একখানি
৭	১৫	বাধ্যত	বাধ্যত
৮	২৫	আপন	আপনি
১৩	৯	করিভ	করে যখন
		জমসেদ ঐ ধনূকে অক্সেনে	
		জ্যা সম্বন্ধ করত	
১৮	১৯	হইলে	হইতে
৪২	২০	ম্যায়	ম্যায়
৫৩	৫	থাকিত	থাকিত
৫৩	১৬	অত	অতি
৫৩	২১	মমুচেহবেব	মনুচেহ রের
৫৪	২৪	মওদেরের	নওদেরের
৫৬	১৬	ধাবান	ধাবমান
৫৮	১৮	সহিত	সহিত
৬০	২৫	রোস্তনের	রোস্তমের
৬১	৭	রোস্তম	বোস্তম

পত্র	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	৪	কার	কারা
৭২	১৩	কাহর	কাহার
৭৩	১৭	ব্যাঘু	ব্যাঘুর
৭৪	১৮	অজাগর	অজাগর
৭৬	৫	দৈভ্য	দৈভ্য
৭৬	১১	কম্পিত	কম্পিত
৭৭	১৬	হস্ত	হস্ত
৭৯	৭	রোসুল	রোসুল
৭৯	২২	মমুদয়	মমুদয়
৯১	২২	করিত	করিত
৯৪	১২	লাগিল	লাগিল
৯৭	১৪	অধিকবাস	অধিবাস
৯৯	৫	মাতমহের	মাতা মহের
১০০	৬	পরমস	পরামশ
১০২	১০	তোমাবই	তোমারিই
১০২	২৪	নিত্যগীত	নৃত্যগীত
১০৩	৭	রাজাআজ্ঞা	রাজাজ্ঞা
১০৪	২২	জাল	জান
১০৮	১৪	সমিব্যাহারে	সম ভিব্যাহারে
১১০	২	বোব	বোথ
১১০	৮	কণ্ডো	মণ্ডো
১১৩	১৬	আমর	আমর
১১৮	১২	লইতে	লইয়া

পত্র	পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৭	১৪	প্রথাধ	প্রধান
১২৮	২৩	করিত	করিত
১২৯	১৩	জয়ছন	জয়ছন
১৩০	১২	আপমার	আপনার
১৩২	১৭	আমর	আমার
১৩৮	২	হক	হুট
১৩৮	৬	আমর	আমার
১৪০	৫	তরী	তীর
১৪০	৭	অনুপায়	অনুপায়
১৪৫	১০	মস্তক	মস্তক
১৪১	২১	তোনার	তোমার
১৪৩	১	নিকটে	নিকট
১৪৩	১৭।১৮	দয়খোছরো	ভাহার বিপপবিত কয় খোছরো
			ভাহার বিপরিত
১৪৪	১৯।২০	দুদাচরিত্রের	দুষ্টাচরিত্রের
১৪৬	৭	ভাতা	ভাতা
১৫৫	১৫	কয়ছোরোর	কয় খোছরোর
১৫৬	১১	লাগিলা	লাগিল
১৫৭	৫	ফদের	ফরেদ
১৫৭	১৭	ফরোবোজ	ফরেবোজ
১৬৭	৫	তুনি	তুনি

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ
 ১৬৭ ১৮ নানক নামক
 ১৬৮ ৮১৯ সেই সেই দর্গ
 ১৬৮ ১৪ ওখামে ওখানে
 ১৭০ ১৩ অনমতি অনুমতি
 ১৭০ ২২ করিলা করিল
 ১৭৩ ১৬ গরদোষ গরদোয়
 ১৭৫ ২ আমর আমার
 ১৭৫ ৯ শ্বেক শ্বেত
 ১৭৬ ২৪ কস্তকে মস্তকে
 ১৮২ ২০ নিকস্ত নিকটস্থ
 ১৮৪ ২৪ মাঠে মাঠে চল
 ১৮৬ ১৮ করিবা করিয়া
 ১৮৭ ৫ দর দূর
 ৮৭ ১২ তরানে তুরানে
 ১৮৯ ২৪ আকর আকার
 ১৯৩ ১৬ গহণ গ্রহণ
 ১৯৪ ৭৮ বাদসাহ বাদসাহর
 ১৯৬ ১ সুর সুরা
 ১৯৬ ৫ সভাস্ত সভাস্ত
 ১৯৬ ১১ যুদ্ধে যুদ্ধে
 ১৯৬ ১৫ প্রমথত প্রথমত
 ১৯৭ ২৪ শুনিবা শুনিয়া
 ২০৩ ১৭ উভয়েউভয়ে উভ
 .
 .
 ২০৩ ১৭ লগিল লাগিল

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ
 ২০৪ ৪ তরানেকর তুরানে
 করে
 ২০৬ ১৮ অতিতী অতিথী
 ২০৬ ১৯ অতিত অতিথ
 ২০৭ ২০ মাদসাহজাদা বাদ
 সাহজাদা
 ২০৭ ২০ অতিতী অতিথী
 ২০৯ ২ যত যত্ন
 ২১৩ ১৯ গন্তব গন্তর
 ২১৫ ১১ তরান তুরান
 ২১৫ ১৫ পিরাম পিরান
 ২২০ ১৫ আফরা ছিয়ায়
 আফরছিয়াব
 ২২৩ ১ আমর আমার
 ২২৫ ৪ করিয়া করিবা
 ২২৬ ২৩ খোরছনিখোরাছান
 ২৩৮ ৩ ব্যাগ ব্যাঘু
 ২৪৬ ১৩ সমেতন বসোতন
 ২৪৭ ১ সামস্ত অর্জনে এ
 অপূর্ণ
 সম্মুখস্ত অর্জনে এক অপূর্ণ
 ২৫২ ৩ কুয়এনাম কুমন্ত্রনায়
 ২৫৩ ৫ বাদসাহের বাদ
 সাহির
 ২৫৩ ১ দহার ইহার

পত্র পুঞ্জি অশুদ্ধ শুদ্ধ
 ২৫৬ ১ আরচাম্পার আর
 চাম্পা
 ২৬৩ ২ হস্ত হস্ত
 ২৬৩ ৮ হস্ত হস্ত
 ২৬৩ ১৪ করিয়া করিবা
 ২৭১ ৮ ভূমি ভূমি
 ২৭৭ ৬ ছিলা ছিল
 ২৭৮ ১৬ নগরে নগর
 ২৭৯ ৯ আনা ০
 ২৮১ ১ সেন সেনা
 ২৮২ ২ সসল সকল
 ২৮৩ ১৭ কুন্ডি কুন্ডি
 ২৮৩ ২৪ যদি ০
 ২৮৪ ৫ পৌত্তে পৌত্ত
 ২৮৪ ২৪ আনায়ন আনয়ন
 ২৮৪ ২২ দখ দখ
 ২৮৫ ১৯ মত্র মত্র
 ২৮৬ ২১ আনায়ন আনয়ন
 ২৮৯ ২ একফন্দিয়ার এছ
 ফন্দিয়ার
 ২৮৯ ১২১৩ যেকপ তাঁহা
 করিয়ার পিতা গোস্তাম্পার
 সেবা দুইবৎসর করিয়াছি
 যেকপ তাঁহার
 পিতা গোস্তাম্পার সেবা দুই

পত্র পুঞ্জি অশুদ্ধ শুদ্ধ
 বৎসর করিয়াছি
 ২৯০ ৩ ভূমি বন্ধন স্বিকার
 ভূমি বন্ধন স্বিকার করিয়া
 ২৯০ ১৫ অতিথি আতিথি
 ২৯২ ১৫ ঐরস ঔরস
 ২৯২ ২৪ নরিমামের
 নরিমামের
 ২৯৪ ১০ দৈত্য দেও
 ২৯৫ ২ ছফন্দিয়ার কহিল
 একত্রোথে অহকারে
 ছফন্দিয়ার
 কহিলএতক্রোধঅহকার
 ২৯৫ ৯ আমিয়াছে
 আমিয়াছ
 ২৯৭ ৬ বধিব বধিল
 ২৯৭ ১৩ তদদিন ততদিন
 ৩০০ ১ জওয়ারে জয়ারা
 ৩০০ ৫৬ জওয়ারে জওয়ারা
 ৩০০ ১৫ তদন্তর তদন্তর
 ৩০৩ ২০ ঔষাদি সর্মাফে
 লেপন করাইতে লাগিল
 ওরোদন ।
 ঔষধাদি সর্মাফে
 লেপন করাইতে লাগিল

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ

বোস্তম বোস্তম

৩০৪ ২০ ঘোঠককে ঘোটককে

৩০৪ ৩১ ঐষধি ঔষধি

৩০৫ ১৩ ক্ষুদ্র খুদ্র

৩০৬ ১১ একথা একথা

৩০৭ ২২ কুটরি কিরিটী

৩১০ ১২ বাসাতন বাসোতন

৩১২ ১২ আছি আছে

৩১৩ ৮ ভাগ্য ভাগ্য

৩১৩ ৯ তাহার তাহার

৩১৪ ১৭ ক্রোধ ক্রোধ

২১৫ ৭ সোগাকে

সোগাদকে

৩১৭ ১৬ করেলে কাবেলে

৩১৭ ২৪ জাবলস্থানে

জাবলস্থানে

৩১৮ ১৬ পালন পালন

৩১৯ ৪ নক্রে নক্রে

৩২০ ১৫ আপন করেন

৩২১ ১৭ যখন যখন

৩২১ ২০ এ৩০ওসনে এ৩০সনে

৩২২ ১ ফেরাতে ফোঁরাতে

৩২২ ৭ লোভে লোভে

৩২৫ ১৬ হইলে হইল

৩২৬ ১৫ নদিত্তে নদিত্তে

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ

৩২৭ ১০ খুলিয়া খুলিয়া

৩২৯ ৪ হইল হইল

৩৩০ ১১ খাবমান খাবমান

৩৩০ ১৭ উপডৌকন

উপটৌকন

৩৩১ ১৫ ক্ষেথ মুখে

৩৩১ ২০ মহীলে হইলে

৩৩২ ৯ দারাবের দারার

৩৩২ ১০ দারাব দারা

৩৩২ ১৩ আনাইলা

আনাইল

৩৩৩ ১২ দারা দারা

৩৩৪ ১০ দেওরাই দেওনাই

৩৩৪ ১৮ জামার আমার

৩৩৪ ২০ উচিত উচিত

৩৩৫ ১৯ ছেককুর

ছেকন্দর

৩৩৭ ২ দারা দারা

৩৩৭ ৮ দারা দারা

৩৩৮ ২ দুইদিরে দুইদিনের

৩৩৮ ৩ দারাবেকে দারাবেকে

৩৩৮ ১৩ পতিত পতিত

৩৪০ ২ যেমত যেমত

৩৪০ ১৮ ঘাষনা ঘাষনা

৩৪১ ৩ মর্যাদা মর্যাদা

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ

৩৪১ ১৪ হিন্দুস্তানের

হিন্দুস্তানের

৩৪১ ১৫ নিদাবসে নিদাবসে

৩৪৩ ৯ নয়ম নবম

৩৪২ ১২ ভূমি ভূমি

৩৪৪ ১০ দার দ্বার

৩৪৪ ১৬ ভোকারবংশ

ভোমারবংশ

৩৪৪ ১৯ তাহারগু তাহারগু

৩৪৬ ১২ পরন্তু পরন্তু

৩৪৬ ১৪ দারায় দারায়

৩৪৮ ৬ নৌহ নৌহ

৩৫১ ১৯ এমরাহোমের

এবরাহোমের

৩৫২ ১২ জী জী

৩৫২ ২৩ ভক্তি ভক্তি

৩৫৪ ৮ নইতে ইইতে

৩৫৫ ২১ পরিতোষিক

পারিতোষিক

৩৫৭ ৯ হর হর

৩৫৬ ১ পালবেধ

পালবেধ

৩৬৮ ১৯ উখিত উখিত

৩৭৭ ১৭ তজনা তজনা

৩৭৮ ১৮ গহ গহ

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ

৩৮৪ ৯ গোলনারে

গোলনার

৩৯১ ৫ তারদসির

তারদসির

৩৯৫ ৯ লখো লখো

৩৯৭ ৮ বাদসাহিরমখ

বাদসাহিরমখ

৩৯৭ ২২ তুমি তুমি

৩৯৮ ৪ গহে গহে

৩৯৯ ৯ খাবমান

খাবমান

৪০১ ৫ খাবমান খাবমান

৪১০ ১০ নবশক্তি নবশক্তি

৪০৫ ১৫ তারের তারের

৪০৬ ৬ ভিত্ত ভিত্ত

৪০৬ ২০ জনেক জনেক

৪০৭ ৪ ভোজ ভোজ

৪০৭ ৮ তংখনাভ তংখনাভ

৪০৭ ১১ গোপনে গোপনে

৪১১ ১ দিব্য দিব্য

৪১১ ১০ তাহার কাহার

৪১৩ ১১ তোডরা তোডরা

৪০১ ৩ ১৫ তোডরা তোডরা

৪১৩ ১৬ তোডরা তোডরা

৪১৩ ১৮ তোডরা তোডরা

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ

৪১৩১২ ভোডরা ভোরা

৪১৫১৪ নোহার লোহার

৪১২১৩ বহরামে বহরামের

৪১২১৪ জতয়নইকে
জতয়ানুইকে

৪২৮ ৩ বাদসাহরাত্রি কালে
বাদসাহরাত্রিকালে

৪২৮ ৭ জিজাসা জিজাসা

৪২৮ ১৭ জিজাসা জিজাসা

৪২৮ ২০ বুজর চেমেহর
বুজরচেমেহর

৪২৮ ২২ বুজরচেমেহরকে
বুজরচেমেহরকে

৪২৯ ১০ বুজরচেমেহর
বুজরচেমেহর

পত্র পুঁক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ

৪৩০ ২০ মিয়মিত নিয়মিত

৪৩৩ ২ তলখন্দরের

তলখন্দের

৪৩৩ ১৭ বর্তমান বর্তমান

৪৩৬ ১৪ কোথকরেছে

কোথকরেছে

৪৪৫ ১১ সময়নাগারে

সয়নাগারে

৪৪৭ ১৮ নদের নদের

৪৪৮ ২৩ বেক্কাছি বেক্কাছি

৪৫০ ২ দেশ

৪৫১ ১৫ দোকান দোকান

সীতীদর্শী।

প্রভলকবী

ভূমিকা

—

বাঙ্গালী ভাষায় ফের দৌছি তুছির কৃত সাহানামার
বাঙ্গালী ভাষায় অনুবাদ করিবার কারণ যে এক দিবস
কয়েকজন আত্মীয় বণের সহিত একত্র ভ্রমণ করত নানা
প্রসঙ্গানন্তর কেহু কহিলেন যে ইদানীন্তন পারস্য ভাষায়
দুইতিনখান গল্পের পুস্তক বাঙ্গালী ভাষায় অনুবাদ হই
যাচ্ছে কিন্তু তাহাতে পূর্কগত বাদসাহ দিগের বিচারের বিষয়
যুদ্ধের কোন বর্ণনা নাই কেবল গল্প মাত্র তাহাতে কোন
ঐশ্বর্য দর্শনা; ছেকন্দর নামা প্রভৃতি এমনত কোন পুস্তকের
বাঙ্গালী ভাষায় ভাষিত হইলে পূর্কগত বাদসাহ দিগের
সময় বিবরণ জানা জাইতে পারে; তাহা শুনিয়া আমি কহি
লাম যে ছেকন্দর নামার ভাষান্তর হইলে কেবল ছেকন্দর
বাদসাহর বিবরণ জ্ঞাত হইতে পারিবা কিন্তু তাহাতে অন্য
কোন বাদসাহর বিশেষ বর্ণনা নাই পূর্কগত বাদসাহ দিগের
বিবরণ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ফেরদৌছি তুছির কৃত সাহান
নামার তুল্য পারস্যে এমনত কোন পুস্তক নাই, ছেকন্দর
বাদসাহ যেমত একজন তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাণাশায়িত
অনেক বাদসাহ দিগের বিবরণ সাহাননামা গুহে বর্ণিত আছে

পরন্তু সে গুহ্য মহাতারতের ভুল্য অতি বাহুল্য বর্ণিত সহস্র
 স্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার বাঙ্গলা ভাষায় রচিত
 হইলে পারস্য জাতীর আদি বাদসাহ কয়ুমরুহ অবধি শেষ
 এজ্জদ জোরদ বাদসাহ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশত বাদসাহর বিব
 রণ; এতদ্ভিন্ন রোস্তুমের ও ছিমোরগের এবং দৈত্য আদির
 অনেক বিবরণ তাহার মধ্যে আছে। এই কথা শুনিয়া
 সকলে কহিলেন যে সাহানামার বাঙ্গলা ভাষায় আপনি যদি
 অনুবাদ করেন তবে হইতে পারে; আর বিশেষ আপনকার
 একনূতন গুহ্য প্রকাশ করাই, এবং যতদিন এই গুহ্য থাকি
 বেক ততদিন আপনার নাম থাকিবেক; ইহা শুনিয়া সাজ
 নাম গহ্নে বাঙ্গলা ভাষায় রচনা করিবার আমার মানস
 হইল, এবং ভাষান্তর করণের বিশেষ কারণ এই যে বাঙ্গলা
 দেশে শ্রীযুত ইংরাজ বাহাদুর দিগের প্রথম আমল অবধি
 রাজ দরবার সকলে রাজ কবীর লিখিত পঠিত পারস্য ভিন্ন
 হইতনা। অধুনা প্রায় দশ বার বৎসর হইল শ্রীযুত গবর্ণর
 জনেরেল বাহাদুরের আজ্ঞা ক্রমে প্রচার হইয়াছে যে যে
 দেশের যে ভাষা তাহাতেই সে দেশের লোকেরা রাজ দর
 বারে আবেদন পত্র ও মোকদ্দমা নে সকল লিখিত পঠিত
 হইবে তাহা স্বীয় ভাষায় করিবেক। ভদ্রবধি বাঙ্গলা
 দেশে যে স্থানে রাজদরবার আছে সেই সকল স্থানে বাঙ্গলা
 ভাষায় রাজ দরবারের কথা সকল নিষ্পন্ন হইতেছে, অত
 এব পারস্য বিনা বাঙ্গলা দেশে প্রায় লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা
 এ নিমিত্ত সাহানামা পুস্তক অতি প্রধান গুহ্য বাঙ্গলা ভাষায়
 রচিত হইলে বাঙ্গালি দিগের মনে পারসির পূর্ণগত বাদসাহ

দিগের বিবরণ অনায়াসে বোধ গম্য হইতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া ফের দৌছি ডুছির কৃত আসল সাহানামা ও তৎকাল বেগের কৃত ঐ সাহানামার পারসি গদ্য তরজমা বাহা মন্তখব সাহানামা নামে প্রসিদ্ধ কাণে সর্বত্র প্রচলিত আছে এই দুই গুহ সমুদয় একত্র করিয়া দেখিলাম যে তাহাতে তৎকাল বেগ হিজরি ১০৬৩ একসহস্র ত্র্যুটিশকে ঐ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কয়ুমরছ বাদসাহ অবধি ছেকন্দর বাদসাহ পর্যন্তের বিবরণ বিরচিত করিয়াছেন তাহার পর আরদসির বাদসাহ অবধি এজ্জদজোরদ বাদসাহ পর্যন্ত বাদসাহদিগের নাম লিখিয়া দুই পৃষ্ঠা কাগজ সমাপ্ত করিয়াছেন, তদন্বয়ে বিবেচনা করিলাম যে মন্তখব সাহানামা বর্ণনা করিলে ফেরদৌছি ডুছির কৃত সাহানামার সম্পূর্ণ কাণে ভাষান্তর করা হয়না; কারণ আরদসির বাদসাহ অবধি এজ্জদজোরদ বাদসাহ পর্যন্ত প্রায় ফেরদৌছির কৃত সাহানামার কিয়দংশ তৎকাল বেগ ভাষা করিয়া আপন গুহ সমাপ্ত করিয়াছেন, তজ্জন্ম আশি আরদসির বাদসাহ অবধি এজ্জদজোরদ বাদসাহ পর্যন্ত পারস্য ভাষায় রচনা করিয়া পরে সমুদয় সাহানামা বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখরের রূপায় আপন ক্ষুদ্র বাক্সি দ্বারা এক প্রকার ভাষান্তর করিলাম, ইহাতে পাঠক বেগের নিকটে প্রার্থনা এই যে ইহার মধ্যে দোষ ও অশুদ্ধ ভ্রান্তি ক্রমে বাহা হইয়া থাকে তাহা অনুগৃহপূর্বক গৃহণ না করিয়া বরং শুদ্ধ করিয়া দিবেন; এবং যে স্থলে সন্দেহ হইবে তাহা ফেরদৌছির কৃত সাহানামা দেখিলে সে সন্দেহ দূরীকৃত হইবেক।

সাহায্য। পুস্তকের স্রোত হইবার আদৌ কারণ ॥

পুরাতন পারস্য গুহ লেখকেরা লিখিয়াছেন যে আনুমানিক
দশ অর্থাৎ ইরানাদি দেশের ছাছানবংশের বাদসাহ দিগের
রাজ্যে মন্ডনের গুহা নামে একজন অতি দাড়া ও সং বিবে
চক বাদসাহ হইয়াছিলেন তিনি পূর্বগত বাদসাহ দিগের
গুণ ও কীৰ্ত্তি অন্য২ দেশে লোক পাঠাইয়া এবং উহা গুহ
কিয়া ইতিহাস যে স্থলে থাকিত তাহা আনাইয়া আপন
পুস্তকালয়ে রাখিতেন। পরে এজদজোরদ বাদসাহর সময়ে
এ পুস্তকালয়ই সমুদয় পুস্তকের শুচি পত্র করিতে মন্ডজ
দেহকাম নামে এক পণ্ডিতকে আজ্ঞা করিলেন, সে সমুদয়
পুস্তকের শুচিপত্র করিয়া দেখাইল তাহাও এ পুস্তকালয়ে
রাখিলেন; পরে আরব দেশের অমর নামক বাদসাহর ছাদ
বেক্কাছ নামে এক সেনাপতি সৈন্যে ইরানে আসিয়া
এজদজোরদ বাদসাহকে যুদ্ধে পরভব করিয়া তাহার সমুদয়
বিষয় লুট করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে পুস্তক সকল আপন
বাদসাহ অমরকে দিলেন; এ পুস্তক সকল পছন্দি ভাষায়
ছিল এ নিমিত্ত তিনি আরবি ভাষায় ভাষান্তরকরিতে আজ্ঞা
করিলেন, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ছাছান বংশীয় বাদসাহ দিগের
দান ও বিচারের ও উজির দিগের সত্ পরামর্শের বাক্য
থক গুলীন রচনা করিয়া এ বাদসাহকে শবণ করাইসেন
এবং অবশেষে দুই হইয়া সমুদয় পুস্তক ভাষান্তর করিতে আজ্ঞা
করিলেন, তাহার সমুদয় পুস্তক ভাষান্তর করিয়া দিল, এ
সময় লিখিত আছে যে পূর্ব বাদসাহরা অগ্নি পূজা করি
তঃ ছিমোরগ নামে পক্ষ্য মনুষ্যর সহিত আহা

বেবহার করিয়াছে এই সকল বিবরণ শুনিয়া অগ্ৰাহ্য করিয়া
কহিলেন যে এ গুহে সত্য ও মিথ্যা দুই আছে ইহাতে পার
ত্রিকের কোন গুণ দর্শন না ইহা কহিয়া লাটের দ্বাৰা সকল
কে বন্টন করিয়া দিলেন; এই পুস্তক সমুদয় হবসদিগের
অশে পড়িল, তথা হইতে হিন্দুস্থানে আইল হিন্দুস্থান
হইতে খোৱাসান দেশের ইয়াকুব লয়েছেৱ পুত্র পাইয়া পুন
রায় হিন্দুস্থানে আবদুলহুৱের নিকট পারস্য ভাষায় অন
বাদ করিতে পাঠাইল, হিজরি ৩৬০ তিনসত সাইট সৰ্কে
পারস্য ভাষায় গদ্য রচনা হইল; পরে ঐ পারসি ভৱজয়া
খোৱাসান দেশে যায় তথা হইতে এৱাক দেশে কোনছাহান
বংশীয় প্রধান লোক ছিলেন তিনি লইয়া দকিকিনামে এক
জন কবিকে শ্লোক দ্বাৰায় রচনা করিতে কহিলেন, সেই কবি
দ্বিসহস্র শ্লোক রচনা করিয়াছিল তৎ সময়ে দৈবাধীন তা
হার ভৃত্য তাহাকে বধ করিল তদবধি আৱ কেহ রচনা করে
নাই ঐ ৰূপেই ছিল; ক্রমে ঐ ছাহান বংশীয়দিগের ঐখ্যায়
অবগান হইল। যখন সুলতান মহম্মদ ছবকগিন গজনি
নের বাদশাহ হইলেন, তিনি উক্ত পণ্ডিত ছিলেন সৰ্বদা
পণ্ডিত কবি দিগকে লইয়া সদালাপ করিতেন এবং গুহ ও
ইতিহাসাদি সৰ্বদা দেখিতেন; বিশেষতঃ আজম দেশেই পৰ্কে
বাদশাহ দিগের গুণ কীৰ্ত্তনে আত্মাদিত হইতেন, তিনি ঐ
ছাহান বংশের গুণ কীৰ্ত্তি যাহা গদ্য দ্বাৰা রচনা ছিল তাহা
খন্ড দ্বাৰা অনুবাদ করিতে আৰম্ভ করিলেন ॥

শুলতান মহম্মদ ছব্বাগিনের নিকট পূর্ব বাদসাহ
দিগের কীওর গুহু আসিবার বিবরণ ॥

খোর ফিরোজ নামে একজন কারস দেশের বাদসাহজাদা গুহাবগন্য জন্য গজনির দেশে মহম্মদ সাহর রাজ্যে আসিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে কোন্ উপলক্ষ বাদসাহর নিকট পরচিত হইব সর্বদা এই চিন্তা করিতেন; একদিন বাদসাহর এক সভাসত এমাম নামক ঐ সাহাজাদাকে অতি মলিন ও পরিচ্ছদ বিহীন কিন্তু অতি শয়ামিত দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে আপন দুদ্দসার বিবরণ তাহাকে বিস্তারিত রূপে কহিল এমাম অতি সত চরিত্র দয়াবান ছিল কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া কহিল যে বাদসাহকে জানাইয়া যাহাতে আপনকার একটু দুরী কৃত হয় তাহার উপায় আমি অচিরাত করিব । পরে খোর ফিরোজ আপন সমুদয় বৃত্তান্ত এক আবেদন পত্র রূপে লিখিয়া ঐ এমামের সমিতি ব্যাহারে বাদসাহর দরবারে গিয়া দেখিলেন যে কয়েক জন কবি কথক গুলীন কবিতা রচনা করিয়া কথন কথন করিতেছে, বাদসাহ তাহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে আনছবির শ্লোক উত্তম রচনা হইয়াছে ঐ গুহু রচনা করুক খোর ফিরোজ এই কথা শুনিয়া এমামকে জিজ্ঞাসা করিল যে কোন্ গুহুরচনা হইবে? সে কহিল বাদসাহ দিগের মধ্যে কাহার রীতি মূগয়া কারণ কাহারওবা ভ্রমণে ইত্যাদি অনেক প্রকার স্বভাবে বিশিষ্ট থাকে, এ বাদসাহর স্বভাব পণ্ডিত দিগেকে লইয়া কবিতা রচনার, এনিমিত্তে নানা দেশ হইতে পণ্ডিত গণের সমাগম হইয়াছে । কথক গুলীন আজম

দেশীয় পুরাতন বাদসাহ্দিগের কীৰ্ত্তি গদ্যোক্তে রচিত আছে। তাহারি শ্লোকরচনা করিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; এজন্য অনেক পণ্ডিতেরা শ্লোক রচনা করিয়া আনিয়াছেন, তাহার মধ্যে আনছরিব শ্লোক বাদসাহ্দিগের মনোনিবেশ হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া খোরফিরোজ অত্যন্ত খেদান্বিত ও দুঃখিত হইল। এমাম তাহা দেখিয়া কহিল যে তোমার খেদের কারণ কি? সে কহিল আমি পূৰ্ব্বে ইহা জানিলে আজম দেশীয় পূৰ্ব্বে গত বাদসাহ্দিগের সমুদয় কীৰ্ত্তির গুহ আমার আলয়ে প্রস্তুত আছে তাহা আনিবাম; এমাম কহিল তুমি যে আবেদন পত্র লিখিয়াছ তাহাতে এই প্রসঙ্গ লিখিয়া দেও বাদসাহ্জ্ঞাত হইলে তোমাকে সমাদর পূৰ্ব্বে রাখিবেন। সে ঐমত করিল, বাদসাহ্ তদুপে তহঁত হইয়া ঐ পুস্তক আনিবার জন্য তাহার লিখন সমভিব্যাহারে এক পত্র বাহক তাহার বাটতে পাঠাইলেন ঐ পত্র বাহক তাহার বাটতে গিয়া পত্র দিলে তাহার পরিবারেরা তাহাকে অশ্রুপূর্ণ সমাদর পূৰ্ব্বে গুহ ও কিঞ্চিৎ পাথর দিয়া বিদায় করিল; উক্ত ব্যক্তি গুহ লইয়া আইলে খোরফিরোজ ঐ উপলক্ষ করিয়া বাদসাহ্দিগের নিকট অতি ঘনিষ্ঠ হইল ॥



পূৰ্ব্বে বাদসাহ্দিগের কীৰ্ত্তির দ্বিতীয় গুহ

আসিবার বিবরণ ॥

কেরমান দেশের বাদসাহ্দিগের সহিত মহম্মদ বাদসাহ্দিগের অত্যন্ত প্রণয় ছিল সে জানিত যে মহম্মদ সাহ গুহ প্রিয় তাহার অধিকারে আরঙ্গ বরজিন নামে এক পণ্ডিত আজম দেশের

বাদশাহ দিগের সমুদয় উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিল ইহা
শুনিয়া তাহা লইয়া মহম্মদ সাহর নিকটে পাঠাইল। আশ্চ-
র্যের বাদশাহ দিগের সমুদয় উপাখ্যান মহম্মদ সাহর নিকটে
একত্র হইলে আচম্বিত্য আনছরি কররাখি জয়ান মজিক
উজ্জ্বল খোররমি ॥ এই সাতজন কবিকে ঐ গুরুত্বের সাত
অধ্যা শ্লোক রচনা করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥

ফেরদৌছি ভূছির বিবরণ ॥

মৌলানা আহমদের পুত্র ফেরদৌছি তাহার স্বাথ্যে নান
আবল কাছম, যে দিবস আবল কাছমের জন্ম হইল সেই
রাত্রে মৌলানা আহমদ স্বপ্ন দেখিল যে পশ্চিম দিগ হইতে
একশব্দ হয় ঐশ্বর শুনিয়া চতুর্দিক হইতে ধন্য ২২ সর্দ হইল, পর
দিন প্রাতে মৌলানা আহমদ নজিবুদ্দিন নামক একজন পণ্ডিত
কে ঐ স্বপ্ন বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল তোমার যে
পুত্র কল্য জন্মিয়াছেন তিনি অতি উৎকৃষ্ট কবি হইবেন,
তাহার কবিতা পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রসারিত হইবেক। যখন
ফেরদৌছি বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া সর্বদা বিদ্যার আলোচনা করি-
ত। ফেরদৌছির বাটি তছ নগরে এক নদীর তীরেছিল বর্ষা
কালে ঐ নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া উক্ত নগর জলে প্লাবিত
হইত এ নিমিত্ত ফেরদৌছি সর্বদা খিদ্যমান হইয়া কহিত
যদি ঈশ্বর কখন আমাকে ধন দেন তবে প্রস্তর দ্বারা এই
নদী এমনতর কাপে বন্ধ করিব যে নগর মধ্যে জল উঠ-
তে না পারে। ঐ সময়ে ফেরদৌছি শুনিল যে জুলতান মহ-
ম্মদ হুবতুগিন সাহনামা নামে এক গুরু অর্থাৎ অনেক পুরা

তন বাদসাহ দিগের গুণ কীত্তির এক গদ্য গুহু ভাঙ্গিয়া পদ্য
 দ্বারা রচনা করাইবেন এজন্য অনেক পণ্ডিত এবং কবি
 দিগকে আনাইয়াছেন, এই কথা শুনিয়া ফেরদৌছির মানস
 হইল যে আমি ও পূৰ্ব্ব বাদসাহ দিগের গুণ কীত্তির এক
 গুহু রচনা করিবকিহু ঐ পুরাতন বাদসাহ দিগের কাত্তির
 কোন পুস্তক না পাওয়াতে ভাবিত হইয়া মহম্মদ লক্ষরি
 নামে ফেরদৌছির এক বন্ধু ছিল তাহাকে জানাইলে সে কহি
 ল ঐ পুস্তক আমার নিকটে আছে তাহা লও এই বাক্য
 শুনিয়া সেই পুস্তক লইয়া প্রথমতঃ ফেরদৌ বাদসাহ ও জো-
 হাক বাদসাহর স্বর্কের বিষয় কবিতা দ্বারা রচনা করিল;
 তাহা অবশেষে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রশংসা করিল
 তখন তুহু দেশের কত্ৰা আবু মনছুর ছিলেন তিনি ঐ পুস্তক
 শুনিয়া তুষ্ট হইয়া ফেরদৌছিকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া
 আচ্ছা কারলেন যে আনার নিকটে থাকিয়া এই গহ্বাদি রচনা
 কর, ঐদ্বাত ঐ আবু মনছুরের মৃত্যু হওয়াতে গুহু রচনা
 রহিত হইল কিহু ফেরদৌছির কবিতার প্রশংসা সর্বদেশে
 প্রকাশ হইল, আবু মনছুরের মৃত্যু হইলে শুলতান মহম্মদ
 ছবতুগিন শুলতান হাদব কে তুহু দেশের অধিপতি করিয়া
 পাঠাইলেন, মহম্মদ সাহ ফেরদৌছির কবিতা সত্তির কথা
 শুনিয়া ফেরদৌছিকে পাঠাইতে তুহুর অধিপাত শুলতান
 হাদবকে পত্র লিখিলেন সে মহম্মদ সাহর লিপি পাইয়া
 ফেরদৌছিকে আনয়ন করিয়া সকল বিবরণ কহিল, তাহা
 শুনিয়া ফেরদৌছি গজনি দেশে আসিবার নিমিত্ত্য আগ্রহ
 দিত হইয়া তুহু নগর হইতে যাত্রা করিল ॥

মতান্তরে ফেরদৌছির আসিবার বিবরণ।

কেহকহে তুছ দেশের অধিপতি ফেরদৌছির প্রতি দৌরাত্য করিয়াছিল এ জন্য ফেরদৌছি তুছ নগর হইতে গজনিন দেশে নহমুদসাহর নিকট জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছিল ॥ যখন নহমুদসাহ ফেরদৌছিকে পাঠাইতে তুছের নগরের অধিপতিকে পত্র লিখিলেন, বাদসাহর মুনসি বদরদ্দিন, আনছরি ও রুদকির বন্ধু এ নিমিত্ত এ মুনসি তাহারদিগকে কহিল যে তুছ নগর হইতে ফেরদৌছি নামে একজনকবি তথায় আছে তাকে এখানে পাঠাইতে তুছের অধিপতিকে বাদসাহ পত্র লিখিলেন, সে আইলে সাহনামা রচনা সেই করিবেক এবং অনেক পুরস্কার ও পাইবে, তোমরা বহুকাল পর্যন্ত এ বাদসাহর নিকট আছ তোমার দিগের ক্ষতি হইবে এ হেতু কহিলাম যদি কোন উপায় করিতে পার তবেই মঙ্গল, তাহা রা এই কথা শুনিয়া কহিল এখন বাদসাহকে কেহ কহিতে পারিবেকনা যে ফেরদৌছিকে পথ হইতে ফিরিয়া যাইতে লিখেন এক পরামর্শ আছে আমরা একজন মনুষ্যকে পাঠাই সে ফেরদৌছিকে কহিবে যে বাদসাহর গৃহ রচনা করার যেমত উৎসাহ পূর্ণেছিল এইক্রমে তাহার অনেক বিঃ হইয়াছে অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া আসিবেন স্থির করিয়া একজন মনুষ্যকে পাঠাইল, সে ফেরদৌছির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্তমত কহিলে ফেরদৌছি মনেকারল ফিরিয়া স্বদেশে বাই পুনরায় বিবেচনা করিল যদি এতদ্বাক্য মিথ্যা হয় এই সন্দিক্ত হইয়া আবদবেকরের সবাইনামে এক সরুই সেইস্থানে ছিল কিছুদিন উক্তস্থানে বাস করিল

এখানে বদরদ্দিন মুনসির সহিত আনছরি ও রুদকির কিঞ্চিৎ
সম্প্রণয় হইল তখন মুনসি চিন্তা করিল এ প্রকার প্রবন্ধনা
করিয়া ফেরদৌছিকে ফিরাইয়া দিবার কথা বাদসাহ জানি
তে পারিলে আমার পক্ষে মন্দ হইবে এই বিবেচনা করিয়া
অতি শীঘ্র এক দূতের দ্বারা ফেরদৌছিকে কহিয়া পাঠাইল
যে ইহার পূর্বে কোন লোক আপনকাকে যে কথা
কহিয়াছে সে মিথ্যা, আনছরি ও রুদকী দুইজনে সত্ৰুতা
করিয়া কহিয়া পাঠাইয়াছিল আপনি সীষ গজনিन দেশে
আগমন করণ এই কথা শুনিয়া ফেরদৌছি গজনিনে যাত্রা
করিল ॥

ক বিদিগের সহিত ফেরদৌছির সাক্ষাৎ ॥

পূর্বে উক্ত সাতজন কবির মধ্যে আনছরি । আছজদি । ও
ফররখি এই তিনজন কবি গজনিन নগরের প্রান্ত রাজপথের
নিকট এক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন এই সময়ে
ফেরদৌছি ঐ স্থানে পৌঁছিয়া ঐ উদ্যানের নিকটে বসিয়া
আপনার গজনিन দেশে আসিবার সংবাদ কোন বন্ধুর
নিকট লোক দরায় কহিয়া পাঠাইল আপনি ক্রণেককাল
সেইস্থানে বিশ্রাম করিয়া ঐ উপবন মধ্যে লোক দেখিয়া
সেইদিগে চলিল, ঐ কবিরা তাহা দেখিয়া আপনারা কহি
তে লাগিল যে একজন অনাভূত আমারদিগের শুখ উৎসাহ
ভঙ্গ করিতে আসিতেছে ইহাকে কোন উপায়ক্রমে দূরিকৃত
করিতে হইবে; আছ যদি কহিল অসৌজন্যতা করিয়া দূরী
কৃত করি? আনছরি কহিল অভদ্রতা করা অনোচিত, ইহার
কল্পব্য এই যে আমরা তিনজনে এক কবিতার তিন কাঠন

শব্দে শেষ পুরাণ করিয়া রাখি ঐ ব্যক্তি আইলে সেই কবি
তার চতুর্থ চরণ পূরিতে কহিব এবং কহিব যদি এই কবিত্বার
চতুর্থ চরণ পূরণ করিতে পার তবে এখানে অবস্থান কর
নন্তবা প্রস্থান কর এই বাক্য স্থির করিয়া আপনারা তিন
চরণ রচনা করিয়া রাখিলেন। ফেরদৌছি এ কবিদিগের
নিকট আসিয়া ছেলাম কবিতা বসিল তখন ঐ কবিরা তাহা
কে তাড়াইবার মাননে যে পরা মর্শ করিয়াছিলেন সেইমত
কহিলেন তাহা শুনিয়া ফেরদৌছি কহিল আপনারা যাহা
রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করণ আমার কৃত সাধ্য হয়
তবে এক চরণ রচনা করিব নন্তবা প্রস্থান হইতে প্রস্থান
করিব; পরে তাহার। যে তিনচরণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা
পাঠ করিলেন ॥

তাহার অর্থ

তোমার মথের তুল্য চন্দ্র নহে দিল্লি ।

উদ্যানে তাহার মত পুষ্প নহে তৃপ্ত ॥

নয়ন কটাক্ষ তব মন করে লিপ্ত ।

এই তিন চরণ পাঠ করিলে ফেরদৌছি এক চরণ কহিল

তাহার অর্থ এই ॥ যেমত গেণ্ডয়ের শুল পযনে নিক্লিষ্ট ॥

ঐ কবিরা তাহা অবণ করিয়া অতি তুষ্ট হইয়া ফেরদৌছিকে
আপনার দিগের বন্ধুর ন্যায় রাখিলেন, কিন্তু ভয় প্রযুক্ত
ফেরদৌছিকে বাদসাহর নিকট ফেহ লইয়া গেলেন না, কিন্তু
দিন পরে ফেরদৌছি বাদসাহর এক উজির মামক নামেছিল
তাহার সহিত কোন ক্রমে মিলিত হইয়া তুহু নহর হইবে
আনিবার কারণ এবং আপন বাড়িতে পূর্ব বাদসাহ দিগের

কীর্তির গদ্য গুহু ভাঙ্গিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিল তাহাও দেখাইল; নামক তাহারই কথক গুলি কবিতা লইয়া বাদসাহকে দেখাইল বাদসাহ তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে যে এ কবিতা কে রচনা করিয়াছে? নামক সমুদয়বৃত্তান্ত বাদসাহকে জানাইল তাহা শুনিয়া ফেরদৌছকে আনিতে আজ্ঞা করিলেন, ফেরদৌছ আসিয়া বাদসাহকে কবিতার দ্বারা অনেক বর্ণনা করিল এবং তুছ নগরের অধিপতির দৌরাত্য ক্রমে আপন দেশ হইতে আসিয়াছে তাহাও নিবেদন করিল বাদসাহ তাহার কবিতা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সেই সকল কবিতা আপনার সভাস্থ আনছরি প্রভৃতি কবিদিগকে দেখাইলেন তাহারা কহিল এমত কবিতা আমরা কখন শুনিমাই। তখন বাদসাহ সাহনামা গুহু কবিতার দ্বারা রচনা করিতে ফেরদৌছকে আজ্ঞা করিলেন, আর খাজে আহমদ হুছনকে আজ্ঞা করিলেন যে ফেরদৌছ যত শ্লোক রচনা করিবেক তত মোহর তাহাকে দিবা এতৎ অবশ্যে ফেরদৌছ কহিল গুহু প্রস্তুত হইলে এক কালিন লইব তাহার কারণ এই যে অল্প লইলে ব্যয় হইয়া জাইবে একেত্র লইয়া তুছ নগরের নদীর জল উঠিবার পথ বন্ধ করিব ॥



হুছন নবমন্দির সহিত ফেরদৌছির
অপ্রণয়ের বিবরণ ॥

ফেরদৌছ বাদসাহর সভাস্থ সকলেরি নিকট গমনা গমন করায় ও তাহারদিগের প্রশংসার কবিতা রচনা করায় ক্রমে সকলের সহিত আত্মীয়তা হইল; হুছন নবমন্দির প্রধান উরিজ

পীতবান্দ্য ও মদিরা পানএই মুখের সময়ে রোদনের কারণ
 কি বুঝি আমার প্রতি বিরক্তি হইয়াছেন? জমসেদ কহিলেন
 তাহা নহে জ্ঞানবান্ যে কেহ হইবেক তাহার উচিত যে প্রধান
 লোকের দৃষ্টদর্শা দেখিলে কিম্বা শুনিলে অথবা শ্রবণ হইলে
 খেদ করিবেক এ জমসেদ বাদসাহর ছবি, তাঁহার এই বৈগুণ্য
 ক্রমে দীখর তাঁহাকে নির্দয় হইয়া রাজ্যচ্যুত করিয়া এক জন
 সামান্য মনুষ্যকে সেই রাজ্যে বাদসাহ করিয়াছেন, আর
 জমসেদকে পথে মাঠে বনে পাহাড়ে ভ্রমণ করাইতেছেন,
 জমসেদ আছে কি কোন হিংসুক অকৃত সিংহ ব্যাঘ্র তাঁহাকে
 নষ্ট করিয়াছে এই নিমিত্ত রোদন করিতেছি। সাহজাদী
 ও তাহার দাই জমসেদের এই সকল বাক্যের কৌশল শুনিয়া
 বুঝিলেন যে আপনাকে গোপন রাখিতেছেন, তখন সাহজাদী
 আর সকল দাসীকে সেজ্ঞান হইতে বাহির করিয়া দিয়া কেবল
 সাহজাদী ও জমসেদ এবং দাই এই তিনজন থাকিলেন, তখন
 সাহজাদী কহিলেন জমসেদ বাদসাহ কুমি? জমসেদ কহিলেন
 আমি জমসেদ বাদসাহ নহি, কন্যা কহিল ছবি কি
 বলে? জমসেদ কহিল আমার অবয়বের সঙ্গে আর এই ছবিতে
 আর একা হয় বটে কিন্তু পৃথিবীতে কি এক মনুষ্যের অব-
 যবের মত অন্য মনুষ্য হয় না। সাহজাদী অনেক চেষ্টা
 করিলেন কিন্তু জমসেদ কোনমতে পরিচয় দিলেন না, তখন
 সাহজাদী কহিলেন যে আমার এই খাত্তী জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপ-
 শিতা সেই বিদ্যা দ্বারা গণনা করিয়া কহিয়াছিল যে জম-
 সেদ বাদসাহ এই স্থানে আসিয়া তোমাকে বিবাহ করিবেন,
 আর তাহা হইতে তোমার এক পুত্র হইবে, তদবধি আমি জম-
 সেদ বাদসাহকে মানসে বরণ করিয়াছি, আর আর অনেক
 বাদসাহ আমাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু

আমি তাহারদিগকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিনাই যদি আপনি পরিচয়না দেন তবে এইক্ষণে আপনার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ করিব ইহা কহিয়া অনেক রোদম করিল তাহাতে জমসেদের মনে দয়া জন্মিল তখন কহিলেন দুই কারণের নিমিত্ত কিছু কহিতে পারিনা। প্রথমতঃ আমার এক প্রবল শত্রু আছে যদি তাহার লোক এখানে থাকে সে শুনিয়া তাহাকে জানাইলে আমাকে ধরিয়া লইয়া নষ্ট করিবে, আর দ্বিতীয়তঃ জীলোকের নিকটে পরিচয় ও পরামর্শের কথা কখন কহি নাই বিশেষতঃ এখন দূরাদৃষ্টের নিমিত্ত ভীত আছি এবং তুমি ও জীলোক তোমার নিকটে পরিচয় দিবনা। সাহজাদী কহিল হে বাদসাহ! সকল পুরুষকে পুরুষ ও সকল স্ত্রীকে স্ত্রীর মধ্যে গণনা করিবেন না, এবং হস্তের পাঁচ অঙ্গুলি সমান হয় না, সাহজাদী অনেক দৈন্যতা ও মিনতি করিয়া কহিল যে আমি আপনাকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলাম। হইতে আপনার মন কখনই হইবেক না। তখন জমসেদ কহিলেন যে আমি জমসেদ এবং আপনার দুর্দশা ও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করণের বিবরণ কহিলেন, তৎপরে সাহজাদী আপনারদিগের রীতি মত জমসেদ বাদসাহকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে লইয়া গিয়া আপন গুপ্তধন বাদসাহকে যৌতুক দিলেন, সাহজাদী জমসেদকে লইয়া দিব। রাত্রি রসরঙ্গে মগ্ন হইয়া এই উদ্যানেই থাকেন, তাহার পিতা অনেক দিবস আপন কন্যাকে না দেখিয়া বাজীর লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কহিল যে তিনি এক পুরুষকে লইয়া উদ্যান মধ্যে বাস করিতেছেন, ইহা শুনিবামাত্র রাগত হইয়া কহিল যে আমার অজ্ঞাতে কেন বিবাহ করিল, পরে সাহজাদী শুনিলেন যে বাদসাহ ক্রোধে দ্বিত হইয়াছেন তখন এই কন্যা ভীত হইয়া বাজীতে আসিয়া

পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বাদসাহ কন্যাকে কহিলেন যে ওরে কুলকঙ্কলে তুই কামাতুরা হইয়া আমাকে না কহিয়া এক পুরুষকে বিবাহ কেন করিলি আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করিলি না, লজ্জার চাদর ও টুপি যাহা কুলবতীদিগের অতি যত্নের ধন কামাতুরা হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিলি, তুই বুঝিয়াছিস্ আমি তোঁর এ সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত নহি যদিও তুই আমাকে বলিস্ নাই কিন্তু তোঁর পূর্বে যে রূপ মথের লাবণ্য ছিল পুরুষের সহিত সহবাস হওয়াতে সে লাবণ্য দূর হইয়াছে, জ্ঞানি লোকেরা কহিয়াছেন ॥

অন্য পুরুষ দেখিতে স্ত্রীর চক্ষু অন্ধ হউক ।

ঘর হইতে বাহির হইলে অশানে থাকুক ॥

আরও কহিয়াছেন যেন কাহার কন্যা না হয়, আর যদি হয় তবে যেন অবাধ্য না হয়, এই সকল কথা শুনিয়া সাহজাদী কহিল হে পিতা ! তুমি আমার স্বভাব জ্ঞাত আছ আমি কখন ককর্মান্বিত নহি এবং তোমার উজ্জ্বল কুলে কলঙ্ক রূপ কঙ্কল দেখে নাই ও দিব না আমি অমসেদ বাদসাহকে বিবাহ করিয়াছি, পরে সাহজাদীর দাই সমস্ত বিবরণ বাদসাহকে জানাইল, আর কহিল তোমার কন্যা অমসেদ বাদসাহ হইতে গর্ত বতী হইয়াছেন এক সাহজাদী কহিল হে পিতা ! তুমি আমাকে শ্রমহারা হইতে পূর্বে অজ্ঞা দিয়াছ এনিমিত্ত পৃথিবীর পতি যে অমসেদ বাদসাহ বাঁহাকে পৃথিবীস্থ সমস্ত বাদসাহ কর প্রদান করিয়াছেন আমি তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছি, আবল হামের বাদসাহ এই কথা শুনিয়া আনন্দযুক্ত হইল, কিন্তু অমসেদ বাদসাহ তাহার ভ্রাতা হইয়াছেন সে অন্য আহ্লাদ হয় নাই তাহার আহ্লাদের কারণ এই যে অমসেদকে মৃত করিয়া জোহাক বাদসাহকে দিলে সে আমার প্রতি ভক্ত হইবে, এবং

বহুধন ও রাজ্য দিবে ইহা বিবেচনা করিয়া কন্যাকে কহিল
 ,যে তুমি ধন্যা যেহেতু তোমা হইতে জন্মসেদকে পাইলাম।
 কল্যাণপ্রাপ্তে ইহাকে কয়েদ করিয়া জোহাক বাদসাহর নিকটে
 পাঠাইব, এই কথা শুনিয়া সাহজাদী কাতর হইয়া মিনতি
 পূর্বক রোদন করিয়া কহিল যে হে পিতা! এমত বাদসাহকে
 তুমি ধনাকাজ্জিক হইয়া নষ্ট করিও না, ধন ও রাজ্য চিরস্থায়ী
 নহে, এই বাদসাহকে জোহাকের নিকটে পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ
 নষ্ট করিবে সেতোমারই নষ্টকরা হইবে, অতএব একম্ম করিলে
 ইহকালে দুর্নাম পরকালে নরক হইবে, বদ্যপিও পরমেশ্বর
 জন্মসেদকে এইক্ষণে অরূপান্বিত হইয়াছেন তত্রাপি তোমার
 উচিত কৰ্ম্ম নহে বিশেষতঃ তোমার জামাতা হইয়াছেন, ঈশ্ব-
 রের মনে ঘাছা আছে তাহা কেহ খণ্ডিত করিতে পারে না তাহা
 অবশ্যই হইবে। কিন্তু শত্রু যদি শরণাগত হয় তাহাকেও
 রক্ষা করিতে হয়, এজন্মসেদ বাদসাহ পৃথ্বীপতি ছিলেন তুমি
 ও এই বাদসাহর অধীন ছিলে, এহবৈগুণ্যজন্য এখন তোমার
 শরণাগত হইয়াছেন, ইহাকে নষ্টকরা উচিত হয় না, সর্বশক্তি
 মান ঈশ্বরকে শরণ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা কর, আর যদি
 তোমার নিতান্ত জোহাকের নিকটে পাঠাইবার মানস হইয়া
 থাকে তবে প্রথমতঃ আমার মস্তক ছেদন কর, পরে তোমার
 মনে ঘাছা উদয় হয় তাহাই করিও, ইহা কহিয়া কন্যা বিস্তর
 রোদন করিতে লাগিল তাহা দেখিয়া আপন কন্যার প্রতি দ্বেছ
 জন্মিল তখন তাহাকে কহিল তুমি আর রোদন করিও না
 আমি জন্মসেদকে নষ্ট করিব না বরঞ্চ আমার ধন ও রাজ্য
 তাহাকে দিব, এবং আপন প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও তাহাকে রক্ষা
 করিব, তুমি আমার এই কথা জন্মসেদকে গিয়া কহিবা আর

আমি কল্যা প্রাতে উদ্যানে গমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তখন সাহজাদী পিতার নিকটে বিদায় হইয়া জমসেদের নিকটে গিয়া আপন পিতার আগমনের বার্তা कहিয়া তুষ্ট করিলেন। পরে জাবলের বাদসাহ পরদিন প্রাতে উদ্যানে আসিয়া জমসেদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া कहিলেন হেবাদসাহ! তোমার এতৃত্য থাকিতে আপনার কোন মতে মন্দ হইবেক না, এবং আমার কন্যাকে আপনি দাসী জ্ঞান করিবেন। জাবলের বাদসাহ জমসেদকে অভয় প্রদান করিলেন কিন্তু তাহাতেও জমসেদের মনের আশঙ্কাদূর হইল না, কারণ কোন লোক তাহাকে कहিল যে জাবলের রাজসংক্রান্ত মন্ত্রী আদি ও দেশস্থ প্রধান লোক সকলে যুক্তি করিয়াছেন যদি আমারদিগের বাদসাহ জমসেদকে ধৃত করিয়া জোহাকের নিকটে না পাঠান তবে আমরা সকলে ঐক্য হইয়া জমসেদকে জোহাকের নিকটে লইয়া যাইব কেননা জোহাক কোন ক্রমে এই সংবাদ শুনিতে পাইলে আমারদিগের রাজ্যে আসিয়া সকলকে নষ্ট করিবেন, অতএব একের নিমিত্ত সকলে নষ্ট হওয়া উচিত নহে, এত দ্রাক্য শুনিয়া জমসেদ অত্যন্ত ভীত হইয়া সমস্ত দিবস বিমর্ষ থাকিল।

জমসেদের জাবল হইলে চীনদেশে গমন।

রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে ওহান হইতে প্রস্থান করিয়া চীনদেশে গমন করিয়া কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া হিন্দুস্থানে গমন করিলেন, কিঞ্চিৎ দূর গিয়া এক বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আপনার দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যতা শরণ করিতে নিদ্রা আকর্ষণ হইল ঐ সময়ে জোহাক বাদসাহর এক দূত চীনের বাদসাহর নিকটে গমন করিয়াছিল, তাহার সহিত এক জন জমসেদকে চিনিত

সে ঐ দূতকে কহিল যে ঐ বৃক্ষমূলে এক জন শয়ন করিয়া রহিয়াছে ঐ জমসেদ বাদসাহ, এই কথা শুনিয়া সে জমসেদকে ধৃতকরতঃ বন্ধন করিয়া এক শকটারোহণে জোহাকের নিকটে লইয়া গেল, যখন জমসেদকে লইয়া জোহাকের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন জোহাক হাস্য করিয়া কহিল এখন তোর সে তাজ তক্ত কোথায়, আর রাজ্যস্বাদ কি হইল, জমসেদ কহিল ওরে মূর্খ পৃথিবীতে চিরপদ কাহারো থাকে না, এই রাজ্য ও তক্ত পূর্বে আমার অধীন ছিল এইক্ষণে পরমেশ্বর তোকে দিয়াছেন, কিন্তু তুই কখনও ঐমত জ্ঞান করিস্না যে ঐ রাজ্যস্বাদ তোর চিরদিন থাকিবেক। ইহা শুনিয়া জোহাক জমসেদকে কহিলেক কি প্রকারে তোকে মারিব অসি দ্বারা মস্তক ছেদন করিব কি শূলে দিব, তোর যাহা ইচ্ছা তাহা বল! জমসেদ কহিল এইক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত তুই সপদন্ত তোর যেকণ বাঞ্ছা হয় সেইরূপে বধ কর, আমি তাহাতে ভীত নহি। জোহাক তখন আপন লোককে কহিল দুই খণ্ড তক্তা আনিয়া জমসেদের বক্ষে ও পৃষ্ঠে বান্ধিয়া মস্তকে করাত দিয়া চিরিয়া দুই খণ্ড কর, তাহারা ঐমত করিল। যখন এই সংবাদ জাবল স্থানে পঁহছিল জমসেদের রাণী অনেক রোদন করিয়া পরে বিষ পানকরত প্রাণ ত্যাগ করিল।

জোহাকের বিবরণ।

জোহাক নির্ভয় হইয়া তক্তে বসিয়া জমসেদের দুই ভগ্নী এক জনার নাম সহরনাজ, দ্বিতীয়ার নাম আরনওয়াজ সেই দুই জনকে আপন ভোগ্যাজী করিয়া রাখিল, আর সমস্ত পৃথিবীর বাদসাহ হইয়া অতিশয় দৌরাত্ম্য ও অন্যায় আরম্ভ করিল, বিশেষতঃ প্রত্যহ দই জন মনষ্যকে হত করিয়া

তাহারদিগের মজা আপন ক্ষণের দুই সপাকে খাওয়াইত
 কয়েক দিন পরে জোহাক এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিল যে তিন জন
 অতিবলবানু বীর জোহাককে আক্রমণ করিল তাহার সর্বকনিষ্ঠ
 যে সেই জোহাকের মস্তকে এক গদা প্রহার করিল এবং দুই
 হস্তে ও গলদেশে রক্তসংযুক্ত করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, আর
 অনেক মনুষ্য তাহার পশ্চাৎ আসিতেছে, জোহাক এই দুঃস্বপ্ন
 সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীতহইয়া চিৎকারধ্বনি করিয়া উঠিল, বেগম
 ও সইলিনী যাহারা সে স্থানে ছিল তাহারা বাদসাহকে কহিল
 হে বাদসাহ তুমি কি নিমিত্ত এমত ভীত হইয়া চিৎকার শব্দ
 করিলে তখন তাহারদিগকে কহিল যে আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখি-
 য়াছি যদি কহি তবে তোমরা আমার জীবনের আশা ত্যাগ
 করিবে পর দিবস প্রাতে জ্যোতিষবেত্তা ও গণক ও পণ্ডিত
 দিগকে ডাকাইয়া রাত্রে স্বপ্ন বিবরণ তাহারদিগের নিকটে
 কহিল, এবং এই স্বপ্নের কি ফল তাহা জিজ্ঞাসা করিল তাহারা
 আপন আপন বিদ্যার দ্বারা জানিলেন যে জোহাক শীঘ্র
 নিপাত হইবেক, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত কেহ প্রকাশ করিয়া কহিতে
 পারিলেন না, পরস্পর কহিলেন যদি আমরা এ স্বপ্নের ফলের
 কথা সত্য কহি তবে এখনি আমারদিগকে নষ্ট করিবেক এই
 নিমিত্ত গোপনযোগ করিয়া তিন দিবস গত করিল, চতুর্থ দিবসে
 বাদসাহ রাগত হইয়া উক্ত পণ্ডিত গণকে কহিলেন যে স্বপ্নের
 কি ফল যেপর্য্যন্ত না কহিবা সে পর্য্যন্ত সকলে কয়েদ থাকহ,
 এই কথা শুনিয়া সকলে এক্য হইয়া কহিলেন, যে বাদসাহর
 আয়ু শেষ হইয়াছে। করেদু নামে এক জন বাদসাহ হই-
 বে, কিন্তু এইক্ষণ পর্য্যন্ত সে জন্ম গ্রহণ করে নাই। জোহাক
 কহিল আমার মস্তকে গদা প্রহার কে করিয়াছে! তখন পণ্ডি-
 তেরা কহিলেন তাহারি নাম করেদু। জোহাক কহিল সে কি

নিমিত্ত আমাকে মারিবেক! পণ্ডিতেরা কহিলেন আপনি তাহার পিতাকে নষ্ট করিবেন, সে আপন পিতার বধের পরিবর্তে তোমাকে নষ্ট করিবেক, ইহা শুনিয়া জোহাক অজ্ঞান হইয়া তত্ত্ব হইতে ভূমে পতিত হইল ক্রমে কালপরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তন্ত্বে বসিয়া পুনরায় ফরেদুর অনুসন্ধান গোপনেও প্রকাশ্যরূপে করিতে সকল লোককে আজ্ঞা করিলেন, ফরেদুর নাম শ্রবণ করণাবধি জোহাকের মনে এক ভয় প্রবেশ হইয়া আহার ও নিদ্রা এই ভাবনায় উত্তমরূপে হইত না, এবং সর্বদা অসুখি থাকিত। ফরেদুর পিতার নাম ওক্সতিন, মাতার নাম ফরানক, তহমুরছের বংশোদ্ভব ছিল। জোহাক আপন অধীনস্থ চরগণকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কয় বংশের লোক যেখানে দেখিতে পাইবা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমার নিকটে ধৃত করিয়া আনিবা, কয়বংশীয় যেই ছিল এই সংবাদ শুনিয়া আর কেহ বাটী হইতে বাহির হইত না, অনেক দিবসের পর ওক্সতিন কেবল গৃহ মধ্যে সর্বদা বাসকরত বিরক্ত হইয়া এক দিবস উদ্যান ভ্রমণে গমন করিল, দৈবাধীন জোহাকের এক জন চর তাহাকে দেখিতে পাইয়া ধৃত করিয়া জোহাকের নিকটে আনিলে জোহাক তৎক্ষণাৎ তাহার শির ছেদন করিল।

জোহাকের ভয়ে ফরেদুর পলায়ন।

ফরেদুর মাতা ফরানক এই সংবাদ শ্রুত মাত্র ফরেদু ও তাহার আর দুই ভ্রাতা এই তিন জনকে লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। ফরেদু তখন দুইমাস বয়স্ক বালক ছিল সমস্ত দিবস পর্য্যটন করিয়া এক মাঠে পৌছিল সে স্থান এক জন গোপের তাহার অনেক দুগ্ধবতী গো ও মহিষ সে স্থলে থাকিত ফরানক এখানে পৌছিয়া এই গোপের শরণাপন্ন হইয়া আপ-

নার বিবরণ তাহাকে কহিল, এবং জোহাকের ভয়ে ও পথ-
শ্রান্তে তাহার স্তন্যদুগ্ধ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত করিল,
এ গোরক্ষক এই কথা শুনিয়া পোরমায়ী নামে একটি দুগ্ধবতী
গাভী ছিল করেদুঁকে দুগ্ধপান জন্য এ গাভী প্রদান করিল,
এবং কিয়ৎকাল উক্ত স্থানে অবস্থান করিল, কিন্তু পরে
তাহারা জোহাকেরাভয়ে অতি ভীতা হইয়া এ গোপালকের
নিকটে করেদুঁকে অর্পণ করিয়া আপনি আর দুই পুত্রকে লইয়া
আলবোর্জ পর্বতে গমন করিল এ গোরক্ষক তিন বৎসর করে-
দুঁকে প্রতিপালন করিল।

করেদুঁর আলবোর্জপর্বতে গমন।

তিন বৎসরের পর করানক আসিয়া করেদুঁকে লইয়া
পুনরায় এ আলবোর্জ পর্বতে প্রস্থান করিল, তখন গোপ
কহিল এমত দুগ্ধপোষ্য বালককে কেন পর্বতে লইয়া যাও
দুগ্ধাভাবে ক্লেশ পাইবেক। করানক কহিল আমার মনে এব
স্পৃকার উদয় হইতেছে যে এ স্থলে থাকিলে মৃত্যু সম্ভাবনা
ইহাকে লোকালয় হইতে লইয়া পর্বতে গোপন হইয়া থাকিব,
ইহা কহিয়া করেদুঁকে লইয়া পর্বতে গমন করিল, তাহার
কিঞ্চিৎ দিবসান্তে জোহাকের নিকটে কেহ কহিল যে করেদুঁকে
অমুক স্থানের গোরক্ষক প্রতিপালন করিতেছে, এই কথা শ্রুত
মাত্র জোহাক কতক গুলীন সেনা সমভিব্যাহারে সেই স্থানে
গিয়া এ গোরক্ষকের সর্বংশে নিপাত করিল, এবং গো মহি-
ষাদি বাহা সেখানে ছিল তাহাও বধ করিল, করেদুঁর অনেক
অন্বেষণ করিল তাহাকে না পাইয়া বাটীতে আইল, ওঁখানে
আলবোর্জ পর্বতের উপরে এক জন সিদ্ধ তপস্বী ছিলেন,
করেদুঁর মাতা করেদুঁকে লইয়া তাহার পদতলে নিঃক্ষেপ

করিয়া রোদন বদনে আশ্রয় প্রার্থনা করিল, আর কহিল যে ইহার এক প্রবল শত্রু আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করুন। এই তপস্বী অনুগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন তুমি এই বালককে লইয়া এই স্থানে বাস কর। কিয়ৎকাল পরে এক দিবস সেই তপস্বী করেদুঁর মাতাকে কহিলেন যে পণ্ডিতেরা জোহাকের ইন্তারক এই বালককে কহিয়াছেন সে বাক্য সত্য বটে, এই জোহাককে বিনাশ করিয়া তাহার রাজ্য লইবে, এবং পৃথিবীর বাদসাহ হইবেক। যখন করেদুঁ ষোড়শ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল তখন আপনি মাতাকে এক দিবস জিজ্ঞাসা করিল যে জোহাক আমার পিতাকে কি নিমিত্ত মারিয়াছে? করানক সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল, করেদুঁ শুনিয়া কহিল আমি পিতার পরিবার্ত্তে জোহাকের প্রাণ দণ্ড করিব, করেদুঁর মাতা কহিল তুমি বালক, একা, দরিদ্র, সেনা এবং ধন সম্পত্তি কিছুই নাই, সে পৃথিবীর বাদসাহ তুমি এখন ব্যাস্ত হইবা না যদি তোমার অদৃষ্টে রাজ্য থাকে তবে পরমেশ্বর উপায় করিয়া দিবেন। করেদুঁ কহিল আমি জোহাকের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলাম ঈশ্বর আমাকে অবশ্যই রূপা করিবেন। এখানে জোহাকের মনে করেদুঁর ভয় ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় ক্রোধ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল, এবং তাবৎ লোক কহিতেছে যে ইহার দৌরাভ্যা আর সহ হয় না, করেদুঁ আইলেই ভাল হয় আর আপামর সাধারণ সকল লোকেই করেদুঁর তত্ত্ব করিতে লাগিল এক দিবস জোহাক সভাস্থ ও নগরস্থ প্রধান লোক সকলকে আনয়ন করিয়া কহিল যে আমার অতিক্ষুদ্র এক শত্রু আছে, কিন্তু শত্রুকে কদাচ ক্ষুদ্র জ্ঞানকরা উচিত নহে, আমি শুনিয়াছি সে হিন্দুস্থানে আছে, যদিপি সে ক্ষুদ্র বটে কিন্তু তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা ও যুদ্ধের প্রশংসা অনেকে করে, এনিমিত্ত আমি

মানস করিয়াছি যে কতক গুলীন সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহার অনু
সন্ধান করিতে হিন্দুস্থান যাইব, তোমরা আমার সুবিচার, সন্ধি
বেচনা ও ধার্মিকতা, সত্যবাদী ও দাতা এইরূপ এক সুখ্যাতি
পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দেও, বাদসাহর এই কথা শুনিয়া
সকলেই স্বীকার করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক প্রতিষ্ঠাপত্র লিখিয়া
সকলে স্বাক্ষর করিলেন।

জোহাকের প্রতিষ্ঠাপত্রে স্বাক্ষর করা কাওয়া কর্মকার তাহা খণ্ড ২ করিবার বিবরণ।

কাওয়া নামে এক জন প্রধান সাহসিক বলবান লৌহ কর্ম-
কার তাহার পুত্রকে সপের আহারের নিমিত্ত ধরিয়া আনিল,
কাওয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া কহিল হে বাদসাহ তুমি
আমার পুত্রকে মারিয়া সপকে খাওয়াইবে এবং প্রত্যহ এই
মত মনুষ্যদিগকে নষ্ট করহ, আর নানামত দৌরাভ্য কর, আর
কহিতেছ ধার্মিক ও সত্যবাদী এবং সন্ধিবেচক ও সুবিচারক
তাহারি সুখ্যাতিপত্রে নগরের প্রধান লোক সকলে স্বাক্ষর করি
য়াছেন, কাওয়া লৌহকারের এই সকল বাক্য শ্রবণ মাত্র
তাহার পুত্রকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে কহিলেন তুমি এখন এই
সুখ্যাতিপত্রে স্বাক্ষর কর। কাওয়া ঐ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করি
য়া সভাস্থ প্রধান লোক ও পণ্ডিতদিগকে কহিল, যে আপনারা
এই রাজসম্বন্ধে দুরাত্ম্যের বাক্যে ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া মিথ্যা
লিপি পত্রে সকলে স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমি ইহাতে কদাচ
স্বাক্ষর করিব না, ইহা কহিয়া সেই পত্র খণ্ড ২ করিয়া পদতলে
নিঃক্ষেপ করিয়া রাজসভা হইতে বাহির হইল, তাহার পুত্র
সেই সঙ্গে চলিল, সভাস্থ সকলে বাদসাহকে কহিল হে বাদসাহ
কাওয়া এক জন তুচ্ছ কর্মকার আপনাকে ও সভাস্থ সকলকে

কটুকাটব্য কহিল, এবং রাজ আজ্ঞা উল্লংঘন করিয়া প্রশংসা-
পত্র ধণ্ড করিয়া তদুপরে পাদার্পণ করিল, ইহাতে আপনি
তাহাকে কিছু না কহিয়া নিরব হইয়া রহিলেন ইহার কারণ
কি? অনুমান হয় করেদুর রাজ্য হইল। জোহাক কহিল কাও
য়াকে দেখিয়া ও তাহার বাক্য শুনিয়া আমার মনে ভয় জন্মি-
য়াছে, ইহাতে দেবতা কি দর্শন ঘটান তাহা আমি কহিতে
পারি না, যখন কাওয়া রাজসভা হইতে বাহির হইল তখন
সভার ও নগরীয় অনেক লোক তাহার পশ্চাৎগামী হইল,
কাওয়া আপন দোকানে গিয়া ধমকার চম্বলইয়া এক বাঁসেতে
বাঁধিয়া কহিল আমি এই পতাকা লইয়া করেদুঁকে আনয়ন
করিতে গমন করিলাম, এবং অনেক লোক তাহার পশ্চাৎ
গমন করিল, কিন্তু কোথায় করেদুঁ তাহা কেহ জানে না,
কতক দূর যাইতেই করেদুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, করেদুঁ ঐ
সকল লোক ও সেনা এবং পতাকা আপনা হইতে উপস্থিত
হওয়া কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহ জানিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া
পরে ঐ ধ্বজাকে অতি সুন্দর রূপে সাজাইয়া তাহার নাম
(কাবিরানিদরক্স) রাখিলেন। (করেদুর পরে যে বাদসাহ
হইয়াছেন তিনি লৌহকারের জাতীর চর্ম আনিয়া ধজিতে
বাঁধিয়া স্বর্ণ মুক্তা দিয়া সুন্দররূপে সাজাইয়া কাবিরানিদরক্স
নাম করিয়াছেন)

করেদুর জোহাকের যুদ্ধে যাত্রা ॥

ঐ সকল সৈন্যাদি দেখিয়া আপন মাতার নিকটে বিদায়
হইয়া ঐ সকল সেনা সঙ্গে লইয়া কাওয়াকে ঐ নিশান সহিত
অগ্রগামী করিয়া জোহাকের সহিত যুদ্ধে চলিলেন, করেদুর
জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর ছিল, তাহারদিগকে সঙ্গে লইল, মহিষের

মন্তকাকার লৌহগদা নির্মাণ করাইয়া লইলেন। কয়েক দিবস পরে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে এক গোরস্তানে পৌছিলেন, করেদুঁ গোরস্তানে একা গিয়া যুদ্ধে জয়যুক্ত হওনের নিমিত্ত বিস্তর মিনতিপূর্বক প্রার্থনা করিলেন, অনেককাল পরে করেদুঁকে দৈববাণী হইল যে তুমি এই মন্ত্র অরণ করহ যখন তোমার কোন বিপদ উপস্থিত হইবেক তখন এই মন্ত্র অরণ মাত্রেই বিপদ হইতে মুক্ত হইবে, এবং মতান্তরে এক জন দৈবপুরুষ আসিয়া করেদুঁকে ঈশ্বরের কোন পবিত্র নাম শিখাইয়া তাহার ক্রম উপদেশ করিয়া গেলেন। করেদুঁর ভ্রাতারা উত্তরোত্তর তাহার প্রদর্ভাব দেখিয়া হিংসান্বিত হইয়া দুই জনে পরামর্শ করিল, যে কোন উপায় দ্বারা ইহাকে নষ্ট করিতে হইবে। পর দিন ওহান হইতে প্রস্থান করিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময়ে এক পার্কতের নিকটে আসিয়া আহালাদি করিয়া ঐ শিখরের নিম্নে শয়ন করিলেন, কতক রাত্রে করেদুঁর ভ্রাতারা উঠিয়া গোপনে পার্কতোপরি গমন করিয়া এক খান পাতর গড়াইয়া ফেলিল তাহার শব্দে করেদুঁর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ঐ শব্দ শুনিয়া করেদুঁ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সেই নাম অরণ করিতে লাগিল, ঐ নামের গুণে উক্ত পাষণ না পড়িয়া ঐ স্থানে স্থকিত রহিল। করেদুঁর ভ্রাতারা ইহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া অত্যন্ত চিৎকার করিতে লাগিল, যে সকলে সাবধান হও পার্কত হইতে পাষণ পতিত হইতেছে, করেদুঁ যেন না মরে তাহাকে এস্থান হইতে স্থানান্তর কর, কিন্তু করেদুঁ জানিল যে ভ্রাতারা একম্ম করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ না করিয়া তাহারদিগের অধিক মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। পরে কাওয়া করেদুঁকে পার্কতীয় পথ দ্বারা বগদাদে উপস্থিত হইল, পর দিবস বগদাদের নীচে দজলা নামে সমুদ্রতুল্য এক প্রবল নদী ছিল যেই

নদী পার হইবার নিমিত্ত নাবিকদিগকে ডাকিল, তাহারদিগকে জোহাকের বারণ ছিল সেই অন্য কেহ করেদুঁকে পার করিলেক না ।

করেদুঁ সমুদ্রগ দ্বারা নদীপার ॥

তখন করেদুঁ ক্রোধান্বিত হইয়া অস্বারোহণে নদী পার হইল ইহা দেখিয়া আরও সকলে তাহার পশ্চাৎগামি হইল । ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই ভয়ানক নদী হইতে সকলে অক্লেশে পার হইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল, পরে তথা হইতে গমন করিয়া অতি নিকটে এক বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলেন তাহার নাম বয়তলমক-ছদ আর (পহলবি ভাষায় তাহার নাম গঙ্গদজ) জোহাক সেই বাটীতে আপনার ধন সম্পত্তি ও রত্নাদি নিম্নিত তক্ত (তলছমাত) অর্থাৎ ইচ্ছাজাল করিয়া অনেক দৈত্য প্রভৃতিকে তথার রক্ষক রাখিয়া আপনি করেদুঁর অন্বেষণ করিতে হিন্দুস্থানে গিয়াছিল । করেদুঁ কাওয়াকে জিজ্ঞাসা করিল এ বাটী কাহার ? সে সকল বিস্তারিত করিয়া কহিল । করেদুঁ শুনিল যে জোহাক আপন সেনা লইয়া তাহার অন্বেষণে হিন্দুস্থানে গিয়াছে, অতি আত্মাদিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ পূর্বক সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া উক্ত ধনাদি সকল গ্রহণ করিলেন, এবং অস্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জোহাকের বেগমদিগকে দেখিয়া তাহার মধ্যে ক্রমসেদ বাদসাহর দুই ভগ্নী সহরনাজ ও আরনওয়াজ নাম্নী ছিল, তাহারদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে জোহাক হিন্দুস্থানে কি নিমিত্ত গিয়াছে ? তাহারা কহিল সে দুই কারণে গিয়াছে, প্রথমতঃ সে শুনিয়াছে যে তুমি হিন্দুস্থান দিয়া এখানে আসিবা যদি সেই খানে কিম্বা পশ্চিমধ্যে কোন প্রকারে তোমাকে দেখিতে পায় তবে নষ্ট করিবে, আর যদি তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হয়

কিন্তু নষ্ট করিতে না পারে তবে হিন্দুস্থানে অনেক উত্তমোত্তম
 জ্ঞানি লোক আছে তাহারদিগকে আনিয়া কোন উপায়
 করিবেক, তোমার ভয়ে জোহাক সদা শস্কিত আছে। তখন
 করেদুঁ জোহাকের তন্ত্বে বসিয়া তাহার সমস্ত ধন ও রাজ্যের
 অধিকারি হইলেন এবং তৎকাল যত প্রধান লোক ও সেনা
 এবং প্রজা ছিল সকলে ভুঁইয়া করেদুঁর সহিত আসিয়া
 সাক্ষাৎ করিল। কিন্তু কন্দু নামে যে জোহাকের বাটীর প্রধান
 রক্ষক ছিল তথা হইতে পলায়ন করিয়া জোহাকের নিকটে
 গিয়া কহিল যে তিন জন যুবপুরুষ কথকগুলিন সেনা সঙ্গে
 করিয়া আসিয়া তোমার আলয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল
 দৈত্য প্রভৃতি রক্ষক যাহার দিগকে আপনি রাখিয়া আসিয়া-
 ছিলেন তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া তোমার সকল বিষয় গ্রহণ
 করিয়াছে। জোহাক এই কথা শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল,
 এবং মনে বিবেচনা করিল যে করেদুঁ আসিয়াছে আর রক্ষা
 নাই, কিন্তু প্রকাশ করিল না, যেহেতু সজ্জের সেনাগণ ও আর
 আর লোক ভীত হইয়া তাহার নিকটে যাইবেক, পরে কন্দুকে
 কহিল বুঝি কোন অতিথি আসিয়াছে, সে কহিল অতিথি
 বটে, কিন্তু গদা হস্তে তোমাকেই গ্রাস করিবেক এবং তোমার
 বেগম দিগকে লইয়া রক্ত রসে মগ্ন হইয়াছে, জোহাক এই সকল
 মন্দবাক্য শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া কন্দুকে কহিল তুই তাহার
 ভয়ে বুঝি পলাইয়া আসিয়াছিস, অতএব আমি আর তোকে
 ধনাগারের রক্ষক করিব না, কন্দু কহিল যে তোমার রাজ্য
 ও ধন না থাকিলে আমাকে কি বস্তুর রক্ষক করিবা। এই
 কথা শুনিয়া অতিরীতি হইয়া সকল সেনা সমভিব্যাহারে
 আপন বাটিতে গমন করিল, কিন্তু সকল লোকেই জোহাকের
 দৌরাত্ম্য কারণ জ্বালাতন ছিল, করেদুঁর নাম ও আসিবার

সংবাদ শুনিয়া আত্মাদিত হইয়া কহিল যে আমরা আর এই সপৰ্য্যুক্ত অপবিত্র জোহাককে আর তন্ত্বে বসিতে দিব না ওনগর বাসি সকলে নূতন বাদসাহ অর্থাৎ করেদুঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল, ইহা দেখিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে আমি রাজ্য করি এমত বাসনা কি নগরস্থ কি সেনা দিগের নাই সমস্ত দিবস এই রূপ চিন্তা করিতে আপন বাটীর নিকটে গিয়া অন্য এক গোপনীয় স্থানে অবস্থান করিয়া রাত্রি-যোগে করেদুঁর শয়নাগারে (কমন্ড) অর্থাৎ এক প্রকার রক্ত-নির্মিত সোপান দ্বারা উঠিল, মানস ছিল যদি করেদুঁকে অসা-বধান কিম্বা নিদ্রিত পায় তবে তাহাকে নষ্ট করিবে, কিন্তু উক্ত স্থানে উদ্ভিত হইয়া দেখিল যে করেদুঁ জোহাকের বেগমদিগ-কে লইয়া হাস্য কৌতুক করিতেছে, ইহা দেখিয়া অতি ক্রোধিত হইয়া গৃহ মধ্যে বাইবার মনন করিল, করেদুঁ তাহা দেখিয়া গদা হস্তে করিয়া তাহার মস্তকে প্রহার করিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না কারণ জোহাকের লৌহময় টুপি ওজামা পরিধান পূর্ব্বক আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত হইল, করেদুঁ পুনর্বার মারিবার নিমিত্ত গদা তুলিলেন ঐ সময়ে দৈব বাণী হইল যে আর আঘাত করিবা না ইহার মৃত্যুর বিলম্ব আছে ইহাকে বদ্ধ করিয়া রাখ তাহাতেই মৃত্যু হইবেক, পরে জোহাককে বন্ধন করত কারাগারে রাখিলেন। জোহাকের বিবরণ এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল এক দিবস নূন এক সহস্র বৎসর বাদসাহি করিয়া শেষে কারাগারে পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইল।

করেদুঁ বাদসাহর বিবরণ ॥

করেদুঁ বাদসাহ হইয়া জোহাকের দৌরাত্ম ও অবিচারের ক্রন্দ সকল সন্নিচার ও শিক্ষতার জলে ধৌত করিলেন, সন্নিচার ও দাতব্যের নিমিত্ত করেদুঁর নাম অদ্যাবধি জাগৃত আছে।

যদ্যপি করেদু বাদসাহ বছকাল গত হইয়াছেন করেদু বাদ-
সাহ দেবতা ছিলেন না এবং শুক্র শোণিত ব্যতিরিক্ত কস্তুরি
অশুরিতে তাঁহার জন্ম হয় নাই, দান ও সৎবিবেচনা ও সুশী-
লতার প্রভাবে অদ্যাবধি তাঁহার সুখ্যাতি আছে, অতএব
সাহার দান ও সৎবিবেচনা থাকে সেই করেদু ॥

পবিত্র করেদু সেতো দেবতা না ছিল।

মৃগনাতি অশুরিতে জন্ম না লভিল ॥

দাতব্য স্মারক তার হইল সুখ্যাতি।

ভূমি সেই মত হবে কর সেই নীতি ॥

ক্রমে করেদুর তিন পুত্র হইল, প্রথম পুত্রের নাম হলম,
দ্বিতীয়ের নাম তুর, তৃতীয়ের নাম এরচ, যখন তাহার উপ-
যুক্ত হইল তখন চন্দল নামে এক জন বিজ্ঞকে আজ্ঞা করিলেন
যে তুমি এক বাদসাহর তিন কন্যা এবং সুন্দরী হয় তাহা অনু-
সন্ধান করিয়া আইস পুত্রের দিগের বিবাহ দিব, চন্দল অনেক
অনুসন্ধান করিয়া এমন দেশের বাদসাহর পরম সুন্দরী তিন
কন্যা ছিল, ইহা শুনিয়া তাহার নিকটে গিয়া বিবাহের কথা
হির করিয়া করেদুকে আনিয়া জানাইল, করেদু তিন পুত্রকে
ঐ চন্দলের সহিত উক্ত স্থানে বিবাহ করিতে পাঠাইলেন,
তাহারা বিবাহ করিয়া আইল ॥

করেদু তিন পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া

দেওনের বিবরণ ॥

করেদু আপনার রাজ্য তিন অংশ করিয়া তিন পুত্রকে
বিভাগ করিয়া দিলেন । রোমদেশ ও খাওর জ্যেষ্ঠ পুত্র
হলমকে ॥ তুরান দেশ ও চিন দেশ দ্বিতীয় পুত্র তুরকে আর
ইরান দেশ কনিষ্ঠ পুত্র এরচকে দিলেন, পরে আপন আপন
কৃতংশ রাজ্যে তাহারদিগকে বিদায় করিলেন, আরং দেশ

হইতে ইরান ধনাঢ্য ও আবাদ ও নানা প্রকারে সুন্দর, এজন্য জ্যেষ্ঠপুত্র ছলম আপন অংশে সন্মত না হইয়া মধ্যম ভ্রাতা তুর কে পত্র লিখিয়া দূতদ্বারা পাঠাইল, যে আবাদ ও ধনি পৈত্রিক রাজধানী ইরানদেশ তাহা পিতা আমারদিগের কনিষ্ঠভ্রাতা এর চাকে দিলেন ও আরও যে সকল দেশ মরুভূমি ও পার্বত্য বন জঙ্গল ও সর্বদা ভয় ও যুদ্ধবিগ্রহ সেই সকল দেশ আমারদিগকে দিয়া ছেন, আমি এ অংশে কোনমতে সন্মত নহি। তোমার কি মত তাহা লিখিবা, তুরের নিকট এই পত্র পৌছিলে সে পাঠ করিয়া হৃদয় হইয়া দূতকে কহিল যে আমরা দুই জন একত্র হইয়া এরচকে নষ্ট করিব কিন্তু একথা পিতাকে প্রথম জ্ঞাত করা উচিত, যদি যথার্থ অংশ করিয়া দেন, ছলমকে এই রূপ পত্র লিখিল যে এই সকল কথা লিখিয়া এই দূতকে পিতার নিকটে পাঠাইয়া দেও, আমারদিগের মানস পিতা জ্ঞাত হইয়া যেমত বিবেচনা করেন সেই মত করা যাইবেক, ছলম তুরের প্রতি উত্তর লিপি পাইয়া সেই দূতকে করেদুর নিকট এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া পাঠাইল, দূত করেদুর নিকটে উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পুত্রেরা কেমন আছেন, দূত আপনার ও তাহার দিগের প্রণাম জানাইয়া কহিল যে বাদশাহর আশীর্বাদে সকলে স্বচ্ছন্দে আছেন, পরে দূত কহিল হে বাদশাহ আমি তাহারদিগের নিকট হইতে কোন সংবাদ আনিয়াছি আপনার বিনা আজ্ঞাতে আমি কহিতে অশক্ত যদি আমার অপরাধ মার্জনা করেন তবে নিবেদন করি। করেদু কহিল দূতের অপরাধ নাই তোমাকে তাহারা যেমত আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা নিবেদন করহ, তখন দূত পূর্বোক্ত কথা সকল বিস্তারিত করিয়া কহিল তাহা শুনিয়া করেদু ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে কহিতে লাগিলেন যে আমি তাহারদিগকে আপনার রাজ্য অংশ

করিয়া দিয়াছি তাহারদিগের পক্ষে মন্দ করি নাই আমি
বৃদ্ধ হইয়াছি এবং রাজ্য বাঞ্ছাও ত্যাগ করিয়াছি তোমার
দিগের হিতোপদেশ কহিতেছি যে আপনং কৃত্যংশে সম্মত
হইয়া তিন সহোদরে ছদ্যতা করহ। দূত ইহা শুনিয়া বিদায়
হইয়া গেল, করেদুঁ এরচকে ডাকাইয়া কহিলেন তোমার জ্যেষ্ঠ
দুই ভাই এক্ষণে হইয়া সৈন্য লইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করত
তোমাকে নষ্ট করিয়া তোমার অংশ লইবেন দূতের কথায়
বোধ হইল, তোমার পরিবর্তে যদি আমি গমন করি তবে
আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করিবেন, তুমি কি বিবেচনা কর? এরচ
কহিল বাদসাহ যে মত আজ্ঞা করিবেন তাহাতে আমি স্বীকৃত
আছি, করেদুঁ কহিল তাহার এক জনার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতে
পার না এখন দুই জন একত্র হইয়াছে আর আমিও বৃদ্ধ হই-
য়াছি কেবল ভাঙ্গনা করিতে পারি। সৎ পরামর্শ তাহার
দিগের সহিত তোমার সন্ধি করা উচিত, অথবা আপন
অংশ তাহারদিগকে সমর্পণ করহ। এরচ তাহাতে সম্মত
হইয়া কহিল আমি তাহারদিগের নিকটে গিয়া রাজ্য ও তত্ত্ব
উপঢৌকন প্রদান পূর্বক তাহারদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া
থাকিব। করেদুঁ ইহা শুনিয়া কহিল তবে আমি পত্র লিখি
তৎ পত্রের বিবরণ এই যে তোমার দিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমার
দিগের নিকটে যাইতেছে ইহার মানস আপনার অংশ
তোমারদিগের সমর্পণ করিয়া তোমারদিগের আজ্ঞাবর্তি
থাকে, তোমরা জ্যেষ্ঠ তোমারদিগের উচিত যে মনে হইতে
শক্ততা দূর করিয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুগ্রহ ও মেহ
করিবা, পরে শিরোনামা লিখিয়া আপন নামের চিহ্ন তাহাতে
দিয়া এরচকে বিদায় করিলেন, এরচ কতিপয় মনুষ্যকে সঙ্গে
করিয়া গমন করিলেন ॥

এরচের তোরক স্থানে ছলম ও তুরের নিকট গমন ও তথায় শিরোচ্ছেদ হওনের বিবরণ ॥

ছলম ও তুর উভয়ে একত্র হইয়া সৈন্য প্রস্তুত ও যুদ্ধের
আয়োজন করিয়া ইরানে এরচের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইবার
মানসে ছিলেন, এই সময়ে করেদুর পত্র লইয়া এরচ আসিয়া
পৌছিল, ইহা শুনিয়া দুই ভ্রাতা নগর হইতে কতক দূর অগ্র-
সর হইয়া পিতার পত্র এরচের নিকট হইতে লইয়া জ্ঞাত
হইয়া এরচের সহিত আলিঙ্গন পূর্বক তাহাকে আপন বাটীতে
আনিয়া রাখিলেন, এরচ পরম সুন্দর এবং অল্প বয়স ছলম
ও তুরের সেনা ও সভাহ ও প্রজাবর্গ এরচকে দেখিয়া পর-
স্পর কহিতে লাগিল যে এই ব্যক্তি বাদসাহর উপযুক্ত, পরে
এরচ আপন ভ্রাতাদিগের নিকটে হইতে গাত্রোদ্ধান করিয়া
আপন বাসস্থানে গেল, তৎসময়ে সভাহ অনেক প্রধান লোক
ও সেনাপতি গণ তাহার সঙ্গে গমন করিল। ছলম ও তুরের
সভাহ এক ব্যক্তি এই কথা জানাইল যে ভোমারদিগের
সকল সেনা এরচের বাধ্য হইয়াছে। এবং তাহাকে বাদ-
সাহ করিবে এমন মানস করিয়াছে, ছলম ও তুরের হিং-
সাম্বি এরচের আসাতে স্নেহভরে প্রায় নির্ঝণ হইয়াছিল
কিন্তু এই সকল লোকের এরচের প্রতি অধিক স্নেহ দেখিয়া
সেই হিংসাম্বি প্রবল হইয়া উঠিল তখন ছলম ও তুর
দুই ভ্রাতায় কহিল যে এরচ থাকিলে আমারদিগের বাদসাহি
কোনমতে থাকিবেক না ইহাকে নষ্ট না করিলে আমারদিগের
ধন ও রাজ্য ও প্রাণ সকলই যাইবে, সভাহ সকলও সেনাপতি
গণ আমারদিগের বিনা অনুমতিতে তাহার নিকটে সর্বদা

যাইতেছে, হে তুর! শীঘ্র ইহাকে নষ্ট করহ। ছলম তুরকে নষ্ট করিতে কহিল তাহার কারণ এই যে এরচ তুরের বাণীতে আসিয়াছিল তুর তাহা স্বীকার করিল। পরদিবস এরচ তুরের নিকটে আইলে তুর তাহাকে কহিল শুই ইরানের তক্তে বসিয়া বাদসাহি করিতে কেন স্বীকার করিলি, আমরা জ্যেষ্ঠ হইয়া বন ও পর্বত ও শত্রুবেষ্টিত দেশ লইয়া সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া তোমর অধীন থাকিব, আর কনিষ্ঠ তুই পৈতৃক নিকটক ইরানের রাজ্যের বাদসাহি করিবি, পিতা বৃদ্ধ হইয়া তোমর স্নেহে ধর্ম্য বিরুদ্ধ কর্ম করিলেন, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠকে পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া কনিষ্ঠকে রাজ্য দিলেন, তুই আমারদিগের সম্মান না রাখিয়া সেই অংশ কেন গ্রহণ করিলি এরচ এই সকল কথা শুনিয়া কহিল হে ভ্রাতঃ আমি এমত প্রার্থনা কখন করি নাই পিতা অংশ করিয়াছিলেন তাহা তোমরা লও আমি তোমারদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমারদিগের নিকট অধীন হইয়া থাকিলাম, এরচ এই কপ বিস্তর মিনতি করিতে লাগিল কিন্তু তুর তাহা না শুনিয়া ক্রমে আরো ক্রোধ বৃদ্ধ হইয়া যে স্বর্ণ নিম্নিত চৌকিতে বসিয়াছিল তাহা হইতে উঠিয়া সেই চৌকি লইয়া এরচের মস্তকে মারিল। পরে এরচের হস্ত পদ বন্ধন করিল তখন এরচ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কহিল যে পরমেশ্বরকে ও বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিয়া আমাকে নষ্ট করিও না রক্ষা করহ, বিশেষতঃ তোমারদিগের শরণাগত হইয়া আশ্রয় লইয়াছি, শরণাগত ও আশ্রিতকে নষ্ট করিলে ঈশ্বর অবশ্যই তাহার প্রতিফল দিবেন। এরচের এই কল্পণাবাক্য কোন মতে কণে স্থান না দিয়া এক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ এরচের মস্তক ছেদন করিল, এবং সেই ছিন্ন মস্তক এক সিঁদুরের মধ্যে রাখিয়া মৃগনাভি দ্বারা ঢাকিয়া

সিদ্ধুক বজ্র করিয়া করেদুঁর নিকটে কহিয়া পাঠাইল যে এখন এরচের মস্তকে যেমন রাজ মুজ্জট দিয়া সুসজ্জিত করিতে বাঞ্ছা থাকে তাহা করহ, এখানে করেদুঁ এরচের নিমিত্ত কিরোজার এক তক্ত ও নানা বিধ রত্নের নির্মিত এক মুকুট প্রস্তুত করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন এই সময়ে এরচের সমভিব্যাহারির মধ্যে এক জন আসিয়া কান্দিয়া কহিল যে ছলম ও তুর একত্র হইয়া এরচের মস্তক ক্ষেদন করিয়াছে, এই অশুভ বাক্য শ্রুতমাত্র করেদুঁ তক্ত হইতে অধৈর্য্য হইয়া ভূমে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। এবং সন্তান সকলেও রোদন করিতে লাগিল, কিঞ্চিদ্বিলম্বে সম্মিত পাইয়া আপনি ও সন্তান সকলে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিলেন, আর নানা বিধ বাদ্য যন্ত্র পতাকাদি এরচের সঙ্গে গিয়াছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ও ছিঁড়িয়া ফেলিতে আজ্ঞা করিলেন। করেদুঁ তদবধি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করেন নাই, পরন্তু এরচের পুষ্পোদ্যানে ঐ মৃত পুত্রের গোর দিলেন, এবং ঈশ্বরের নিকটে সর্বদা রোদন করিতে লাগিলেন, আর সর্বদা এই প্রার্থনা করিতেন যে হে ঈশ্বর! আমাকে কিছু দিন জীবদ্দশায় রাখ এবং এরচের বংশ হইতে এমত এক সন্তান দেও যে তাহার পিতৃশত্রু গণকে নষ্ট করে।

এরচের অন্তঃপুরে বেগমদিগের গর্ভ অনুসন্ধানের বিবরণ ॥

কিছু দিন পরে করেদুঁ এরচের অন্তঃপুরে গমন করিয়া বেগমদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা কেহ গর্ভবতী হইয়াছ কি না! তাহার কহিল যে মাই আকরিদ নামে বেগম এরচ হইতে গর্ভ ধারণ করিয়াছে, করেদুঁ ইহা

শুনিয়া ভূষ্ট হইয়া কহিলেন যে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এক পুত্রসন্তান হইয়া আপন পিতৃ শত্রু গণকে নিপাত করুক, কিয়দিবস পরে ঈশ্বর ইচ্ছায় মাহ আফরিদ বেগম এক কন্যা প্রসব হইল যখন ঐ কন্যা বিবাহের যোগ্য হইল তখন করেদুর ভ্রাতৃপুত্র পসঙ্গ নামে এক জন ছিল তাহার সঙ্গে বিবাহ দিল।

মনুচেহরের জন্ম ও বাদসাই ॥

কিছু দিন পরে তাহার এক পুত্র হইল তাহার নাম মনুচেহর সাহরাখিলেন তাহাকে দেখিয়া করেদুর এমত আত্মদ হইল যেমত এরচকে পুনরায় পাইলেন। ক্রমে তাহাকে বিদ্যাভ্যাস ও রাজনীতি ও যুদ্ধশিক্ষা করাইল, যখন ঐ মনুচেহর যুবক হইল তখন রাজ্যাভিষেক করিয়া তক্তে বসাইয়া আপনি বাদসাহি তাজ তাহার মস্তকে দিয়া মন্ত্রিবর্গ ও সেনাপতিদিগকে কহিলেন মনুচেহর তোমারদিগের বাদসাহ, তোমরা ইহারি আজ্ঞাবহ ও অধীন হইয়া কর্ম করহ, সকলেই করেদুর আজ্ঞা শিরধার্য্য করিয়া স্বীকার করিল। তদনন্তর করেদু কহিলেন যে তুমি আপন মাতামহর বধের পরিবর্তে তাহার শত্রুদিগের নিকটে লও, ইহা কহিয়া করেদু আপন ভাণ্ডার হইতে সেনাদিগকে বহু ধন দিলেন, এবং নূতন সেনা অনেক রাখিলেন আর আপনরাজ্যে যত প্রধান ও বলবান লোক ছিল সকলকে ডাকাইয়া যুদ্ধে সহায় হইতে কহিলেন। ছলম ও তুর শুনিল যে এরচের সন্তানকে করেদু তক্তে বাদসাহ করিয়া বসাইয়া অনেক সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে ইহাতে তাহার অতি ভীত হইয়া দুই ভ্রাতা পরামর্শ করিলেন যে এক জন হুত কিছু রাজভেট যোগ্য অব্য লইয়া করেদুর নিকটে

গিয়া জ্ঞাতকরে যে আমরা রাগান্বিত হইয়া কুকর্ম করিয়াছি আর দৈব ঘটনা এই ছিল আপনি পিতা আমরা সম্মান আমার-
দিগের অপরাধ মার্জনা করিবেন যদিও আমরা আপনার দিগের
উৎকট অপরাধ বটে কিন্তু আপনি পিতা সম্মানের অপরাধ
অবশ্য ক্ষমা করিতে হইবেক। এইমত কহিয়া করেদুর
নিকটে এক দূত পাঠাইলেন দূত তথায় পৌছিয়া বাদসাহকে
প্রণাম করিয়া ঐ ভেটদ্রব্য রাখিল, বাদসাহ তাহাকে এক
চৌকিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন, আর মনুচেহরকে কহি-
লেন যে তোমার শত্রুগণ ভীত হইয়া ভেট পাঠাইয়াছে এ
তোমার সম্বন্ধে শুভদায়ক হইল। পরে দূত ছলম ও তুরের
স্তুতি ও মিনতির যে সকল কথা তাঁহারা কহিতে আজ্ঞা করি-
য়াছিলেন তাহা নিবেদন করিল, আর কহিল তাহারদিগের অপ-
রাধ মার্জনা করিয়া মনুচেহরকে তথায় পাঠাইলে তাঁহারা আপ-
নার আজ্ঞাকারি হইয়া মনুচেহরের অধীন থাকেন। করেদুর
এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া দূতকে কহিলেন তোমার প্রমু-
খ্যতাহারদিগের কথা শুনিলাম ইহার উত্তর যেমত কহি তাহা
সেই দুই পাপিষ্ঠ নিম্নরূপে গিয়া কহ যে এখন মনুচেহরের
উপর তাহারদিগের অত্যন্ত স্নেহ হইয়াছে, এরূপ তাহারদিগের
কনিষ্ঠ সহোদর তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল
তাহার মন্তক কি অপরাধে তাহারা ছেদন করিল, আরবার
আমি মনুচেহরকে তাহারদিগের নিকটে কি প্রকার পাঠাই
যদি পুনরায় এরূপ ন্যায় ইহার মন্তক ছেদন করে। ভাল
তাহারা মনুচেহরকে দেখিতে বাঞ্ছা করিয়াছে মনুচেহর আপ-
নি অতিশীঘ্র সেনা সঙ্গে লইয়া তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ
করিতে যাইতেছে, এই কথা দুই পাপিষ্ঠকে কহিবা? পরে
প্রধান সেনাপতি ও যোদ্ধাদিগের (কাওয়া) তাহার পূজ

সাপুর, সেরোষবা, কারণ, নরিমান, ছাম, করসাম্প, কস্তো-
 সাদ, গোদরজ, গেও প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া এই দূতকে
 দেখাইয়া কহিলেন ইহারদিগের সঙ্গে মনুচেহরকে রণস্থলে
 অবিলম্বে দেখিতে পাইবে, ইহা কহিয়া পরে দূতকে কহিলেন
 এরচের প্রাণের ও মস্তকের পরিবর্তে আমি এই ধন ও রত্ন সেই
 দুই দুর্ভাগ্যদিগের নিকট হইতে কি গ্রহণ করিব? আমি এসকল
 কিরিয়া লইয়া যাও এরচের রক্তে যে বৃক্ষ জন্মিয়াছে তাহার
 কল অতিশীঘ্র পাইবেক, দূত করেদুঁর এই সকল বাক্য শুনিয়া
 ভীত হইয়া প্রস্থান করিল। ছলম ও তুর একত্র বসিয়াছিলেন
 এই সময়ে দূত আসিয়া সমদয় বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে কহিল,
 ছলম ও তুর ইহা শুনিয়া বড় ভীত হইয়া ছলম তুরকে কহিল যে
 মনুচেহর আমারদিগের প্রতি আক্রমণ করিবার পূর্বে আমরা
 তাহার উপর আক্রমণ করি, যেহেতু এখানে সে আইলে আমরা
 সশক্তি থাকিব, আর আমরা সেখানে আক্রমণ করিলে সে
 ভীত হইবেক অতএব আর বিলম্ব করা উচিত নহে। পরে
 আপন২ দেশ হইতে সেনা সকলকে আনাইয়া ইরানে মনুচে-
 হরের প্রতি আক্রমণ করিলেন করেদুঁ ইহা শুনিয়া কহিল যে
 উত্তম হইয়াছে যে ইহারা আপনা হইতেই আসিয়াছে, যেমন
 যে নৃগের মৃত্যু উপস্থিত হয় সে আপনি ব্যাধের গৃহে আইসে
 ইহাও সেইরূপ জানিবা। যখন ছলম ও তুর সৈন্যে
 ইরানের নিকটে পৌছিল তখন করেদুঁ সেনাপতিগণকে কহি-
 লেন তোমরা ধৈর্য্য হও পেসদগি অর্থাৎ তোমরা প্রথমে আঘাত
 করিবা না, যখন তাহারা নগরের সন্নিহিতে আইল তখন মনু-
 চেহর করেদুঁর নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাহিলেন।

মনুচেহর তুর ও ছলমের যুদ্ধে গমন ।

করেদু প্রধান সেনাপতি ও সেনাদিগকে ডাকাইয়া যে যে
 দিগের সৈন্যাদক্ষ ও যেক্রপ যুদ্ধ করিবেক তাহা পরামর্শ দিয়া
 মনুচেহরকে যুদ্ধে পাঠাইলেন, এবং আপনার জয়যুক্ত যে
 কাবিয়ানি নিশান ছিল তাহা অগ্রে করিয়া যাইতে আজ্ঞা করি-
 লেন । তিনলক্ষ সেনা তীর ধনুক তলয়ার গদা ইত্যাদি নানা
 অস্ত্র লইয়া রণবাদ্য বাজাইতে মনুচেহর বাহির হইয়া যেখানে
 ছলম ও তুর শিবির করিয়া রহিয়াছিল তাহার দুই ক্রোশ
 ব্যবধানে মনুচেহর শিবির করিয়া থাকিলেন, এবং আপনার
 সেনার চতুর্দিকে রক্ষক রাখিলেন যেমন বিপক্ষগণ কোনমতে
 সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে । তুর ইহা শুনিয়া
 তাহার নিকটে আসিয়া কোবাদ নামে এক সেনাপতির চৌকি
 সেই দিগে ছিল তাহাকে ডাকিয়া কহিল এই নূতন বাদসাহ
 শাহার পিতার নাম কেহ জ্ঞাত নহে তাহাকে গিয়া বল আমা-
 রদিগের এক জনের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ করা সুকঠিন আমরা দুই
 জন আসিয়াছি সে কি করিবে ! কোবাদ কহিল হুসি কণেক
 হির হও তোমার এই কথা আমারদিগের বাদসাহকে জানা-
 ইলে যাহা কহিবেন তাহা শীঘ্র আসিয়া তোমাকে কহিব,
 কিন্তু তোমরা অতি কুরুক্ষ করিয়াছ তোমারদিগের নিকটে
 এরচ গিয়া শরণাগত হইয়াছিল তাহাকে তোমরা নষ্ট করি-
 য়াছ ইহাতে ইহলোক ও পরলোকে মন্দ হইবেক । আর রণ
 স্থলে আমরা যুদ্ধে হত হইলে সকলে প্রশংসা করিবে, এবং পরে
 স্বর্গলাভ হইবে । তুর এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া আপন
 শিবিরে গমন করিল, কোবাদ আসিয়া মনুচেহরকে সকল
 সমাদ জানাইল সে রাজি উভয় সৈন্য সতর্ক থাকিয়া রাত্রি

প্রভাত করিলেন, প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া উভয়ের অনেক
 সেনা নষ্ট হইল, তাহাতে সেই রণক্ষেত্রে রক্তের প্রোতবহিতে
 লাগিল, সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ স্থকিত হইয়া উভয় পক্ষের সৈন্যের
 রক্ষক বসিল, সন্ধ্যার পর ছলম ও তুর একত্র বসিয়া পরামর্শ
 করিল যে অদ্য যুদ্ধে মনুচেহরের সেনাগণ প্রবল হইয়াছে
 কি জানি যদি কল্যা আরো প্রবল হয়, অতএব আমার মত
 এই যে রাত্রে যখন বিপক্ষ গণ নিদ্রিত হইবে তখন আমরা
 তাহারদিগের উপর পড়িয়া সকলকে নষ্ট করি, আবুসেরা তৎ-
 ক্রণাৎ আসিয়া এই সম্বাদ মনুচেহরকে জানাইল মনুচেহর
 শুনিয়া কারণ নামে সেনাপতিকে ডাকিয়া সমস্ত বিবরণ কহি-
 য়া কহিল তুমি সমস্ত সেনা লইয়া অতি সাবধানে থাকহ, আমি
 ত্রিশসহস্র সেনা লইয়া কিঞ্চিৎ দূরে থাকি সেইরূপ করিল,
 যখন অধিক রাত্রি এবং অন্ধকার হইল তখন তুর একলক্ষ সেনা
 সমভিব্যাহারে মনুচেহরের সেনার মধ্যে আসিয়া পড়িল,
 ইহার পূর্ব সম্বাদ পাইয়া সতর্ক ছিল যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত হইল,
 এবং মনুচেহর এই যুদ্ধের সমাচার পাইয়া আপন সেনা লইয়া
 তুরের পৃষ্ঠদেশে আসিয়া তুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন
 তুর কাতর হইয়া পলাইবার পথ অনুেষণ করিতে লাগিল।
 এই সময়ে মনুচেহর তুরের পৃষ্ঠদেশে এক বর্শা আঘাত করিয়া
 তাহাকে ঘোটক হইতে উঠাইয়া ভূমে পতিত করিয়া তাহার
 শিরচ্ছেদ করিয়া তৎক্রণাৎ ফরোদুর নিকটে পাঠাইল আর
 আপনি ছলমের পশ্চাৎ ধাবমান হইল ছলম মনুচেহর তুরকে
 বেষপ করিয়া নষ্ট করে তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন
 করিয়া নিকটস্থ এক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল,
 কিন্তু মনুচেহর তাহার পশ্চাৎগামি হইয়া সেই স্থান সৈন্যদ্বারা
 বেষ্টিত করিলেন। ছলমের এক সেনাপতি কাকোর নামে

ছিল সে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মনুচেহরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, মনুচেহরের কটীবন্দে কাকোয় এক বরছিমারিল কিন্তু তাহাতে কটীবন্দ ভেদ হইল না, পরে মনুচেহর তাহার কটির বন্দ ধরিয়। বলপ্রকাশ করিয়া অশ্ব হইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিল, ইহা দেখিয়া আর কেহ যুদ্ধে আইল না। মনুচেহর সেই দুর্গ বেষ্টিত করিয়া কয়েক দিবস থাকিয়া একদিন ছলমকে করিয়া পাঠাইলেন যে বাহির হইয়া আমার সঙ্গে যুদ্ধ করহ যদি আমাকে জয় করিতে পার তবে পৃথিবীর বাদসাহ হইবে, আর যদি যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কর সর্গ লাভ হইবে স্থিলোকের ন্যায় লুকাইয়া থাকায় কেবল দুর্নাম ছলম এই বাক্যে ঘনায়ুক্ত হইয়া বাহির হইয়া মনুচেহরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল : মনুচেহর অতি আশু এক তলওয়ার তাহাকে মারিলেন তাহাতে তাহার মস্তক দুই খণ্ড হইয়া ভূমে পড়িল তাহা দেখিয়া তাহার সেনাপতি ও প্রাধান সৈন্যাদি সর্বসঙ্গে আসিয়া মনুচেহরের শরণাগত হইয়া উপঢৌকন দিলেন মনুচেহর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফরেদুর নিকট আইলেন ফরেদ্ব অগসার হইয়া বাহু উত্তোলন পূৰ্ব্বক ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া মনুচেহরকে ক্রোড়ে লইয়া শিরে চুম্বন করিলেন, আর মনুচেহর ফরেদুর পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল পরে দুইজনে একত্রে তক্তে বসিয়া নৃত্যগীত ও মাতুলিক কৰ্ম্য করিতে অনুমতি করিলেন : কিছুদিন পরে ছানের হাতে মনুচেহরকে সমর্পণ করিয়া ফরেদ্ব চিরস্থানে প্রস্থান করিলেন জমসেদের বংশোদ্ভব ওর্কাতনের পুত্র ফরেদ্ব পাচ সত বৎসর বাদ সাহি করিয়া লোকান্তর হইলেন ॥

মনুচেহর বাদসাহর বাদসাহির বিবরণ ॥

মনুচেহর বাদসাহ বাদসাহি তত্ত্বে বসিয়া ফরেদু'র ন্যায় বিচার ও দান ও প্রজাগনকে সুহ পুঙ্ক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন রাজ কর্মের ভার বিশেষ রূপে ছামকে অর্পণ করিলেন, তদনন্তর আপনি ইশ্বরের আরাধনার পথ প্রদর্শক হইয়া তাবত লোককে শিক্ষা করাইতে লাগিলেন কিছুদিন পরে ছামের এক পুত্র হইল ॥

জালের জন্ম ও ছিমোরগ দ্বারা প্রতিপালন
হইবার বিবরণ

এ পুত্রের মস্তকের কেশ সমুদয় শ্বেতবর্ণ এনিমিত্ত্য সপ্তাহ পর্য্যন্ত ছামকে কেহ জানাইতে পারিলনা তাহার পর এক প্রাচীনাধাত্রী ছামের নিকট আসিয়া কহিল যে পরমেশ্বর তোমাকে এক আশ্চর্য্য সন্তান দিয়াছেন কেবল তাহার মস্তকের কেশ শ্বেত বর্ণ, ছাম পুত্রকে দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন ছামের স্ত্রী ঐ বালকের নাম জাল রাখিল (জাল সন্দর অর্থ বৃদ্ধ) ছামের বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি সকলে কহিল তোমার অতি কুলঙ্কনযুক্ত পুত্র জন্মিয়াছে এপুত্রকেরাখিলে তোমার বিপদ ঘটাবে ইহাকে ত্যাগ করহ; এবং সকল লোকেই উপহাস করিতে লাগিল যে ছামের গৃহে দৈত্যর মায় একসন্তান জন্মিয়াছে এইবালক দৈত্যর জন্মিত হইবে ছামের সন্তান নহে, ছাম ঐ বিকৃতি রূপ পুত্র দেখিয়া আর সকল লোকের উপহাসে ভিত্ত হইয়া আপন ভৃত্ত দিগের আজ্ঞা করিল যে এইবালককে নগরের প্লাস্বে আলবোরজ পর্কিতে রাখিয়া আইস তখন ঐ সকল ভৃত্তরা সেই দুষ্ক পোস্য বালককে লইয়া আলবোরজ পর্কিতে রাখিয়া আইল

এ পক্ষতোপরি এক ছিমোরগ নামে একবৃহৎ পক্ষির বাশা
 ছিল তাহার দুইটি সাবক হইয়াছিল তাহারদিগের আহাৰ
 আনিতে এ পক্ষ রাজ গিয়াছিল আহাৰের দ্রব্য লইয়া
 আসিবার সময়ে উক্ত পক্ষতের অধঃস্থানে বালকের রোদন
 শুনিয়া এখানে আসিয়া এ বালককে নষ্ট নাকরিয়া জীবত
 মান ওষ্টে করিয়া আপন সাবকের দিগের নিকটে দিলএবং
 আর ২ খাদ্য দ্রব্য যাহা আনিয়াছিল তাহাও দিল, পক্ষর
 সাবকেরা এ বালককে নষ্ট নাকরিয়া স্নেহ করিতে লাগিল
 তাহা দেখিয়া এ ছিমোরগ তাহাকে আপন সন্তান দিগের
 সঙ্গে পুতিপালন ও স্নেহ করিতে লাগিল কয়েক বৎসর
 পরে ছিমোরগ এক দিন জালকে পক্ষত হইতে নামাইয়া
 দিল, ঈশ্বর ইচ্ছায় ঐসময়ে একজন সওদাগর ঐস্থানদিয়া
 জাইতে ছিল জালকে দেখিয়া আপনার সঙ্গে লইয়া গেল
 ঐরাত্রে জালের পিতা ছান্ন স্বপ্ন দেখিল যে একজন
 অতি পুচান ব্যক্তি কহিতেছে তোমার পুত্র জাল ঈশ্বর
 ইচ্ছায় জীবদশায় আছে ; ছান্নের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া পুত্রের
 স্নেহে ব্যাকুল হইয়া আপন অনুচর গণকে জালের অন্য
 সন করিতে পাঠাইল তাহার পর স্বাত্রাপুত্রার ছান্ন স্বপ্ন
 দেখিল যে একজন পুচান কহিতেছে যদি বালকের মস্ত
 কের কেশ শেতবর্ণ এনিমিত্ত্য এ বালক তোমার নিকট
 দোশী তবে তোমার মস্তকের কেশ শেতবর্ণ হইয়াছে তবে
 তুমি দোশী নাহও কেন আর তাহার স্নেহ ত্যাগ করিয়া
 পক্ষতে ফেলিয়া দিয়াছ কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বর তিনি
 তাহাকে পুতিপালন করিতেছেন, ছান্ন এইসপ্ন সন্দর্শন
 করিয়া সসজ্জিত হইয়া উঠিয়া আশাবারজ পক্ষতে জালের

অনুসন্ধানার্থে গমন করিল, এব• ইশ্বরের নিকট আপন অপরাধের মার্জনা জন্য অনেক রোদন করিল ছামের ক্রন্দন শুনি ছিমোরগ শুনিয়া ছামের নিকট আইল; ছাম আপন পুত্রের সমাচার ঐ পক্ষরাজকে জিজ্ঞাসা করিল এব• অনেক স্তব করিল ছিমোরগ তথাহইতে উড়িয়া মণ্ডাগরের নিকট গিয়া জালকে আনয়ন করিয়া ছামকে দিল এবং আপনার কয়েকটি পালক জালকে দিয়া কহিল যখন তুমি বিপদগুস্ত হইবে তখন এই পালকের একটা অগ্নিতে দগ্ধ করিবা মাত্র তৎখনাত আমি সেই স্থানে গিয়া আপদহইতে তোমাকে উদ্ধার করিব, এপ্রতিপালিকা কে বিশ্বাস্ত হইবানা, পরে ছিমোরগ ছামকে কহিল তোমার এ পুত্ররাজর তুল্য হইবে ছাম জালকে সঙ্গে লইয়া ছিমোরগের নিকট বিদায় হইয়া বাটিতে যাত্রা করিলেন মনুচেহর বাদসাহ এই সম্বাদ পাইয়া আপন পুত্র নৌদর ও সম্ভাহ প্রধান লোক সকলকে ছাম ও জালের আগবাডান পাঠাইলেন ছাম ও জাল তাহা দিগের সঙ্গে বাদসাহার নিকট আসিয়া প্রণাম করিল, বাদসাহ জ্যোতিষবেত্তা দিগের আজ্ঞা করিলেন যে জালের লক্ষনালক্ষন বিচার করহ, তাহার জালকে দেখিয়া বিচার করিয়া কহিলেন যে এঅতি বলবান্ হইবে ইহর তুল্য বলবান তোমার রাজ্য মধ্যে এপর্যন্ত জন্মে নাই, মনুচেহর এই বাক্য শুনিয়া ভুট্ট হইয়া রত্নালঙ্কার ও নানাপ্রকার অস্ত্র ওষাডা জালকে প্রসাদ করিলেন ও ছামকে জাবল দেশের কতুভূতার অর্পণ করিলেন, আর ছামের গমন কালীন কহিলেন তুমি কিছুদিন জাবল স্থানে থাকিয়া কৰ্গছারান দেশের সন্ধানন করিতে জাইবা। পরে ছাম ও জাম জাবলে

স্তানে আগমন করিয়া পণ্ডিত ও বলবান দিগকে আনয়ন করিয়া জালকে বিদ্যাশিক্ষা ও মল্লবিদ্যা ও অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন , কিয়ৎকাল পরে জাবলের কৰ্ম্মাধিক্য জালকে করিয়া , ছাম , বাদসাহর আজ্ঞামত কগেছারান দেশে শাসন করণার্থ যাত্রা করিলেন । জাল সকল বিদ্যা পারদর্শি হইয়া ও রাজকৰ্ম্ম করিতে লাগিলেন কিছুদিন পরে জোহাকের বংশের মেহরাব নামে একজন কাবল দেশের কস্তাছিন কদাবা নামা তাহার এক কন্যা পরম সুন্দরি ছিল জাল তাহাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন পরে কদাবা গর্ভবতী হইল , কিন্তু প্রসব কালিন অতিকষ্টে পাইয়া অচেতন হইল ॥

রোস্তমের জন্ম বিবরণ ॥

তখন জালের ছিমোরগের পালকের কথা স্মরণ হইয়া তাহার একটি পালক দক্ষ করিল তৎখনাত ছিমোরগ আসিয়া উপস্থিত হইল জাল তাহাকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত বিষয় জানাইল তাহা সুনিয়া পক্ষরাজ কহিল এই স্থির গন্ধে যে সন্তান আছে সে মহাবির হইবেক তাহার নাম সুনিয়া ভয়ে ভীত হইয়া অনেক বিয়ের ও দৈত্য ও সিংহ ব্যাঘাদির প্রাণ ত্যাগ ও অজ্ঞান হইবেক । এসন্তান অতি বৃহদকায় হইয়াছে এই স্থির গণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বাহির করহ জাল কহিল এমত উপায়কর যে কেহ নষ্ট নাহয় , পক্ষরাজ ইহা সুনিয়া উড়িয়া গেল কিঞ্চৎ কাল পরে কথকগুলি বৃক্ষমূল আনিয়া দিয়া কহিল ঐ স্থিলোককে মদিরা পান করাইয়া অজ্ঞান করিয়া উক্ত বিদীর্ণ করত সন্তান বাহির করিয়া এই

সকল মূল পেশান করিয়া উহার উদরোপরি প্রলেপ করিয়া দিবা তৎক্ষণাত পূর্ণমত হইবেক। তখন জাল পক্ষ ক্রাজের উপদেশ মত সন্তান বাহির করিয়া ঐ ঔষধ প্রদান মাত্রেই আরোগ্য হইল, তখন বালক দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য জান করিল তাহার নাম রোস্তুম রাখিল, জাল ঐ বালকের প্রতিমূর্তি লেখাইয়া করগছারান দেশে জালের পিতা ছামের নিকট পাঠাইল, এবং মেহরারের নিকটে রোস্তুমের জন্ম বিবরণ লিখিয়া সওগাত সমেত পাঠাইলেন রোস্তুমকে সাত জন স্ত্রিলোকে স্তন্য দুগ্ধ পান করাইত তদ্ভিন্ন গো মহিষাদিপসু দুগ্ধ পান করিত, যখন দুগ্ধ ভিন্ন অন্য ২ দুগ্ধ আহাৰ করিতে সিথিল তখন প্রত্যহ পাঁচ টা ছাগ খাইত ঐ দুগ্ধ পোষ্য বালকের আহাৰ দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল কিছুদিন পরে ছাম রোস্তুমকে দেখিবার নিমিত্ত জাবলে আইল, এবং মেহরাব কাবলের অধিপতি ছামের আগমনের সম্বাদ শ্রবণ করিয়া জাবল স্তানে যাত্রা করিলেন। জালের বাটাতে পৌছিয়া রোস্তুমকে দেখিল ইতোমধ্যে ছামের আগমন সম্বাদ দিল তাহা শুনিয়া জাল ও মেহরাব ছামকে আনিতে চলিলেন রোস্তুমকেও বেশদুষ্য পরাইয়া হস্তি আরোহনে আপনার দিগের সঙ্গে লইয়া চলিলেন। যখন উভয়ে সাক্ষ্যাত হইল তখন জাল ও মেহরাব অশ্ব হইতে নামিলেন এবং রোস্তুম হস্তি হইতে নামিতেছিল ডাহাকে ছাগ বারণ করিল পরে সকলে একত্র হইয়া বাটাতে আসিয়া তন্ত্রে ছাম বসিলেন দক্ষিণপাশে মেহরাব বামভাগে জাল সমুখে রোস্তুমকে বসাইয়া শিরচুষ্টন করিয়া সকলে আহ্লাদে

মগুইয়া কয়েক দিবস আছেন ইতোমধ্যে করগছারানে যে সকল সেনা ও কক্ষাঙ্ক ছাম রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহার দিগের উপর সত্বেরেরা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এই সংবাদ লইয়া এক জন ধাবক পৌছিল ; ছাম এই সংবাদ শুনিয়া সকলের নিকট বিদায় হইয়া করগছারান দেশে যাত্রা করিলেন জাল ও রোসুম ছয়স্থানে থাকিলেন মেহরাব কাবলে গেলেন জাবল দেশের রাজধানী যে গায়ে তাহার নাম ছয়স্থান) সেইখানে জালদিগের বসত বাড়ি ছিল ঐ ছয়স্থানে মনুচেহর বাদসাহার এক বৃহৎ শেতহস্তি থাকিত দৈবান্ত একরাত্রে ঐ হস্তি বন্ধনছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া লোকের দিগের তাড়া করিতেছে গৃহদ্বার এবং তার দৃষ্টিভাগ করিতেছে ইহাতে সকল লোক শশঙ্কিত হইয়া কলরব করিতেছে ইহা শুনিয়া জালের বাড়ির দ্বার পালের দ্বার বন্ধ করিল ঐ কলরবে রোসুমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যেসকল ব্যক্তি সেখানে ছিল তাহাদিগের জিজ্ঞাসা করিল যে কিজন্য গোলযোগ হইতেছে তাহারা কহিল বাদসাহার শেত হস্তি রজ্জু ছিড়িয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া লোক সকলকে তাড়া করিতেছে ॥

রোসুম বাল্যাবস্থায় হস্তিবৎ করিবার বিবরণ

এইকথা শুনিয়া তাহার পিতামহের এক লোহ গদা লইয়া বাহিরে আসিয়া দ্বার খুলিতে কহিল, দ্বারপালেরা কহিল হস্তি ক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহে অন্ধকার রাত্র আর ভূমি বালক এইমত রোসুম কে অনেক বুঝাইল তাহা না শুনিয়া পুনর্বার কহিল শীঘ্র দ্বার মোচন কর কিন্তু দ্বার

পালের। এবাক্যসু নিলন। তখম আপনিদারমুক্ত করিতে অগু
মর হইল তাহা দৃষ্টকরিয়া তাহার। রোসুমকে ধারণ করিতে
উদ্যত হইল রোসুম রাগত হইয়া তাহার একজনকে এক
মুষ্টিঘাত করল তৎক্ষণাত ঐ ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করিল।
ইহা দেখিয়া আর ২ সকলে পলায়ন করিল, তখন রোসুম
দ্বারের চাবী ভাঙ্গিয়া বাহিরে গিয়া হস্তিরপশ্চাতে চিৎকার
করিতে ২ গমন করিল তখন হস্তি সন্মুখ হইয়া রোসুমের
প্রতি আক্রমণার্থে ধাববাণ হইল, রোসুম সেই গদা তুলিয়া
হস্তির মস্তকে প্রহার করিল তাহাতে ঐ পর্কতাকার বারণ
ভ্রমে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল রোসুম হস্তি বধ করিয়া গৃহে
আইলে জাল এইসকল শুবণ করিয়া বিস্ময়াপণ হইয়া ঈশ
রের স্তব ও প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিলেন। পরে রোসুমকে
ক্রোড়ে লইয়া শির চুহন করিলেন এবং জাল তখন আপন
মনে বিচার করিল যে আমার পিতামহ নরিমানের বধের
প্রত্যক্ষ রোসুম দিতে পারিবেক ॥

নরিমানের মৃত্যুর বিবরণ

করেছ নরিমানকে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে ছপদ পর্ক
তে এক ক্ষুদ্র বাদসাহ ছিল সেই বাদসাহর সহিত যুদ্ধ করিতে
পাঠাইয়াছিলেন। নরিমান সেই পর্কতীর দুর্গ মধ্যে প্রবে
শের পথ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। ঐ দুর্গস্থ লোক তাহা
জানিতে পারিয়া তৎস্থান হইতে একখান বৃহৎপাষান উপর
হইতে গড়াইয়া ফেলিল সেই বৃহৎপাষান নরিমানের উপর
পড়িল তাহাতে নরিমানের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাহার পুত্র
ছাম সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ ছপদ পর্কতে যুদ্ধ করিতে গিয়া

তিনবৎসর ঐ দুর্গ বেঁটন করিয়া ছিল কিন্তু কেহ্নাঘেরিয়া থাকিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে নাপারিয়া ফিরিয়া আইলেন। জ্ঞান এই সকল বৃত্তান্ত রোস্তুমকে জ্ঞাত করিয়া অনেক সৈন্য দিয়া ছপন্দ পূর্বতে রোস্তুমকে পাঠাইলেন, জ্ঞানের পিতা ছাম কর্গছারনদেশেছিল তাহাকে ও এই বৃত্তান্ত লিখিলেন, ছাম এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে রোস্তুম বালক কখন যুদ্ধ করিবে কি জানি কিঘটে এই মনে চিন্তা করিয়া আপন সৈন্য লইয়া রোস্তুমের সহায়ার্থে তথায় আসিয়া ঐ দুর্গ বেঁটন করত কিস্তকাস থাকিয়া দুর্গে মধ্যে প্রবেশের কোন উপায় না দেখিয়া নিরাসা হইয়া রোস্তুমকে বাটীতে বিদায় করিয়া ছাম কর্গছারন দেশে গেলেন। ইহারা ঐ স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলে পূর্বতের বাদসাহ পূর্বমত দুর্গস্থ দ্বার মুক্ত করিয়া গতাঘাত ও ক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিল, জ্ঞান এই সংবাদ শুনিয়া রোস্তুমকে কহিল যে তুমি ছদ্মবাণিজ্য কারিবেশ ধারণ করিয়া গমন করিলে দুর্গমধ্যে অনায়াশে প্রবেশ করিতে পারিবা, তথায় প্রবেশ হইলে অনেক উপায় করিতে পারিবা।

রোস্তুম ছপন্দ পূর্বতে সওদাগর বেশে গমন

করিয়া পূর্বত দখল করিবার বিবরণ ॥

রোস্তুম ইহা শুনিয়া সন্মত হইয়া সে স্থানে লবন অতি দুঃখ প্রাপ্য ও দুঃখল্য জানিয়া কয়েকটা উত্তেজবন রাখাইকরিয়া কয়েকজন বলবান ব্যক্তি ও আপনি সওদাগরের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া অস্ত্র শস্ত্র ও যুদ্ধ সজ্জা লুক্কাইত করিয়া

ছপন্দ পর্যন্তে যাত্রা করিল ; কএক দিনপরে দুর্গদ্বারে উপ
 স্থিত হইলেন তথাকার রক্ষকেরা বাদসাহকে জ্ঞাত করিল যে
 একজন বানিজ্যকারি লবন বিক্রয় করিতে আসিয়াছে , বাদ
 সাহ ইহা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ঐ বানিজ্যকারি দিগকে
 দুর্গমধ্যে আনিতে আজ্ঞা করিলেন । রোসুম দুর্গমধ্যে আসি
 য়া একস্থানে বাসা করিলেন পরে লবনের ব্যাপারি আসি
 য়াছে এই জনরব হওয়াতে আবালবৃদ্ধ বনিতা লবন ক্রয় ক
 রিতে আইল , সমস্ত দিবস রোসুমের অনুচরেরা লবনবিক্রয়
 করিয়া সন্ধ্যার পর রোসুম মল্লগণকে লইয়া যুদ্ধের বেশ
 ধারণকরিয়া অস্ত্রশস্ত্রলইয়া দুর্গস্থ মনুষ্যদিগর প্রতি অত্যাচার
 করিতে আরম্ভ করিল, তথাকার রক্ষক ইহা শুনিয়া কথকগুলীন
 লোকসঙ্ক্ষে করিয়া আইল, রোসুম একগদা ঐ রক্ষকের মস্তকে
 প্রহার করিল, তাহাতে ঐ রক্ষক তৎক্ষণাত প্রাণত্যাগ করিল
 বাদসাহ এই সংবাদ শ্রুতমাত্র কতিপয় সৈন্য লইয়া আপনি যুদ্ধ
 করিতে প্রবৃত্ত হইল । রোসুম সমস্ত রাত্রি দুর্গস্থ লোকের সহিত
 যুদ্ধ করিয়া অনেক মনুষ্যকে নষ্ট করিয়া তৎপরে বাদসাহকে
 বিনাশ করিল তাহা দেখিয়া অবশিষ্ট সেনাও আর ২ লোক
 সকলে পলায়ন করিল । পরে রোসুম সেই বাদসাহার
 বাটীতে গিয়ে যতধন ওরত্নাদি তাবৎ করস্থ করিয়া আপন
 পিতার নিকটে লিপি প্রেরণ করিলেন , যে ছপন্দ পর্যন্ত
 বাদসাহকে বধ করিয়া উক্তস্থান গ্রহণ করিয়াছি ,
 অধুনা আপনি যেমত অনুমতি করিবেন সেইমত করিব। জাল
 এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া পুত্রকে লিখিলেন
 যে সেই দুর্গ ভগ্ন করত সমভূমি করিয়া তথাকার ধন ও রত্নাদি
 যাহা আনিবার যোগ্য তাহাই লইয়া বাটীতে আসিবা ;

রোস্তমএমত করিল যখন রোস্তম বাণীতে আইল তখন জাল
 অগ্গসর হইয়া রোস্তমকে আলিঙ্গন ও সির চুষন করিয়া অ
 নেক ধন বিতরণ করিল। রোস্তম যুদ্ধ জয় করিয়া আসিবার
 সময়ে আপন পিতামহ ছামকে এই শুসংবাদ লিখিয়াছিল
 পরে বাটীতে পৌছিলে জাল এলুটীত বহুমূল্যরত্নাদি কথক
 গুণিন আর এক পত্র লিখিয়া ছামের নিকট পাঠাইল, ছাম
 এই শুসংবাদ ও ধন প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদিত হইল, এবং ইরা
 নের সকল লোক ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ধন্যবাদ ও প্রশংসা
 করিল। তখন মনুচেহর বাদসাহর একশত বিসতি বৎসর
 বাদসাহি হইল এসময়ে পাণ্ডিত ও জ্যোতিষ বেত্তারা মনুচেহর
 বাদসাহকে জানাইলেন যে আপনকার নিত্যধামে গমনের
 কাল নিকট হইয়াছে ইহা শুনিয়া মনুচেহর বাদসাহ আপন
 পুত্র নওদরকে রাজনীতি ও হিতোত্তপদেশ শিক্ষা করাইয়া
 রাজ্যে অভিসিক্ত করিলেন, ঈশ্বরের ভজনার বেসকল নিয়ম
 আমি করিয়াছি তুমি ও সেই নিয়ম মত ভজনা করিবা স্থানি
 তেছি মুছা নামে একজন আপনাকে ঈশ্বরের পেগম্বর
 (অর্থাৎ অবতার বিশেষ) বলিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া
 অনেক মনস্যকে আপন মতাবলম্বি করিয়াছে; আর ফর
 উন বাদসাহকে নষ্ট করিয়াছে শুনিলাম তুমি তাহর মতাব
 লম্বি হইবা, এবং আর কাহিল ছলম ও তুরের পুণেরা পসক
 প্রহৃতি তোমার প্রতি আক্রমণ করিবে; তাহারদিগের সহিত
 যুদ্ধে তুমি অসক্ত অতএব এখন তাহারা আসিবে তখন ছাম
 ও জালকে এখানে আনাইবা তাহারদিগের পরামর্শ মত কর্ম
 এবং সেনাপতি তাহাদিগকে করিবা আর জালের পুত্র রো
 স্তম এইক্রমে বালক ক্রমে সে ও তোমার দিগের অনেক উপ

কার করিবে, এইমত বহুবিধ হিত বাক্য ও নীতিশিক্ষা নও
দর কে করাইয়া তৎপর আপনি চিরস্থানে গমন করিলেন।
মন্সুচেহর বাদসাহ একশতবিশতি বৎসর বাদসাহি করেন ॥

মন্সুচেহর বাদসাহর পুত্র নওদর বাদসাহর

বিবরণ ॥

নওদর বাদসাহি তত্তেবাসিয়া ত্যক্তপ দিবস তাঁহার পিতা
মন্সুচেহরের আজ্ঞাও নীতিমত রাজকার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্ব
রের আরাধনা করিলেন। তাহার পর ক্রমে দূর্ব্বক্তি প্রাপ্ত
হইয়া প্রজার পুতি দৌরাত্য আরম্ভ করিলেন, তাহাতে
পুধান ২ লোক ও পুজারা ভিত্তহইয়া অন্য ২ বাদসাহ দিগে
কে পত্র লিখিল যে আপনারা আসিয়া ইরানের বাদসাহি
গৃহণ করিয়া আমাদিগে কে রক্ষ্যাকর, নওদর স্থানিলেন
যে সেনা ও পুজা সকলেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছে। শত্রুরা
শীঘ্র আমার রাজ্য আক্রমণ করিবেন; ইহা বিবেচনা করি
য়া ছামকে পত্র লিখিলেন যে আপনি ইরানের বাদসাহি
দিগের পুরুষানুক্রমের হিতাভিলাষি বন্ধুরক্ষক এবং বীর
আপনার ভরসা পুয়ুক্ত আমি অন্য বাদসাহ দিগকে গন্য
করিমা; কিন্তু এইক্ষণে এখানকার পুধানেরা পুজার দিগের
সহিত এক হইয়া আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। এই
সন্দেহ পুয়ুক্ত আপনাকে লিখিতেছি আপনি আসিয়া হিত
হিত বিবেচনা করিয়া যে কৰ্ত্তব্য তাহা করিবেন; ছাম নও
দর বাদসাহার এই লিপি পুষ্টে ভাবিত হইয়া মাজন্দরান
দেশহইতে ইরানে যাত্রা করিল। যখন ইরানের নিকটে উপ
স্থিত হইল তখন ইরানের পুধান লোক সকল একত্র হইয়া
ছামের নিকটে গিয়া কহিলেন যে আপনি নওদর কে বন্ধ

করিয়া বাদসাহ হও ; আমরা সকলে সম্মত আছি ; আপ
নার আজ্ঞাবশি হইয়া তাবৎ কর্ম সমপন্ন করিব । ছাম ইহা
শুনিয়া কহিল আমি মনুচেহর বাদসাহর অগ্রে পুরুষানুক্রমে
পুতিপালন হইয়া আসিতেছি ও হইতেছি ; মনুচেহর বাদসা
হর যদি কন্যাও থাকিত তাহাকে আমি এই তত্ত্বে বাদসাহ
করিয়া বসাইতাম , নওদর তাহার উপযুক্ত পুত্র রাজ্য করি
তেছে ইহাকে বধ করি নষ্টকর । এমত কৃতঘ্নতা করা আমাহই
তে কখনই হইবেকনা । আর নওদরেতে ও রোস্তুমেতে
আমার তুল্য স্নেহ ভিন্ন বোধ নাই , আপনারা আমার অনু
রোধ ক্রমে নওদরের প্রতি প্রসন্ন হও । ছামের এতৎ বাক্য
হেলন করিতে নাপারিষা সম্মত হইলেন , তখন ছাম প্রধান
বগ সকলকে লইয়া নওদরের নিকটে গিয়া বাদসাহকে ও
প্রজার দিগের সকলকেই শুস্থির করিল , কিন্তু অন্য ২ বাদ
সাহরা পত্র পাইয়া আর কহু আইলনা কেবল তুরানের বাদ
সাহ তুরের পুত্র পসঙ্গ পত্র পাইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফ
রাছিয়াব অত বলবান ও যোদ্ধা তাহাকে ডাকাইয়া কহিল
যে তোমার পিতামহ তুরকে মনুচেহর , তাহার পৈত্রিক
শত্রু বলিয়া নষ্ট করিয়াছে , অতএব মনুচেহর তোমার পৈ
ত্রিক শত্রু সে অবস্থানে তাহার পুত্র নওদর আছে সেও
শত্রুবটে তোমার উচিত এই যে তোমার পিতামহর বধের
পরিবর্তে ইরানে গমন করিয়া মনুচেহরের পুত্র নওদরের মস্ত
ক ছেদন করহ । মনুচেহর বর্তমান থাকিতে আমি তাহার
সম্মুখোপ্য যোদ্ধা নহে বৃথিয়া ক্ষান্ত ছিলাম , এক্ষণে নওদর
বালক এবং প্রজারা ও পুণ্ড্র লোক সকল তাহার পুতি অ

মস্তক হইয়া আমাকে ইরানের বাদশাহ হইতে পত্র লিখিয়াছে
 এনিমিত্ত এই সময়ে তোমাকে যাইতে কহিতেছি । আফরাছি
 যাব ইহা শুনিয়া কহিল নওদর যদ্যপি বালক ও অযোগ্য
 বটে কিন্তু মনুচেহরের সময়ের পুত্রান সেনাপতি ছাম ওকার
 ও পুত্র সকলেই বর্তমান আছে, আমার দিগের যে সকল
 সেনাপতি তাহার। তাহার দিগের শমন যোগ্য নহে, কিয়ৎ
 কাল পরে এই যুদ্ধ উপস্থিত করিলে ভাল হয়; পসঙ্গ ইহা
 শুনিয়া রাগত হইয়া আফরাছি যাব কে কহিল পিতার কি
 পিতামহর শত্রুরের সহিত আপনার পুত্রের ভয়ে ভীত হইয়া
 যে যুদ্ধ করিতে নাযায় তাহার জন্মের ব্যতিক্রম আছে;
 আফরাছি যাব এই কথা শুনিয়া পিতার আজ্ঞা সিরদার্য্য
 করিয়া অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া ইরানে যাত্রা করিল ।
 পসঙ্গ দুইজন বলবান ব্যক্তিকে সেনাপত্নিকরিয়া আফরাছি
 যাবের সহিত পাঠাইলেন তাহার এক ব্যক্তির নাম সমাছছ
 আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম এরজান; এই দুইজন সৈন্য। যুদ্ধ
 ও ত্রিশশত বলবান সেনা লইয়া আফরাছি যাব যাত্রা
 করিল ॥

আফরাছি যাব যুদ্ধার্থে ইরানের আগমনের
 ও নওদরের মস্তক ছেদনের বিবরণ ॥

কয়েক দিবস পরে জামসের। আসিয়া আফরাছি যাবকে
 কহিল যে ছামের মৃত্যু হইয়াছে) আফরাছি যাব ইহা শুনি
 বা শুভক্ষণ জ্ঞান করিল । নওদর আফরাছি যাব সেনা লইয়া
 আসিতেছে ইহা শ্রবণ করিয়া অনেক সেনা লইয়া যুদ্ধে যাত্রা
 করিল, আফরাছি যাব নওদরের বিস্তর সেনা শুনিয়া আপন

পিতা পসঙ্কে লিখিল যে আমার সহিত অত্যল্প সেনা
 শত্রুরের সৈন্য অধিক আর শত্রুরের প্রধান সেনাপতি ছানে
 র মৃত্যু হইয়াছে, এইক্ষণে অশ্রুদাতির ভয় নাই, কিন্তু আর
 কথক গুলিন সেনা শিঘ্র পাঠাইবেন । পরে দুই দলের সেনা
 একত্রীভূত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল : তখন আফরাছিয়াব
 বারমান নামে একজন বলবানকে আঁজা করিল যেতুমি প্রথ
 মত রণক্ষেত্রে গমন কর বারমান তৎক্ষণাৎ আসিয়া নও
 রের সেনা দিগকে ঘুদ্ধ করিতে আহ্বান করিল, কাওয়া
 কর্ণাকারের দুই পুত্র কারণ ও কোবাদ ইহারা দুইজন নও
 দর বাদশাহর সেনাপতি তাহার মতে কোবাদ বারমানের
 সহিত যুদ্ধ করিতে আইল বারমান তাহাকে দেখিয়া ক্রোধ
 বিষ্ট হইয়া এক ইস্টকাঘাত করিল সেই ইস্টক কোবাদের
 মস্তকে লাগিল তাহাতেই কোবাদ প্রাণ ত্যাগ করিলেন ;
 কারণ দেখিল যে তাহার ভ্রাতা কোবাদ রণস্থলে প্রবেশ
 করিবা মাত্রেই প্রাণ ত্যাগ করিল ; তখন কারণ আপনার
 সৈন্য লইয়া একবারে বারমানের প্রতি ধাবমান হইল আফ
 রাছিয়াব তদর্শনে আপন সেনা সমভিব্যাহারে বারমানের
 সহায়ার্থ গিয়া দুইসেনা একত্র হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে
 লক্ষ্য হইল তখন সকলে আপন আপন শিবিরে গমন করি
 য়া রজনী যাপন করিল ; পরদিবস প্রাতে কারণ আপন সেনা
 লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব
 আপন সেনা লইয়া কারণের সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই
 ল দুইদলের সেনাতে ঘোরতর যুদ্ধ করিল ; আফরাছিয়াব
 অতি বলবান নওদের অনেক সেনাকে বধ করিল : নও

দর দেখিল যে অনেক সেনাহত হইয়াছে আর যাহারা আছে তাহারাও নিত হইয়াছে ইহা দেখিয়া আপন অধারোহণ পূরক হইল হস্তে নইয়া আফরাছিয়াবের সম্মুখে গিয়া কহিল যে ঈশ্বরের সৃজিত এত জীবকে নষ্ট করার কোন আবিম্যক নাই তোমায় আমায় যুদ্ধ করি ইহর যাহাকে অনুগৃহ করিয়া জয় করেন সেই বাদসাহ হইবে। আফরাছিয়াব ইহা শুনিয়া নও দরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয়ে নানা প্রকার যুদ্ধ করিল কিন্তু কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিল না সন্ধ্যার সময় দুইজনে আপন ২ শিবিরে গেলেন গমন কালীনঃ নওদরের মস্তক হইতে নুকুট ভুনে পতিত হইল ; আফরাছিয়াব হয় বোধে তাহা লইল। নওদরের একজন ভৃত্য ঐ নুকুট উঠাইয়া নওদরকে দিল নওদর তাহা দেখিয়া কুলক্ষণ জানিয়া অতি ম্লান হইয়া পিতৃ বাক্য স্মরণ করত রোদন করিয়া সৈন্যাদিগকে কহিলেন যে আমি জয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইনা যদি পরাস্ত করি তবে শত্রুরেরা আমার পশ্চৎ পাবান হইয়া আমাকে ধৃত করিবে - অতএব যুদ্ধ করা শূন্য যদি ঈশ্বরের অনুগৃহতে জয়ি হই তাহাই নত্ব বা সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বপ্ন লাভ হইবে। সেনাপতিগণ ইহা শুনিয়া কহিল আপনি যে বিবেচনা করিয়াছেন সে উত্তম) কিন্তু আপনার দুইপুত্র তুছ ও বেসুহম কে এদেশ হইতে ফারস দেশে পাঠান ভাল কারণ আপনকার বংশ থাকিলে উভয়কাল আসা থাকে) পরে তুছ ও বেসুহমকে ঐ রাজ্যে ফারস দেশে পাঠাইলেন) আর প্রাতে কারণও সাপুরকে সন্যাস্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন) সাপুর বিপক্ষ

হস্তে অতি শীঘ্র পুণ ত্যাগ করিলেন । ইরানের সেনা তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল তাহাতে পুবেশ করিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল, আর কারন ফারসদেশে গমন করিল আফরাছিয়াব তাহা দেখিয়া ঐ দুর্গ বেষ্টিত করিয়া থাকিল; এবং বারমানকে নওদরের পূত্রদিগকে ধৃত করিতে পাঠাইল; কিন্তু পশ্চিমধ্যে কারনের সহিত বারমানের সাক্ষ্যাৎ হইয়া উভয়ে যুদ্ধ হইল; বারমান এই সংবাদ আফরাছিয়াবের নিকট পাঠাইল তাহা শুনিয়া আফরাছিয়াব কথকণ্ঠন সেনা বারমানের সাহায্যার্থে পাঠাইল । নওদর ইহা শুনিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া কোন গুপ্ত পথ দিয়া রাত্রি মধ্যে পলায়ন করিলেন । আফরাছিয়াব তাহা শুনিয়া নওদরের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সূর্যোদয়ের কালে দুই জন একত্র হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন যুদ্ধ করিয়া নওদর ধৃত হইলেন । ইতিমধ্যে আফরাছিয়াবের নিকটে সংবাদ আইল যে বারমান কারনের সহিত যুদ্ধে পুণ ত্যাগ করিয়াছে; আর কারন নওদরের পুত্র তুছ ও কৈস্তহমকে লইয়া ফারসের দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিয়াছে । নওদর সাতবৎসর বাদসাহি করিয়া আফরাছিয়াবের যুদ্ধে ধৃত হইলেন, তাহার পর আফরাছিয়াব ইরানে বাদসাহ হইয়া সমাছাছ ও খেজরান এই দুইজন সেনাপতিকে ত্রিশ সহস্র সৈন্যসহিত কাবল জাবল দেশ আক্রমণ করিতে পাঠাইল । জাল এই সংবাদ শুনিয়া কাবলের বাদসাহ মেহরাবের সহিত একত্র হইয়া সেনা সমূহ একত্রিত করিয়া আফরাছিয়াবের সেনা দিগের সঙ্কেযুদ্ধ আরম্ভ করিল, জাল খেজরানকে এক গদাঘাতে নিপাত করিল তাহা দেখিয়া সমাছাছ রাগত হইয়া

জানকে বধ করণাশয়ের ধাবমান হইল। তদ্রূপে জান গদা
 হস্তে করিয়া তাহার নিকটে গমন করিল ইহা দেখিয়া সমাছাছ
 ভীত হইয়া পলায়ন করিল; তাহার সেনা সকলে তাহা দেখিয়া
 পলায়ন করিল, জা। তাহারদিগের পাশ্চাত্য ধাবমান হইয়া
 অনেক সেনা নষ্ট করিল। আফরাছিয়াব এতৎ সংবাদ প্রাপ্ত
 মাত্রে নওদরকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ
 তাহার মস্তক ছেদন করিল। পরে আফরাছিয়াব সৈন্য লইয়া
 কারসদেশে নওদরের পুত্র তুছ ও কেসুহমকে ধৃত করিতে
 গমন করিল। তাহারা ইহা শুনিয়া তথা হইতে জাবস্তান
 দেশে জালের বাণিতে যাত্রা করিল; জা। স এতৎ শ্রবণে অগু-
 সর হইয়া তাহারদিগকে আনয়ন করত আপন বাণিতে রাখিয়া
 তাহারদিগকে অলয় প্রদান করিলেন। তৎপরে মনোমধ্যে
 বিবেচনা করিলেন যে আমি ইরানের বাদসাহি করিব না, তুছ
 ও কেসুহম বালক এবং অসম্মত হইয়াছে প্রজারা ও সেনারা
 মান্য করিবেন না, অতএব এক জন বসবান ও সন্ধিবেচক
 বাদসাহি বিচার করিয়া তত্ত্ববসান উচিত; তবে আফরাছি-
 য়াবকে পরাভব করা যাইবেক জাল আর? প্রধানদিগের
 সহিত এই পরামর্শ স্থৈর্য্য করিয়া আফরাছিয়াবের কনিষ্ঠ
 ভ্রাতা আগরিরুছ নামে সর্কাংশে উপযুক্ত ছিল তাহাকে পত্র
 লিখিল যদি আপনি আমার নিকটে আইসহ তবে ইরানের
 বাদসাহি আপনাকে করিব। আগরিরুছ এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া
 রূমদেশের অধিপতি ছিল তথা হইতে ছয়স্থানে যাত্রা করিল।
 কারসদেশ পর্য্যন্ত আনিয়াছিল এতদনন্তে আফরাছিয়াব
 এই সর্কা মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া অতি শীঘ্র সেই স্থানে
 গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া কহিল যে তোমাকে রুম

দেশের বাদসাহি দিয়াছি তাহাতে ধৈর্য না থাকিয়া ইরানের বাদসাহি লওনের মানসে ছরস্তানে যাইতেহ, আগরিরহ কহিল আপনাকে কেহ মিথ্যা জানাইয়াছে, আফরাছিয়াব এতৎ বাক্যে রাগত হইয়া তলওয়ার বাহির করিয়া তৎক্ষণাত আগরিরহ কেনট করিল পরে জাল ইহা শুনিয়া কহিল আফরাছিয়াবের বাদসাহি আর কখন থাকিবেক না, অদ্যাবধি আমি আফরাছিয়াবের শত্রু হইলাম, কিন্তু তহু ও কেন্দুহম বালক যদি ফরোদর বংশের কেহ বাদসাহর উপযুক্ত পাত্র থাকে তাহা অনসন্ধান করিয়া আমাকে জ্ঞাত কর ? তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল যে ছন্দম যখন মন্ডেহরের হস্তেহত হয় তখন তাহার পুত্র তহমাছ পলাইয়া এক উপদ্বীপে ছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার একপুত্র উপযুক্ত সেই স্থানে বাস করিতেছে তাহার নাম জু জাল এই কথা শুনিয়া কারণকে তাহার নিকট পাঠাইয়া জুকে আনারন করিয়া আপন বাটটিতে রাখিয়া পরে তৎক্ষণে তাহাকে ইরানের বাদসাহিতে অভিষেক করিলেন ॥

জু বাদসাহর বিবরণ ॥

পরে জুকে বাদসাহ করিয়া জাল আপন সেনাগণ সঙ্গে লইয়া ইরানে আফরাছিয়াবের প্রতি আক্রমণার্থে গমন করিলেন। আফরাছিয়াব ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া ইরান হইতে পলায়ন পূর্বক তুরানে প্রস্থান করিল। জাল জুকে ইরানের তক্তে বসাইলেন। জু পাঁচ বৎসর অতি সুবিচার পূর্বক বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র করনাম্পকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আপনি নিত্যধামে গমন করিলেন ॥

করসাম্প বাদসাহর বিবরণ ॥

করসাম্প বাদসাহ হইয়া জালকে সমস্ত কর্ণাধ্যক্ষ করিলেন, এই সংবাদ তুরানের বাদসাহ পসঙ্গ শুনিয়া তাহার পুত্র আফরাছিয়াব যখন ইরান হইতে যুদ্ধে পরাজয় হইয়া আপন দেশে প্রত্যাগমন করিলে তদবধি তাহার পিতা তাহার মুখাবলোকন করিল না। ইহার কারণ এই যে আফরাছিয়াব আপন সহোদর আগরিরছকে নষ্ট করিয়াছিল। ইরানের নূতন বাদসাহ করসাম্প অতি অনুপযুক্ত শুনিয়া তখন আফরাছিয়াবের অপরাধ সাজ্জনা করিয়া অনেক সেনা সমিতি-ব্যাহারে ইরানে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলে ইরানবাসি সোকেরা এই সংবাদ শুনিয়া জালকে কহিল যে আফরাছিয়াব পনরায় সৈন্য লইয়া সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতেছে আপনি ইহার বিহিত উপায় করহ। জাল কহিল এইবার রোস্তমকে সেনাপতি করিয়া আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে পাঠাইব ॥

রোস্তম সেনাপতি হইবার বিবরণ ॥

ইহা কহিয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিল আমার মানস তুমি এইবার সেনাপতি হইয়া আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা কর, কিন্তু তুমি কালক আফরাছিয়াব যুদ্ধের কৌশল অনেক প্রকার জানে। রোস্তম কহিল যুদ্ধের কৌশল আমি সকল শিক্ষা করিয়াছি ইশ্বরের কৃপায় তাহাকে আমি ভয় করি না, তাহা শুনিয়া জাল দুই চারি জন সেনাপতিকে রোস্তমের যুদ্ধ পরীক্ষা লইতে আজ্ঞা করিলেন ; তখন তিন চারি ব্যক্তি প্রধান সেনাপতি জালের সম্মুখে রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্রমে তাহার সকলেই রোস্তমের নিকটে পরাভব হইল।

উদ্যানে জাল তুটু হইয়া অজ্ঞাগার হইতে নানা প্রকার
 উত্তম ২ অজ্ঞ বাহির করিয়া দিলেন, রোস্তুম অজ্ঞাগারে
 প্রবেশ করিয়া ছামের একবৃহৎ গদা ছিল তাহাও লইল, তদ-
 নন্তর জালকে কহিল আমার এইসকল অজ্ঞশস্ত্র বহন করিয়া
 যাইতে পারে এমন এক অশ্ব আমাকে আনাইয়া দেও জাল
 অশ্বরক্ষককে আজ্ঞা করিলেন যে মাঠের অশ্বশালা হইতে
 অতুত্তম ঘোটক আন সে সেই মত করিল, রোস্তুম যে ঘোট-
 কের পৃষ্ঠদেশে ইস্তাপন করে তাহার পৃষ্ঠ নিম্ন হইয়া যায় এই
 রূপে অনেক ঘোটক রোস্তুমের অযোগ্য হইল । পরে এক
 মাদওয়ানের সহিত পীতবর্ণের গোলদারযুক্ত এক ঘোটক
 রোস্তুম দেখিয়া তুটু হইয়া কন্দ (অর্থাৎ দড়ির ফাঁস)
 বাহির করিল, তাহা দেখিয়া অশ্বরক্ষক কহিল যেএ ঘোটকের
 নিকটে যাইবেন না কারণ ইহার মাতা তিন চারি জনকে নষ্ট
 করিয়াছে, রোস্তুম তাহা না শুনিয়া ঐ অশ্বের স্বন্ধে ফাঁস
 নিক্ষেপ করিল তাহা দেখিয়া তাহার মাতা চিৎকার করিয়া
 রোস্তুমের নিকটে আইল তদুচ্চৈ রোস্তুম চিৎকার করিয়া
 মারিতে গেল তখন ঐ মাদওয়ান ভীত হওত দগুয়মান
 রছিল । কিন্তু ঐ বৎস রোস্তুমকে কিঞ্চিদূর আকর্ষণ করিয়া
 লইয়া গেল । পরে রোস্তুম বলপূর্বক তাহাকে ধৃত করিয়া
 আপনার আকট যোগ্য বুঝিয়া রাখিল । তৎপরে জাল
 অনেক বলবান সেনা সমভিব্যাহারে রোস্তুমকে আফরাছি-
 যাবের যুদ্ধে পাঠাইল । দুই দিন পরে সন্ধিক হইয়া আপনিও
 রোস্তুমের নিকটে গেল , ওখানে আফরাছিয়ার আপন
 প্রধান সেনাপতিদিগেকে লইয়া মন্ত্ৰণা করিতেছে যে জু

বাদসাহরপুত্র করসাম্প যে নূতন বাদসাহ হইয়াছে সে বালক আর প্রধান সেনাপতি জাস সেও বৃদ্ধ। জালের পুত্র রোসুম সেও বালক এইবার ইরান দেশ বিনা বুদ্ধে গৃহণ করিব। এই সংবাদ জাল শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার মন্ত্রী-গণকে কহিল যে করসাম্প বালক আমরা ছিরাবের সম যোদ্ধা নহে, অতএব করেদুর বংশীয় একজন বাদসাহর উপযুক্ত আনিতে হইল ॥

কোবাদকে আনিবার বিবরণ ॥

ইহা কহিয়া জাল পূর্বে এই সন্ধানে যে সকল লোক পাঠাইয়াছিল তাহারদিগেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহার দিগের একজন কহিল যে আলবোরজ পর্বতোপরি করেদুর বংশোদ্ভব কোবাদ নামে এক ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও সন্ধিবেচক এবং বলবান বাদসাহর উপযুক্ত আছে, জাল এই কথা শুনিয়া রোসুমকে কহিল তুমি গিয়া একপক্ষ মধ্যে তাহাকে লইয়া এখানে আইস তুমি তাহাকে কহিবা যে ইরানে এইক্ষণে কেহ উপযুক্ত বাদসাহ নাই আপনকার সৌর্য বীর্য ও গাভীর্য় ও বুদ্ধির প্রাখ্যাত্য ইরানের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও সেনাপতি জাল শুনিয়া আপনাকে লইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন বিলম্বকরা উচিত নহে আপনি শীঘ্র যাত্রাগমন করুন? রোসুম তৎক্ষণাৎ স্বাত্রা করিল কয়েক দিবসান্তে উক্ত পর্বতের নিকটাবস্থি হইয়া পর্বত নিরঞ্জন করিয়া যাইতেছে, পর্বতের নিম্ন দেশে কোবাদের এক উদ্যান ও গৃহ ছিল কোবাদ সেইস্থানে ছিলেন রোসুমকে অতি বলবানের ন্যায়

যে পরম সন্দর যুব। পুরুষ এক। কোথা বাইতেছে জিজ্ঞাসা
কর। উচিত ইহা মনোন্যে স্থৈর্য্য করিয়া রোমন্থকে
তাকিলেন আরও কহিলেন অহে যুব। এত শাযু কোথা
জাইতেহ! ক্রণেককাল এস্থানে বিধান করিয়া কিঞ্চিৎ
আহার করিয়া প্রস্থানকর? রোম তাকে কহিল
আমি কলকোবাদের অনন্যদান করিতে বাইতেছি,
যদি আপনি তাহার বাসস্থান জ্ঞাত থাকেন তবে অনুগ্রহ
করিয়া আমাকে কহিবে বাধিত হইব। ইহা শুনিয়া কোবাদ
কহিলেন তুমি এইস্থানে আহারাদি করিয়া ক্রণেককাল
বিধান করহ। পরে একজন জানিত যোক তোমার সহিত
দিব।" রোমুন ইহা শ্রবণে তুষ্ট হইয়া অশ্ব হইতে নামিয়া
তাঁহার নিকটে বসিল। কোবাদ এক পেয়লা মদিরা
রোমুনের হস্তে দিয়া কহিলেন ওহে যব! কোবাদের অনন্য-
দান আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কোথা হইতে আইসে
কি নিমিত্ত তাহার তত্ত্ব করিতেহ, কোবাদ কে তাহার নাম
কি প্রকারে তুমি জানিলে? তখন রোমুন কহিল আমি
ইরানদেশ হইতে আসিতেছি বীরগণাগুগুণ্য ইরানের
প্রধান সেনাপতি আমার পিতা তাঁহার নাম জান তিনি
কোবাদকে ইরানের বাদসাহর উপযুক্ত জানিয়া তাঁহাকে
লইয়া বাইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন; ইহা শুনিয়া
কোবাদ হাস্য বদনে কহিলেন আমারি নাম কোবাদ
ফরেদুন্ন বশোদ্দুব, রোমুন এইকথা শ্রুতমাত্র উঠিয়া
প্রণাম করিয়া সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিল যে
আমার পরিশূন্য সকল হইল, কোবাদ কহিলেন
গতোরাব্রে আমি যথেষ্ট দেখিয়াছি ইরান হইতে দুই খেত

বাজ (অর্থাৎ পক্ষ বিশেষ) আমার মন্থকে এক মূকট অর্পণ করিল, এই নিমিত্তে অদ্য আমি এই উদ্যানে আসিয়া আত্মাদিত হইয়া পথ নিরক্ষণ করিতেছি ইতিমধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাত হইল। রোস্তম কহিল শ্বেতবাজ আমি ও আমার পিতা জাল আমরা তোমার মন্থকে বাদসাহি মূকট দিব অতএব আপনি শীঘ্র যাত্রাকরণ বিলম্বের কালনহে কোবাদ আপনার অশ্ব ও অস্ত্র ও বস্ত্রাদি আনাইয়া রোস্তমের সহিত ইরানে যাত্রা করিলেন। যখন ইরানের নিকট উপস্থিত হইলেন কলউন নামে একজন সেনাপতি কয়সাম্প বাদসাহ জনশ্রুতি দ্বারা ঐ সংবাদ অবগত হইয়া নগর প্রান্তে পথি মধ্যে কথকগুণীন সৈন্য রাখিয়াছিলেন যে কোবাদ না আসিতে পারে সেই পথেই রোস্তম ও তাহার সহিত একজন ঘাইতেছে তাহা দেখিয়া জানিল যে রোস্তম কোবাদকে লইয়া আইল তখন কলউন সৈন্য সহিত গিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া রোস্তমকে এক বরছি আঘাত করিল রোস্তম সেই বরছি তাহার হস্ত হইতে স্পর্শ পূর্বক গৃহণ করত তাহার বক্ষে নিক্ষেপ করিলে কলউন তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল, তাহার সম্ভাব্যহারি ব্যক্তির। দেখিয়া পলায়ন করিল। পরে রোস্তম কোবাদকে লইয়া রাত্রি যোগে জালের নিকটে আইলেন, জাল এক সপ্তাহ কোবাদকে অপ্রকাশ রাখিয়া পরে প্রধান সর্কলকে ডাকাইয়া বিস্তারিত কহিয়া কোবাদকে বাদসাহ করিয়া তত্ত্ব বসাইলেন ॥

কয় কোবাদের বাদসাহির বিবরণ ॥

কয় কোবাদ বাদসহ হইয়া প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি

দিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের একমতে আফরাছিয়া-
 য়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন, যখন উভয় সৈন্য একত্র
 হইল তখন ইরানের সেনাপতি কারন অগুসর হইয়া তুরানের
 সেনাপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিল; তাহা শুনিয়া তুরানের সমা-
 ছু নামে একজন বলবান আসিয়া কারনের সহিত যুদ্ধারম্ভ
 করিল কারন অতি শীঘ্র তাহাকে নষ্ট করিল, পরে রোস্তম
 জালকে কহিল যে আমি আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধ
 করিতে চলিলাম। তখন এই নিয়ম ছিল যে যাহাকে যুদ্ধে
 আহ্বান করিত তাহাকে আসিয়া যুদ্ধ করিতে হইত। জাল
 কহিল আফরাছিয়াব একজন বলবান রণ পণ্ডিত বীর
 গণের অগু গণ্য অনেক যুদ্ধ করিয়াছে যুদ্ধের অনেক
 কৌশল জ্ঞাত আছে, আর ২ যোদ্ধারা তাহাকে কেহ রণ
 কুস্তির কেহ রণ অজাগর কহে, তুমি বালক কখন যুদ্ধ কর
 নাই অন্য কোন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা কর? রোস্তম
 কহিল ঈশ্বর অবশ্য কৃপা করিবেন- ইহা কহিয়া রণস্থলে
 উপস্থিত হইয়া আফরাছিয়াবের সম্মুখে গিয়া যুদ্ধ প্রার্থনা
 করিল, আফরাছিয়াব রোস্তমকে দেখিয়া আপন প্রধান
 সেনাপতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে একটি দুখ পোষ্য
 বালক রণস্থলে আসিয়া আমাকে যুদ্ধে ডাকিতেছে এবালক
 টী কে? তাহারা কহিল জালের পুত্র ইহারই নাম রোস্তম।
 তাহা শুনিয়া আফরাছিয়াব রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল
 যে তুমি বালক তোমার সহিত যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ
 করিব না, তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাইব? পরে
 উভয়ে উভয়ের কোটি বন্দ ধরিয়া বল করিতে লাগিল,

আফরাছিয়াব অনেক চেষ্টা করিল কোনমতে রোস্তমকে নাড়িতে পারিলনা, শেষে রোস্তম বলপূর্বক আফরাছিয়াবকে অশ্ব হইতে উঠাইয়া কোবাদের নিকটে লইয়া গমন করিল, কথক গুলান সেনা আফরাছিয়াবকে ছাড়াইয়া লইতে পাশ্চৎ গমন করিল, কথক দূর যাইয়া আফরাছিয়াবের কোটি বন্ধ বস্ত্র ছিন্ন হইয়া রোস্তমের হস্ত হইতে আফরাছিয়াব ভূমে পতিত হইল; এই অবকাশে তাহাকে সেনারা লইয়া পলায়ন করিল। আর কথক গুলান সেনা রোস্তমকে বেষ্টিত করিল তাহা দেখিয়া ইরানের অনেক সেনা রোস্তমের সহায়তার নিমিত্তে আইল, তখন উভয় সেনার যোঁরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রোস্তম তুরানের বহু বিধ সেনা নষ্ট করিল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া স্বদেশে গমন করিয়া, আপন পিতাকে কহিল যে ইরানিরা এরচের সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্যকে বাদসাহ করিতে সন্মত নহে, এনিমিত্তে আলবোজ পর্বত হইতে কোবাদ নামে এক জনকে আনিয়া করসাম্পর পরিবর্তে তাহাকে বাদসাহ করিয়াছে। তৎপরে কহিল আপনি জ্ঞাত আছেন আমি হস্তি ও ব্যাঘ্রাদির সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, এবং অনেক বলবানদিগের সহিতও যুদ্ধ করিয়াছি, কখন ভীত ও পরাজয় হই নাই, কিন্তু এইবার জালের পুত্র রোস্তম নামে এক বালক যুদ্ধে আসিয়াছিল আমি অনেক বল ও চেষ্টা করিয়াছিলাম কোনমতে তাহাকে অশ্ব হইতে চালনা করিতে পারিলামনা; শেষে রোস্তম অনার্যানে আমাকে মসকের ন্যায় ঘোটক হইতে আমার কটি বন্ধ ধারণ করিয়া লইয়া গেল; ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার ঐ কটি বেষ্টিতীয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া ভূমে পড়িলাম তখন আমার

সেনারা আসিয়া আমাকে লইয়া আইল। আমার আর
 এমনত বাসনা নাই যে রোহম থাকিতে ইরানে যুদ্ধ করিতে
 গমন করি, অতএব এইকণে আমার মত এই যে পূর্বগত
 বিবাদ স্মরণ না করিয়া ও মনের মাসিন্য ত্যাগ করিয়া কো-
 বাদের সহিত সলা (অর্থাৎ সন্ধি করা উচিত) আকরাছি-
 য়াবের পিত্তা পসক ইহা শুনিয়া প্রধান সেনাপতি পিরান-
 ওয়াছা ও আমীর ও উজিরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া
 সন্ধি করাই স্থির হইল। তখন এই সকল বিবরণ সম্বলিত
 পত্র লিখিলেন যে তুর এরচের প্রতি প্রথমতঃ যে অত্যাচার
 করিয়াছিলেন তাহার পরিষোধ এরচের সন্তান মনুচেহর লই-
 য়াছেন, অর্থাৎ ছলম ও তুরকে কাটিয়াছেন, তৎপরে তাহার
 পরিবর্তে আমার পুত্র আকরাছিয়াব মনুচেহরের পুত্র নও-
 দরকে নষ্ট করিয়াছে, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে স্বত্বতার বৃদ্ধি এবং
 লোক হিংসা ও দেশ উচ্ছন্ন হয়, অতএব পূর্বে ফরো যে
 অংশ করিয়া উভয় অংশের মধ্যে যে নদী ব্যবধান করিয়া
 এপারে তুরান দেশের সীমা ওপারে ইরান দেশের সীমা
 নির্দ্ধারিত করত অংশ করিয়া দিয়াছিলেন আমার মানস
 সেই নিয়ম বঙ্গবান রাখিয়া ধর্মত সপত দ্বারা নূতন লিপি-
 বদ্ধ করিয়া বিবাদ ভঞ্জন করা উচিত; কারণ উভয়েই ফরে-
 দূর সন্তান ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ থাকা ক্রমে অমঙ্গল বৃদ্ধি
 এই পত্র নিজ চিহ্নিত করিয়া কোবাদের নিকট পাঠাইলে
 কোবাদ তাহা জ্ঞাত হইয়া উত্তর লিখিলেন যে এরচ ছলম
 ও তুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ছলম ও তুর
 তাহাকে বধ করিয়াছিলেন তাহার সন্তান মনুচেহর সেই

ক্রোধে আপন পৈতৃক শত্রুকে নষ্ট করিয়াছিলেন পুনরায় তোমার পুত্র আফরাছিয়াব ইরানে আগমন করিয়া মনুচেহরের পুত্র নওদরকেস হার করিল; এব° তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আগরিরহকে ইরানের বাদসাহ করিবার মানসে জাল পত্র লিখিয়াছিল? এই কথা শুনিয়া আফরাছিয়াব তাহার সহোদর আগরিরহকে নষ্ট করিল, তোমরা পুনঃ ২ অন্যান্য করিতেছো অতএব তুমি ও তোমারপুত্র আফরাছিয়াব একত্র হইয়া ধর্মত সপথ যুক্ত লিপি করিয়া সেই নিয়ম মত স্থির হইয়া থাক তবে আমি সন্ধি করি, রোস্তম কয়কোবাদকে কহিল এইক্ষণে আপনি সন্ধি কদাচিৎ করিবেন না, তাহার কেবল আমার ভয়ে সন্ধি করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছে, জাল ও মেহরাব কোবসের বাদসাহ) প্রভৃতি সকল সরদার দিগকে লইয়া পরামর্শ করিলেন, তাহার সকলে কহিল আপনি নূতন তত্ত্বে বসিয়াছেন কিছু দিন বিবাদ না করিয়া ফরেদু'র বিভাগ করা অশেষ স্থির থাকিয়া প্রণয় বন্ধ করা উচিত; পরে তাহার নিয়ম বহিষ্ঠুতি আচরণ করে তখন ঘাহা কর্তব্য হয় তাহাই করা যাইবেক, এই স্থির করিয়া তুরানের বাদসাহ পসঙ্গর সহিত প্রণয় বন্ধ করিলেন; পরে কয়কোবাদ দান ও সুবিচার এমত করিলেন যে সকলে ফরেদু'কে বিস্মৃতি হইল, আর কোবাদের সুবিচার দ্বারা সুক্ষ্মতা হইয়া অনেক দেশ তাহার অধিকার হইল, একশত বৎসর বাদসাহি করিয়া পরে তাহার চারি পুত্র ছিল জেফের নাম কাউছ, দ্বিতীয়ের নাম আরস; ত্রিতীয়ের নাম রুহ; চতুর্থের নাম এরমিন; তাহার দিগকে ডাকাইয়া জেষ্ঠ কয়কাউহকে বাদসাহিত্বে

অভিষেক করিলেন। আর তিনজন কেহ মন্ত্রি কেহ সৈন্যাদ্যক্ষ
এইমত নিবৃত্ত করিয়া কাউছের আজ্ঞাবহ থাকিতে আজ্ঞা
করিলেন। এব' আর কহিলেন ফরেদু'র ন্যায় রাজ্য অংশ
করিলে বিবাদ হইবে, তৎপরে কিয়দ্বিবস গতে কয়কোবাদ
সর্গারোহণ করিলেন ॥

কয় কাউছ বাদসাহর বিবরণ ॥

কয়কাউছ তন্তে বসিয়া পিতার নীতি মত দান ও স্বাধি-
চার ও প্রজারদিগেকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন,
কিয়ৎ দিবসান্তে মাজন্দরান দেশের এক জন গায়ক তাহার
নিকটে আসিয়া সে দেশের বিস্তর প্রশংসা করিল তাহা
শুনিয়া কাউছ আনন্দিত হইয়া আপন মন্ত্রি ও সেনাপতি
দিগেকে কহিলেন যে জমসেদ ও জোহাক হইতে আমার অধি-
ক রাজ্য ও ধন হইয়াছে, কিন্তু বাদসাহ লোকের গৃহে বসিয়া
শুদ্ধ কাল হরণ করা উচিত নহে, আমি একবার দেশ ভ্রমণ
করিতে যাইব ? আর্মীর ও উজিরেরা সকলেই সম্মত হইলেন,
কিন্তু তাহারা গোপনে পরামর্শ করিস যে মাজন্দারান দেশ
দৈত্যদিগের দেশ সে স্থানে গমন করিলে তাহারা আমার
দিগেকে নষ্ট করিবেক, অতএব সে স্থানে যাওয়া উচিত নহে
যেহেতু পূর্বকার বাদসাহরা সে দেশে গমনেচ্ছুক কেহ কখন
হয়েন নাই, বিশেষতঃ ফরেদু' বাদসাহ অনেক দৈববিদ্যা
জানিত তাহার অভাবে সে অনরাসে অকুণ্ঠে জোহাককে
পরাজয় করিল; তুহ; কেন্দুহম; করমান্দ; গোদরজ; ও গেও
প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু কাউছকে নিষেধ
করিতে কেহ পারিলেন না; শেষে সকলে পরামর্শ করিয়া

জালকে পত্র লিখিলেন যে আপনি শীঘ্র এখানে আসিয়া
কর কাউছ বাদসাহকে মাজদারান দেশে যাইতে নিষেধ
কর, জাল এই পত্র পাইবা মাত্র ভাবিত হইয়া ইরানে আইন,
কর কাউছ শুনিয়া কহিল জাল কি নিমিত্তে এখানে আসিয়া-
ছে, সরদারেরা সকলে জালের নিকটে গিয়া পরামর্শ হির
করিলেন যে বাদসাহকে উপস্থিত বিষয় হইতে ক্ষান্ত রাখিতে
হইবে, পরে জাল সরদারদিগকে লইয়া বাদসাহর নিকটে
গিয়া বাদসাহকে অনেক স্তব ও প্রশংসা করিলেন, এবং
কাউছ বাদসাহ জালকে সমাদর করিয়া জালের পরি-
বারের ও রোসুমের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঞ্চিৎ
কাল পরে জাল কহিলেন আপনকার মাজদারান-দেশে
যাওয়ার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছি
জমসেদ ও ফরেদু ইহারদিগের এতদ্রোশ সইবার মানস
ছিল কিন্তু সে দেশে দৈত্যদিগের বাস স্থান, আর তাহারা
নানাবিধ কুক জানে ইহা জ্ঞাত হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন,
তখন আর আর সকলে বাদসাহকে নিষেধ করিলে কাউছ
কহিল আমি মাজদারান দেশে অবশ্য যাইব, ঈশ্বরের কৃপায়
দৈত্য সকলকে নষ্ট করিব? জমসেদ ও ফরেদু হইতে
আমার লোকবল অধিক আছে, পরে জালকে কহিলেন
আমি যে পর্যন্ত মাজদারান দেশ হইতে পুনঃরাগমন না
করি যে পর্যন্ত আপনি আমার পরিবর্তে এই স্থানে অবস্থান
করিয়া তাবৎ রাজ কর্ম নির্বাহ করহ? জাল কহিল
আমি বৃদ্ধ হইয়াছি পারিবনা? অন্য কোন ব্যক্তিকে
এতদ্রার অর্পণ করণ, আমি ছয়স্থানে প্রস্থান করি সেইস্থান
হইতে সর্বদা তত্ত্বাবধারণ ও কর্তব্য কর্তব্য বিবেচনা
করিব, তখন মিনাদ নামে এক জন অতি সুপণ্ডিত ও সৎবি-

বেচক এক প্রধান সেনাপতি তাহাকে রাজ কক্ষে ভাট্টা অর্পণ করিয়া কয়কাউহ বাদসাহ মাজন্দরান দেশে যাত্রা করিলেন, আর মিলাদকে কহিলেন যদি কোন শত্রু উৎসাহিত হয় জামকে শীঘ্র জ্ঞাপন করিবা ॥



কয়কাউহ মাজন্দরান দেশে বদ্ধহওনের বিবরণ ॥

কয়কাউহ বাদসাহ অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া গেওকে সেনাপতি করিয়া মাজন্দরান দেশে গমন করিলেন, গেওকে অজ্ঞা করিলেন যে মাজন্দরান দেশে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবা, যখন কাউহ সাহ মাজন্দরান নগরে উপস্থিত হইলেন গেও পূর্ব আক্রামত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মাজন্দরান দেশের বাদসাহ, কাউহ বাদসাহর আগমনের কোন সংবাদ পূর্বে পায় নাই এজন্য নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ কাউহের সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিল। দেওসফেদ নামক এক দৈত্য তাহার বন্ধু ছিল ঐ মাজন্দরান দেশের নিকটস্থ এক পর্বতে বাস করিত তাহার নিকটে সজ্জা নামক এক জন দূত দ্বারা কহিয়া পাঠাইল যে কাউহ বাদসাহ আমার দেশে আগত হইয়া অনেক মনুষ্য ও দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছে আমি তাহার যুদ্ধে অসম্মত হইয়া দুর্গ মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছি, যদি এসময়ে আপনি আসিয়া আমাকে রক্ষা না কর তবে আমি ও দেশস্থ সকলে একে বারেই হত হইলাম দেওসফেদ এই কথা শুনিবা মাত্র আপন

দৈত্য সেনা সঙ্কেতইয়া কাউছ বাদসাহর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কাউছের সেনাগণ দৈত্যদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া যুদ্ধে অসক্ত হইল, তখন দৈত্যেরা কাউছ বাদসাহকে এব° তাহার সেনাপতি দিগেকে সমস্ত ধৃত করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিল। পরে মাজন্দরান দেশের বাদসাহ বার সহস্র দৈত্য কাউছের রক্ষক রাখিয়া জীবনধারণ উপযুক্ত আহার প্রদানের আজ্ঞা করিল, কাউছ এক লিপি জালকে লিখিলেন যে আমি তোমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিয়া কারাবদ্ধ হইয়াছি, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগকে মুক্ত না কর তবে আমরা আর কোনমতে উদ্ধার হইতে পারিব না, এই পত্র কোনকৌশলক্রমে পাঠাইলেন। জাল এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কিন্তু শত্রু মিত্র কাহর নিকটে একথা প্রকাশ না করিয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিল যে এ অতি খেদের বিষয় যে আমারদিগের বাদসাহ কয়কাউছ শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কারাগারে বদ্ধ থাকিলেন আর আমরা ইহা শুনিয়াও সুখে সচ্ছন্দে রহিলাম। আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি অধুনা এমত শক্তি নাই যে বাদসাহকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনি, তুমি যুব পুরুষ যদি পার তবে অগুসর হও ইন্ধর তোমাকে যেকপ শক্তি দিয়াছেন তাহার উপযুক্ত কর্ম কর, রোস্তম ইহা শুনিয়া স্বীকার করিয়া কহিল সে অনেক দূর দেশ পাছে বাদসাহকে নষ্ট করে যদি জীবদ্দশায় থাকেন তবে অবশ্য আনিব। জাল কহিল দুই পথ আছে এক পথে অনেক বিলম্ব হয় আর এক পথে সস্তাহে যাওয়া যায়, কিন্তু এই পথে নানা প্রকার উপদ্রব আছে

অতি সাবধান পর্ষক বাইবা, ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা
করি যে সকল উৎপাত হইতে মুক্ত হইয়া বাদসাহকে শীঘ্র
আনিব্রন কর ইহা কহিয়া রোস্তুমকে বিদায় করিল। রোস্তুম
কহিল ঈশ্বরের অনুগৃহেতে আর আপনার আশীর্বাদে দেও-
সকলকে নষ্ট করিয়া কাউহ বাদসাহকে অতি শীঘ্র আনিব,
রোস্তুমের মাতা কঁদা বা ইহা শুনিয়া বিস্তর রোদন করিয়া
কহিল সে দৈত্যদিগের স্থান স্থানি বালক? রোস্তুম কহিল
আপনি কোনরূপে ভাবিত হইবেন না, ঈশ্বরের অনুগৃহে ও
তোমারদিগের আশীর্বাদে অতি শীঘ্র বাদসাহকে আনিব
ইহা কহিয়া মাজন্দরান দেশে যাত্রা করিল ॥

রোস্তুমের মাজন্দরান দেশে গমনের
প্রথম দিনের বিবরণ।

পর দিবস প্রাতে রোস্তুম ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া নিকটে
পাথ দিয়া মাজন্দরান দেশে যাত্রা করিল, সমস্ত দিবস চলি-
য়া সন্ধ্যার সময় একটা হরিণ শিকার করিয়া অধ হইতে
নাগিয়া ঘোটককে চরিতে দিয়া আপনি হরিণ দক্ষকরত আহ-
র করিয়া স্রন করিল, সেই বনে এক অতিবৃহৎ ব্যাঘ্র বাস
স্থান ছিল তাহার ভগ্নে সেই বনে কোন মনুষ্য কি পশু যাইত
না, ঐ ব্যাঘ্র কোন স্থানে গিয়াছিল ক্রণকান পরে আসিয়া
দেখিল যে একজন মনুষ্য শয়ন করিয়া রহিয়াছে আর একটা
ঘোটক আছে ঐ ব্যাঘ্র প্রথমত ঘোটককে ভাড়া করিল ঘোটক
সমুখ হইয়া দ্য ব্যাঘ্রের মাখায় এমত মারিল যে ব্যাঘ্র ভূমে
পড়িয়া গেল তখন ঐ অধ তাহার কঙ্কর ভাষাত করিল তাহা-

তে ব্যাঘ্রচিৎকার করিতে লাগিল, ঐশদে রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিল ঘোটক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তখন ঘোটককে কহিল তুই কেন ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিলি যদি তুই মরিয়া যাইতিস তবে আমি কিপ্রকারে এইসকল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাজদরবারে যাইতাম, পুনরায় এমত কর্ম আর করিস না, যদি আর কোন উপায়ে উপস্থিত হয় তবে আমাকে জাগুত করিস, ইহা কহিয়া ব্যাঘ্রকে মারিয়া পুনরায় নিদ্রা গেল প্রথম দিবসের পথের বিবরণ এই ॥

দ্বিতীয় দিবসের পথের বিবরণ ॥

দ্বিতীয় দিবস রোস্তম প্রাতে অশ্বারোহণে সমস্ত দিবস পথ শান্ত কাল ও তৃণায়ুক্ত হইয়া ঐশ্বরের স্মরণ করিতে লাগিল এমত সময়ে কিছ দূরে একটা হরিণ দৃষ্টি করিয়া তাহার পশ্চাতে ২ গমন করত এক সরোবর দেখিয়া ঐশ্বরকে প্রণাম করিয়া সেইস্থানে জলপান করিয়া সেইবন হইতে একটা হরিণ শীকার করিয়া ঐ সরোবরের তীরে দধ করিয়া আহার করত শয়ন করিল; ঘোটক সেইস্থানে তৃণ আহার করিতে লাগিল। এক বৃহৎ অজাগর ঐ স্থানে থাকিত তাহার ভয়ে গজপক্ষাদি সে বনে যাইতনা অজাগর আহার অন্বেষণে গিয়াছিল কথক রাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে, অশ্ব তাহাকে দেখিয়া চিৎকার করিল তাহাতে রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া চতু দিকক নিরীক্ষণ করিয়া কিছ দেখিতে পাইল না; তখন ঘোটককে কহিল অকারণে আগার নিদ্রা ভঙ্গ করিসনা আমি কাল হইরাছি ক্ষণেক বিশ্রাম করি। ইহা কহিয়া পুনরায় নিদ্রা

গেল, অজাগর পুনর্বার বাহির হইল তদ্ব্যক্টে ঘোটক পুনরায় চিৎকার করিবাতে রোস্তম জাগৃত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া কিছু দেখিতে নাপাইয়া রাগত হইয়া ঘোড়ার প্রতি কহিল পুনঃ পুনঃ অকারণে কেন আমার নিদ্রাভঙ্গ করিস্ যদি আর অকারণে আমাকে জাগাইস তবে তোঁর মস্তক ছেদন করিয়া পদবুজে আজ দরানে বাইব ইহা কহিয়া নিদ্রাগেল ঘোড়া যে স্থানে চরিতেছিল সে স্থান ইহতে রোস্তমের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল, অজাগর ক্রণেক কাল পরে ঘোটকের নিকট আসিতে লাগিল যখন অতি নিকট হইল তখন ঘোড়া অতি চিৎকার করিয়া অজাগরকে মারিতে চসিল ঐ শব্দে রোস্তম উঠিয়া দেখিল যে অশ্বের নিকটে এক বৃহৎ অজাগর রহিয়াছে তখন রোস্তম তলওয়ার বাহির করিয়া অজাগরের উপরে এক আঘাত করিল তাহাতে অজাগরের কিছু হইলনা পুনবার মারিতে গেলে অজাগর বদন বিস্তার করিয়া রোস্তমকে গুলাস করিতে আইল, ঐ ঘোটক তাহা দেখিয়া অজাগরের পুচ্ছে কামড়িয়া টানিতে লাগিল, তখন অজাগর ঘোড়ার দিগে ফিরিল সেই সময়ে রোস্তম অজাগরের মস্তকে তলওয়ার মারিয়া দুই খণ্ড করিল, তখন রোস্তম অজাগরের শরীর দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ শরীরকে প্রণাম করত ন্যাবাদ ও স্তব করিয়া পরে সরোবরে হস্তাদি দৌত করিয়া অজাগরের শরীর মাপ করিলেন, সন্তুরী গজদোঁষ তাহারি উপযুক্ত জ্বল দ্বিতীয় দিবসীয় পথের বিররণ সমাপ্ত হইল ॥

তৃতীয় দিবসের বিবরণ।

তৃতীয় দিবস প্রাতে ঘোটকারোহণে অনেক দূর গিয়া

দিবা অবসানে এক বনের প্রান্তে পুঙ্খরিনী দেখিয়া সেই স্থানে ঘোটককে চরিতে দিয়া আপনি সেই স্থানে বিশ্রাম করিল, এই সময়ে এক পরম সুন্দরী যুবতী সুকেশা সুবেশা এক হস্তে এক সোরাহি, এক হস্তে ডানপুরা লইয়া আইন সেই রমণী দৈত্য কন্যা রোস্তম না জানিয়া তাহাকে নিকটে বসাইয়া তাহার সুরাশাল হইতে সুরা লইয়া পান করিলেন । সেই যুবতী গান আরম্ভ করিল তাহা শুনিয়া রোস্তম তুষ্ট হইল, তখন সেই যুবতী বন মধ্যে আসিবার কারণ ও নাম জিজ্ঞাসা করিল ? রোস্তম ঈশ্বরের নাম অরণ করিয়া সমস্ত বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন । ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়া ঐ যুবতী বিবর্ণা ও কল্পিত হইল, তখন রোস্তম জানিল যে এ যক্ষ্মা নহে অতি শীঘ্র কমল অর্থাৎ পাস দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্ধন করিয়া কহিল ? তুমিকে তাহা বল সে কহিল আমি দৈত্য কন্যা এবং কুহকী আমাকে তুমি নষ্ট করিও না নষ্ট লইয়া চল আমা হইতে অনেক কর্ম পাইবা রোস্তম তাহা না শুনিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়া সেই স্থানে আহারাদি করিয়া নিদ্রা পেস ॥

চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ ॥

চতুর্থ দিবস রোস্তম প্রাতে উঠিয়া তথা হইতে গমন করিয়া সান্নকালে এক স্থানে উত্তম ক্ষেত্র ও নদী দেখিয়া সেই স্থানে ঘোটককে ক্ষেত্রে ছাড়িয়া আপনি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিল, ক্ষণেক কাল পরে ক্ষেত্রের রক্ষক আসিয়া অস্ত্র দেখিয়া নিকটে গিয়া দেখে একজন যুব পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সেই রক্ষক রোস্তমের পাদে

বেড়াঘাত করিল তাহাতে রোস্তমের নিদ্রা ভঙ্গ হইবার
 রক্ষক কহিল তুই জানিন্ না যে উসাদ নামে দৈত্যের সেনা
 পতির এ ক্ষেত্র এখানে ঘোড়া ছাড়িয়াছিল। পক্ষীগণ ভয়ে
 এ ক্ষেত্রের নিকটে আইসে না। তোর কি প্রাণে কর নাই শীঘ্র
 এখান হইতে পলায়ন কর তুই অতি সুন্দর বালক দেখিয়া
 আমার দয়া হইতেছে; ইহা শুনিয়া রোস্তম তাহার মূখেতে
 এক চপেটাঘাত করিল তাহাতে তাহার নাসিকা শুষ্ক ও শুষ্ক
 ভাঙ্গিয়া গেল পরে তাহার দুই গকান ছিড়িয়া ফেলিল তখন
 রক্ষক রোদন করিতে ২ উসাদ কথক গুণীন দৈত্য লই-
 য়া সিকার করিতে ছিল তাহাকেই সকল বৃত্তান্ত কহিল, সে
 তাহা শুনিয়া সেনা সহিত উক্ত স্থানে আইল তাহী দেখিয়া
 রোস্তম ঘোটকারোহণে তাহার নিকটে আইল উসাদ কহিল
 তোর নাম কি এখনি আমার হস্তে নরিবি রোস্তম কহিল আমার
 নাম শুনিলে তোর পিতৃ গলিয়া যাইবেক পরে উসাদ কহিল
 তুই কোন প্রথ দিয়া এখানে আসিয়াছিস ? রোস্তম কহিল
 হস্তখানের পথ (অর্থাৎ সাত দিনের পথে) তাহার তিন দি-
 বসের পথের আপদ সকল নষ্ট করিয়া আসিয়াছি, আর অন্য
 তোকে মারিয়া এখানকার আপদোদ্ধার করিব। এই কথা শু-
 নিয়া উসাদের মনে ভয় হইল তখন আপন সেনাদিগে কহি-
 ল ইহাকে ধর, তাহার। রোস্তমকে তৎক্ষণাৎ বেঁটন করিল
 তখন রোস্তম তাহার মধ্যে যে প্রাণ ছিল অতি শীঘ্র তাহাকে
 ধরিয়া বিনাশ করিয়া আর সকলের হস্ত পদ গদা দ্বারা
 ভগ্ন করিল, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রাণ লইয়া পলাইল। রো-
 স্তম তাহার দিগের পক্ষ ২ তাড়ন। করিয়া চলিল, কথক

দূর গিয়া কমন ফেলিয়া উলাদকে বাকিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল তাহাতে সে অধ হইতে ভূমে পড়িল, রোস্তম ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার দুই হস্ত বন্ধন করিয়া কথক দূর লইয়া গিয়া তাহাকে এক বৃক্ষে বাকিয়া আপনি নিদ্রা গেল।

পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ ॥

প্রাতে রোস্তম গান্ধার্মান করিয়া উলাদকে কাউছর ও দেওসকেদের সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা সত্য কহিল; পরে রোস্তম তাহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হইলে সে রোস্তমের পারে ধরিয়া শরণাগত হইয়া কহিল, আমার প্রাণ রক্ষা করিলে জন্মের মত তোমার দাস হইয়া থাকিব আর আমা হইতে দেওসকেদের সমস্ত অনুসন্ধান পাইবেন। এব' কাউছ বাদশাহ যে স্থানে বদ্ধ আছে ও যে প্রকারে সে স্থানে যাইতে হইবেক তাহার সকল সম্ভান বলিয়া দিব ইহা শুনিয়া রোস্তম তাহাকে নামারিয়া বন্ধন পূর্বক লইয়া চলিল, আর কহিল যদি সত্য সকল কথা কহ তবে পুরস্কার করিব; পরে উলাদ কহিল কাউছ প্রভৃতি যে স্থানে বদ্ধ আছে সে এ স্থান হইতে নিকট এবং মাজন্দরান দেশে যাইবার পথ সেই স্থানে তাহার মধ্যে দৈত্যদিগের রক্ষক আছে পরে রোস্তম উলাদের কথিত মত সমস্ত দিবস ও অন্ধ রাত্রি পর্যন্ত গমন করিয়া এক পর্বতের উপর অগ্নি দেখিয়া উলাদকে জিজ্ঞাসা করিল এ অগ্নি পর্বতে কি নিমিত্তে? সে কহিল এই দেওসকেদের থাকিবার স্থান, পরে উলাদকে এক বৃক্ষে বাকিয়া আপনি নিদ্রা গেল।

যষ্ঠ দিবসের পথের বিবরণ

যষ্ঠ দিবস প্রাতে উঠিয়া উল্লাদকে সঙ্গে লইয়া কথকদর গিয়া দেখিল কথক গুজীন দৈত্য বহিয়াছে, রোস্তম উল্লাদ কে বুভাষ জিজ্ঞাসা করিল? সের্কাহন এই খানে দুই জন প্রধান দৈত্য আছে একজনের নাম আরজঙ্গ, আর একজনের নাম বেদরঙ্গ ইহারা বলবান ও যোদ্ধা আপনি সাবধান থাকিবেন, ইহা শুনিয়া রোস্তম অতি শীঘ্র আরজঙ্গের নিকট গিয়া মেঘের ন্যায় গর্জন করিল, তাহা শুনিয়া আরজঙ্গ রোস্তমের কোঁটা বেঁটন দুই হস্তে বলপূর্বক ধারণ করিল রোস্তম এক হস্ত তাহার কন্ধে রাখিয়া আর এক হস্তে তাহার মস্তক ধরিয়া ছিড়িয়া তাহার মৈন্যমধ্যে ফেলাইয়া দিল, আর আর দৈত্য তাহা দেখিয়া কাহার ও সাধ্য হইল না যে রোস্তমের সর্গুখে আইসে, তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। রোস্তম তথা হইতে শিখরোপরি এক বৃক্ষ ছায়ায় ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করিয়া উল্লাদকে কহিল যে স্থানে কাউছ সাহ বদ্ধ আছেন আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, উল্লাদ রোস্তমকে যে স্থানে কাউছ বাদসাহ ছিল সেইখানে লইয়া গেল প্রহরীগণে সে সময়ে নিদ্রিত ছিল অনাগ্রানে রোস্তম ঐ বাটীর মধ্যে গিয়া দেখিলেন যে সেই স্থানে কাউছ প্রভৃতি সকল প্রধানেরা বদ্ধ আছেন, রোস্তমকে দেখিয়া কাউছ বাদসাহ বিস্তর রোদন করিয়া পরে ইরান্নের ও জালের ও পথের সকল সন্বাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রোস্তম সমুদয় বিস্তারিত করিয়া কহিল এই সময়ে প্রহরিরা জাগৃত হইয়া তাহারদিগের প্রধান বেদরঙ্গর নিকটে জ্ঞাপন করিবায় সে

অতি রাগিত হইয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া রোস্তম কহিল আরজঙ্গ দৈত্যর মস্তক যেকপ ছিড়িয়াছি তাহা দেখিয়াছি অতএব যদি তুমি অকৌশল না করিয়া আমার আজ্ঞা বশি থাক এবং বখন যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহা সত্য কহ প্রবঞ্চনা না কর তবে তোমার প্রাণদান দিব মচেন যুদ্ধ কর? বেদরঙ্গ রোস্তমের আকার প্রকার দেখিয়া ও আরজঙ্গের মস্তক ছিড়িয়া ছিল তাহা স্মরণ করিয়া মনে ভীত হইল এবং বুঝিল যে ইহার সহিত যুদ্ধে পারিব না ইহা বিবেচনা করিয়া রোস্তমের শরণাগত হইয়া আর ২ দৈত্য দিগের বিপক্ষতা না করিয়া সাপক্ষ হইতে কহিল, পরে ঐ বেদরঙ্গকাউছ প্রভৃতি সকলকে মুক্ত করিয়া রোস্তমকে কহিল যে আপনি দেওসফেদের নিকটে জাও আমি এইখানে এখন থাকি রোস্তম উনাদকে সঙ্গে লইয়া দেওসফেদের নিকট গেল কিছুদূর গিয়া অনেক দৈত্য দেখিয়া উনাদকে কহিল ইহারা কে? উনাদ কহিল দেওসফেদের সেনা আর কহিল দৈত্যেরা দিবসে নিদ্রা ঘরি রাত্রে সমস্ত কর্মাকরে ঈশ্বর ইচ্ছায় আপনি দেওসফেদের সহিত দিবসে যুদ্ধ করিবে অকৌশে জয়ি হইবেন। রোস্তম ঐ পর্তভের নিচে উনাদকে এক বৃক্ষে বান্ধিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া নিদ্রা গেল ॥

সপ্তম দিবসের বিবরণ ॥

সপ্তম দিবস প্রাতে রোস্তম উঠিয়া উনাদকে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে দিব। দুই প্রহরের সময় দেওসফেদের বাস স্থানে পৌঁছিয়া দেখিল দৈত্য সেনারা অনেকেই নিদ্রিত, দুই চারিজন জাগত রোস্তম তাহার দিগেকে গদা প্রহার করিল

তাহাতে তাহার। আর আর দৈত্যদিগে জাগৃত করিয়া
 অনেক একত্রী ভূত হইয়া রৌন্তমকে বেষ্টিত করিল রৌন্তম
 তাহা দেখিয়া তাহারদিগের সঙ্কে বৃদ্ধ করিয়া অনেক দৈত্যকে
 সাহ্য করিল আরকথক পলাইয়া দেওসফেদকে সংবাদদিতে
 গেল তখন রৌন্তম উলাদকে কহিল দেওসফেদ যেখানে
 আছে সেইখানে আমাকে লইয়া চল, উলাদ রৌন্তমকে সঙ্কে
 করিয়া পর্বতের এক বৃহদ গুহার নিকটে লইয়া গিয়া কহিল
 এই গুহার ভিত্তর দেওসফেদ নিদ্রিত আছে । রৌন্তম গুহার
 দ্বার হইতে অনেক নিরঞ্জন করিয়া কিছ দেখিতে নাপাইয়া
 তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ঐ সময়ে দেওসফেদ গুহার
 মধ্য হইতে আসিয়া রৌন্তমের সন্মুখে দ্বৈত পর্বতের ন্যায়
 দণ্ডায়মান হইল রৌন্তম তাহার বিকটাকার দেখিয়া ভিত্ত
 হইয়া মনে ২ চিন্তা করিল যে আমি অনেক বলাধান ও দৈত্য
 দেখিয়াছি কিন্তু এমন বিকটাকার কখন দেখি নাই; এবং কখন
 ভিত্ত ও হই নাই ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরকে মনে মনে অনেক চিন্তা
 করিয়া অতি শীঘ্র একতীক্ষ্ণ অস্ত্র দেওসফেদকে প্রহার করিল
 দেওসফেদের উরুদেশে লাগিয়া অন্ধেক কাটিয়া গেল
 অন্ধকার প্রযুক্ত রৌন্তম তাহা দেখিতে পাইল না দেওসফেদ
 আঘাত হইয়াও রৌন্তমকে ধরিল তখন দুইজনে সেই গুহার
 দ্বারে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল, উভয়েই মনে ভিত্ত হইয়াছেন,
 অনেক জ্ঞান যুদ্ধ করিতে ২ সেই ভূমি ক্রমে কন্দর্মের ন্যায়
 রৌন্তম অনুমান করিয়া দেওসফেদের সরির নিরঞ্জন করিয়া
 দেখিল যে দেওসফেদকে প্রথম যে ভালওয়ার মারিয়াছিল
 তাহাতে তাহার এক উরু প্রায় দুইখণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহারি

রক্তে কন্দম হইয়াছে ইহা দেখিয়া তখন সাহস করিয়া দেওসফেদের কোটি বন্দ ধরিয়। তুমি ফেলিয়া অভিশ্রু খঞ্জর বাহির করিয়া তাহার বক্ষে মারিল তাহাতে দেওসফেদের হৃদয় পর্যন্ত কাটিয়া দুইখণ্ড হইল তাহাতেই দেওসফেদ প্রাণ ত্যাগ করিল, তখন রোস্তুম গুহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল অনেক দৈত্য ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা দেখিয়া রোস্তুম উলাদকে কহিল ইহারদিগেকে কে মারিয়াছে উলাদ কহিল ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা কোম প্রকরণ দেওসফেদ করিয়াছিল যে দেওসফেদ নামরিলে তাহার পরিবার ও আত্মীয় কেহ মরিবেকনা, আর দেওসফেদ মরিলে তাহার আত্মীয় সকলে তৎখনাৎ প্রাণ ত্যাগ করিবে, আপনি দেওসফেদকে বধ করিয়াছ তাহার বন্ধু বান্ধব পরিবার সকলে তৎখনি মরিয়াছে। পরে উলাদ রোস্তুমকে কহিল আপনি পূর্বে আমাকে পুরুষায় দিবেন আজ্ঞা করিয়াছিলেন এখন দেওসফেদকে আপনি মারিলেন আমার কি পুরুষায় দিবেন তাহা আজ্ঞা হউক। রোস্তুম কহিল তোকে এই মাজন্দরান দেশের বাদসাহ করিব ইহা কহিয়া উলাদকে সঙ্গে লইয়া কাউছ সাহর নিকটে আসিয়া দেওসফেদের যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল; তখন বেদরজ দৈত্য ভাঁত হইয়া রোস্তুমের পদানত হইল, রোস্তুম তাহাকে এক তক্ত আনিতে কহিলেন সে এক স্বর্ণ নির্মিত তক্ত আর একটুকি আমাইল রোস্তুম কাউছ সাহকে ঐ তক্তে বসাইলেন, আর আপনি চৌকিতে বসিলেন এবং তুহু করেবোরজ গৌদরোজ গেও রুহাম মোরগিন পুত্ৰতি সেনাপতি বাহারা কাউছ সাহর

সহিত আসিয়া বদ্ধ ছিল তাহারাও দক্ষিণ পাশে বসিল, আর বেদনাক্রম দৈত্য আপন্ন সেনাগণ লইয়া একপাশে দণ্ডমান রহিল। এক সপ্তার পর মাজন্দরানের বাদসাহকে একপত্র লিখিয়া ফরহাদ নামে একজনকে দূত করিয়া পাঠাইলেন সে পত্রের বিবরণ এই ॥

কাউছ বাদসাহর পত্র মাজন্দরানের
বাদসাহ প্রতি ॥

ঈশ্বরকে প্রণতি পূর্বক ধন্যবাদ করিয়া তোমাকে লিখিতেছি যে মাজন্দরানের বাদসাহ পরমেশ্বর তোমাকে শ্রমতি দেন ধরং রোলুম নামে পুরুষ সিংহ ইরানের প্রধান সেনাপতি আমার কারাগারে বদ্ধ হওয়ার সমাচার পাইয়া একা হস্তাখানের পথের সকল উপদ্রুব নষ্ট করিয়া এখানে আসিয়া তোমার পরম বন্ধু ৫ দেওয়ানকেদকে তাহার সৈন্য সহিত মারিয়া আমাকে ও আমার সেনাগণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছে। অতএব তোমার হিতার্থে লিখিতেছি যে আমার নিকট আসিয়া কর নির্ধারিত করিয়া পরম সুখে এখানে বাদনাহি কর, ইহাতে মতান্তর হইলে তোমার ধনপ্রাণ নষ্ট করিব। ইরানের কয়কাউছ বাদসাহর এই আজ্ঞা পত্র জ্ঞাত হইয়া নিম্ন আমার এখানে আসিবা ইতি ॥

মাজন্দরানের বাদসাহ এই পত্র জ্ঞাত হইয়া রাগত হইয়া দুড়ক্কে কহিল যে কাউছ হইতে রাজ্য ও সেনা আমার অধিক এবং বারমুত হস্তি আমার সৈন্যের সহিত আছে কাউছের সঙ্গে একটাও হস্তি নাই আমি মনে করিলে তাহাকে বধিয়া ইরান এখনি লইতে পারি, আমি কুরম করিয়াছি যে কাউছ

কে প্রাণে নামারিয়া বন্ধ রাখিয়া ছিলাম এবার যুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রাণে নষ্ট করিব, আর সে আমাকে ভয় প্রদর্শন করাইতেছে যে রোস্তুম নামে তাহার সেনাপতি আসিয়া দেও-সক্ষেদকে নষ্ট করিয়াছে তাহাতে আমি ভিত্ত নহি, একজন নারিয়াছে কিন্তু তদপেক্ষা বলবান্ দৈত্য আমার আশ্রিত অনেক আছে; দুত এই উত্তর শুনিয়া কাউছ বাদসাহর নিকট আসিয়া কহিল, কউছসাহ এই সকল কথা শুনিয়া প্রধান দিগের কহিলেন আর বিবাদে, আবিস্যক নাই চল ইরানে গমন করি। রোস্তুম কহিল পুনরায় আর এক পত্র লেখ আমি দুত হইয়া যাইব ইহা শুনিয়া পুনরায় পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই ॥

ঈশ্বরকে প্রণতি পূর্বক তোমাকে পুনর্বার লিখিতেছি যদি কেহ অজ্ঞান কিম্বা উন্মত্ত হয় তবে তাহাকে হিতোপদেশ দেওয়া জ্ঞানির কর্ম, তুমি অবিলম্বে আসিয়া আমার পদানত হও তবে তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়া শদেশ তোমাকে প্রসাদ করিব, নন্তবা তোমার মস্তক ছেদন করিয়া এইদগের উপর টাঙ্গাইব কাউছ বাদসাহর এই পত্র জ্ঞাত হইয়া সিংহ এখানে আসিবা ইতি ॥

রোস্তুম দুত হইয়া ঐ পত্র লইয়া মাজন্দরানের বাদসাহর নিকটে গমন করিল, যখন নগরের নিকট পৌঁছিল রক্ষকরা বাদসাহকে জানাইল যে পুনরায় কাউছের নিকট হইতে এক দুত আসিতেছে সে অতি বলবান্ বোধ হয় বাদসাহ শুনিয়া আপনার সন্তান কয়েক জন বলবান্কে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা অগুসর হইয়া তাহাকে আন যখন তাহার রোস্তুমের

নিকট পৌছিস রোস্তম তাহার দিগকে দূরে হইতে আসিতে দেখিয়া বৃহদ একদৃষ্টি উৎপাটনকরত হস্তে লইয়া ধরাইতে চলিল। যখন তাহার রোস্তমের নিকট উপস্থিত হইল তখন ফেলিয়া দিল। তাহার ইহা দেখিয়া পরামর্শ করিল যে আমার দিগকে আপন শক্তি দেখাইল আমরাও আপন শক্তি উহাকে দেখাই, এইস্থির করিয়া মিলিত হইবার সময় রোস্তমের হস্ত ধরিয়া বল করিল তাহাতে রোস্তম হাস্য করিয়া তাহার হস্ত পীড়ন করিল তাহাতে সে অচৈতন্য হইয়া ঘোটক হইতে ভূমে পড়িল এবং তাহার হস্তের অস্তি পর্য্যন্ত চুম্ব হইল, এই কথা একজন সিঘু গিয়া বাদসাহকে জানাইল তখন কলাছুর নামে একজন অতি পরাক্রমি ছিল তাহাকে কহিলেন অনুমান হয় রোস্তম আসিতেছে, তুমি গিয়া মিলিবার সময় তাহার হস্ত ধরিয়া ভাঙ্গিয়া দেও, সে আসিয়া মিলিবার উপলক্ষ্যে রোস্তমের পঞ্জা ধরিয়া জোর করিল তাহা দেখিয়া রোস্তমদৃষ্টিরূপে তাহার হস্ত ধারণ করিল এমন যে কলাছুরের পঞ্জা ফাটিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। পরে কলাছুর বাদসাহর নিকট আসিয়া হস্ত দেখাইয়া কহিল যে কাউছ বাদসাহর সন্ধেবিবাদ করা আমারদিগের কর্তব্য নহে যে হেতু সন্ধি করাই ভাল, বাদসাহ এই কথা শুনিয়া কলাছুর প্রতি রাগান্বিত হইলেন, পরে রোস্তমকে নিকটে আনিতে কহিলেন রোস্তম আসিয়া কাউছের পত্র দিল তাহা শুনিয়া কহিলেন তুমি বাকি রোস্তম? রোস্তম কহিল আমি তাহার সিম্যার যোগ্য নহি। পরে পত্রের উত্তর লিখিল যে আমি কখন তোমার অধীন হইবনা বরং তুমি দাসও স্বিকার কর

কোমার পিতা পিতামহ এ দেশের প্রার্থনা কখন করে নাই
 কোমার এমন ভ্রম কেন হইয়াছে, আর কাহার পরামর্শে এ
 দেশে আইলে যাহা হউক তোমাকে সত্ত পরামর্শ দিতেছি
 নিম্ন আপন দেশে প্রাণ লইয়া প্রস্থান কর নচেৎ অতি শীঘ্র
 আমার সেনাগণ গিয়া তোমার সৈন্য সহিত তোমাকে নষ্ট
 করিবে এই পত্র রোস্তমকে দিয়া বিদায় করিল। রোস্তম বি-
 দায় হইবার সময় কহিল যে আপনি বিবচনা না করিয়া রাগ-
 মিত্ত হইয়া ধন প্রাণে মজিলে কাউছসাহ রোস্তমকে লইয়া
 যুদ্ধে আইলে তোমার সুবংশে নষ্ট করিবেক বাদসাহ এত-
 দ্বাক্ষ শুনিয়া রাগত হইয়া কহিলেন কাউছকে বল শীঘ্র
 আনিয়া যুদ্ধ করুক, রোস্তম তথা হইতে আসিয়া কাউছকে
 সকল কথা কহিয়া সেনাগণ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করিল,
 এব° মাজন্দরানের বাদসাহ কথক গুলিন দৈত্য সেনা সঙ্গে
 লইয়া রণস্থলে আসিয়া জোরানানে একজন প্রধান দৈত্য
 কাউছের যোদ্ধাকে ডাকিল কাউছ শুনিয়া আপন সেনাপতি
 দিগেকে যুদ্ধে যাইতে আত্মা করিলেন। রোস্তম তখন এক
 স্থল হস্তে লইয়া অতি শীঘ্র তাহার নিকট গিয়া তাহার বক্ষে
 আঘাত করিল তাহাতে সেই দৈত্য ভূমে পড়িয়া প্রাণ
 ত্যাগ করিল তাহা দেখিয়া মাজন্দরানের বাদসাহ আপন
 সেনা দিগেকে কহিলেন সকলে একত্র হইয়া এই যোদ্ধাপতি
 কে মারহ তখন মাজন্দরানের অনেক সেনা রোস্তমকে বেষ্টি-
 ত করিল তাহা দেখিয়া কাউছসাহ আপন সেনাপতি ও সেনা-
 গণকে রোস্তমের সহায় নিমিত্ত পাঠাইলেন, উভয় সেনাতে
 সপ্তাহ দিবাব্যক্তি অনবরত যুদ্ধ হইল তাহা দেখিয়া কাউছ

সাহা স্ত্রী হইয়া বিস্তর রোদন করিতে ইচ্ছার নিকটে জর
প্রার্থনা করিলেন। অটাই প্রাতে রোস্তুম রাগত হইয়া মাজ-
ন্দরানের বাদসাহর নিকট গিয়া তাহার কোটি দেশে শাস-
ন্য করত হস্তি হইতে তাহাকে ভূমে কৈশিয়া তাহার মন্তক
ছেদন করিল। তাহা দেখিয়া সকল সেনা পলায়ন করিল।
তখন কাউছসাহ রোস্তুমকে সঙ্কলিয়া দুগমধ্যে গিয়া তাকে
বসিলেন, মাজন্দরানের সকল লোক ভয়ে সরনাগত
হইল, পরে রোস্তুমের বাগ্মত্ব উল্লাসকে তথাকার
বাদসাহ করিয়া অনেক ধন ও রত্নাদি লইয়া ইরানে আইলেন
এই সম্বাদ শুনিয়া অনেক বাদসাহ ভয়েতে সরনাগত হইল।
পর রোস্তুমকে অনেক পুরস্কার করিয়া জাকল স্থানে বিদায়
করিলেন ॥

কাউছ বাদসাহর হামওরান দেশে কয়েক
ইওনের বিবরণ ॥

কাউছ বাদসাহকে অনেক বাদসাহরা উপঢৌকন পাঠা-
ইল হামাওরান দেশের বাদসাহ উপঢৌকনাদি কিছু পাঠাই-
লনা এ নিমিত্ত কাউছসাহ রাগত হইয়া গেও গোদরজ তুছ
প্রভৃতি সেনাপতিদিগের সমন্য সঙ্গে লইয়া হামওরান দেশে
র বাদসাহর প্রতি আক্রমণ করিয়া নগর বেষ্টিত করিলেন,
পরে লোক দ্বারা শুনিলেন যে সেই বাদসাহর ছদ্মাবাসিনী
পরম সুন্দরী যুবতী এক কন্যা আছে কাউছ এই বাদসাহকে
কহিয়া পাঠাইলেন যে তোমার ছদ্মাবাসিনীকে আমার সহি-
ত বিবাহ দেও নতুবা যুদ্ধ কর, সে বাদসাহ এই কথা শুনিয়া
আপন কন্যাকে পরামর্শ দিচ্ছাসা করিলে সে কহিল কহি

আমাকে দিলে এ বিপদ হইতে মুক্ত হও তবে এইরূপে আমা-
কে পাঠাইয়া দেও, ছুদাবার এই বাক্য শুনিয়া কাউছসাহকে
কহিয়া পাঠাইলেন যে আমার ছুদাবা কন্যাকে অতি ত্বরায়
আপনার নিকটে পাঠাইতেছি। কাউছ শুনিয়া অতি তৃপ্ত
হইল, পরদিন হামাওরান দেশের বাদসাহ অনেক রত্নালঙ্কার
বস্ত্র ও দাস দাসী এবং আপন মন্ত্রীগণকে সঙ্গেদিয়া ছুদাবা
কে কাউছসাহর নিকটে পাঠাইলেন। কাউছ ছুদাবাকে পা-
ইয়া নিয়মপূর্বক বিবাহ করিয়া এ বাদসাহর পুত্রিতৃপ্ত হইয়া
তাহার দেশ ছাড়িয়া দিলেন এবং অনেক পরকার করিলেন,
তাহার পর এ বাদসাহ কাউছসাহকে আপন বাটিতে ভোজ-
নার্থে নিমন্ত্রণ করিল, ছুদাবা শুনিয়া কহিল আমার পিতা
অনেক ছলনাদি করিতে জানে তুমি সেখানে গমন করিলে
কোনছল ক্রমে তোমাকে বন্ধ করিবে, অতএব তোমার জাও
রা উচিতনহে, কাউছতাহা নাশুনিয়া কয়েকজন প্রধান সেনা
পতিদিগকে সঙ্গে লইয়া এ বাদসাহর দুর্গমধ্যে গেলেন, সে
সম্বাদ পাইয়া অগ্রে আনিয়া আপন বাটির মধ্যে লইয়া আ-
পনভক্তে বসাইয়া দাসেরন্যায় সেবা করিয়া কাউছকে বসি
ভূত করিয়া কয়েদ করিল, এবং গোদরজ গেওও তুচ্ছ প্রভৃতি
কেও স্থানান্তরে ধৃত করিয়া রাখিল আর ২ লোক ইহা শুনিয়া
সেনাসহিত তথ্য হইতে ইরাক্কে গেল। আদরাছিয়াব কাউছ
বাদসাহর হামাওরান দেশে বন্ধন হইয়াছে ইহা শুনিয়া
আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়া ইরান দেশ গৃহণ করিল
সকলে ভীত হইয়া তাহার অনুগত হইল যাহারা কাউছের
অতি বাধ্য ছিল তাহারা পলাইয়া জাবলস্থানে রোস্তমের
নিকট গিয়া কাউছসাহর হামাওরান দেশে ধৃত হইবার

বিবরণ ও আকারাছিয়াব আনিয়া ইরান দেশ অধিকার
করিয়া সেইবার বিবরণ সকল বিস্তারিত করিয়া কহিল ॥

রোস্তম হামাওরান দেশ হইতে কাউছকে

মুক্ত করিবার বিবরণ ।

রোস্তম কাউছের কারাবদ্ধ হইবার কথা শুনিয়া হামাও-
রান দেশের বাদসাহকে লিখিল যদি তুমি আমার পত্র পাইবা
মাত্র কাউছ সাহকে মুক্ত কর তবে আমি তুষ্ট হইয়া তোমার
ভাস করিব, নতুবা আমি সেখানে গিয়া তোমাকে সেনা
সহিত নষ্ট করিয়া রাজ্য সম্ভূতি করিব, যেমত মাজন্দরান
দেশে গিয়া দেওসকেদকে ও মাজন্দরানের বাদসাহকে একা
স সৈন্যে নষ্ট করিয়া কাউছসাহকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি
তাহা শুনিয়াছ, তোমার সভার বিজ্ঞ লোকেরদিগকে লইয়া
বিবেচনা করিয়া শীঘ্র উত্তর লিখিবা, হামাওরানের বাদসাহ
এইপত্র শুনিয়া তাহার উত্তর লিখিল যে তুমি এখানে আইলে
তোমাকেও কারাগারে বদ্ধ করিব, রোস্তম এই পত্র প্রাপ্তে
রাগত হইয়া কথকগুণীন সৈন্য সঙ্গে করিয়া হামাওরান
দেশে যাত্রা করিল হামাওরানদেশের বাদসাহ মেহরদেশের
বাদসাহকে ও বরবর দেশের বাদসাহকে এবং নিকটস্থ বাদ
সাহদিগের স্থানে এই সংবাদ লিখিয়া তাহারদিগের সঙ্গে
মিলিত হইয়া যুদ্ধের সাহায্য প্রার্থনা করিল; যখন রোস্তম
হামাওরান দেশে পৌছিল তখন ঐ সকল বাদসাহ আপন ২
সেনা সংগ্রহ করিয়া রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে আইলে

রোস্তম ঘোড়ারোহণে রণ ভূমিতে গিয়া বিপক্ষদিগকে
 বন্ধার্থে আহ্বান করিলে; সকল সেনা রোস্তমের নাম শুনিয়াই
 ভীত হইয়াছিল তাহাকে দেখিয়া। কাহারোও সাহস হইলনা
 যে রোস্তমের সহিত কেহ যুদ্ধ করে, ইহা দেখিয়া হামাওরা-
 নের বাদসাহ আপন সেনাদিগকে অনেক তিরস্কার ও তৎসনা
 করিলে কয়েক জন বলবান্ অশ্বাচ্চ হইয়া রণস্থলে আইল
 তাহা দেখিয়া রোস্তম অগুরু হইল, তাহার। রোস্তমকে
 দেখিয়া পলায়ন করিল; তাহাতে মেহরও বরবর দেশের বাদ
 সাহর। লজ্জিত হইয়া আপন। রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে
 থাকমান হইবার রোস্তম অতি শীঘ্র তাহাকে একগদা এহার
 করিল সে আপনাকে বাঁচাইয়া পলায়ন করিল; রোস্তম তাহার
 পশ্চাৎ তাড়না করিয়া কন্দফেলিয়া তাহাকে ধরিল। আপন
 সৈন্য মধ্যে রাখিয়া বরবর দেশের বাদসাহকে ভাড়া করিল
 তাহা দেখিয়া সেও পলায়ন করিল। রোস্তম তাহার পশ্চাৎ
 কথকদূর গিয়া চল্লিসজন প্রধানকে বেষ্টন করত আপন সৈন্য
 ম্যে আনিয়া বন্ধ করিল, তাহা দেখিয়া হামাওরান দেশের
 বাদসাহ ভীত হইয়া রোস্তমের নিকট আসিয়া পদানত হইয়া
 আশ্রয় প্রার্থনা করিল। রোস্তম কহিল কাউছসাহকে আমার
 নিকট আন নতুবা তোমার সপরিবারকে ধ্বনিবিনাশ করিব
 ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া কাউছসাহ, তুহ, গোদ
 রজ, গেও প্রভৃতি যে ২ বদ্ধ ছিল, তাহারদিগকে আনাইয়া
 রোস্তমের নিকটে সমর্পণ করিল, তখন রোস্তম কাউছসাহকে
 পদানত হইতে হামাওরানের বাদসাহর বাঁটিতে লইয়া তন্তে
 বন্দীভূত, আর ঐ তিনজন বাদসাহ উপটে কন পুমান করত

শরণাগত হইল, তাহারদিগের রাজ্যে নিয়ম পূর্বক কর
 নির্ধারিত করিলেন। অপরক্ আফরাছিয়াব বাদসাহ কাউহ
 হামাওরান দেশে বদ্ধ হইলে আপন সেনা সহিত তুরান
 হইতে আসিয়া ইরান অধিকার করিয়াছে, রোস্তম পুত্র
 সকলের নিকটে শুনিয়া ঐতিনজন বাদসাহকে সৈন্যে আপনি
 সঙ্গে নইয়া ইরানে যাত্রা করিলেন। আফরাছিয়াব কাউহ
 বাদসাহর আগমনের সংবাদ শুনিয়া সমস্ত সেনাপতি ও
 প্রধান যোদ্ধাদিগকে ডাকাইয়া সকলের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা
 করিয়া কহিল যে কেহ রোস্তমকে মারিবে কিম্বা আমার
 নিকটে ধৃত করিয়া আনবেক তাহাকে আমার এক কন্যার
 সহিত বিবাহ দিব, আর আমার রাজ্যের চতুর্থাংশের এক
 অংশ তাহাকে দিব, এবং প্রধান সেনাপতি ও কর্মাব্যক্ত
 তাহাকে করিব; ইহা শুনিয়া অনেকে মনে ২ করিলেন যে
 রোস্তমকে মারিবেন কেহবা ধৃত করিবেন, ইতোমধ্যে যখন
 কাউহ বাদসাহ রোস্তমকে অগ্নে করিয়া ইরানে আসিয়া
 পৌছিল ইহা শুনিয়া আফরাছিয়াবের প্রধান সেনাপতি
 ও বলবানেরা রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, রোস্তম
 অতি তৎপর হইয়া তাহারদিগের কয়েকজনকে নষ্ট করিল
 অবশিষ্ট যে কয়েক জন ছিল তাহারা ভয়ে ভীত হওত পলা
 য়ন করিয়া আফরাছিয়াবের নিকটে গিয়া যুদ্ধের সমস্ত
 বস্তান্ত বিস্তারিত কালে জানাইয়া সকলে একত্র হইয়া
 পরামর্শ করিত আফরাছিয়াব সকল সৈন্য নইয়া রোস্তমকে
 বেটন করিল, তাহা দেখিয়া রোস্তম গদা পাণি হইয়া আফ-
 রাছিয়াবের পুত্র ধাবমান হইল তৎক্ষণে আফরাছিয়াব

ভীত হইয়া পলায়ন করিল, তখন আর আর সেনা
সকলে ও পলায়ন করি। পরে রোস্তম, গেও, গোদরজ
প্রভৃতি সেনাপতিদিগের সেনা সহিত আকরাছিয়াবের
পশ্চাত ২ বেগে গমন করিয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল, কিন্তু
এতসেনা হত হইল যে লোকেরদিগের গমনা গমনের পথ
একেবারে রুদ্ধ হইল। আকরাছিয়াব অতি দ্রুত গামি হইয়া
পাণ রক্ষা করিয়া আপন বাদসাহি তুরানে পৌছিল। কাউছ
বাদসাহ ইরানে আসিয়া তক্তেবসিয়া বাদসাহি করিতে লাগি-
লেন, অনেক বাদসাহ, এবং দৈত্যও পরি ভয়ে কাউছ বাদসাহর
নিকট আশ্রিত হইয়া থাকিলেন, পরে রোস্তমকে জাবলতানে
বিদায় করিয়া সুখে বাদসাহি করেন। একদিন কাউছ বাদসাহ
দৈত্যদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন যে আলবোজ
পর্বতের উপরিভাগে আমার নিমিত্তে রত্নাদির একঅট্টালিকা
নির্মাণ করহ, তাহার এই সকল অসম্ভাবনীয় অনুজ্ঞা শ্রবণ
করত ভীত হইয়া তাহারদিগের গুরু ইবলিছ সয়াতন তাহাকে
এই সকল জানাইলে নেতাহাদিগকে কহিল যে তোমরা কাউছ
কে কহ যে আপনি কেবল পৃথিবীর বাদসাহ হইয়াছ তোমার
তুল্য বাদসাহ আর কেহ নাই দৈত্য ও পরী প্রভৃতি তোমার
আজ্ঞাবহ কিন্তু এতদ্বিষয়ে বিবয় যে এতদ্রূপ বাদসাহ হইয়া
স্বর্গের আশ্রয় শোভা প্রভৃতি কিছুই আপনি দেখিলেন না,
তখন এই কথা শুনিয়া স্বর্গ দেখিবার বাঞ্ছিত হইবে তখন আ-
মাকে জানাইবা এমন উপায় কহিয়া দিব যে তাহাতেই কাউছ
অনায়াসে বিনাশ হইবেক, ইহা শুনিয়া দজখিম নামে দৈত্য
দিগের একজন প্রধান এক দিন কাউছের সন্মুখ নানাবিধ

কখনো কখনো ইবলিছের উপদেশ মত স্বর্গের প্রসঙ্গ উ-
 স্থিত করিল, তাহা শুনিয়া কাউছ অতি চঞ্চল হইয়া দজখিম
 দৈত্যকে কহিলেন যদি আমাকে স্বর্গে লইয়া তখাকার শোভা
 সন্দর্শন করাইতে পার তবে তোমাকে অনেক পুরস্কার করিব,
 সে কহিল অতি শীঘ্র তাহার উপায় করিব। তৎপরে বিদায়
 হইয়া ইবলিছ সয়তানকে জানাইয়া উপায় জিজ্ঞাসা করাতে
 সে কহিল কয়েকটা করগছ পক্ষের শাবক অথাৎ কোনবৃহদ
 পক্ষ বিশেষ, আনাইয়া প্রতিপালন ও শিক্ষা করাও
 তাহার আচ্ছাবহ হয়, যখন ঐ পক্ষ শাবক সকল বশীভূত হই
 বেক তখন তাহার দিগের পৃষ্ঠদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া এক
 খান ক্ষুদ্র তক্ত ঝুলাইয়া তাহাতে কাউছ বসিবেন, আর ঐ
 তক্তের চারিকোণে অতি উচ্চতর চারিটা লৌহশলাকা তাহাতে
 মাংস বান্ধিয়া পূর্বাধিন ঐ পক্ষদিগকে ক্ষুদ্রিত রাখিয়া কথিত
 তক্তে উপবেশন করিলে পক্ষেরা মাংসের লোভে উদ্বেগে উদ্ভী
 যমান হইবেক, পরে তাহার কথকক্ষণ উড়িয়া ক্লান্ত হইয়া
 কাউছসাহকে তক্ত সহিত পৃথিবীতে পড়িবে উঠ হইতে পড়ি
 লে কাউছ মরিবেক। দৈত্যগণ কাউছকে ইবলিছের কথিত
 মত কহিয়া কয়েকটা করগছ পক্ষের শাবক আনাইয়া ঐমত
 শিক্ষা করাইতে আচ্ছা করিলেন, যখন পক্ষগণ সুশিক্ষিত
 হইল তখন একখান ক্ষুদ্র তক্ত তাহার দিগের পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া
 উড়িতে শিক্ষাইলেন ॥

কাউছ বাদসাহর উড়বার বিবরণ ॥

পক্ষদিগে একদিন উপবাস রাখিয়া শলাকার মাংস বান্ধিয়া

কাউছসাহসরু নেত্র উপদেশ মত তাকে বসিয়াসম্মুখে দেখিতে
 চলিলেন। নেতান্তরে স্বর্ণে ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বর্গা-
 কার করিতে গেলেন। এই পক্ষি সকল পূর্বদিবসের উপবাসি
 আহারের লোভে মোতাবিক্ত হইয়া শিকেতে না সঞ্চ
 দেখিয়া এমামসমীহার মানসে ক্ষণেককাল উদ্ভীষ্মান হইয়া
 ক্ষুধায় কাতর প্রযুক্ত তত্ত্বসহিত ভূমে পড়িতে লাগিল, কাউছ
 এই সময়ে অতি তৎপর হইয়া উক্ত তত্ত্বের একটা পাতা ধরিয়া
 থাকিল। পক্ষি সকল কাউছসাহকে তত্ত্ব সহিত চিন দেশের
 এক বনমধ্যে পড়িল কিন্তু কাউছসাহ তত্ত্ব ধরিয়া বলিয়াছিল
 এ নিমিত্তে মরিলনা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই বনের মধ্যে কল
 মূল আহার করিয়া দিব। দ্বাত্রি ঈশ্বরের নিকট আপনার অপ-
 রাধ মাজ্জনার প্রার্থনা করিয়া রোদন করিতে লাগিল। এই-
 নে যখন প্রধানেরা মুইতিন দিবস গতে হইল বাদসাহ আই
 লেন না তখন উজীর আনীর প্রকৃতি সকলে উদ্ভীষ্ম হইয়া পরা-
 মর্শ করিয়া যেই দৈত্য বাধ্যছিল তাহারদিগকে ডাকাইয়া
 বাদসাহর অন্তর্বেশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার। নানা
 দেশদেশান্তরীয় বন, পাহাড়, পর্বত, নদ, নদী প্রভৃতি স্থানে
 ভ্রমণ করিয়া বাদসাহর অনুসন্ধান নাপাইয়া ফিরিয়া আইল,
 কিন্তু তত্ত্বখ্যের একজন আইলন; তাহার। তখন সকলে এই
 সমাচার রোক্তমকে সিধিয়া পাঠাইল। রোক্তম পত্র পাইয়া
 উদ্ভীষ্ম ভাবিত হইয়া ইরানে আইল; সেই সময়ে এই দৈত্য
 আসিয়া কহিল যে কাউছ বাদসাহ চিন দেশের এক বনের
 মধ্যে পড়িয়াছিলেন মরেন নাই জীবদ্দশায় আছেন। ইহা
 শুনিয়া কথক গুলীন অশ্বাবোহি সেনা এই দৈত্যর সঙ্গে দিয়া

তিন দেশ হইতে বাদশাহকে ইরানে আমিয়া উক্ত বসাইলেন
 রোস্তম কাউছকে রিস্তুর ভৎসনা করিয়া কহিল যে সমুদয় পৃথিবী
 তুমি বাহুবলে জয় করিয়া শাসিত করিয়াছ এই নিমিত্তে সৰ্গ
 শাসিত করিতে গিয়াছিল; কাউছ অতিশয় লজ্জিত হইয়া
 রোস্তমকে সজ্জা করিয়া জাবসতানে বিদায় করিল আর আ-
 পনি তক্তে বসিয়া উজির আমিরদিগের পরামুস ক্রমে পুজা
 দিগের পুতি সুবিচার দ্বারা পুতিপালন করিতে লাগিল এবং
 অনেক দান করাত্তে করে দু' অপেক্ষা কাউছের সুখ্যাতি হইল
 রোস্তমের পুত্র ছোরাবের বিবরণ ॥

রোস্তম কোন সময়ে একদিন অধাকট হইয়া যুগয়া করিতে
 তুরানের অন্তপাতি ছমনগান দেশের নিকটস্থ একবনে একা
 কি পুবেশ করত একটা গোরখর শীকার করিয়া কাবব করত
 আহাৰ করিয়া ষোটককে নাঠে ছাড়িয়া আপনি এক বৃক্ষের
 ছায়ায় শয়ন করিল। কিছুকাল পরে সেই দেশের কয়েকজন
 সেনাপতি ঐ স্থানে শীকার করিতে আগিয়া রোস্তমের ষোটক
 দূরে চরিতেছে তাহা দেখিয়া তাহার নিকটে গিয়া কমন্দ ফেলিয়া
 ধৃত করিল; কিন্তু ষোটক পদাঘাতে তাহার দিগের দুইতিন জন-
 কে গুরুতর আঘাত করিল কিন্তু তথাপি তাহারা ঐ অশ্বকে না
 ছাড়িয়া আর দুইতিন কমন্দ ফেলিয়া কান্দিয়া লইয়া এক অশ্ব
 মার সহিত লগ্নম করাইল। পরে রোস্তমের নিদ্রাত্ত হইল
 চারিদিকে ষোটকের অন্বেষন করিতে ২ এক স্থানে অনেক
 অশ্বের পদচিহ্ন ও গুরুতর দেখিয়া জানিল যে কেহ অশ্বকে লইয়া
 গিয়াছে; তখন ঐ পদচিহ্ন লক্ষ করিয়া যাইতে যাইতে ছমন-
 গান নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল; তথাকার রক্তকেরা রোস্ত-

রকে দেখিয়া তাহারদিগের বাদসাহকে জানাইল যে রোস্তম
 একাদিবন্ধে আসিয়া নগর মধ্যে পৌছিয়াছে; বাদসাহ এই
 বাক্যশ্রুতিয়া তৎক্ষণাৎ আপনি আমীরদিগেকে সঙ্গেলইয়া অগু
 সর হইয়া রোস্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক মিটাচাতি
 করিলেন। রোস্তম বাদসাহকে কহিল আমি শীকার করিতে
 আসিয়া ঘোটককে ত্যাগ করিতেদিয়া শয়ন করিয়াছিলাম
 তোমার নগরস্থ লোক আমার ঘোটক চুরিকরিয়া আনিয়াছে
 তাহারি পদচিহ্ন দৃষ্টে আমি এখানে আসিয়াছি আমার
 অশ্ব শীঘ্র আনিয়া দেও নতবা আমি তোমার দেশনষ্ট করিব।
 বাদসাহ কহিল আপনি রাগত নাইইয়া অদ্য আমার বাটতে
 বিশ্রাম কর আমি ঘোটক তত্করিয়া আনিয়া দিব ইহাকহিয়া
 তৎক্ষণাৎ নানাহানে ঘোটকের অগ্নেসনে অনেকলোক পাঠা
 ইল; রোস্তম তট হইয়া তাহার বাটতে আইল; পরে বাদসাহ
 নানা প্রকার আহারের দ্রব্য ও মদিরা আনাইয়া একত্রে
 বসিয়া আহারাদি করিল কথক রাত্রি পর্যন্ত নৃত্যগীত দ্বারা
 রোস্তমকে স্তম্ভ করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে বাদসাহর
 অন্তঃপুরস্থ এক উত্তম স্থানে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রোস্তমকে
 শয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন; রোস্তম তথায় শয়ন করিল
 তাহারিই কিঞ্চিৎ পরে এক বিদ্যুতাকার পরমানন্দরী যুবতী
 দুইদিগে দুইদাশি বাতি ধরিয়া এ গৃহে আসিয়া রোস্তমের
 শর্যোপরি বসিল; রোস্তম তাহাকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া
 কনেক কাল পরে কহিল আপনি যুবতী কনবতী বোধ হই
 তেছে আপনি কে এবং রাত্রিকালে একা অজ্ঞাত পুরুষের
 নিকটে কি নিমিত্তে আইলেন তাহা বল? তখন সেই যুবতী

কহিল আমি এই বাদসাহর কন্যা আমার নাম তহমিনা,
 আমি আপনকার শুভানুবাদ ও বীরত্ব শ্রবণ করিয়া আপ-
 নাকে বিবাহ করিব এই মানসে আপনাকে বহুদিবশাবধি
 মনেতে বরণ করিয়া আপনকার অন্যান্য লোক রাখিয়াছি
 নাম, তাহার। আপনাকে একথা জানাইতে নাপারিয়া আপ-
 নকার অশ্রু ধৃত করিয়া আনিয়াছে বৃষ্টি দেখর আমাকে অনু-
 কুল হইয়া আপনাকে এখানে আনিয়াছেন যদি আপনার
 মত হয় তবে কল্য আমার পিতাকে জানাইয়া বিবাহ কর।
 রোস্তম ইহা শুনিয়া সর্গত হইয়া তহমিনাকে বিদায় করিয়া
 নিদ্রা গেল, প্রাতে গাঝোখান করিয়া বাদসাহর কোন সভা-
 নতকে ডাকাইয়া রাজের বিবরণ কহিয়া বাদসাহকে জানা
 ইতে কহিল, বাদসাহ শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রোস্তমের সঙ্গে
 আপন কন্যা তহমিনার বিবাহ দিলেন। রোস্তম কিছুদিন
 সেইস্থানে অধিবাস করিল তহমিনার গর্ভ প্রকাশ হইলে
 আপন চিহ্নিত অঙ্গুরী ও আর ২ অনেক রত্নালঙ্কার আপনার
 চিহ্ন যুক্ত তহমিনাকে দিয়া কহিল যদি পুত্র হয় তবে উপযুক্ত
 হলে আমার সচিব অঙ্গুরী যাহা তোমাকে দিতেছি ঐ
 পুত্রের হস্তেদিয়া আমার নিকট পাঠাইবা, আর যদি কন্যা
 হয় তবে সুপাত্র দেখিয়া বিবাহ দিবা, তহমিনাকে ইহা কহিয়া
 বাদসাহর নিকট বিদায় হইয়া আপনার দেশে আইল। কিছু
 দিন পরে তহমিনার এক পুত্র সন্তান হইল ক্রমে ঐ পুত্র নয়
 দশ বৎসরের হইল তখন তাহার সম বয়স্ক বালকেরা দূরে
 থাকক যুবা পুরুষেরাও তাহার পরাক্রমে হির হইতে পারিতনা।

তাহার নাম বাদশাহ হোহরাব রাখিলেন। একদিবস
 হোহরাব আপন মাতা তহমিনাকে কহিল আমার পিতা কে;
 তাহার নাম কি, এবং কোথায় আছেন, তাহা বিস্তারিত
 করিয়া আমাকে বল? সে কহিল তোমার পিতার নাম
 রোস্তম আবলস্তানে তাহার বাড়ি এবং ভাল প্রভৃতি সকলের
 বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে হোহরাবকে কহিলে হোহরাব কহিল
 আমার পিতাকে দেখিতে বাজা হইয়াছে আমি তাহাকে পত্র
 লিখিয়া পাঠাই তিনি তাহার উত্তর যেমত লেখেন সেই মত
 করিব। তহমিনা কহিল এমত অন্তঃ করণে কখন করিবনা
 তোমার পিতা শুনিবা মাত্র এখান হইতে তোমাকে লইয়া
 আইবেক; আমি তোমার না দেখিয়া কান্দিয়া ২ প্রাণত্যাগ
 করিম। রোস্তম এই দশ বার বৎসরের মধ্যে তিন চারি বার
 নানা প্রকার দ্রব্য অলঙ্কার বস্ত্র ও পত্রাদি লিখিয়াছিলেন
 যে কি সম্ভব হইয়াছে, পরন্তু আমি তাহা গোপন করিয়াছি
 কারণ পুত্র হইয়াছে শুনিলে লইয়া আইবে এই ভয় প্রযুক্ত
 পুনঃ পুনঃ কন্যা হইয়াছে উত্তর লিখিয়া রোস্তমের নিকট
 পাঠাইয়াছি এ নিমিত্তে রোস্তম মনযোগ করিত না; পরে তহ-
 মিনা হোহরাবকে কহিল তুমি রোস্তমের পুত্র একথা প্রকাশ
 করিবা না যেহেতু আফরাছিয়াব বাদশাহ রোস্তমের সত্রু সে
 শুনিতে পাইলে তোমাকে ধৃত করিয়া লইয়া যাইবেক হোহ-
 রাব কহিল আমি আপন পিতার নাম কখন গোপন করিবনা
 এবং তাহার সহিত আক্ষাৎ করিতে আইব ইহা শুনিয়া তহ-
 মিনা বিস্তর নিবেদন করিল কোনমতে শুনিল না ॥

ছোহরাবের ইরানের যুদ্ধে যাত্রা ও মৃত্যু ॥

ছোহরাব আপন মাতাকে কহিল আমাকে উত্তম এক ঘোটক আনাইয়া দেও তখন রোস্তমের ঘোটকের বংশ আনাইয়া দিল, তাহা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া আপন মনোমত অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আপনার মাতামহের সেনা ও আর কথক ওলীন সেনা সংগ্ৰহ করিয়া প্রকাশ করিল যে কাউছ বাদশাহর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব; আপন মাতাকে কহিল যে আমি কাউছ ও আফরাহিয়াব দুই বাদশাহকে রণে হত করিয়া রোস্তমকে বাদশাহ করিয়া তত্ত্ব বসাইব, ইহা শুনিয়া তাহার মাতা কহিল তুমি এমত বাঞ্ছা কখন করিবানা, আর ইরানে কাউছ বাদশাহর সহিত যুদ্ধ করিলে রোস্তম কাউছের পুত্রবানুরুষের প্রতিপালিত আশ্রিত এবং ইরানের সেনাপতি সে অবস্য যুদ্ধ করিবে, তবে তোমার অদৃষ্টে কি ঘটনা ঘটে তাহা আমি কহিতে পারি না; তুমি আমার বাক্য হেলন করি ওনা ছোহরাব তাহা কোন মতে গ্ৰাহ্য না করিয়া ইরানে যাইবার আরোহণ করিতে প্রধাননিগেকে আত্মা করিল। এই জনরুর আফরাহিয়াব অবগণ করত আনন্ডিত হইয়া আপনার দুইজন প্রধান সেনাপতি বারমান ও হোমীন এই দুইজনকে অনেক সেনা সমভিব্যাহারে ছোহরাবের নিকটে কহিয়া পাঠাইল যে কাউছ সাহ আপনার মৃত্যু হইল; আমি এ যুদ্ধে তোমার সর্ব প্রকারে সাহায্য করিব। ছোহরাব ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া সঙ্গীত হইল। এই দুইজন সেনাপতি তথা হইতে তুরানে আফরাহিয়াবকে জানাইলে তিনি তুষ্ট হইয়া তাহার

দিগকে কহিলেন যে তোমরা এমতসতর্ক থাকিবা যে ইহারা পিতা পুত্র তাহা উভয়ে জানিতে নাপারে এবং উভয়ে যুদ্ধ করে; ছোহরাব যুবক রোস্তম বৃদ্ধ ছোহরাব যদি রোস্তমকে নষ্ট করে তখন তোমরা কোন কৌশলে ছোহরাবকে বধ করিবা। ইহারা দুইজন হত হইলে অনারাসে ইরানদেশে আসি অধিকার করিতে পারিব, এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারদিগকে ছোহরাবের সহিত ইরানের যুদ্ধে পাঠাইল কয়েক দিবস পরে ইরান রাজ্য সীমানায় পৌছিল।

ছোহরাবের সহিত হজিবের যুদ্ধ ॥

ইরানের রাজ্যে সেইখানে এক দুর্গ ছিল তথায় কথক গুলীন সেনা সহিত হজির নামে একজন সেনাপতি রক্ষকরূপে থাকিত, যখন ছোহরাব সৈন্য এই স্থানে পৌছিল তখন হজির তাহা দেখিয়া সেনা সঙ্কেত করিয়া পথ রুদ্ধ করিল, ইহা দেখিয়া ছোহরাব তাহার নিকট আসিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল সে কহিল আমার নাম হজির ইরানের রাজক; যদি তুমি ইরানের মধ্যে প্রবেশ কর তবে এইকণে তোমার মস্তক ছেদন করিব ইহা শুনিয়া ছোহরাব হাস্য করিতে লাগিল; হজির একবরহি ছোহরাবের কটিদেশে বিদ্ধ করিয়া অনেক চেষ্টা করিল কোনমতে তাহাকে চালনা করিতে পারি নকা; ছোহরাব তাহাকে বরহি বিদ্ধিয়া ঘোড়ক হইতে ভূমে ফেলিয়া ব্যক্তিরা আপন সৈন্য মধ্যে লইয়া গেল; এইরূপে দুর্গে পৌছিলে গোরদাকরিদ নামে কজদহম সেনাপতির কন্যা যুদ্ধের সম্মুখ করিয়া ছোহরাবের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল ছোহরাব তাহার সমুখে আইলে গোরদাকরিদ

কয়েকটা বরহির আঘাত করিলে ছোহরাব ঢালেতে আচ্ছা-
মন করিয়া তাহার কটিতে বরহি মারিয়া ঘোটক হইতে ভুমে
পড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; তখন গোরদা ফরিদ
তলওয়ার বাহির করিয়া বরহি কাটিয়া পলায়ন করিল।

ছোহরাব তাহার পশ্চাদ্ভাবমান হইয়া ক্রমশঃ ফেলিয়া আক-
বণ করাতে গোরদাকরিদ ঘোড়া হইতে ভুমে পড়িল; সেই
আঘাতে তাহার মস্তকের খুদ ৫ অর্থাৎ লোহার টুপি যুদ্ধের
সময় মস্তকোপরি ধারণ করে ১ পড়িয়া গেল তখন তাহার
রেণী দৃষ্ট হইল, তদন্তে বুঝিল যে ত্রিলোক। ছোহরাব
পরম সুন্দরি যুবতী দেখিয়া কানবাণে মত্তহইল গোরদাকরিদ
কোনমতে তাহার হস্ত ছাড়াইতে সক্ষম হইয়া অনেক শপথ
করিয়া কহিল আমাকে এক্ষণে ছাড়িয়া দেও আমি আপন
পিতাকে জানাইয়া তাহার মত করিয়া তোমার নিকট রাত্রি
কালে আসিব। ছোহরাব তাহার মতের প্রতি নিষ্ঠর করিয়া
ত্যাগ করিল; গোরদাকরিদ আপন পিতাকে সমুদয় বৃত্তান্ত
জানাইয়া পরামর্শ করিল যে আর এখানে থাকা নহে ইহাই
জাতিয়া পলায়ন করিল।

কাজদহম কাউছনাহর নিকট ছোহরাবের বৃত্তান্ত কহিলে
রোস্তমকে আশিতে লিখিলেন । রাত্রি যোগে
দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া কোন গোপনীয় পথ দিয়া কাজদহম
পলাইয়া কাউছ বাদশাহর নিকট গিয়া বৃত্তান্ত কহিল যে তুরান
হইতে একজন অল্প বয়স্ক বলবান ছোহরাব নামক আশি-
মাছিল হজির তাহাকে না আশিতে দিবার মতলবে সেনা
সহিত গিয়া পথ রুদ্ধ করিলে ছোহরাব তাহার সঙ্গে যুদ্ধ

করত ধৃত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহার যুদ্ধে অক্কেম হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। কাউহসাহ ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া তখন এক পত্র লিখিয়া গেওকে রোস্তমের নিকট পাঠাইলেন; পত্রের বিবরণ এই হোহরাব নামে একজন যোদ্ধা তুরান হইতে সেনা সঙ্গে করিয়া এখানে যুদ্ধ করিতে আসিতেছে; ককদহনের প্রযুক্ত ক্রান্ত হইলাম যে হজিরকে বন্ধ করিয়াছে সে ব্যক্তি অতিশয় বলবান তাহার সম্মুখা ইরানে কেহ নাই অতএব আপনি পত্র পাঠ মাত্রেই নিযু এখানে আসিবা নচেত আমরা সকলে তাহার হস্তে নষ্ট হইব; ইরানের রক্ষক তুমি তোমাবই বাহুবলে আমার বাদসাহি জানিবা কোন মতে বিলম্ব করিবানা; রোস্তম এই পত্র পাইয়া অনেক চিন্তা করিয়া গেওকে হোহরাবের আকার প্রকার ও কোথায় বাটী সমুদয় জিজ্ঞাসা করিলেন সে কহিল ককদহনের প্রযুক্ত শুনিয়াছি তোমার পিতামহ হামের ন্যায় অবয়ব ইহা শুনিয়া মনে ভাবিল বুঝি আমার সন্তান হইবেক; পরে কহিল হমন গান দেশের বাদসাহর কন্যা ভহমিনা আমার দ্বি সে আমাকে দুই তিনবার পত্র লিখিয়াছে যে তাহার এক কন্যা হইয়াছে সে মিথ্যা কি নিমিত্তে লিখিবে পরে গেও কহিল বাদসাহ আক্রমণ করিয়াছেন যে তুমি রোস্তমকে পত্র দিয়া তৎক্ষণাত তাহাকে সঙ্গে নইয়া বাহির হইবা সে স্থানে আহাঙ্গাদি করি বানা। রোস্তম কহিল এত ব্যস্ত হইবার বিশয় কি? গেও আসাতে তুই হইয়া কৃত্যর্গীত করিতে লাগিল তাহাতে সাতদিন গত হইলে পুনরায় গেও কহিল তত্রাপি আর দুই তিন দিবস ন ত্যর্গীতাদিতে বিলম্ব করিবা দশদিন পরে আপন স্নাত

জওয়ারাকে নইন্য সফেলইয়া ইরানে যাত্রা করিয়া রোস্তম
কে সফেলইয়া গেও কাউছ সাহর নিকটে পৌছিল।
কাউছ সাহ অতি রাগত হইয়া সভাস্থ তাবৎ বলবান্দিগকে
কহিলেন যে রোস্তম ও গেও আমার আজ্ঞা হেসন করিয়াছে
ইহারদিগের দুইজনকে লইয়া স্থলে দেও একথা শুনিয়া সকলে
নিরব রহিল, পুনরায় কাউছ তুহকে কহিল শীঘ্র ইহারদিগের
দুইজনকে স্থলে দেও তুহ রাজা আজানুসারে রোস্তমের হস্ত
ধারণ করিল, রোস্তম রাগান্বিত হইয়া তুহের হস্ত নিক্ষেপ
করিয়া কাউছকে কহিল তোর বুদ্ধি নাস হইয়াছে এখানে
কাহার সাধ্য আছে যে আমাকে ধৃত করিতে পারে আমি
তোকে ভণবত্ জ্ঞান করি, আর তুহ প্রভৃতিকে মসকের ন্যায়
এখনি সারিতে পারি কেবল আমার পূর্বপুরুষ এইকয় বর্ষীয়
ফরেদু বাদসাহর আশ্রিত ও প্রতিপালিত এই অনুরোধ মাত্র
তোমার ভৃত্যমহি নস্তরা যখন নওদরসাহ মনুচেহর বাদসাহর
পুত্র দুরাঙ্গা হইয়া প্রজাদিগের পিতাম করিয়াছিল সকলে
তাহাকে অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য ২ বাদসাহকে ইরানে আসিয়া
বাদসাহ হইতে লিখিয়াছিল; পরে আমার পিতামহ ছানকে
নওদর সাহ এই সমাচার লিখিয়া ইরানে আসিতে লিখিলেন
ছান এই পর পাইয়া উষিগু হইয়া ইরানে আইলেন; তাহা
দেখিয়া প্রধান সকলে ছানকে ইরানের বাদসাহ করিতে
প্রার্থনা করিলেন, ছান তাহা কোন মতে শীকার নাকরিয়া
সকলকে বুঝাইয়া এব° নওদরকে হিতোপদেশ কহিয়া ছিন্ন
করিয়া তাহাকেই বাদসাহ রাখিল। এইমত অনেক ভৎসনা
করিয়া বাহির হইয়া গেল। পরে সভাস্থ, প্রধান সেনাপতি,

আমির, উজির, সকলে কাউহসাহকে বুঝাইলেন যে এক্ষণে
 সম্রাট আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে এখন রোস্তমের সহিত
 একে সল করিলে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করে এমন ক্ষেপ্ত। আর
 কাহার নাই, হোহরাব আসিয়া একথা শুনিলে সৰ্ব্ব শুদ্ধবাক্তন
 করিয়া কিয় নষ্ট করিয়া রাজ্য অধিকৃত করিবেন, এ অভি
 অমুচিত কল্প করিয়াছেন, সকলের এই কথা শুনিয়া কাউহ
 লজ্জিত হইল কিন্তু ক্রোধবশত অনেক উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিল
 শেষে গোদরজকে কহিল তুমিগিয়া রোস্তমকে সমাদর করি-
 য়া ফিরাইয়া আন। গোদরজ রোস্তমের নিকটে গিয়া কহিল
 তুমিজন কাউহসাহ নিকোঁ। বিজ্ঞানোকে কোনকথা কহিলে
 তাহা প্রথমে রাগত হইয়া গাহ্য করেনা, পরিশেষে বিশদ
 গুণ্ড হইলে লজ্জিত হইয়া তাহাকরে; অতএব কাউহের কথার
 তোমার ক্রোধ করা অনোচিত। আর দ্বিতীয়ত যদি কাউহের
 প্রতি ক্রোধ করিয়া নিজানয়ে গমনকর তবে তুরানিয়া আসি-
 য়া সমুদয় ইরানিরদিগের বিনাশ করত সমভূদি করিবে, অত
 এই আপনার জাতি কুটম্ব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় গনের প্রতি
 দয়াবান হইয়া রাগ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আইন। দ্বিতীয়ত
 যদি আপনি ক্রোঁ করিয়া জান তবে সকলে কহিবে যে হো-
 হরাবের ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া গেল, এই কথা শুনিয়া
 কণকাল মৌন থাকিয়া পরে গোদরজের সঙ্গে কাউহের নিকটে
 আইল, কাউহ রোস্তমকে দেখিয়া ভক্ত হইতে উঠিয়া বিস্তর
 সমাদর করিয়া কহিলেন তুমি জাল হটাৎ আমার রাগ উপ-
 স্থিত হয় সে আমার স্বভাব দেখর করিয়াছেন, তাহাতে তোমার
 ক্রোধ অনোচিত, অতএব আমি মাটি খাইয়া যেমত কহিয়াছি

তাহার উচিত যাহা হয় তাহা করহ । রোস্তম কাউছ নাহকে
 ছেলান্ন করিয়া কহিলেন এন্ত্যকে কিনিমিস্তে ডাকিতে পাঠা
 ইয়াছিলেন তাহা আজ্ঞা করণ, বাদসাহ কহিলেন অদ্য সভা
 করিয়া অহ্লাদ কর কল্য উপস্থিত মতে ঘাহাই কর। যাইবেক
 পর দিবস অনেক সেনা সঞ্চেদিয়া রোস্তমকে ছোহরাবের
 যুদ্ধে পাঠাইলেন; এব° কাউছ সাহ আর ২ সেনাপতি ও সেনা
 সঞ্চেদইয়া রোস্তমের পশ্চাতে আশ্রিয়া সেই দুর্গের নিকটস্থ
 মাঠে শিবির করিলেন ॥



ছোহরাব হজির দ্বারা রোস্তমের অনুসন্ধান
 লগুন শু হজির তাহা ব্যক্ত নাকরণের বিবরণ ॥

ছোহরাব দুর্গহইতে সৈন্য দেখিয়া হোমানকে ডাকিয়া
 কহিল দেখ অনেক সৈন্য এই দুর্গ সর্গখস্থ মাঠে আসিয়াছে
 হোমান তদ্রশণে ভীত হইল; ছোহরাব কহিল এখন ভয়
 করিলে কি হইবে ঈশ্বরের মনে জাহা আছে তাহাই হইবে ।
 সত্ৰু দেখিয়া ভয় করা বিয়ের ধর্ম নহে, পরে রাত্রি হইলে
 আহার নিদ্রার চেষ্টায় সকলে ব্যস্তরহিল, রোস্তম অতি গো-
 পনে সামান্য লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া বিপক্ষের
 সৈন্যমধ্যে কোনহ সক্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক শিবির
 মধ্যে একতন্ত্রে ছোহরাব কসিয়াছে আর ২ প্রধানেরা চতু
 দিগে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে; রোস্তম এক পাশে ঢুকা
 য়িত হইয়া দেখিতেছে, এই সময়ে জন্দানামে একজন সেনা
 পতি কোন কক্ষের নিমিত্ত সভাহইতে উঠিয়া বাহিরে যাইতে

দেখিল একজন পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাকে
কহিল কে তুমি? রোস্তম তাহার কন্দের এক মুকী প্রশ্ন
করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া কাউছের নিকটে আসিয়া
ছোহরাবের অনেক প্রশংসা করিল; ওখান হইতে রোস্তম
আইলে আর একজন সেইপথে জাইতেছিল দেখিল একজন
নকুস্য পড়িয়া রহিয়াছে অনেক ডাকিল সে উত্তর করিলনা
পরে হাতদিয়া নাড়িল তাহাতে ও চেতনা হইলনা তখন
আলোক আনিয়া দেখিল যে জন্দানামক সেনাপতি মরিয়া
পড়িয়া রহিয়াছে সে তৎখানাত ছোহরাবকে জানাইল, ছোহ
রাব আসিয়া দেখিয়া ভাবিতহইয়া কহিল বিপন্নের দলহইতে
কেহ আসিয়া ইহাকে নষ্ট করিয়া গিয়াছে, অতএব ইহার
পরিবর্তে কল্যা ইরানি দিগের কোন প্রধান ব্যক্তিকে অবস্য
আমি বধ করিব; ইহা কহিয়া আপন শিবিরে গিয়া সন্ম
করিল। প্রাতে ছোহরাব উঠিয়া হজিরকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের
প্রশাদউপর উর্ধ্বিত হইয়া তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া কহিল
আমি তোমাকে যেই কথা জিজ্ঞাসা করিব তুমি যদ্যপি সত্য
ও প্রকৃত উত্তর কর তবে তোমাকে কারাগার হইতে মুক্ত
করিব, এই ব্যাপ্ত চক্ষের ন্যায় শিবির জাহার নিকট অনেক
হস্তি আছে এ কাহার? হজির কহিল এ কাউছ বাদশহর
শিবির। তাহার দক্ষিণদিগে কাহার শিবির? কহিল তুছ
ও নওদরের। রক্তবর্ণা শিবির কাহার? কহিল গোদ
রজের। হরিৎ বর্ণের শিবির জাহার নব্যে এক তন্তু ও সর্গ
খে এক ধূলা পোখিত আছে এ কাহার শিবির? হজির মনে
করিল যদি প্রকৃত বাক্য কহি আর ছোহরাব এখন

জান্ন আর রোস্তম অসাবধানে থাকে তবে অনাআসেই নষ্ট করিবে তবেই ইরান দেশ সমভূম করিবে, অতএব রোস্তমের শিবির কিয়া রোস্তমকে দেখাইবনা এইমানস করিয়া কহিল থাকানচিন অথাৎ চিনের বাদসাহ একজন প্রধান সেনাপতিকে কাউছের সাহচর্য পাঠাইয়াছে, তাহারই শিবির এই ছোহরাব কহিল উহার নাম কি? হজির কহিল স্তাতনহি। পরে ছোহরাব কহিল আমার মাতা রোস্তমের যে চিহ্ন সকল কহিয়াছিলেন তাহা সমুদয় এই শিবিরে দেখিতেছি বোধ হয় এই রোস্তমের শিবির, হজির কহিল রোস্তমের শিবিরাকৃতি বটে কিন্তু এ চিনের সোমপতির শিবির। ছোহরাব কহিল তবে রোস্তমের শিবির কোথায়? হজির কহিল রোস্তম জাবল হইতে বৃষ্টি এখন পর্যন্ত আসিয়া পৌছেনাই ইহা শুনিয়া ভাবিত হইল, আর আসন্নকাল উপস্থিত প্রযুক্ত তাহার মাতা রোস্তমের যে সকল চিহ্ন কহিয়া দিয়াছিল তাহা সমুদয় প্রতক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস হইলনা, পুনরায় হজির কে বিস্তর স্তুতি ও বিনয় পূর্বক কহিল রোস্তমের শিবির আমাকে দেখাইয়া দেও তোমাকে তুষ্ট করিব; আমার বোধ হয় যে এই রোস্তমের শিবির সে কহিল রোস্তমের ভাষু হইতে অভেদ কিন্তু সে আইসে নাই। আর কহিল রোস্তমের সম যোদ্ধা এখানে কে আছে যে সে যুদ্ধ করিতে আসিবে এই নিমিত্ত কহিতেছি সে আইসে নাই, ইহা শুনিয়া ছোহরাব কহিল যে তুই রোস্তমের প্রশংসা আমার নিকটে করিস না আমি তাহাকে দেখিতে পাইলে ধরিয়া আনিব, তখন হজির মনে করিল আমি যাহা মনে ভাবিয়াছি যদি রোস্তম আসিয়া তাহার শিবির ইহাকে দেখাইতাম তবে অধনা রোস্তম

কৈ নষ্ট করিত, পুনরায় ইজিরকে অধিক ত্যাগ করিয়া ও
তয় প্রদর্শন করাইয়া কহিল যদি রোস্তুমের শিবির আমাকে
নাদেখাও তবে এখন তোমার মন্তক ছেদন করিব। ইজির
মনে ভাবিল আমি সামান্য লোক মরিলেও কতিবাহি; আমি
এক প্রকার মরিয়াদাছি, ইহার সন্মুখ করিয়া বদ্ধ হইয়াছি
আমাকে কখন ও ছাড়িবেক না। রোস্তুমকে দেখাইলে
এখন গিয়া মারিবে তবে কাউছসাহ ও আর ২ সকলকে
বিনাশ করত ইরান দেশ অধিকার করিবে তবে প্রাণের আ-
শার ভরসা আর নাই; আমি তো মরিয়াদাছি এই স্থির করিয়া
কহিল রোস্তুম আইসে নাই আমি কিপ্রকারে তাহার শিবির
তোমাকে দেখাইয়া দিব তবে এই উপলক্ষ করিয়া আমাকে
নষ্ট করিতে হয় কর তখন ছোহরাব রোস্তুমের চিহ্ন নাপাইয়া
নিরাশ হইয়া দুর্গা পরিহইতে নিম্নে আসিয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়া
সেনা সমিবাহারে যুদ্ধ করিতে রণস্থলে আসিয়া উচ্চৈশ্বরে
কহিল আমি গতে। রাতে সপথ করিয়াছি যে জন্দা সেনাপ-
তির পরিবর্তে কাউছ সাহর মন্তক ছেদন করিব। যদি কাউ
ছের ক্ষমতা থাকে আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ করুক। ছোহ-
রাবকে দেখিয়া সমস্ত সেনার এমন ভয় হইল যে কেহ তাহার
সম্মুখে আসিতে পারিল না। পুনর্বার ছোহরাব কহিল ওহে
কাউছ ব্যাঘ্র দেখিয়া জুগালের ন্যায় ভয়ে লুকায়িত হইলে
এইমুখে ইরানের বাদশাহি কর ওহে কাউছ একবার আমার
সহিত যুদ্ধ কর ॥

রোস্তুমের সহিত ছোহরাবের প্রথম যুদ্ধ ॥

তখন কাউছসাহ প্রধান সেনাপতিদিগে কহিলেন কেহ
গিয়া রোস্তুমকে কহ যে তরানি যোদ্ধাকে দেখিয়া সকল সেনা

জীত হইয়াছে । রোসুম ইহা শুনিয়া ঈশ্বর স্বরণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে ছোহরাবের সম্মুখে গেল, ছোহরাব কহিল তোমার আমার উভয়ে কিঞ্চিৎদূরে গমন করিয়া যুদ্ধ করি, রোসুম তাহা স্বীকার করিয়া দুইজনে এক পাশে গেল, তখন ছোহরাব কহিল তুমি বৃদ্ধ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইবে কেবল পান দিতে আসিয়াছ । ইহা শুনিয়া রোসুম কহিল তুমি বালক যোদ্ধাদিগের যুদ্ধ কখন দেখনাই, আমি দেও সক্ষেমকৌসন্য সহিত একা বিনাশ করিয়াছি; এবংসিংহ ব্যাঘ্র অজাগর প্রভৃতি অনেক আমি মারিয়াছি তোমাকে অতি মার্ক দেখিয়া আমার স্নেহ হইতেছে, আমার বাগ্গী হয়না যে তোমার কোমল গায়ে আঘাত করি । এই কথা শুনিয়া ছোহরাব কহিল তুমি বুঝি রোসুম ? রোসুম কহিল আমি তাহার দাস, তখন ছোহরাব নিরাশা হইয়া উভয়ে বরছি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া কিয়ৎকাল দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন তাহাতে কাহার কিছুই হইলনা, তৎপরে অস্ত্রযুদ্ধ তদনন্তর গদাযুদ্ধ করিতে ২ গদা সকল বন্ধ হইল কাহারও শরীরে আঘাত হইলনা, তখন উভয়ে শান্ত হইয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিলেন । রোসুম মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে আমি দৈত্য প্রভৃতি অনেকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু এমন বলবান কখন দেখিনাই, এই সময়ে ছোহরাব আসিয়া কহিল কতক্ষণ বিরাম করিবে উঠ বিরের ন্যায় যুদ্ধ করি, পরে দুইজনে তীরে যুদ্ধ করিলেন; উভয়ের তুণ শূন্য হইল তখন উভয়ের কাঁচ বস্ত্র উভয়ে ধারণ করিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কেহ কাহাকেও চালনা করিতে

পারিজনী এই অবসরে ছোহরাব এফ গদা রোস্তমের মস্তকে
 মারিল তাহাতে রোস্তমের কিছু বেদনা বোঝাইল, ছোহরাব
 কহিল ওহে বীর তুমি দৈত্য আদি অনেককে মারিয়াছ;
 আমার এক গদার আঘাত সহিতে অশক্ত হইলে ?
 রোস্তম কহিল অদ্য বেল। অবসান হইল কল্য তোমার সন্ধে
 যুদ্ধ করিব। ছোহরাব কহিল অদ্য প্রস্থান কর কিন্তু আমি
 কাউছের সৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিতে চলিলাম ইহা কহিয়া সেই
 দিগে চলিল, এবং রোস্তমও তুরানের সৈন্য কধ্যে প্রবেশ
 করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল; দুই দলের সৈন্য ইহা দিগে
 যুদ্ধে অস্থির হইয়া পলাইল তখন রোস্তম মনো মধ্যে চিন্তা
 করিল যে ছোহরাব অতি বলবান্ যদি কাউছকে ধৃত করে
 অতএব, আমার এখানে থাকা অকল্যাণ, পরে সেখান হইতে
 কাউছের নিকটে আসিয়া দেখিল অনেক সেনা হত হইয়াছে
 তাহা দেখিয়া ছোহরাবকে কহিল যদি রাতে যুদ্ধ করিতে ক্ষেপ্ত
 হও তাল নতবা আমার সহিত যুদ্ধ কর উভয়েই ক্লান্ত হইরাছিল
 ইহা শ্রবণে ক্ষান্ত হইয়া আপন শিবিরে গমন করিল, কথক
 রাজি গতো হইলে কাউছ রোস্তমকে ডাকাইয়া যুদ্ধের বিব-
 রণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রোস্তম কহিল একাল পর্যন্ত অনেক
 যুদ্ধ করিয়াছি কিন্তু এই বালকের মত বলবান্ কোন যোদ্ধা
 কে দেখিনাই, ঈশ্বর উহার শরির প্রস্তুত কিলৌহ দ্বারানির্মান
 করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না, আমি তলস্তয়ার, তীর;
 বরছি, ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বিধিমতে যুদ্ধ করিয়াছি
 কিছুই করিতে পারি নাই, পরনেশ্বর কল্য যুদ্ধে কি ঘটান তাহা
 বলিতে পারি না। ইহা শ্রবণে রোস্তমকে অনেক আশা ভরসা

দিয়া কহিলেন তোমার কোন চিন্তানাই পরে রোস্তম আপন শিবিরে আসিয়া আপন ভ্রাতা জওয়ারাকে কহিল এ যোদ্ধা কে অদ্য বিধিমতে বুকিয়াছি আমাহইতে বনবান্ কণ্যযুদ্ধে ঈশ্বর ইচ্ছায় যদি বিপরীত হয় তবে তুমি ইহার সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া আপন দেশ জাবলে যাত্রা করিবা যদি ঈশ্বর মতান্তর করেণ তবে ইরানে ওতুরানে এমনত যোদ্ধা কেহ নাই যে ইহাকে পরাজয় করে: ওখানে ছোহরাব আপন শিবিরে গিয়া হোমানকে ডাকিয়া কহিল এই বৃদ্ধ যোদ্ধা যাহার সঙ্গে আমি অদ্য যুদ্ধ করিয়াছি আমার কোণ্ড হয় এই রোস্তম; আমার মাতা রোস্তমের যে২ চিহ্ন কহিয়াছিলেন সে সকল চিহ্ন এই পুরুষ দেখিতেছি বোধ করি আমার পিতা ইনি হইবেন; হোমান কহিল আমি তাহাকে উত্তম রূপে জানি অনেকবার দেখিয়াছি এ রোস্তম নহে ॥

রোস্তমের ছোহরাবের যুদ্ধ ॥

পর দিবস প্রাতে দুইজনে রণস্থলে একত্র হইলেন ছোহরাবের মন রোস্তমকে দেখিয়া তাহার মাতা যে২ চিহ্ন রোস্তমের কহিয়াছিল তাহা অরণ করিয়া চঞ্চল চিত্ত হইয়া প্রণয় করিবার বাঞ্ছা হইল, তখন ছোহরাব হাস্য করিয়া রোস্তমকে কহিল রাত্রে কেমন ছিলে আর অদ্য যুদ্ধ বিষয়ে কি বিবচনা করিতেছ আমার মানস তোমায় আমার পীতিকরি আর উত্তরে অল্প নল্প পরিত্যাগ করিয়া একত্র বসিয়া মদ্য পান করি আর ২ সেনাদিগের ও সেনাপতিদিগের বৃদ্ধের বাঞ্ছা থাকে উত্তর দলে যুদ্ধ করুক আমরা কৌতুক দেখি আর আপনকার নাম অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম কেহ কহি

লনা আপনি আপন নাম অনুগৃহ করিয়া আমাকে কহ, আমি
 অনুভাবে অনুমান করিতেছি আপনি রোস্তম হইবেন ॥
 রোস্তম সন্দেহ করিল যে এবালক ইহার কথায় বিশ্বাস করিলে
 পাছে বিপরীত হয় এই সন্দেহ প্রযুক্ত প্রণয়ের কোন প্রসঙ্গ
 না করিয়া কহিল কস্য দুইজনে মল্লযুদ্ধ করিবার কথা ছিল
 অন্য নূতন প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতেছ এ বীরের ধর্ম নহে, আর
 আমি তোমার মত বালক নহি যদি প্রণয় করিতে বাঞ্ছা
 থাকে তবে রিতি মত বাদসাহকে জ্ঞাপন কর যেমত আজ্ঞা
 করিবেন তাহাই শিরধায় করিব আমি দাস বিনা আজ্ঞায়
 সন্ধি করিতে পরিব না যদি সন্ধির মানস হইয়া থাকে তবে
 কাউছ সাহর নিকটে দূত প্রেরণ করা কিবা আমি গিয়া জানা
 ইয়া আমি নতুবা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি যুদ্ধ কর, ছোহরা-
 বের মৃত্যু উপস্থিত এ নিমিত্তে মাতৃ উপদেশ ও তাহার
 কথিক চিরু সকল পুত্ৰ্য দেখিয়া ও ভ্রম উপস্থিত হইল,
 তখন অশ্রু হইতে নামিয়া উঠয়ে মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিল,
 কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিতে ২ ছোহরাব বলপূর্বক রোস্তমের
 কোটির বন্দধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ভূমেনিক্ষেপ করিয়া তাহার
 বক্ষস্থলে বসিয়া খঞ্জর বাহির করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত
 হইল তখন রোস্তম কহিল যোদ্ধা দিগের এই নিয়ম আছে
 যে পুখমবার মল্লযুদ্ধ পরাভব করিলে অতি সন্ত্রাস হইলেও
 তাহাকে পাণে নামারিয়া ছাড়িয়া দেয়, দ্বিতীয় বার পরাজয়
 করিলে তাহার মস্তক ছেদন করে; ছোহরাব রোস্তমের এই
 কথা শুনিয়া খঞ্জর রাখিয়া রোস্তমকে ছাড়িয়া দিল। বেলা

অবসান দেখিয়া উভয়ে আপন ২ শিবিরে গেল; ছোহরাব আপন শিবিরে গিয়া হোমানকে যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ কহিল। সে শুনিয়া অতিখিন্যমান হইয়া কহিল তুমি বালক সত্ররু কথার বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছ এ যুদ্ধের শেষ নাই আর এবার যুদ্ধে তাহার হস্তে তোমার রক্ষা পাওয়া ভার সিংহকে বন্ধ করিয়া ছাড়িলে এত কুকর্ষ করিয়াছ; ছোহরাব কহিল আমি তাহার বল বিলক্ষণ কপে বুঝিয়াছি কোন মতে আমি তাহাকে ভয় করি না। কল্য যুদ্ধে অকোশে আমি তাহাকে নষ্ট করিব। হোমান কহিল বিজ্ঞ লোকে সত্ৰকে কখন অল্প জ্ঞান করেনা ও করিবেনা আপনি এমন করিয়াছ অতএব এইক্ষণে ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি যে তিনি তোমার রক্ষা করুন। ওখানে রোস্তম আপন শিবিরে গিয়া শুচি হইয়া সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের নিকটে স্তব ও ভজন এবং রোদন করিয়া কহিল হে পরমেশ্বর; আমাকে এমন বল প্রথমতঃ দিয়াছিলেন যে চলিবার সময়ে পৃথিবীতে আমায় পা বসিয়া জাইত তন্নিমিত্তে আমি তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ বল হাস হইবার প্রার্থনা করিলে অনুগ্রহ করিয়া বল হাস করিয়াছ কিন্তু এখন তোমার নিকটে পুনরায় এই প্রার্থনা যে আমাকে পূর্বমত বলবান করহ এইমত অনেকক্ষণ কান্দিতেন রোস্তম জানিতে পারিল যে ঈশ্বর কৃপা করিলেন।

রোস্তমের হস্তে ছোহরবের মৃত্যু ॥

পর দিন প্রাতে উঠিয়া যুদ্ধের সজ্জা করিয়া ও অস্ত্র শস্ত্র

লইয়া রণস্থলে গিয়া উপস্থিত হইল, ছোহরাব রোস্তমকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া চিৎকার ধ্বনি করিয়া কহিল কল্য ব্যাঘ্রের মুখহইতে প্রাণ লইয়া গিয়াছ অর্থাৎ কি ভরসায় আমার সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। রোস্তম কহিল ঈশ্বরের অনুগৃহণে আমি কখন পলায়ন করিনাই এবং প্রাণ থাকি তও পালাইবনা, আর তাঁহারিই কপায় সর্বত্র জয়ি হইয়াছি অর্থাৎ তিনি জয়যুক্ত করিবেন; ইহা কহিয়া দুইজন পুনর্বার মিল্লযুদ্ধ করিতে পুৰস্কৃত হইল; কিয়ৎ কাল যুদ্ধ করিয়া রোস্তম চিৎকার ধ্বনি করিয়া দুইহস্ত দ্বারা ছোহরাবের কোটি বন্ধ ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া ভূমি নিক্ষেপ করিয়া তাহার বক্ষো-পর্যন্ত উর্ধ্বত হইয়া খঞ্জর বাহির করিয়া ছোহরাবের বক্ষস্থলে মারিল তাহাতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তখন ছোহরাব অতি কাতর হইয়া আঃ মক্ করিয়া কহিল এই খেদ আমার মনে থাকিল যে পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে এখানে আসিয়াছিলাম তাহা নাহইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলাম কিন্তু ইহার প্রতিফল আমার পিতা অবশ্য দিবেন তুমি যদি মৎস্য হইয়া সমুদ্রের মধ্যে পুবেশ কর কিবা তারা হইয়া আকাশের তারার সঙ্গে মিলিত হইয়া থাক তথাপি আমার পিতা তোমাকে ছাড়িবেনা অবশ্য নষ্ট করিবেন। ইহা শুনিয়া রোস্তম কহিল তোমার পিতাকে তাহার নাম কি? ছোহরাব কহিল আমার পিতা রোস্তম মাতা তহমিনা হমদগান দেশের বাদসাহার কন্যা; এই কথা শুনিবা মাত্র রোস্তম দশদিন অন্ধ কার দেখিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল; কিঞ্চিৎকাল পরে ছোহরাবকে কহিল রোস্তমের কোন চিত্র তোমার নিকটে

আছে আমারি নাম রোস্তম; ছোহরাব কহিল এ অতি মাষ্টার্য্য
 পুনঃ পুনঃ আমি তোমার সন্ধে পুনর করিতে পার্থক্য করিলাম
 কিন্তু তোমার হেহ কোনমতে আমার পুতি হইলনা, সে যাহা
 হউক এইক্ষণে সে সকল কথার কোন পুয়োজন নাই, আমার
 সাজগুনা অর্থাৎ নৌহমর জামা খুলিয়া দেখে আমার মাতাকে
 রোস্তম তাঁহার বচিল যে মনি দিয়াছিলেন তাহাই আমার
 হস্তে বাক্স আছে; আমার মাতা কহিয়াছিলেন এইমনি রোস্ত-
 মকে দেখাইলে সে তোমাকে জড় করিয়ে লইবেক, তখন
 তাহার সাজগুনা খুলিয়া আপন চিহ্নযুক্ত মনি দেখিয়া ভূমে
 পড়িয়া রোদন করিতে কহিল হে পুত্র তুমি পিতার হস্তে
 পূর্ণ ত্যাগ করিলে তোমায় ধন্য কিন্তু আমার মত দুভাগ্য
 পিতা আর কে পৃথিবিতে আছে, আর কেব' পৃথিবীতে আপন
 পুত্রকে নষ্ট করিয়াছে আমার আর বাঁচবার কোন পুয়োজন
 নাই; তোমার সাক্ষাতে প্রাণ ত্যাগ করি। ইহা শ্রবণে ছোহ-
 রাব কহিল আমার অদৃষ্টে ঈশ্বর জাহা নিখিয়াছিলেন তাহা
 হইল এইক্ষণে তুমি আমার নিমিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিলে আমি
 বাঁচবনা; অতএব এমত কর্ম করা অনোচিত অনেকক্ষণ
 পর্যান্ত দুইজনে ভূমে পড়িয়া রহিল। কাউছের সেনাপতিরা
 দুইজন ভূমে পড়িয়া রহিয়াছে, দূরে হইতে দেখিয়া কাউছ
 সাহকে কহিল অনুমান হয় রোস্তম আমাদিগেকে ত্যাগ করিয়া
 স্বগ যাত্রা করিয়াছেন বঝি ইরান দেশের এতদিনে দুভাগ্য
 ঘটিল; কাউছ কহিলেন তোমরা অনুসার হইয়া তথ্য জানিয়া
 আইন, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে আসিয়া দেখে যে রোস্তম
 ভূমে পড়িয়া রোদন করিতেছে আর ছোহরাব পড়িয়া আছে

ইহারা অনুমান? করিল যে দুইজনেই গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত
হইয়াছে, কেহ কহিল কি হইয়াছে বল? রোস্তম কহিল আমি
আপনার প্রাণে আপনি আঘাত করিয়াছি আর প্রাণ রাখিতে
বাঞ্ছা নাই এই ক্রোধে ছোহরাব হেনবীর পুত্রকে আপন
হস্তে নষ্ট করিয়াছি; জগন্নাথ ইহা শুনিয়া রোদন করিতে ২
চুম্বে পড়িল। রোস্তম ও মেনাপতি সকলে রোদন করিতে
লাগিলেন; ছোহরাব তাহার দিগকে সান্তনা করিয়া কহিল
আমার সঙ্গে তুরানের যে সকল সৈন্য আসিয়াছে তাহার দি-
গের প্রতি আর আঘাত করিও না এই ভিক্ষা আমাকে দেও
তাহারা কেবল আমার ভরসায় আসিয়াছিল রোস্তম তাহা
স্বীকার করিল পরে রোস্তম গোদরজকে কহিল তুমি কাউ
ছের নিকট গিয়া আমার নাম করিয়া নোস দার (কোন
ঔষধ বিশেষ) তাহাতে আশা পিড়া ভাল হয় কাউছসাহর
নিকটে আছে তাহা আনয়ন কর যদি ছোহরাব আরাগ্য হয়
তবে আমি অপক্যা তাহার আচ্ছাদন হইয়া থাকিবেক।

গোদরজ? আসিয়া কাউছসাহকে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া
নোস দার চাহিল কাউছ কহিল নোস দার দিলে ছোহরাব
অবশ্য আরোগ্য হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই তাহা আমি
জানি, কিন্তু এই যজ্ঞের পূর্বে রোস্তম আনাকে যত তৎপরতা ও
দক্ষিণ্য করিয়াছে তাহা তুমি সকলি জান তোমরা তাবৎ
প্রধানেরা সেইখানে ছিল। তাহার সাধ্য হইলনা যে রোস্তম
সঙ্গে কেহ কিছু বল; আর ছোহরাব সকলের সাক্ষ্যেতে রণ
স্থলে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছিল যে তত্ত্ব হইতে আমাকে উঠা
ইয়া বাদ নাহি লইবে তাহাও শুনিয়াছি অতএব ইহারা পিতা

পুত্র একত্র হইলে আমাকে মারিবে কিবা কারাগারে বদ্ধ করিয়া
 আপনারা বাদসাহ হইবে; অতএব নোস দারু দেওয়া হইবে
 কনা গোদরক গিয়া রোস্তমকে কহিল আপনি নাগেনে নোস
 দারু পাওয়া ভার রোস্তম কাউছর নিকট গমন করিল; তখন
 কাউছর নিজের স্থানে শয়ন করিয়াছিল রোস্তম সন্বাদ পাঠা-
 ইল কাউছর শুনিয়া তখন বাহিরে আইলেন, এই সময়ে এক
 জন আসিয়া কহিল ছোহরাব প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে ইহা
 শুনিয়া রোস্তম রোদন করিতে ২ তথায় গেল, কাউছরসাহ
 তাহার সঙ্গে সেইখানে গিয়া দেখিল ছোহরাবের পুণ বাস,
 নিঃসরণ হইয়াছে রোস্তমকে অনেক সান্তনা করিল; পরে
 ছোহরাবের মৃত্যুদেহ ভাবুতের মধ্যে অর্থাৎ কাউছর সিংহকে
 রাখিয়া পরে কাউছরসাহকে কহিল যে তুরানের মেনার উপর
 ইরানিয়া দৈরাত্য না করে আপনি বারুণ করহ, আর হোমা-
 নকে ডাকাইয়া সন্তোষ করিয়া আকরাছিয়াবের সঙ্গে ছোলে
 কর (অর্থাৎ সন্ধি) বাদসাহ তখনি হোমানকে ডাকাইয়া
 নানাবিধ ভুইজনক বাক্য কহিয়া বিদায় করিলেন। রোস্তম
 ছোহরাবের ভাবুত লইয়া আপন দেশ ছয়স্থানে গেল; যখন
 বাটতে পৌঁছিল জালও রোস্তমের মাতা প্রভৃতি সকলে শুনিয়া
 বিস্তর রোদন করিয়া ছোহরাবকে গোর দিয়া তাহার উপরে
 এক মসজিদের মত করিয়া বুদ্ধের বিবরণ সমস্ত লিখিয়া
 রাখিল। হোমান তুরানে পৌঁছিলে ছোহরাবের মৃত্যুসন্বাদ
 তাহার মাতা শুনিয়া অগ্নি কুণ্ড করিয়া তাহাতে বাঁপদিস
 তাহার আত্মারেরা ধরিত্তা কুলিল ও অনেক চিকিৎসা করিল
 কিন্তু একবৎসর পিণ্ডিত থাকিয়া ছোহরাব ছোহরাব বলিয়া
 প্রাণ ত্যাগ করিল ॥

মতান্তর ছোহরাবের মাতার বিবরণ ॥

তহমিনা ছোহরাবের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সোকে ও রাগে পরিপূর্ণ। হইয়া আপন পিতাকে কহিল তুমি আপন সৈন্য লইয়া জাবলস্তানে গিয়া রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া আন, সে কহিল রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা আমার নাই; ইহা শুনিয়া তহমিনা ছোহরাবের সৈন্যদিগে সঙ্গে করিয়া আপনি জাবলস্তানে গেল বধন নিকট পৌছিল তখন জাল ও রোস্তম এই কথা শুনিয়া অতি ভাবিত হইল, রোস্তম অত্যন্ত সোকাকুল ছিল কিছু নাকহিয়া গৃহে থাকিল, জাল কদাবাকে সঙ্গে লইয়া অগুসর আনিয়া তহমিনার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া অনেক হিণ্ডোদেশ বুঝাইয়া ঘরে লইতে জাইতে চাহিলেন তাহা কোন প্রকারে না গিয়া ছোহরাবের গোরস্থানে একমাস থাকিল; পরে রোস্তমের মাতা কদাবা ও জাল অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ঘরে লইয়া রোস্তমের সঙ্গে সাক্ষাত করাইয়া উভয়ে মিল ও পূতি করিয়া দিলেন কিছুদিন পরে তহমিনার আর এক পুত্র মস্তান হইল তাহার নাম ফরামোরজ রাখিলেন ॥

হিদ্রাওস নামে কাউছ বাদসাহর এক পুত্র

হয় তাহার বিবরণ ॥

ইরানের দুই প্রধান সেনাপতি তুহ ও গেও একত্রিত হইয়া জয়হন নামে সমুদ্রতলা এক নদী তীরে নিবীড় বন ছিল সেইস্থানে শীকার করিতে গেলে কিছুদিন সেইস্থানে থাকিয়া শীকার করিল একদিবস এক বনের নিকটে এক পরমাশ্রমদ্রী যুবতী অলঙ্কার বস্ত্রে ভূষিতা দুইজনে দেখিয়া তাহাকে বিজ্ঞাসা

করিল তুমিকে কোথা হইতে কিনিমিত্তে এই বন মধ্যে
 আইলে? সে কহিল করলেওজ নামে করেদুর বংশোদ্ভব
 বঙ্গগার দেশের বাদসাহর কন্যা আমি আমাকে বিবাহ
 করিতে অনেক বাদসাহ প্রার্থনা করিয়াছিল কিন্তু আমি
 পিতাকে কহিলাম যে এইক্ষেণে বিবাহ করিবনা; এই কথা
 শুনিয়া আমার পিতা রাগত হইয়া আমাকে অনেক প্রহার
 করিয়া পরে বধ করণে উদ্যত হইলে আমি প্রাণের ভয়ে
 পলাইয়া এইবনে আসিয়াছি বোধ হয় আমার পিতা আমার
 অন্বেষণে লোকপাঠাইয়া থাকিবেন তুহু ও গেও ইহা শুনিয়া
 তাহাকে সন্দেশিয়া আপনাদিগের শিবিরে আনিয়া উভয়েই
 তাহার গৃহক হইয়া কলহ হইল তুহু কহিল আমি আনি-
 য়াছি আমি লইব, গেও কহিল প্রথমত আমি দেখিয়াছি
 আমি লইব, এইরূপে পরস্পর উভয়ে বিবাদ হইয়া দুইজনে
 কহিলেন এই যুবতীর নিমিত্ত্য মিত্র বিচ্ছেদ করা অকল্পব্যাকর্মা
 ইহাকে বধ করিলে বিবাদ ভঞ্জন হয়; অতএব ইহাকে বধকর
 ইহা শুনিয়া তাহারদিগের সমাধিব্যাহারি কোন লোক কহিল
 এমন শুদ্ধরি যুবতীকে বিনা অপরাধে নষ্টকরা অনোচিত
 ইহাকে কাউছসাহর নিকটে লইয়াচল বাদসাহবিচার করিয়া
 তাহাকে দেন সেই পাইবে। এই যুক্তি স্থির করিয়া তাহাকে
 কাউছের নিকট আনিলেন। কাউছ সাহ পরম শুদ্ধরী যুবতী
 দেখিয়া এবং করেদুর বংশোদ্ভব জানিয়া তুহু ও গেওকে
 কহিলেন তোমরা দুইজনে শীকার করিতে গিয়া কয়েক দিন
 নামাশ্রীকার শীকার করিয়া আপনারা গৃহ করিয়াছ অব-
 শেষ এই শীকার পাইয়া উত্তর বিবাদী হইয়া আমার নিকট

অনিরাছ, অতএব উভয়ের বিবান ভঞ্জনার্থে এ শীকার আমি
 গৃহণ করিলাম ইহা শুনিয়া দুইজনেই সন্তুষ্ট হইল, পরে কাউছ
 সাহ তাহাকে বিবাহ করিল কিছুদিন পরে তাহার একপুত্র
 সন্তান হইল কাউছসাহ গণক ও পাণ্ডিত্যগণকে কহিলেন এ
 বাসকেই লক্ষণা লক্ষণ বিচার করিয়া আমাকে কহ ? তাহার
 অনেক বিচার করিয়া কহিলেন এই বালক রূপবান ও শরীর
 ও বলবান হইবেক এবং ইহার সন্তানপৃথিবীর পতি হইবে কিন্তু
 ইহার শেষাবস্থার কথা বক্তব্য নহে। বাদসাহ শুনিয়া বিমস হই
 লেন, পরে তাহার নাম ছিয়াওস রাখিলেন কাউছ তাহার
 নিমিত্তে সর্বদা অশুখ থাকিতেন, একদিন রোস্তম ছিয়াও
 সকে দেখিয়া কাউছসাহকে কহিল তোমার এই পুত্রটি আমি
 আপন বাটতে রাখিয়া লিখন পঠন ও রাজনীতি ও মন্ত্রযুদ্ধ
 ও যুদ্ধ কৌশলাদি সমস্ত বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে বাঞ্ছা করি
 আপনার যেমত অভিপ্রায় হয় তাহা আজ্ঞাকরণ, কাউছ ইহা
 শুনিয়া তুষ্ট হইয়া রোস্তমের হস্তে ছিয়াওসকে সমর্পণ করি
 লেন। রোস্তম বাদসাহর নিকটে বিদায় হইয়া ছিয়াওসকে
 লইয়া আপন বাটতে গিয়া আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন
 বিদ্যাভ্যাস করাইত লাগিল, ক্রমে রাজনীতি ও যুদ্ধ এবং
 বৃগাদি শিক্ষা করাইল। ছিয়াওস যখন শিকার করিতে
 জাইত ব্যাঘ্রশিকার করিয়া আনিত, কিছুকাল পরে ছিয়াওস
 এক দন রোস্তমকে কহিল আমি পিতার দরসধা কিধা করি ?
 রোস্তম সন্তুষ্ট হইয়া নানাবিধ দ্রব্য ও অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া
 অনেক সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল, ছিয়াওস
 কহিল আমি আপনার সঙ্গে জাইতে ইচ্ছা করি, রোস্তম

তাহার অনুরোধে তাহার সঙ্গে গমন করিল বখন ইরানের নিকটে পৌঁছিল কাউছ সাহ প্রধানেরদিগেকে অগসর হইয়া আনয়ন করিতে পাঠাইলেন, ছিয়াওস আসিয়া কাউছকে প্রণাম করিল কাউছ ক্রোড়ে লইয়া সির চুম্বন করিয়া অনেক স্নেহ করিলেন, পরে বিদ্যার পরিক্ষা লইয়া রোস্তমকে অনেক প্রশংসা করিলেন, আর ছিয়াওসকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ছয়সাত বৎসর গতো হইলে এক দিবস কাউছ সাহ কহিলেন ছিয়াওসকে মাওরননহর দেশে পাঠাইতে হইবেক, কাউছ সাহর এক স্ত্রী ছুদাবা নামা সে ছিয়াওসের প্রতি মনে মনে আসক্ত ছিল সে এই কথা শুনিয়া কাউছ সাহকে কহিল যে ছিয়াওসের বিবাহ দিয়া পাঠান উচিত; আমি দুইতিমটি কন্যা প্রতিপালন করিয়াছি তাহারি সঙ্গে বিবাহ দিব কাউছ কহিল ছিয়াওসকে সর্গত করিতে হইবেক পরদিন ছুদাবা ছিয়াওসকে ডাকিয়া পাঠাইবার ছিয়াওস কাউছকে জানাইল কাউছ কহিল তোমার মাতা ডাকিয়াছে তুমি একবার তাহার নিকটে গমন কর, ছিয়াওস গিয়া ছুদাবাকে প্রণাম করিয়া সর্গুখে দাঁড়াইল ছুদাবা ছিয়াওসের গলা ধরিয়া মখ চুম্বন করিতে লাগিল, ছিয়াওস মনে করিল মাতা স্নেহ পূর্বক চুম্বন করিতেছেন, পরে এক জন যুবতী শুন্যী আনাইয়া কহিল ইহার মধ্যে জাহাকে তোমার বিবাহ করিতে বাঞ্ছা হয় তাহাকে বিবাহ কর; আমি কাউছের নিকটে শুনিয়াছি তোমার সন্তান পৃথিবির বাদসাহ হইবেক এ নিমিত্তে আমার মানস যে আমার পালিত কন্যার গড়ে সেই সন্তান হয়, ইহ শুনিয়া ছিয়াওস নিরব হইয়া রহিল আর

মনে করিল এ মাত্রে মেহর বিপরিত দেখিয়াছি কিন্তু ছদাবা অনেক আদু, তরু, মরু, ঐষধ, জানে এমন প্রচার ছিল এই ভয়ে উত্তর করিল না, ছদাবা কহিল আমার কথার উত্তর না কর কেন আর কহিল কাউছ বৃদ্ধ হইয়াছে সে মরিলে আমি তোমাকে বাদসাহ করিব তাবত সেনা প্রভৃতি আমার আজ্ঞা বশি তাহা তুমি জান ছিয়াওস তত্রাপি কোন কথা কহিলনা তখন ছদাবা দাসিদিগের বাহির করিয়া কহিল আমি তোমাকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসি তোমার জাহা বাঞ্ছা থাকে তাহা পূর্ত্ত কর আমি অবাধ্য নহি, এইমত অনেক কহিল তখন ছিয়াওস পলায়ন করবার মানস করিয়া গাত্রোথান করিল ভদ্রদৃষ্টে ছদাবা জড়াইয়া ধরিয়া চম্বন করিতে আরম্ভ করিল ছিয়াওস তাহাকে ছাড়াইতে না পারিয়া কহিল তুমি আমার মাতা আমাকে পরিত্যাগ কর তোমার পালিত কন্যাকে বিবাহ করিব এইমত কহিয়া বিদায় হইল। রাত্রে ছদাবা কাউছকে কহিল আমার কন্যাকে ছিয়াওস বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে, কাউছ এতৎ শ্রবণে ভূঁই হইয়া অলকার বস্ত্র ও নানা পুকার দ্ব্য বিবাহের উপযুক্ত প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥

ছদাবা ছিয়াওসকে ধরে আনিয়া পরে কাউছের নিকট অপবাদ দেয়ার বিবরণ ॥

ছদাবা কতক ছিয়াওসের অপবাদ ॥

পর দিবস ছদাবা ছিয়াওসকে ডাকিয়া পাঠাইল সে আইলন, পুনরায় লোক পাঠাইল ছিয়াওস ব্যাকুলান্ত করণে

আইলে চুপা। সকলকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া বিরলে
 ছিয়াওসকে কহিল আমি তোমাকে প্রথমে দেখিয়া অবধি
 আসক্ত হইয়া সাতবৎসর হইল। কামানলে দক্ষ হইতেছি অদ্য
 আমার আশা পূর্ত্ত কর নতুবা বাদসাহর নিকটে এমনতর
 করিব যে তোমার প্রাণ রক্ষা করা ভার হইবেক। ছিয়াওস
 কহিল তুমি আমার পিতার ভোগ্যা আমার মাতার স্বরূপ
 আমি কখন এমন গর্হিত কর্ম করিতে পারিবনা, রাজ্যলোভে
 কিবা প্রণেয়ভয়ে ধর্মপথ ত্যাগ করিয়া এমন ককর্ম করিতে
 পারিবনা ইহা কহিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ছুদাবা তাহার
 পশ্চাতে গিয়া জামা ধরিল তত্ক্ষণি ছিয়াওস অত বেগে
 চলিল তাহাতে জামা ছিড়িয়া গেল; তখন ছুদাবা আপন
 হস্তে কাঁচল ছিড়িয়া কহিল আমার আশা পূর্ত্ত করিলেনা
 ইহার উচিত ফল সিয়ু তোমাকে দিব, ইহা কহিয়া দাসিদি-
 গকে ডাকিয়া ক্রন্দন ধ্বনি ও চিৎকার সঙ্গ করিতে কহিল
 আপনিও বস্ত্রাদি ছিড়িয়া তুমি পড়িয়া রহিল। ঐ ক্রন্দনধ্বনি
 কাউছ শুনিতে পাইয়া ছুদাবার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা
 করিল ছুদাবা কহিল ছিয়াওস আমাকে বলাৎকার করিতে
 উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু অনেক জেতে ও দাসিগণের আশাতে
 আমার ধর্ম রক্ষা হইয়াছে। কাউছ কহিল যদি ছিয়াওস
 এমন ককর্ম করিয়া থাকে তবে তাহার প্রাণ দণ্ড করা উচিত
 পরে ছিয়াওসকে ডাকিয়া কহিল ছুদাবা কি কহিতেছে তুমি
 ইহার স্বার্থে যাহা জান তাহা সভ্য করিয়া আমাকে কহ।
 ছিয়াওস প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত তাবৎ বিভ্রান্ত বিভারিত
 করিয়া কহিল, পরে কাউছ ছিয়াওসের বস্ত্রাদি নিরক্ষণ

করিয়া য়াণ লইলেন তাহাতে কোন শুগন্ধরয়াণ পাইলেননা
তখন ছুদাবার বস্ত্রের য়াণ লইলেন তাহাতে আতর গোলা-
রের সৌগন্ধ পাইয়া তাহাকে ত্রিষ্কার করিয়া বধ করিবারি
মানন করিলেন কিন্তু তাহারপিতা জাহ্নকর কুহকী ও ছুদাবার
একটা পত্র অত্যন্তশদিবন হইয়াছিল, এবং ছুদাবার তুল্য
কণবতী বেগম আরছিলনা এইসকল জ্ঞয় ও স্নেহপ্রযুক্তক্লেস্ত
হইয়া কহিলেন আমি জানিলাম ছিয়াওস নিরাপরাধি তুমি
এতরূপ কুবাক্য আর প্রকাশ করিবানা; ছুদাবা তাহা না
শুনিয়া ছিয়াওসকে কুক্কর প্রতিফল দিতে সর্বদা বাদসাহকে
কহিত কাউছ তাহা কোনমতেই গৃহ্য করিডেন না ॥

ছুদাবা প্রকারান্তরে ছিয়াওসের পরিবাদ দেয়া

এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইল একদিন ছুদাবা শুনিলযে
বাদসাহর অন্তপুরের কোন দাসির গর্ভ হইয়াছে তাহাকে
তাকাইয়া কহিল তুমি ঔষধিছারা আপন গর্ভ পাতকর, কিন্তু
সেই সময়ে আমাকে সমাচার করিবা কিন্তু তোমাকে কেহ
জিজ্ঞাসা করিলে এই কহিবা ছিয়াওস যে দিবস এখানে
আসিয়াছিলেন হস্ত পদ ধৌত কারণ জল চাহিলেন আমি
জল পাত্তনইয়া তাহারনিকট গেলে জলপাত্ররাখিয়া আমাকে
থরিয়া বলাৎকার করিলেন তাহাতে আমার গর্ভ হইয়াছিল
আমার উপদেশ মত কহিলে তোমাকে অনেক ধন দিব
তাহা না করিলে তোমাকে প্রাণে মারিব, সে লোভে ওভয়ে
কথিত মত করিল। দাসীরা তাহাজানিয়া গোসযোগ করিতে
আরম্ভ করিল কাউছ ছুদাবার সহিত সন্ধান করিয়াছিলেন এই
গোনিযোগে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দাসিদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিলে তাহারা ছুদাবার উপদেশমতকহিল যেঅনুক যুবতার
গর্ত পাত হইয়া মৃত্যুসন্তান দুইটা নির্গত হইয়াছে; কাউছ কহি
লেন সেই দুইটি মৃত বালক আন আনি দেখিব তাহারা সেই
দুই মৃত বালক ও সেই যুবতীকে লইয়া আইল ছুদাবা কপট
নিদ্রায় নিদ্রিত ছিন কাউছ তাহাকে জাগেত করিয়া দেখাই
লেন আর সেই যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কতদিন গোমার
গল হইয়াছিল? সে ছুদাবার পূর্ব উপদেশ মত ছিয়াওনের
কলক করিল, তখন ছুদাবা বাদসাহকে কহিল আমার কথায়
বিশ্বাস করনাই এখন এই যুবতী কি কহিল, কাউছ বাহিরে
আসিয়া গণক দিগকে ডাকাইয়া ঐ দুই মৃত বালক আনাইয়া
তাহার দিগের জঙ্ঘের ও মস্তার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিবাতে
তাহারা গণনা দ্বারা বিশেষ বিচার করিয়া জ্ঞাত হইয়া জানা
ইল যে এ দুই সন্তান রাজ্য কিয়া রাজ বংশোদ্ভব হইতে জন্ম
গ্রহণ করেনাই এবং রাজার কোন জ্বি কি উপস্থির গভেরি এ
দুই সন্তান নহে কোন ভুট্টা জ্বির উপপত্তি হইতে গর্ত ধারণ
করিয়াছিল ধন লোভি হইয়া ঔষধি দ্বারা গর্ত নাস করিয়া
কোন প্রধান ব্যক্তির কলক করিয়াছে। কাউছ এই কথা
শুনিয়া ছুদাবাকে কহিলেন, সে কহিল গণকের রোস্তমের
কিয়া ছিয়াওনের ভয়ে এমনত কহিয়াছে, আর ইহা দিগের
কথাতে বিশ্বাস কি; তুমি আমার কথা গৃহ্য না করিয়া অস
ম্ম করিলে আমি বিশপান করিয়া ঐ গণত্যাগ করিব অথবা
তুমি ছিয়াওনকে অগ্নি পরিক্ষা দেও যদি অগ্নি পরিক্ষায় ছিয়াও
ন উত্তীর্ণ হয় তবে সে নিদ্রা বি বটে কাউছ ছুদাবার অনু
রোধে অগ্নি পরিক্ষার সঙ্গত হইলেন ॥

ছিয়াওসের অগ্নি পরিক্ষা

পর দিন কাউছ বাদসাহ ছিয়াওসকে ডাকাইয়া সমুদ্র
 বৃত্তান্ত কহিলে সে কহিত আমি অগ্নি পরিক্ষা করিতে
 অতিকৃত আছি, আমি নিরপরাধি হইলে ইহর অবশ্য
 আমাকে রক্ষা করিবেন; আর যদি দোষি হয় তবে আমার
 মরণ হয়। আপনি অগ্নি কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিতে আজ্ঞা দেন
 আমি অগ্নি পরিক্ষা লইব কাউছ বাদসাহের আজ্ঞা ক্রমে
 শুৎখনাত এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিল তখন ছিয়াওস
 ইহরকে অরণ করণ পূর্বক পিতাকে প্রণাম করত অনন্ত
 লইয়া অগ্নি মতে প্রবেশ করিয়া ক্রমেক কাল পর্যন্ত তন্মধ্যে
 থাকিয়া বাহিরে আইল: সকল লোক ছিয়াওসকে দেখিলেন
 যে ছিয়াওসের ঐ অগ্নির উদ্ভাপে দেহের কোন বৈলক্ষণ্য হয়
 নাই এব° তাহার পরিধেয় বস্ত্র তাহাও সন্ধ হয় নাই, ইহা
 দেখিয়া সকলেই ধন্য ২ করিতে লাগিল: বাদসাহ আসিয়া
 ছিয়াওসকে ক্রোড়ে লইয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়া শেষে কহি
 লেন যে ধর্মপথে থাকে জ্ঞান ও অগ্নি তাহার নিকট সূচ্য
 ইহর ধাত্তিক ব্যক্তিকে কাহার মিথ্যা অপবাদে কখন নষ্ট
 করেন না; যদিও কেহ কাহার মিথ্যা অপবাদ করে কিন্তু পর
 মেধর ক্রমে ধাত্তিকের ধর্ম ও সত্য প্রকাশ করিয়া সত্য
 দিগের মধ্যে কালি দেন; ইহা কহিয়া কাউছ রাগত হইয়া
 হুদাবাকে বিনাশ করিতে আজ্ঞা করিলেন। রোস্তম ও ছিয়া-
 ওস বাদসাহকে অনেক ভয় পূর্বক নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত
 করিল; কিন্তু বাদসাহ হুদাবারসহিত আর আলাপ করিলেন।
 এই সময়ে বাদসাহর নিকটে সম্মান আইল যে আফরাহিয়া

পুনরায় সৈন্য প্রস্তুত করিয়া ইরানে আসিবার উদ্দেশ্য করি
 তেছে। কাউছ কহিল তুরানিদিগের কথাই বিশ্বাস নাই যে
 হেঁতু যুদ্ধে হারিলে পদানত হইয়া সন্ধি করে সময় পাইনে যুদ্ধ
 করিতে প্রস্তুত হয়; এইবার আমি তাহার সমস্ত দেশাধিকার
 করিয়া লইব ছিয়াওস কহিল এবার যুদ্ধে আমাকে প্রেরণ
 করণ, তাহার অভিপ্রায় এই যে কোন প্রকারে হুদাবার চকু
 হইতে মুক্ত হয়, কাউছ কহিলেন তুমি কখন যুদ্ধ করনাই আয়-
 রাছিরাব অভিযলবান্ ওযোনা তুমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
 পারিবনা, ছিয়াওস কহিল রোস্তমকে সঙ্গে লইয়া জাইব
 কাউছ শুনিয়া সর্গত হইলেন ॥

ছিয়াওসের আয়রাছিয়াবের যুদ্ধের বিবরণ ॥

কাউছ অনেক সেনা ও পুত্রান সেনাপতিদিগের ও রোস্তমকে
 সঙ্গে দিয়া ছিয়াওসকে আয়রাছিয়াবের যুদ্ধে পাঠাইলেন
 যখন ইহার বলখে তুরানের কোন প্রবাস (দেশ) পৌছি
 লেন বারমান সেখানকার রাজা কহিল সে শুনিয়া সেনা সঙ্গে
 করিয়া পথ কর্ত্ত করিল তাহা দেখিয়া ছিয়াওস যুদ্ধ আরম্ভ
 করিল, বারমান ঋণেক কাল যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিয়া
 কথক দরংগেলে, করছেওজ নামক আর একজন তুরানের
 পুত্র সেনাপতি বারমানে নিকটে আসিতে ছিল পার্থমধ্যে
 সাক্ষ্য হইবাতে বারমান সকল বিবরণ তাহাকে কহিলে
 সে বারমানকে সঙ্গে লইয়া পুনর্বার যুদ্ধ করিতে আইল ।

ছিয়াওস ইহা শুনিয়া অগ্নিসর হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে
 তাহার যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া দুগ্ধে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া

রহিলেন। ছিয়াত্তস এই দুর্গ ভগ্ন করিবায় উদ্যোগ করিলে
 তাহার পলাইয়া আফরাছিয়াবের নিকটে গিয়া সকল বস্তান্ত
 করিল, আফরাছিয়াব শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। রাত্রি
 কালে নিদ্রাবস্তায় কঠোর চিৎকার ও ক্রন্দন শ্রুতি করিল
 বেগমেরা কহিল হে বাদসাহ কি নিমিত্তে চিৎকার করিলে
 তাহা আমারদের নিকটে বল আফরাছিয়াব কহিল আমি
 দুসপ্ন দেখিয়াছি, এক বৃহৎ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি-
 লাম যে তাহার মধ্যে কেবল বৃহৎ অজাগর সকল রহিয়াছে
 আর মন্তকের উপরিভাগে ওকাব সকল বৃহৎ পক্ষ বিশেষ
 উড়িয়মান হইতেছে আমি এ বনে সেনা সহিত তাহা ফেলিয়া
 রহিয়াছি এইমধ্যে ইরানের দিগ হইতে অতিসম্মত আসিয়া
 আমার শিবির ও ধ্বজা ফেলাইয়া দিল; তাহার পর আকাশ
 হইতে বৃষ্টির ন্যায় তীর ও তলওয়ার গদাপ্রভৃতি নানা প্রকার
 অস্ত্র বর্ষন হইল তাহাতে আমার অনেক সেনাবিনষ্ট হইল,
 পরে যে সকল সেনা জীবদ্দশায় রহিল তাহারদিগের সকল
 কে ও আমাকে বাস্তিয়া কাউছের নিকটে লইয়া গেল;
 কাউছের সম্মুখে একাট বাসক বাসিয়াছিল সে আমাকে
 দেখিয়া অতি সীমু আসিয়া আমার কোটা দেশে এক তলও
 যারের আঘাত করে তাহার বেদনা এখন পর্যন্ত আমার
 বোধ হইতেছে। রজনী প্রভাত হইলে আফরাছিয়াব গণক
 দিগকে ডাকাইয়া রাত্রের সপ্নের আনুপূর্বক কাহরা তাহার
 ফলাফল গণনা দ্বারা বিচার করিয়া কহিতে আজ্ঞা করিলেন
 তাহার গণনা করিত কারণ বুঝিয়া অনেকক্ষণ নিরব হইয়া
 থাকিল; আফরাছিয়াব কহিল এ সপ্নের ভাল মন্দ ফলাফল
 তোমার দিগের সাক্ষ দ্বার যেমত বোধ করিলে তাহা আমাকে

শীঘ্রকই? তখন তাহারিইদুইতিন জন কহিল আপনি এইবার যুদ্ধেজয়িইবেন। আকরাছিয়াব তাহারদিগের কথায় বিশ্বাস না করিয়া কহিল তোমরাগণনাম যথার্থ যাহ জ্ঞাত হইয়াছ তাহাকহ? তখন তাহারাকহিলযদি আমারদিগেরপ্রাণরক্ষা করেন তবে যথার্থ কহিতেপারি, আকরাছিয়াব তাহারদিগকে অস্ত্র প্রদানকরিলেন, তখন তাহারাকহিল ছিয়াওসেরসহিত যুদ্ধ করিলে অমঙ্গল হইবে প্রাণরক্ষা হওয়া দুস্বর, এই কথা শুনিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া অনেক উপটৌকন হয় হস্তি দাস দাসি নানারূত করসেওজের সঙ্গে দিয়া ছিয়াওসের নিকট পাঠাইল, এখানে ছিয়াওস বলখনগর অধিকার করিয়া দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কয়েক দিবস পরে আপন সেনাপতি দিগেয় ডাকিয়া কহিলেন, আকরাছিয়াব যুদ্ধ করিতে সেনা পাঠাইল না আপনিও আইল না, তবে আমরা ছয়ছন নদী পার হইয়া তুরানের রাজধানী আক্রমণ করি, রোস্তম প্রভৃতি প্রধানেরাকহিল এত উৎকণ্ঠিতহওয়া কৰ্ত্তব্য নহে; আর বলখ দেশ জয়হইয়াছে এইসংবাদ বাদসাহকে লিখহ, কাউছ সাহ জ্ঞাত হইয়া যেমত আজ্ঞা পাঠাইবেন সেইমত করা উচিত। পরে কাউছকে এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিলেন, কাউছ এইপত্র পাঠানন্তর জ্ঞাতহইয়া উত্তরলিখিল যদি আকরাছিয়াব যুদ্ধ করিতে নাআসিয়া ধ্যান্তহইয়া থাকে তবে নদী পার হইয়া তুরানের মধ্যে গিয়া যুদ্ধকরিবার আশঙ্ক নাই; কাউছের এই পত্র ছিয়াওসের নিকটে পৌছিলে পর আকরাছিয়াবের পত্র ও উপটৌকনাদি দ্রব্য সহিত কর-

ছেওজ আসিয়া ছিয়াওনের নিকটে উপস্থিত হইল, করছে
 তাকে বিস্তর সমাধর করিয়া আকরাছিয়াবের পত্র লইয়া
 তাহাকে বিদায় করিয়া রোস্তম প্রভৃতি প্রধানদিগকে ডাকিয়া
 আকরাছিয়াবের পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন এইক্ষণে কহুবা
 কি? রোস্তম কহিল যে ভীত হইয়াছে কিন্তু তাহার কথায়
 বিশ্বাস হয়ন; যদি সে আপনার আত্মীয় একশত লোক দেয়
 আর ইরানের অন্তঃপাতি যে সকল দেশ অধিকার করিয়া
 লইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দেয় তবে তাহার সঙ্গে সন্ধি করিব।
 পর দিবস করছেওজ আসিয়া পত্রের উত্তর চাহিলে উক্ত
 পরামর্শনত একপত্র লিখিয়া দিয়া করছেওজকে বিদায় করি-
 লেন; সে এই পত্র আকরাছিয়াবকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া
 জ্ঞাত হইয়া এই নিয়মে সন্মত হইয়া আপনার আত্মীয় একশত
 লোক ছিয়াওনের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইল; আর
 বোখারা ও হমরকন্দ ও জাজ ও হজ্জান এইচারি দেশ ছিয়া-
 ওসকে ছাড়িয়া দিল; ছিয়াওস এসকল উপটোকনীয় দ্রব্য ও
 চারিদশ ছাড়িয়াদিবার সংবাদ লিখিয়া রোস্তমের সমি-
 ব্যাহারে কাউছের নিকটে পাঠাইলেন। রোস্তম ইরানে উপ-
 স্থিত হইবার পূর্বে আকরাছিয়াবের সম্প্রবিরণ গণকেরা
 যাহা কহিয়াছিল তাহা শুনিয়াছিলেন, রোস্তম এই সকল দ্রব্য
 ও পত্র সহিত পৌছিলে সন্ধি করার অসম্ভব হইয়া কহিলেন
 এসন্ধি করিতে আমি সন্মত নহি, কারণ আমি শুনিয়াছি
 আকরাছিয়াব দুইপু দেখিয়া গণকদিগের স্থানে ফল
 প্রিজ্ঞানাকরিলে তাহার কহিয়াছে আকরাছিয়াব এবারমুখে
 পরাস্ত হইয়া মরিবেক কিবা কয়েদ হইবে। রোস্তম কহিল

আপনি যাহা শুনিয়াছেন আমরাও এই কথা শুনিয়াছি কিন্তু সন্ধি হওনের পূর্বে একথা কেহ জানিতে পারে নাই অতি গোপনে ছিল সন্ধি পত্র লেখা হইলে কিছুদিন পরে এ কথা প্রকাশ হইল, তখন সেনাকল লেখা অমান্য করিয়া বিবাদ কি যুদ্ধ করা এ বাদসাহদিগের অনোচিত, এবং আকরাহিয়াব চারিটা দেশ ছাড়িয়া দিয়াছে এতামার পক্ষে উত্তম হইয়াছে ইহা শুনিয়া কাউছ কহিল তোমার যুদ্ধ করিতে তর হইয়াছে, অতএব আমি অন্য সেনাপতি পাঠাইব। রোস্তম অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল আপনি যুদ্ধে যাত্রাকর আমি সঙ্গেবাইতে পুঙ্খ আছি; কাউছ তাহা না শুনিয়া যুদ্ধকে আজ্ঞা করিলেন যে সেনা লইয়া তুমি আকরাহিয়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা কর, আর ছিয়াওসকে কহিবা আকরাহিয়াব যে একশত তাহার আশ্রয় গণকে পাঠাইয়াছে তাহারদিগের সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে আইসে ॥

ছিয়াওস আকরাহিয়াবের নিকটে গমন ॥

ছিয়াওস পরাম্পর শুনিল যে কাউছ এ সন্ধি করার অসন্তুষ্ট হইয়া আমার ও রোস্তমের পরিবর্তে তুহকে প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইয়াছেন সে এ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আকরাহিয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করিলে ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন বদনে সেনাপতিদিগকে জানাইল। ককহেনাওরান নামক একজন প্রধান সেনাপতি লোকহিন বাদসাহর আজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে, ছিয়াওস কহিল এ আজ্ঞা কি প্রকারে রক্ষা করিব এই একশত ব্যক্তিকে আমার সন্ধি ক্রমে ধর্ম্মত লিখন পঠন করার পাঠাইয়াছে; কাউছ ইহারদিগকে লইয়া যাইতে

কহিয়াছে, পরন্তু ইহারদিনকে লইয়া গেলে কাউছ তৎক্ষণাৎ
 নষ্ট করিবেক; দ্বিতীয়ত আফরাছিয়াবের সহিত ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা
 করিয়া উভয়ে সন্ধি করিয়াছি; যদি কাউছ আফরাছিয়াবের
 লোককে নষ্ট করে তবে সন্ধি ভঙ্গ হইবে, এবং আমি ধর্ম্মচ্যুত
 হইব আর সকল লোকে কহিবেক ছিয়াওস যুদ্ধে ভিত হইয়া
 আফরাছিয়াবের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিল তাহাতে কাউছ সজ্ঞাত
 না হইয়া রোস্তমকে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া তাহার পরি-
 বর্ত্তে তুহকে লৈলো যুদ্ধ করিতে পাঠাইল; তবে আমার
 সন্তান ও মান কাহারও নিকটে থাকিবেকনা; আর ছুদাবা
 নানা অপবাদ দিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল
 কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবার রক্ষা পাইয়াছি পুনরায়
 সেখানে গমন করিলে ছুদাবা কি ছল করিবে তাহা ঈশ্বর
 জানেন? এখানেরা কহিল কাউছের আজ্ঞা হেলন করিলে
 সে অতি ক্রোধ করে, অতএব আপনি এক লিপি প্রেরণ কর
 যে রোস্তমকে এখানে পাঠাইবন আমি আফরাছিয়াবের
 সঙ্গে যুদ্ধে যাইব। ছিয়াওস কহিল কাউছ রোস্তমের পরিবর্ত্তে
 তুহকে নিযুক্ত করিয়াছে এখন আমার লিখন গৃহ্য করিবেন।
 এইরূপে আমার মত এই যে কাউছের সৈন্য সমস্ত ত্যাগ
 করিয়া আফরাছিয়াবের নিকটে যাত্রা করি; সরদারেরা
 সকলে শুনিয়া বিমল হইয়া কহিলেন সে চিরকালের শত্রু
 তাহাকে বিশ্বাস করা কহ বরনহে ছিয়াওস কহিল শত্রু মস্তক
 ছেদন করিলেও সহ্য হয় কিন্তু পিতার নিকটে অপমান সহ্য
 হয় না, ইহা কহিয়া আফরাছিয়াবকে এই পত্র লিখিল যে
 তোমার সহিত সন্ধি করিয়াছি তাহাতে আমার পিতা অসন্ত

হইয়া রোস্তমের প্রতি ক্রোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে তুহকে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আমার পুত্র বায় তাহাও কতব্য তথাপি পুতিজ্ঞা হেনম করিব ন', আর ইরানের বাদসাহির আশা ত্যাগ করিয়া কোন বন মধ্যে প্রবেশ করিব যে কাউছ আমার অনুসন্ধান নাপায়; আর আপনি যে একশত লোক আমার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন তাহারদিগকে আপনকার নিকটে পাঠাই এই পত্র জ্ঞপ্তি হৈয়া গুরানের হস্তে অর্পণ করিয়া ঐ একশত মনুষ্য তাহার সহিতে আফরাছিয়াবের নিকটে পাঠাইল। আফরাছিয়াব এই পত্র পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া কাউছকে বিস্তর নিন্দা করিল, পরে ছিয়াত্তমের পত্রের উত্তর লিখিল যে আমি তোমার অমুরোধে সন্ধি করিয়াছি কাউছের সহিত সন্ধি করি নাই, আর তুহকে যোদ্ধার মধ্যে আমি গণনা করি না; তুমি যদি অনগ্রহ করিয়া আমার এখানে আইস তবে আমার পুত্র হইতে অধিক স্নেহ করিব, আর আমার যে দেশে তোমার থাকিতে বাঞ্ছা হয় সেই দেশ তোমাকে দিব, আর যদি ইরানের বাদসাহি করিতে মানস থাকে রোস্তমের সহিত পরামর্শ করিয়া লিখিলে আমার সমস্ত সেনা তোমার নিকটে পাঠাইব। আফরাছিয়াবের এই পত্র ছিয়াত্তমের নিকটে পৌছিলে পরম অহুদিত হইয়া বলখের দুর্গে যে সকল সেনা ও ধন ছিল তাহা সমস্ত বহরাম নামক একজন প্রধান ছিল তাহাকে ঐ সকল দিয়া কহিল তুহ এখানে আনিয়া পৌছিলে তাহাকে বুকাইয়া দিবা; পরে আপনি তিনশত অশ্বাচ্চসেনা সঙ্গে লইয়া কাউছকে এই বিবরণে পত্র লিখিয়া পাঠাইল যে প্রথমে তুমি

ছুদাবার কথায় আমাকে কাটিতে উদ্যত ছিলে গণেশেরা
 সকল হস্তান্ত গণনা করিয়া তোমাকে কহিল তাহাতে বিশ্বাস
 না করিয়া আমাকে অগ্নি পরীক্ষা দিয়াছিল। ইহর অনুমুহ
 করিয়া আমাকে ব্রহ্মাকরিলেন। এবং আমি এখানে আনিয়া
 বলধের দুর্গ কর করিলান ও আকরাহিয়াবকে এমত অবসর
 করিলাম যে সে আপনার একমত আকরীয় ব্যক্তি
 আমাকে দিয়া আমার সহিত ধর্মত সত্য করিয়া সন্ধি করিল
 তথাপি আপনি আমার প্রতি রাগতইয়া তুহকে বুদ্ধ করিতে
 পাঠাইলেন, অতএব আপনার অনুমুহর প্রতি আমার কোন
 মতে বিশ্বাস নাই এই হেতু আমি জানিয়াও শত্রুর নিকটে
 গমন করিলাম ইহাতে ইহর আমার ভাগ্য যেমত ঘটনা
 ঘটান তাহাই হইবে। এই পত্র কাউহের স্থানে পাঠাইয়া
 আপনি আকরাহিয়াবের নিকটে যাত্রা করিল, যখন আক-
 রাহিয়াবের দুর্গের নিকটস্থ হইল তখন আকরাহিয়াব ইহা
 শুনিয়া আপনি প্রধানদিগকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে অগসর
 আইল ছিয়াঙস তাহা দেখিয়া অস্থ হইতে নামিয়া উভয়ে
 আলিঙ্গন করিলেন; আকরাহিয়াব অনেক সর্দান পুরঃসর
 ছিয়াঙসকে আপন বাটিতে আনিয়া নগরস্থ সকলকে নৃত্য
 গীত ও আলোকময় করিতে আজ্ঞা করিলেন, আর ছিয়াঙস
 কে কহিলেন তুমি আমা হইতে তিন অংশে ছেঁট প্রথমত
 প্রধানের সম্মান, দ্বিতীয়ত তুমি সত্যবাদি, ত্রিতির বোদ্ধা,
 ক্রমাগত উভয়ে একত্রে বাস করত অত্যন্ত পুণ্য হইল, এক
 রাত্রে পরে আকরাহিয়াবের কর্মাবধ ও পুধান সেনাপতি
 পিত্রানওয়ারা ছিয়াঙসকে কহিল তুমি এইখানে বিবাহ কর

বিশেষতঃ তোমার পিতা বৃদ্ধ বয়সে যাতায়াত করিয়া পরামর্শ নহে
পরে শিরানওয়াহার কন্যা তাহার নাম গোলচেহরা এবং
করিয়া তাহারই সহিত বিবাহ দিল; কিছুদিন পরে আফরা-
হিয়াবের কোন আত্মীয় ছিয়াওসকে কহিল আপনি ব্যস্ত
হইয়া শিরানওয়াহার কন্যা বিবাহ করিলেন আফরাহিয়া-
বের পরম সুন্দরী এক কন্যা আছে আপনি জানাইলে বিবাহ
দিত, ছিয়াওস কহিল বাদশাহদিগের অনেক বিবাহ হয়,
পরে আফরাহিয়াবের কোন পুত্রান সন্তানকে ডাকিয়া ঐ
বিবাহের কথা কহিলেন, সে ব্যক্তি আফরাহিয়াবকে জানা-
ইলে আফরাহিয়াব অত্যন্ত হর্ষ হইয়া সম্মত হইল; এবং
গোলচেহরা শুনিয়া পুনরায় হইয়া কহিল একমুহূর্ত্তে তোমার
আর কোন ভয় নাই আমিও ইহাতে সন্তুষ্ট আছি, পরে আফ-
রাহিয়াব এক সস্ত্রী নৃত্যগীত ও সজা করিয়া অনেক অল-
কার বস্ত্র দাস দাসী দিয়া আপন কন্যা করজিহকে ছিয়া-
ওসের সঙ্গে বিবাহ দিল। আর চিনদেশ ও খোতন দেশ
যৌতুক দিল; কিছুদিন পরে ছিয়াওস করজিহকে লইয়া চিন
দেশে গিয়া বাস করিলেন; এখানে কাউছের নিকটে ছিয়া-
ওসের পর পৌছিলে অবগত হইল যে ছিয়াওস আফরাহিয়া-
বের নিকটে গিয়াছে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া অনেক বিলাপ
করিয়া রোদন করিল; রোদন ইহা শুনিয়া শোক সাগরে মগ্ন
হইয়া কাউছকে না কহিয়া বাকশে প্রস্থান করিল, তদনন্তর
কাউছ বাদশাহ তাকে একপত্র লিখিল যে তুমি আর আফ-
রাহিয়াবের সঙ্গে বৃদ্ধ করিবার। সৈন্যলইয়া ইরানে আসিবা

হিয়াওসের চিন দেশে বাস ॥

হিয়াওস চিন দেশে উপস্থিত হইয়া তখাকার জন ব্যক্তি
মনোনীত না হওয়াতে নানা দেশে লোক পাঠাইল যে যে
স্থানে জন ব্যক্তি উত্তম এবং রম্য স্থান হইবে অনুসন্ধান করিয়া
আইলে সেই স্থানে গিয়া বাস করিবেন। কিহ দিন পরে এক
জন আসিয়া কহিল গন্ধার তীরে অতি রম্য স্থান এবং শীতল
বায়ু আর অতি সুমিষ্ট জন শীত গ্রীষ্ম সেখানে সমান ও
বারমাস বসন্তকাল বোধ হয়, আর সে দেশের মনুষ্য প্রায়
পাণ্ডিত্য নাই ইহা শুনিয়া সেই স্থানে গিয়া এক দুর্গ ও মন্দির
রম্য অট্টালিকা নিৰ্মাণ করিয়া নানা দেশ হইতে চিত্রকর
দিগকে আনা ইয়া কাউছ, কোবাদ, পসঙ্গ, আকরাহিয়াব,
ছাম, নরিসান; জলি, রোত্তম, গোদরুজ; গেও, তুছ, প্রভৃতি
বাদসাহ ও সেনাপতিদিগের প্রতিমূর্ত্তি লেখাইলেন। কিছু
দিন পরে আকরাহিয়াব এক পত্র লিখিয়া তাহার আর এক
জামাতা করছে ওজ নামক একজন প্রধান ছিল তাহাকে
হিয়াওসের নিকটে পাঠাইল; সে পত্রে লিখিল যে তোমার
প্রথমাত্রী গোলচেহরা পিরান ওয়াহার কন্যা গন্তুবতী ছিল
তাহাকে সকল না হইয়া আমার এখানে রাখিয়া গিয়াছিলে
তাহার একপুত্র জন্মিয়াছে তাহার নাম বক্রদ হিয়াওস আমি
রাখিয়াছি, অনেক উপঢৌকন সহিত এই পত্র লইয়া করছে
ওজ হিয়াওসের নিকটে পৌছিলে তাহাকে আনয়ন জন্য
হিয়াওস আপনি আগুসর নাগিয়া আপনার সভাস্থ প্রধান
দিগকে পাঠাইয়া বাটতে আনিয়া অনেক সমাদর করিল,

কিন্তু ছিয়াগুস অগুসর হইয়া আনিতেন না যাওয়াতে করছে-
ওজ মনো মধ্যে অভিমান বৃদ্ধ হইয়া হৃদয় কেবল সন্তোষ
বাজ রোপণ করিল, বাহ্যে মিষ্ট আলপ হাস পরিহাস
করিত, কিয়দ্বিবসান্তে অনেক অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া তাহাকে
বিদায় করিল। করছেওজ আসিয়া আকরাহিয়াবের নিকট
কহিল এখন সে ছিয়াগুসনাই তাহার আকাউক। অনুমান করি
য়াছি; অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, আমাকে পূর্ণ
মত মান্য ও সমাদর করে নাই; আমি বোধ করি অতি শীঘ্র
তোমার উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবেক। আকরাহি-
য়াব তাহার এতৎ বাক্য গ্ৰাহ্য করিল না, তখন করছেওজ
অনেক অলঙ্কার করিয়া কহিল আমি যেমত দেখিয়াছি ও বুলি
য়াছি সেই মত কহিলাম আপনি বিজ্ঞ ও মহাবিবেচক বিব-
চনা করুন; আকরাহিয়াব ভাবিত হইয়া উপায় চিন্তা করিতে
লাগল। পরে করছেওজকে কহিল ছিয়াগুস আমার শরণা
গত হইয়াছে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিবনা তাহাকে কোন
উপসর্গে এদেশেতে হইতে তাহার পিতার নিকটে পাঠাই; করছে
ওজ কহিল কাউহ পূর্বেই তোমার রাজ্য লইতে ও তোমাকে
নষ্ট করিতে তুমি কেন সঙ্কল্প করিয়া পাঠাইয়াছিল কেবল
ছিয়াগুস তোমার নিকট আসাতে ক্ষেপ্ত হইয়া আছে, এখন ছি-
য়াগুসকে তাহার নিকট পাঠাইলে অবিলম্বে দুই জনে আসিয়া
তোমাকে নষ্ট করিয়া রাজ্য লইবেক, আকরাহিয়াব কহিল
তবে ইহার কি কতব্য? করছেওজ কহিল ছিয়াগুসকে কোন
উপসর্গে এখানে আনিয়া বন্ধ রাখ; ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া

ছিয়াওসকে আনিতে একপত্র লিখিয়া পুনরায় এ করছেওজকে
 পাঠাইল। ছিয়াওস এপত্র পাইয়া অতি স্বকচিত্ত হইয়া কহিল
 আকরাহিয়াব আমার পিতার তুল্য এব° প্রতিপালন করিতে
 ছেন, এইক্ষণে তাহার সহিত সাক্ষ্যাৎ করিতে যাইব, করছে-
 ওজ মনে ভাবিল এ যদি এখনি যায় তবে আমার চাতুর্য
 প্রকাশ হইলে আমার পক্ষে ক্ষম, বাহাতে না যায় এমনত মন্ত্রণা
 করি, এই বিবচনা করিয়া কহিল আকরাহিয়াব তোমর প্রতি
 রাগত হইয়াছেন, অতএব হঠাৎ যাওয়া কতব্য নহে, তুমি
 আমার আত্মীয় সেখানে গমন করিলে অন্যায় মারা যাইবা
 এর্মিমন্তে নিবেদন করিতেছি; ছিয়াওস কহিল আমি তাহার
 পুত্র তুল্য এব° কোন অপরাধ করিমাই তবে কি নিমিত্তে
 আমাকে মারিবে? করছেওজ কহিল তুমি সৈন্য রাখিয়াছ
 শুনিয়া সন্ধি ক মনে রাগতহইয়া তোমাকে মারিবার চেষ্টায়
 আছে, আমার একথা তুমি কদাচ প্রকাশ করিবানা; ছিয়াওস
 কহিল আমি তাহার শরণাগত এব° জামাতা আমাকে কি অণ-
 রাধে বধ করিবেন; আর তুমি সৈন্য রাখিবার যে কথা কহিলে
 সে অতি অগাধ্য কারণ বাদসাহরদিগের নিকটে কিছু সৈন্য
 আত্ম রক্ষার নিমিত্তে অবশ্যই রাখিতে হয়, যুদ্ধ উপযুক্ত
 অধিক সৈন্য রাখি নাই তাহাও আপনি দেখিয়াছ; করছেওজ
 কহিল আগরিরহ তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ছিল তাহা অপেক্ষা
 তুমি নৈকট্যনহে তাহাকে আকরাহিয়াব নষ্ট করিয়াছে তাহা
 শুনিয়াছ ছিয়াওস কহিল আমি তাহার আজ্ঞা হেলন করি-
 বনা অবশ্য যাইব ইহাতে আমার অদৃষ্টে ঈশ্বর বাহা করেন
 তাহাই হইবে। করছেওজ কহিল আত্মীয়লোকে সংপরামর্শ

কহে যাহার মত উপস্থিত হয় সে বিপরীত জ্ঞান করে অত-
এব হটাৎ নাগিয়া কোন উপলক্ষে এক পত্র লিখিয়া পাঠাও
ছিয়াওস গুরু বৈশ্য অন্য তাহার বাক্যে ভুলিয়া আকরাছি-
য়াবকে পত্র লিখিল। ফরক্‌ছি পীড়িতা কিঞ্চিৎ বিশেষ
হইলে আপানকার নিকটে পৌছিব, করছেওজকে এই পত্র
দিয়া বিদায় করিল। সে আকরাছিয়াবের নিকটে আসিয়া
কহিল আমি পূর্বেই আপনাকে জানইয়াছি এখন সে ছিয়া-
ওস নাই এবার আমার সঙ্গে আলাপন করে নাই। আকরা
ছিয়াব তখন করছেওজের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেনাগণকে
সঙ্গে লইয়া করছেওজকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে
চলিল। ছিয়াওস এই সংবাদ পাইয়া ফরক্‌ছিকে কহিল কর-
ছেওজ মত কহিয়াছিল আমি গেলে আমাকে নষ্ট করিত-
ফরক্‌ছি কহিল আকরাছিয়াব এখানে না পৌছিতে তুমি
ইরানে প্রস্থান কর; ছিয়াওস কহিল তুমিও আমার সঙ্গে চল;
ফরক্‌ছি কহিল আমার পাঁচ মাস গড় হইয়াছে এখন দিবা
রাত্রি অথারোহণে যাইতে পারিব না তুমি আমার আশা পরি-
ত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন কর; যদি কোন
প্রকারে আমার প্রাণ রক্ষা হয় তবে সাক্ষ্যাৎ হইবে, ইহা
শুনিয়া ছিয়াওস ইরানি এক সহস্র অশ্বাচ্চ সৈন্য লইয়া
ফরক্‌ছিকে কহিল যদি পুণঃ হয় তবে কয়খোহরো নাম
রাখিবে ইহা কহিয়া ইরানে যাত্রা করিল ॥

আকরাছিয়াব ছিয়াওসকে বরণোৎসাহ ॥

আকরাছিয়াব নিকটে আসিয়া শুনিল যে, ছিয়াওস এস্থান

হইতে পলাইয়া ইরানে গিয়াছে, তখন করছেওজকে সেনা
 নক্শেদিয়া ছিয়াওসকে ধরিতে তাহার পক্ষাৎ পাঠাইল, সে
 কথক দূর গিয়া ছিয়াওসের সেনাগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া
 তাবৎ সেনা নষ্ট করিল, এবং ছিয়াওসের ঘোড়া ও খোঁড়া
 করিল এই সময় আফরাছিয়াব আসিয়া কহিল তরী বৃষ্টি
 করিয়া উহাকে নষ্ট কর, কথকগুণীন সেনা তীর বর্ষণ করিতে
 লাগিল তখন ছিয়াওস পলাইবার পথ নাপাইয়া অমুপায়
 হইয়া ঢাল ওত করিয়া তলওয়ার লইয়া ঐ সেনার মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া বহুবিধ সেনা বিনাশ করিল তখন আর অধিক
 সেনা পাঠাইয়া ছিয়াওসকে বেঁটন করিয়া আনিল, আফরা-
 ছিয়াব কহিল ইহার মস্তক ছেদন কর বেসমনামক একজন
 প্রধান কহিল সাহস্রনামকে কাটিবার নিমিত্তে এত উৎকণ্ঠিত
 হইবেন না, কাটিতে উৎসাহিত হইয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত
 পরামর্শ করিয়া যাহা কন্ডব্যহর তাহাই করিবেন। আফরা
 ছিয়াব ছিয়াওসকে কয়েদ করিয়া ছিয়াওসের বাঁটে আনিয়া
 নগর ও দুর্গ এবং অট্টালিকা দেখিয়া অতিশয় স্তম্ভ হইল,
 ফরাখিহ রোদন করিতে ২ আসিয়া আফরাছিয়াবকে কহিল
 ছিয়াওস ইরান হইতে আসিয়া তোমার শরণাগত হইয়া রহি
 যাচ্ছে কোন অপরাধ করে নাই ইহাকে নষ্ট করা উচিত নহে;
 আর ইহার পিতা কাউহলাহ ও রোস্তম প্রভৃতি সরদারেয়া
 একথা শুমিলেত খার অঙ্গগুহণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যে
 এদেশে আসিয়া এখানকার লস্তু লোককে নষ্ট করিয় এদেশ
 সমভূম করিবেক। আফরাছিয়াব তাহার কথাগৃহ্য করিল না
 ফরাখিহ ছিয়াওসের নিকট আসিয়া অনেক রোদন করিল;

পর দিন আকরাছিয়াব গোরদি নামক এক ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিল ছিয়াওসের মন্তক ছেদন কর সে ছিয়াওসকে নষ্ট করিতে লইয়া গেল ছিয়াওস রোদন করিতেই ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন যে হে ঈশ্বর ; আকরাছিয়াব আমাকে অকৃত অপরাধে নষ্ট করিল ইহার প্রতিফল আমার সন্তান আকরাছিয়াবকে যেন দেয় ওনি এইরূপ এক সন্তান আমাকে দিও। পরমেশ্বর তাহার প্রার্থনা গৃহ্যকরিয়া করখোছরোকে উৎপত্তি করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ত্ত করিবেন, সে সকল বিবরণ পাশ্চ বিস্তারিত রূপে জ্ঞাত হইবা গোরদি এক পাত্র আনাইয়া ছিয়াওসের নন্তক কাটীয়া ঐপাত্রে সেই মন্তক ওরক্ত রাখিয়া আকরাছিয়াবের নিকট লইয়া গেল; আকরাছিয়াব তাহা দেখিয়া সেইমন্তক ঐদুগের উপর বুলাইয়া রাখিতে আজ্ঞা করিলেন; ঐমন্তক হইতে যে রক্ত ভূমে পতিত হইল তাহাতে তৎখনাত এক লতা উৎপত্তি হইল তাহার নাম সকলে খুন ছিয়াস রাখিল ঐ লতা অনেক ঔষধিতে প্রয়োজন হয় ছিয়াওসকে বধ করিলে পরে করকিছ বাদসাহর সর্দুখে আনিয়া অনেক রোদন করিতে আরম্ভ করিল তচ্ছ বণে করছেওজকে কহিল ইহার গন্তপাৎ করিয়া পশ্চাৎ ইহাকে ও নষ্ট কর, পিরান ওয়াছা এই কথা শুনিয়া বাদসাহর নিকটে আনিয়া কহিল গন্তবস্তী ত্রিলোককে নষ্ট করা অতি কুর্কর্ম করকিছ তোমার তত্ত্ব কিয়া অধিকার প্রার্থনা করেনাই যদি অনুগ্রহ করিয়া উহাকে আমাকে দেন তবে আমার বাটিতে রাখিয়া প্রতিপালন করি: বাদসাহ কহিল আমি করকিছকে তোমার দিলাম তোমার আলয়ে লইয়া যাও কিন্তু যখন সন্তান হইবে

তদ্রূপেই আমার নিকটে আনিবা; পিরান ওয়াছা মর্জত হইয়া
 নিজাগারে লইয়া রাখিল। পরে সময়েতে করিচ্ছ একপুত্র
 প্রসব হইল তাহার নাম করখোছরো রাখিল; পিরান ওয়াছা
 আপন বিশ্বাসি পন্থাবির রক্ষককে ডাকাইয়া কহিলেন এই
 বালককে তোমার বাড়িতে রাখিয়া প্রতিপালন ও বিদ্যা
 অধ্যয়নকরাও একউত্তম বিশ্বাসীদাই এই বালককে মর্জদাসইয়া
 থাকিবার নিমিত্তে মর্জদবাসহারে দিল; ঐ রাত্রে আফরা
 ছিয়াব মশু দেখিল যে একজন এক আলোক হস্তে করিয়া
 আসিতেছে তাহার পশ্চাতে ছিয়াওন এক তলওয়ার হস্তে
 করিয়া কহিতেছে ও আফরা ছিয়াব মশুর নিদ্ৰা অদ্যাবধি
 ত্যাগ কর। করখোছরো জর্ম গৃহণ করিয়াছে সে পৃথিবীর
 নূতন নিয়ম নির্ধারিত করিবেক। আফরা ছিয়াব তৎক্ষণাৎ
 শর্যা ত্যাগ করিয়া পিরান ওয়াছাকে ডাকাইয়া কহিল কর
 কিছের অন্য এক পুত্র হইয়াছে? সে কহিল গভো রাত্রে এক
 পুত্র হইয়াছিল; বাদসাহ কহিল তাহাকে আন আমি দেখিব
 পিরান ওয়াছা কহিল আমি তৎক্ষণাত তাহাকে প্রান্তরে
 ফেলিয়া দিতে কহিয়া ছিলাত দাসীগণ তাহাকে ফেলিয়া
 আসিয়াছে। বাদসাহ কহিল আমার নিকটে কেন আনিলা না
 পিরান ওয়াছা কহিল আমি শেষ ভাবিয়া আনি নাই যেহেতু
 ছিয়াওনকে নিরাপরাধে নষ্ট করিয়াছ, আর যদি ইহাকেও
 নষ্ট কর পুনঃ ২ এমনতর কৰ্ম করিলে জৈবর নষ্টতা করিবেন
 না কোন আপদ ঘটাইবেন। এই কথা শুনিয়া নিরব হইয়া
 থাকিল, আর করখোছরোর নাম করিলন। কিছুদিন পরে
 করছেওজের খলতা ও চাতুর্য বাদসাহ জানিতে পারিয়া

তাহাকে আপন নিকটে হইতে দূর করিয়া দিল। পিরান ওয়াছা পণ্ডিত ও বসবান পাঠাইয়া কয়খোছরোর বিদ্যা অধ্যাস ও যুদ্ধাদি শিক্ষা করাইতে লাগিল, দশবার বৎসরের হইলে পিরান ওয়াছা এক দিবস বাদসাহকে কহিল কয়খোছরোকে মাঠে ফেলিয়া আইলে একজন গোরক্ষক তাহাকে তুলিয়া লইয়া প্রতিপালন করিয়াছে; আমি এই কথা শুনিয়া তাহাকে আমার নিকটে আনাইয়াছি সেবাসকঅতি নির্যোধ উদ্ভাতের মত কথা কহে এক কথা দ্বিজ্ঞাসা করিলে অন্য এক কথার উত্তর করে; আফরাছিয়াব কহিল তাহাকে আমার নিকটে আন দেখিব পরদিবস পিরান ওয়াছা কয়খোছরোকে কহিল তোমাকে আফরাছিয়াব বাদসাহর নিকট লইয়া যাইব রাখালের বেশ ধারণ করহ; বাদসাহ কোন কথা তোমায় দ্বিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর যথার্থ রূপে না দিয়া বিপরিত উত্তর করিবা তোমাকে যেন পাগল ও নির্যোধ বোধ করে যখন কয়খোছরো বাদসাহর নিকটে আসিয়া ছেলাম না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আফরাছিয়াব তাহাকে দেখিয়া কিছলজ্বিত হইয়া কোন কথা দ্বিজ্ঞাসা করিতে কয়খোছরো তাহার বিপরিত উত্তর করিল, বাদসাহ কহিলেন ওরে রাখাল দিবা রাত্রে কি সন্ধান রাখিল আর তোর ছাগ ও মেষ কি করিলি আর কেনে কিরোপণ করিল? কয়খোছরো কহিল শীকারো নাই আমারো ভীর ধনুক নাই। পুনরায় আফরাছিয়াব কহিল তোর বাপের নাম কি আর ইরান জুরানের কি সম্বাদ রাখিল আর আহাৰ নিদ্রা কোথায় করিল? কয়খোছরো কহিল পর্কত হইতে এক অশ্বারুঢ় আমার নিকট দিয়া গেল আর

বার বাদশাহ কহিলেন ইরানের বাদশাহর নিকটে যাইবি ?
কয়খোছরো উত্তর করিল নগরে ইতল নাই আমার ছাপল
মাট হইতে আনিব, এই সকল কথা শুনিয়া আকরাছিয়াব
হাস্য করিয়া কহিল এ পাগল আমি মাথার কথা জিজ্ঞাসা
করিলে পায়ের কথা কহে, পিরান ওয়াছা কহিল যাহারা
রাখালদিগের নিকটে থাকে তাহারাও রাখাল, তখন আক-
রাছিয়াব কহিল ইহা হইতে ভাল মন্দ কিছুই হইতে পারিবে
না অতএব ইহাকেও ইহারমাতাকে ছিয়াওসের বাটিতে পাঠা
ইয়া দেও আর জিবনোপবৃত্ত আহারদিয়া সেইখানে রাখিবা

কাউছ ছিয়াওসের মৃত্যু শুনিয়া রোস্তমকে
যুদ্ধে পাঠান ॥

কিছুদিন পরে কাউশাহ শুনিল যে আকরাছিয়াব ছিয়া-
ওসকে বিনাপরাধে নষ্ট করিয়াছে; বিস্তর খেদ ও রোদন
করিয়া রোস্তমকে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া ইরানে আসিতে
লিখিয়া পাঠাইল; আর সমস্ত প্রধান ও সেনাদিগো ডাকা
ইয়া ছিয়াওসের মৃত্যু বিবরণ কহিল সকলেই খেদাশ্রিত হইল
রোস্তম কাউছের পত্র পাইয়া কাউছ অপিতা অধিক খেদা
শ্রিত হইয়া তৎক্ষণাত জাবলহইতে ইরানে আসিয়া কাউছের
সহিত সাক্ষাত করিয়া কহিল ছিয়াওস কেবল দুইবার দণ্ড
চরিত্রের নিমিত্তে এখান হইতে তুরানে গিয়া মাতা পড়িল।
কাউছ কহিল সে কথা এমন রোস্তম কহিল পুঙ্খবশীলো
কের বাধ্য কখন হইবেকনা ইহা সাদ্রে নিষেধ, বিশেষত
রাজা তবে তুমি এই দুর্গা জীর বশীভূত হইয়া কেন রহিয়াছ,

যে পুরুষ জীবনব্যাপী ছুঁত হইয়া তাহার জীবনে ধীক ভাষা অপেক্ষা
মুখ্য ভাল। কাউহ কহিল আমি ছুঁতাবার নিমিত্তে অতিশয়
বিবৃত আছি; রোস্তম কহিল ছিয়াওস ছুঁতাবার মুখ্যতার
জন্য নষ্ট হইয়াছে, আমি প্রথমে ছুঁতাবার মস্তক ছেদন
করিয়া পরে আকরাছিয়াবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহার রাজ্য
সমভূমি করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি? কাউহ কহিল এই
উচিত হয়, তখন রোস্তম কাউহের নিকট হইতে গাত্রোথান
করিয়া বাদসাহর অন্তঃপুরে গিয়া ছুঁতাবার মস্তক ছেদন করি-
য়া সৈন্যের আকরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধ করিতে তরানে যাত্রা
করিল। তুছ ওগেওপ্রভৃতি সকল সেনাপতি স্ব স্ব সেনা লইয়া
রোস্তমের সঙ্গে গমন করিল; যখন রোস্তম তরানের নিকট
বর্তি সজ্জাবনগরে পৌঁছিল তথাকার সুবাদার আজাদ নামে
ছিল সে শুনিয়া সৈন্যের পথরুদ্ধ করিল, রোস্তম ইহা শুনিয়া
তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে শমননদনে প্রেরণ
করিল, তাহার সেনা সকলে দেখিয়া পলাইয়া গেল। আক-
রাছিয়াব এই কথা শুনিয়া ছোরখা নামক একজন সেনাপতি
ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা দিয়া যুদ্ধে পাঠাইল, সে রোস্তমের
সৈন্যের নিকট পৌঁছিলে, রোস্তমের পুত্র করামোজ যুদ্ধ
করিয়া ছোরখাকে বন্ধন পূর্বক রোস্তমের নিকট লইয়া গেল
রোস্তম তুছকে কহিল যে পুকারে ছিয়াওসের মস্তক আকরা-
ছিয়াব কাটিয়াছে সেইমত করিয়া ইহার মস্তক ছেদন কর;
সে বিস্তর রোদন করিয়া কহিল আমি ছিয়াওসের মিত্র ছি-
লাম কখন তাহার মদ করিনাই, এই কথা তুছ রোস্তমকে

জানিলে, রোস্তমকহিল আশিশপথ করিয়াছি তুরানিদিগকে
 কখন রক্ষা করিবন; ইহা শুনিয়া তুহু তাহার মস্তক ছেদন
 করিয়া এহিহ মস্তক কাউছের নিকটে পাঠাইলে কাউছ
 সেই মস্তক দগের উপর ঝুলাইতে আছা করিলেন। আফ-
 রাছিয়াব ছোরথাকে আপন পুত্রের ন্যায় মেহ করিত এই
 সংবাদ পাইয়া অনেক রোদন করিয়া সমস্ত সেনা সঙ্গে
 লইয়া আগনি যুদ্ধে যাত্রা করিল। পিরানওয়াছার কনিষ্ঠভাতা
 বেলন নামক অফরাছিয়াবকে কহিল আমি রোস্তমের সঙ্গে
 যুদ্ধ করি। অফরাছিয়াব কহিল যদি তুমি রোস্তমকে বধ
 করিতে পার তবে তোমাকে আমার এক কন্যা ও তুরানের
 অর্দ্ধেক সম্পদ দিব; পিরানওয়াছা শুনিয়া কহি। উহার মৃত্যু
 উপস্থিত এ নিমিত্তে রোস্তামের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছ-
 রাছে। পরে বেলম অশ্বাকট হইয়া রণস্থলে গিয়া রোস্তমকে
 আহ্বান করিলে রোস্তম আসিয়া প্রথমতঃ তাঁর যুদ্ধ করিল
 পরে একশূন তাহার কবিকে বিক্রিয়া তাহাকে ঘোটকহইতে
 তুমে ফেলিয়া তাহার মূণ্ড ছেদন করিল তাহা দেখিয়া অফ-
 রাছিয়াব যুদ্ধ করিতে রোস্তমের সঙ্গুথে আইল; প্রথমে অফ-
 রাছিয়াব রোস্তমকে এক শূলের আঘাত করে তাহা রোস্তমের
 নাজওয়াতে প্রবেশ হইল না; পরে রোস্তম এক শূল মারিল
 তাহা অফরাছিয়াবকে না লাগিয়া তাহার ঘোটকের মস্তকে
 বিদ্ধি। ঘোটক তৎক্ষণাত তুমে পড়িয়া গেল। অফরাছি-
 য়াব তুমে পড়িয়া পুনরায় রোস্তম এক বরছি মারিতে গেল
 তখন সন্মুখে হোমান মৈন্য সহিত আসিল রোস্তমের ঘোট-
 কের মস্তকে এক গদা প্রহার করিল তাহাতে ঘোটক দাঁড়াইল

এই অবকাশে আফরাছিয়াব অন্য এক ঘোড়ার আরোহণ করিয়া পলায়ন করিল; তুরানির পদাতিক সেনারা দেখিল যে আফরাছিয়াব ও হোমান দুইজন পলাইতেছে তাহা দেখিয়া তাহারাও পলাইল। রোস্তম তদ্রূপে তাহার দগৈর পশ্চাতে তিন ক্রোশ পর্যন্ত অতিবেগে ধাবমান হইয়া পুনর-গমন করিল। আফরাছিয়াব কয়খোছরো ও করকিছকে ছাড়াও মর বাটি হইতে চিনের সমুদ্রের পারে পাঠাইতে পিরান ওএছাকে কহিল কি জ্ঞান পাছে রোস্তম আসিয়া ভাঙ্গারদিগকে লইয়া যায়, পিরানওএছা সেইমত করিল পরে রোস্তম তুরানের মধ্যে প্রবেশ করত তুরান অধিকার করিয়া তক্তে বসিয়া আজ্ঞা করিল যে ব্যক্তি আফরাছিয়াবের নাম করিবে কিম্বা তাহার কোন প্রদম্ব করিবেক তাহার মস্তক ছেদন করিব; রোস্তম সাতরত্নের তুরানে বাদনাহি করিয়া আপন পুত্র ফরামোরজকে তুরানে রাখিয়া আফরাছিয়াবের ভাগ্যের সন্মত ঘন ও রত্নাদি লইয়া ইরানে বাটাই সাহর নিকটে আইল আর গেওকে কয়খোছরোর অনুসন্ধান করিয়া আনিতে পাঠাইল ॥

চিন রাজ্য হইতে কয়খোছরোকে আনয়ন।

গেও তুরান হইতে গমন করিয়া যে দেশে পৌছিল সেই দেশস্থ পথপ্রদর্শী লোক সঙ্কেলইয়া যাইত আপনার দেশীয় ভাষা কহিত না তুরকি ভাষা কহিত একুশ করিয়া চিন দেশে পৌছিয়া কয়খোছরোর অনেক অনুসন্ধান করিল কোনরূপে তাহার সন্ধান নাপাইয়া; মনে করিসজ্জিরিয়া দেশেগাট আর

তাবিল আমি ফিরিয়া গেলে সকলে কহিলে আকরাহিয়াবের
 ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে এই বিবেচনা করিয়া চিন দেশ
 পরিত্যাগ করিয়া কথক দূর গিয়া দেখিল কয়েকজন লোক
 আসি:তছে তাহারদিগকে নিজানা করিল যে তোমরা কে
 কোথা বাইতেছ? তাহারা কহিল আমরা পিরান ও গ্রহার
 লোক কয়খোছরোর" সবাদ জানিতে আইতেছি, গেও
 তাহারদিগের নিকটে কয়খোছরো কোথা রহাছে তাহাজাত
 হইয়া পক্ষাৎ কহিল আমি নূগরা করিতে গিয়াছিলাম সন্ধি
 ও পথ হারাইয়াছি আমাকে সন্ধে করিয়া লইয়া চল, তাহারা
 কথক দূর সন্ধে লইয়া গেল, পরে রজনী বোগে পলাইল,
 পর দিবস গেও তাহারদিগের কথিত মতে কথক দূর গিয়া
 এক সরোবরের ধারে এক যুবক পক্ষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে
 তদ্রূপে তাহার নিকটে গিয়া অবমান করিল এইকয়খোছরো
 হইবেক, গেও তাহাকে ছেলান করিয়া কহিল ওহে যুবক তুমি
 কি ছিয়াওলের পুত্র কয়খোছরো? কয়খোছরো কহিল
 আমি অনুভব করি গোদরজের পুত্র গেও তুমি; গেও ইহা
 শুনিয়া চমৎকার মানিয়া কহিল হে বাদশাহ; আমাকে
 কিপ্রকারে জানিলে আমাকে কখন দেখ নাই কয়খো-
 ছরো কহিল ইরানের রোস্তম প্রভৃতি সকল প্রধানকে আমি
 দেখিলে ভিত্তিতে পারি, গেও কহিল তুমি ইরানে কখন যাও
 নাই এমং তাহারাও তোমার নিকটে কখন আইসে নাই তবে
 কি প্রকারে জানিতে পারিলি? কয়খোছরো কহিল আমার
 পিতা ছিয়াওল শাহ ইরানের বাদশাহদিগের ও রোস্তমাদি
 নরদারদিগের প্রতিমূর্তি লিখাইয়া ছিলেন 'আমার শাহ

সেই প্রতিভূতিদ্বারা আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন; তখন করখো-
ছরো কহিলেন তুমি আমাকে কিপ্রকারে চিনিলে ? গেও
কহিল আমি তোমার কণ লাবন্য ও ভেজ দেখিয়া চিনিলাম
পরে গেও কহিল তোমার অঙ্গের বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অবয়ব
আমাকে দেখাও ? করখোছরো জামা খুলিলেন; তখন গেও
করখোছরের বাহুতে অঙ্গরের চিহ্ন দেখিয়া জানিল কর-
খোছরো কহিল আমার পাতের বস্ত্র খসিয়া দেখিবার কারণ
কি তাহা বস ? গেও কহিল কর বংশোদ্ভূত সকলেরি বাহুতে
অঙ্গরের চিহ্ন আছে তাহাই দেখিলাম। পরে করখোছরো
গেওকে ফরজিছের নিকটে লইয়া গেলেন গেও তাঁহাকে
ছেলাম করিয়া সমস্ত বিবরণ জানাইয়া ইরানে লইয়া যাই
বার প্রস্তাব করিল ? ফরজিছ সমস্ত হইয়া কহিলেন এই বাদ-
সাহর অংশালা আছে সেই স্থানে হইতে বেহজাদ নামে যে
এক উত্তম ঘোটক আছে তাহা আনয়ন কর গেও সেই স্থানে
গিয়া বেহজাদ ঘোটক ও আর এক অশ্ব আনিয়া ভিনভন কর
খোছরো ফরজিছ ও গেও একত্রে ইধরকে স্মরণ করিয়া
অখারোহুণে ইরানে বাহ্য করিলেন ॥



• করখোছরোকে ধৃত্তিতে পিরানও এছ। সেনাপাঠাইল

পিরান ও এছার লোক দ্বারা করখোছরের সন্বাদ
আনিতে পিতাছিল তাহারা দ্বিগিতা আনিয়া পিরানওয়াহা-
কে কহিল ইরানি একজন অখারোহি বলাবান করখোছরের
ভৃত্য করিতে বাইতে ছিল আখারমিগের সপক্ষে সাক্ষ্য হইল
পিরান ও এছা এই কথা শুনিয়া কীত হইয়া তৎক্ষণাত গেল

বাব নামক একজন প্রধান ব্যক্তিকে তিনমুঠ অখ্যাত সেনা
 সন্মেলিয়া কয়খোছরোকে সাবদানে রাখিবার নিমিত্তে পাঠা
 ইল, সে তখাবগিরা শুনিব যে কয়খোছরো ও কয়খিছ দুই
 জন এক ইরানি অখ্যাতের নতুন এছান চাইতে ইরানে যাত্রা
 করিয়াছে, সে এই কথা শুনিয়া অতিশীঘ্র তাহারদিগের অনু
 সন্ধান ইরানের পথে গমন করিল, কয়েক দিবস পরে কয়-
 খোছরো ও কয়খিছ পথ ভাঙে কান্ড হইয়া একস্থানে নিহা
 ন হইলেন গেও এছরি ছিল; এই সময় কিঞ্চিৎ দূরে কথক
 ওমৌ অখ্যাতোহি আসিতেছে তাহা দেখিয়া অনুমান করিল
 যে পিরান ও এছা আমারদিগকে ধরিতে সেনা পাঠাইয়াছে;
 এই অনুভব করিয়া অখ্যাত হইয়া ভয়গের আগে আসিয়া
 যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, গেওয়ের যুদ্ধ দেখিয়া তাহার
 ভীত হইল, যেমন ব্যাঘ্র দেখিয়া ছাগ যেন পানাইয়া যায়
 সেইমত এই তিনমুঠ অখ্যাতোহিসেনা পালারন করিল গেও
 তাহারদিগকে দূরীকরণ করিয়া কয়খোছরোর নিকটে
 আসিয়া যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিল; কয়খোছরো
 তাহার হস্তধারণ করত বহুবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন যে
 আমাকে কেন জাগৃত করিলেন না, গেও কহিল তোমরা পথ
 ভাঙে কান্ড ছিলে আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও তোমার প্রতাপে
 একাই তাহারদিগকে পরাভব করিয়াছি। পরে আহারের
 দ্ব্য বাহা সন্মেলিয়া আহার করিয়া তখাবইতেযাত্রা করিলেন
 ওখানে সৌন্দর্য্য পিরানওহাছার নিকটে পৌছিয়া গেওয়ের
 যুদ্ধের অনেক প্রশংসা করিল, পিরানওহাছা তাহাকে বিস্তর
 প্রশংসা ও তিরস্কার করিয়া কহিল যে তুমি তিনমুঠ অখ্যাত

সেনা লইয়া একজন ইরানিকে পরাজয় করিতে পারিলেন।
তোমাকে কি। ইহা কহিয়া কবক ওমীন সেনা সঙ্গে লইয়া
পিরানওএছা। আপনি করখোছরোকে ধরিতে চানিল ॥

পিরানওএছা। করখোছরোকে ধরিতে গিয়া
বুদ্ধ পরাজয় হয় ॥

করখোছরো ও করকিছ অতি ক্ষীণু যাইতে না পারিয়া পথ
মধ্যে বিশ্রাম করিয়া থাকিতেছেন; পিরানওএছা দিবারাত্রি
চলিয়া তাহারাদিগের নিকটে পৌছিল, তখন করখোছরো ও
গেও দুইজন নিম্নিত করকিছ প্রহরী ছিল; পিরানওএছার
নিসান দূর হইতে দেখিয়া তাহারদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিল;
করখোছরো কহিল এবার আমি যুদ্ধ করিব গেও কহিল তুমি
বাদসাহ আর বালক কখন যুদ্ধ করনাই আমি জীবিত থাকি
তে তোমাকে যুদ্ধ করিতে দিবন। করখোছরো কহিল তোমার
সাহায্যার্থে সঙ্গে যাইব গেও কহিল রোস্তমের সহিত যুদ্ধ
করিয়াছি তাহাতে ও কাহার সহায় প্রার্থনা করিনাই রোস্তম
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে আমার সম যোদ্ধা যে হইবেক তাহার
সহিত কন্যার বিবাহ দিব এই কথা শুনিয়া অনেক তাহার সঙ্গে যুদ্ধ
করিয়া পরাজয় হয় পরিশেষে আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া আ-
মাকে কন্যা দান করিল; পরে করখোছরোকে কহিল তোমরা
এইখানে বসিয়া যুদ্ধের কোথুক দেখ। ইহা কহিয়া ঈশ্বরকে
নমস্কার করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল; পিরান ওএছা গেওকে
দেখিয়া কহিল তুমি একা আমার তিনশত অশ্বরোহি সেনাকে
পরাজয় করিয়াছিল এইমতে তোমার কি দুঃখা করি তাহা

দেখিনি, গেও কহিল ওরে নিকোঁধ । সহস্ ২ ছাগে ক্রোধ
করিলেকি ব্যাঘ্ মাগিতে পারে আর কহিল ওরে পিরান আরি
তোর সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোর সমস্ত সেনাকে
পরাস্ত করিয়া তোকে বাকিয়া তোর শোণিতে পৃথিবী কদন
করিব, আর কয়খোছরোকে ইরানে লইয়া বাদসাহ করিয়া
ছিয়াওসের পরিবর্তে আফরাছিয়াবকে নষ্ট করিয়া

তুরান দেশ সমভূমি করিব। পিরান ওএছা এই কথা শুনিয়া
মোনাবসমি হইয়া মনো মধ্যে চিন্তা করিয়া গেওকে কহিল
আমি অন্য যুদ্ধে নিবর্ত হইলাম তই চলিয়া যা, গেও কহিল
তই ভর পাইয়া খ্যাস্ত হইনি কিন্তু আমি খ্যাস্ত হইবনা পিরান
শুনে কোন উত্তর না করিয়া কিরিল, গেও তাহার পক্ষাৎ
ধাবমান হইয়া কন্দ ফেলিয়া পিরান ওএছাকে বাকিয়া যে
টক হইতে ভূমে ফেলিয়া কয়খোছরোর নিকট লইয়া চলিল
পিরান ওয়ছার সৈন্যসকলে ইহা দেখিয়া ভয়ে পলাইল কেহ ২
পিরান ওএছাকে মৃত্ত করিবার চেষ্টা আইল গেও এক হস্তে
পিরানকে ধরিয়া আর এক হস্তে তাহার দিগকে গদা প্রহার
করিতে আরম্ভ করিল, তাহার ভয়ে নিকটে আসিতে পারি
লনা; গেও পিরান ওএছাকে কয়খোছরোর নিকটে রাখিয়া
পুনরায় পিরান ওএছার সেনার উপর আক্রমণ করিতে চলিল
তাহারা গেওকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া তাবৎ সৈন্য পলা
য়ন করিল। পিরান ওয়ছা কয়খোছরো ও বরফিছের নিকট
অনেক মিনতিপূর্বক রোদন করিতে লাগিল, গেও জয়ি হইয়া
আসিয়া কয়খোছরোকে কহিল এখন পর্যন্ত পিরান ওএছাকে
জীবদ্ধ নার কেন রহিয়াছ? ফরফিছ কহিল পিরান ওএছার

নিমিত্ত আমিও কল্পখোছরো জীবিত আছি ইহাকে কোন
মতে নষ্ট করিতে পারিবামা, আমাকে ইহার প্রাণ দান দিতে
হইবেক, তখন গেও কহিল আমি ইহারি সাক্ষাতে সপথকারি
রাছি যে ইহার রক্তে পৃথিবী রান্না করিব, কল্পখোছরো
কহিল ইহার দুইকান খঞ্জর দিয়া ছিদ্র করিয়া দেও তবেই
তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, হইল পিরানওএছারো প্রাণরক্ষা হইল
গেও সেইমত করিয়া পিরানওএছার দুই হস্ত বন্ধন করিয়া
ঘোড়া চড়াইয়া ছাড়িয়া দিল। পিরানওএছা তুরানে পৌছিয়া
সমস্তবৃত্তান্ত আফরাছিরাবকে কহিল আফরাছিরাব শুনিয়া
অনেক চিন্তা করিয়া কহিল এ অতি খেদের বিষয় সকলে
কহিবে তুরানে পুরুষ নাই একজন ইরানি আসিয়া কল্পখো-
ছরোকে লইয়া গেল, পিরানওএছা ঘটনায়ো গিয়াও কিছু
করিতে পারে নাই ইহার পর লজ্জা আর কি সে যাহা হউক
এইক্ষণে জয়ছন নামে নদীর খেরা বন্ধের নিমিত্তে দানিকে
অনুজ্ঞা পত্র পাঠাও যে দুইজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক এই
তিন অধাকট এদেশ হইতে পলাইয়া যাইতেছে ইহারদিয়ে
কদাচ পার করিবা না আমি পক্ষাৎ যাইতেছি ॥

আফরাছিরাব কল্পখোছরোকে জয়ছন নদী
হইতে পার করিতে বারণ ও আপনি ডাও

নের বিবরণ ॥

আফরাছিরাব এই অনুজ্ঞা পত্র পাঠাইয়া আপনি অনেক
সেনা সঙ্গে লইয়া দিবা রাতি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া

কয়খোছরোর অনুসন্ধানে চলিল, কয়খোছরো ও গেও ঈশ্বর
 ছন নদীর তীরে পৌছিয়া খেন্নাঘাটের দানিকে কহিল আমার
 দিগকে পার করিয়া দেও, সে কহিল বাদসাহর আজ্ঞাপত্র দেন
 গেও কহিল তাহা খোয়া গিয়াছে দানি কহিল যদি তোমার
 দিগের এই ঘোটক দেও তবে পার করিয়া দিব, গেও কহিল
 এ সাহাজাদার ঘোটক এই ঘোটক তোমাকে দিলে আমরা
 চলিয়া কি প্রকারে বাইব, পরে দানি কহিল তোমার দিগের
 এই দাসীকে দেও; গেও কহিল এ দাসী নহে এই সাহাজাদার
 মাতা তোমাকে অনেক টাকা ও নানা রত্ন দিব পার করিয়া
 দেহ, এ দানি কহিল আমি বাহা চাহি তাহা না দিলে পার
 করিব না; সমুদ্রণ দ্বারা নদী পার হইয়া যাও: গেও কয়খোছ-
 রোকে কহিল আফরাছিয়াব আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্তে
 অতি শীঘ্র আসিবে ইহার সন্দেহ নাই এখানে বিলম্ব করা
 অকল্যাণকর শীঘ্র ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া ঘোটক জলে
 ফেলিয়া সমুদ্রণ করিয়া চল ঈশ্বর কূলে অবশ্য তলিবেন;
 তোমার পূর্ব পুরুষ করেদুঁ দজলা নামা সমুদ্র কূল্য নদী;
 সেই নদীতে পড়িয়া সমুদ্রণ দ্বারা দজলা পার হইয়া আসিয়া
 জোহাককে মারিয়া পৃথিবীর বাদসাহ হইয়াছিল। কয়খো-
 ছরো এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরকে সমুদ্রণ করিয়া ঘোটক সহিত
 অশ্রাকট হইয়া জয়ছন নদী পার হইয়া চলিল, ঈশ্বর ইচ্ছায়
 অতিশীঘ্র সেই প্রসন্ন নদী উত্তীর্ণ হইয়া তিনজন কূলে উর্ধ্বিত
 হইল তদনন্তর দানি প্রভৃতি সকলে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল
 কয়খোছরো কয়েককাল নদীতীরে থাকিয়া বস্ত্রাদি লুণ্ঠ
 করিয়া ইরানে বাইবার উপক্রম করিতেছেন ইতোমধ্যে

আফরাছিয়াব খেয়াঘাটে সেনা কথক ওসীন সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল যে কয়খোছরো প্রভৃতি তিনজনে নদী পার হইয়া গিয়াছে; খেয়ার দানিকে অনেক গর্জন করিয়া কহিল ইহার দিগে কি নিমিত্তে পার করিলি আমি নিবেশ পত্র পাঠাইয়া ছিলাম, সে কহিল আমরা পার করি নাই এবং নৌকায় পার হয় নাই এই সমুদ্র তুল্য নদীতে অখারোহণ করিয়া অনারামে পার হইল, আমরা একপ আশ্চর্য্য কখন দেখি নাই। আফরাছিয়াব শুনিয়া কিয়ৎকাল নিরব থাকি য়া পরে খেয়ার দানিকে কহিল নৌকা প্রস্তুত কর আমি সেনা সহিত পারে যাইব; হোমান কহিল ওপার ইরানের সীমানা তাহার দিগের অনেক সেনা নিকটে আছে আমার দিগের সঙ্গে অল্প সৈন্য আসিয়াছে যাওয়া মত নহে। আফরাছিয়াব শুনিয়া কিম্বা হইয়া কিরিয়া তুরানে গেল। গেও আপনার দিগের অধিকারস্থ ভূম্যধিকারি দিগের দ্বারা কাউছের নিকট কয়ছোরোর আগত সংবাদ পাঠাইল, কাউছ ক্রতমাত্র তাবত প্রধান দিগকে সৈন্য সহিত অগুনর পাঠাইয়া কয়খোছরোকে বাটীতে আনিয়া ক্রোড়ে করত শিরচূষন করিয়া আপন ভক্তের পাশে আর একতরু আনাইয়া প্রধান দিগের সম্মতি ক্রমে কয়খোছরোকে তক্তে বসাইলেন কেবল তুহ সন্নত হইল না; ব্রতা হইতে উঠিয়া কাউছের পুত্র ফরেবোরজর নিকট গিয়া কহিল আপনি কাউছের পুত্র বন্তমান এবং উপযুক্ত থাকিতে এই বালককে গেও এখনি আনিব ইহার সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া সেলাম করিব না বাদশাহ ও কহিব না; ফরেবোরজ তাহার প্রতি ভক্তি

হইয়া অনেক পারিভোষিক দিলেন। পরদিবস গোদরজ কর
 খোছরোর শুভাগমনের আছাদে কাউছের অনুমতি লইয়া
 আপন বাটীতে সভাস্থাপন করিয়া নৃত্য গীতাদি করিল ?
 ইরানের সমস্ত প্রধান লোককে নিমন্ত্রণ করিবার সকলেই
 আইল কেবল তুহ আইল না ? তাহা দেখিয়া আপন পুত্র
 গেওকে কহিল তুমি তুহকে ডাকিয়া আন; গেও তখায়
 গিয়া তুহকে সভামধ্যে আসিতে কহিলে তুহকহিল কাউছের
 পুত্র করেবোজ্জ থাকিতে আমি অন্যকে বাদসাহ বলিব না
 আর গেওকে কহিল তুমি নিরর্থক কৌশ পাইয়া এক নির্কোষ
 বালককে আনিয়াছ ? গেও কর্ণখোছরোর অনেক প্রশংসা
 করিল তুহ তাহা না শুনিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। গেও
 রাগত হইয়া বাটীতে আসিয়া আপন পিতা গোদরজকে
 কহিল সে রাগান্বিত হইয়া বার সহস্র সৈন্য ও আপন পুত্র
 পৌত্র আটাস্তর জন সেনাপতি লইয়া তুহের সহিত যুদ্ধ
 করিতে গেল; তুহ ইহা শুনিয়া আপন সৈন্যলইয়া রণভূমিতে
 আসিয়া গোদরজকে কহিয়া পাঠাইল, তোমার সহিত আমি
 অনর্থক বিবাদ করিয়া যুদ্ধ করিলে কেবল আমার দিগের
 শত্রু আকরাহিয়াবের মনবাণ্ডাপূৰ্ণ হইবে ? ক্রমেককাল যুদ্ধ
 ক্রান্ত রাখ কাউছকে জ্ঞাত করি সে যেনত কহিবে তাহাই
 করিব। কাউছকে এইকথা কহিয়া পাঠাইল কাউছ শুনিয়া
 তৎক্ষণাৎ দুইজনকে ডাকাইয়া পাঠাইল, দুইজন আইলে
 কাউছ কহিল তোমরা আপনা আপনি কি নিমিত্তে যুদ্ধে
 প্রবৃত্ত হইয়াছ; তুহ কহিল আমি আপনার আচ্ছাবহ আছি
 এবং থাকিব যদি আপনকার রাজ্য করিবার মানস পূৰ্ণ হইয়া

থাকে তবে আপনকার পুত্র করেবোজকে বাদসাহ করণ
পুত্র থাকিতে পৌত্রকে বাদসাহ করিলে ধর্ম বিক্রম করায়,
গোদরজ কহিল ছিয়াত্তস জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিল সেই রাজ্যাধি-
কারি তাহার অবর্ত্তমানে তাহার পুত্র কয়খোছরো বাদসাহ
হইবেক, এবং কদের মত অর্থ সহিত নদী পার হইয়া
আসিয়াছে করেবোজর এমত সাহস কই এইমত তুচ্ছ
সহিত গোদরজের অনেক বচনা হইল, পরে গোদরজ বাদ-
সাহাকে কহিল আপনকার পুত্র ও পৌত্র দুই সমান আপনি
বিবেচনা করিয়া যাহাকে বাদসাহির উপযুক্ত বুলেন তাহা
কেই রাজ্যাভিষিক্ত করণ কাউছ কহিল আমার উভয়ই
সমান কাহারো মনখুশ করিতে পারিব না; এই এক উপায়
আছে তাহা করিলে কাহারও মনখুশ হইবে না। উভয়ের
মনের মালিন্যতা বাইবেক ইহা কহিয়া দুইজনকে ডাকাইয়া
কহিল যে বহমন নামক দৈত্য দিগের এক দুর্গ আছে সেই
দুর্গ গৃহণ করিয়া যে আসিবেক তাহাকে বাদসাহ করিব,
ইহা শুনিয়া সকলে সন্মত হইল।

করোবোজ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারিয়া

ফিরিয়া আইসেন।

করোবোজ কহিল যদি অনুমতি হয় তবে আমি প্রথমত
কথিত দুর্গে অধিকার করিতে যাত্রা করি; কাউছ অনেক সেনা
সঙ্গে দিয়া তুচ্ছকে সেনাপতি করিয়া করেবোজকে বহমনের
দুর্গ গৃহণ করিতে পাঠাইলেন। যখন করেবোজ সেখানে
পৌছিলেন তখন এমত গীর্ষ্য হইল যে সকলে অস্থির হইল,
আর ক্রমে মৃত্তিকা আগ্নেয় উত্তপ্ত হইতে লাগিল; সেই গীর্ষ্যে

অনেক সেনা ও অশ্ব সারা পড়িল তথাপি সপ্তাহ পর্য্যন্ত
 অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া দুর্গের নিকটস্থ হওয়াতে
 এই দুর্গ পৃথিবী ছাড়িয়া শুন্যে উঠিতে লাগিল, কয়েকদিন
 ও প্রধানেরা এই আশ্চর্য্য দেখিয়া নিরাশা হইয়া অনেক
 সেনা নষ্ট করিয়া এবং আপনারাও ক্লেশ পাইয়া ফিরিয়া
 আসিয়া কাউছ সাহকে সমস্ত বিবরণ কহিলেন । কাউছ
 কয়খোছরোকে এই বহননের দুর্গ অধিকার করিতে অনুমতি
 করিয়া অনেক সেনা সঙ্গেদিয়া গোদরজকে সেনাপতি করিয়া
 পাঠাইলেন ; কয়খোছরো কেবল ইশ্বরের প্রতি ধ্যান ধারণ
 করিয়া রোদণ করিতে চলিলেন, কয়েক দিবস পরে দুর্গের
 নিকট পৌছিয়া কয়খোছরো ইশ্বরের উদ্দেশে অনেকরাত্রি
 পর্য্যন্ত রোদণ করিয়া নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে একবন্ধ কয়খোছ-
 রোকে কহিল তুমি কোন চিন্তা করিবান পরমেশ্বরের অমুক
 পবিত্রনাম লিখিয়া শূলাগ্রে বন্ধন করিয়া দুর্গপ্রতি নিক্ষেপ
 করিলে দুর্গ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইবেক এই কহিয়া অদর্শন হইল
 কয়খোছরো নিদ্রাভঙ্গ হইয়া অতি হুত্বচিত্তে সেখান হইতে
 যাত্রা করিয়া দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন উপদেশমত
 ইশ্বরের সেই পবিত্র নাম লিখিয়া দুর্গেরাশ্রিতে ক্ষেণেকাল
 বিলম্বে মেঘের ন্যায় ঘোর অন্ধকার হইয়া ও বজ্রধাতের
 ন্যায় শব্দ হইয়া তাহার কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হ
 ইল, পুনরায় আর এক শূলাগ্রে সেই পবিত্রনাম লিখিয়া গেল
 কি কহিলেন এইশূল অন্যপাশ্রে নিক্ষেপ কর; সে সেইমত করি
 ল তাহাতে পূর্ব্বমত অন্ধকার ও শব্দ হইয়া আর এক অংশ
 ভাঙ্গিয়া পড়িল, পরে কয়খোছরো আপন সৈন্য দিগকে

আজ্ঞা করিলেন দুর্গমধ্যে যে সকল দৈত্য আছে তাহাদিগের উপরে তীর বরীসন করিতে, তখন অনেক সেনা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দৈত্যদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল? তাহা দৈত্যেরা সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিল? তখন কয়খোছরো দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধন রত্নাদি ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া সেনা দিগকে অনেকাদিলেন আর ঐ দুর্গমধ্যে বৃহৎ এক মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার নাম ও যেক্রমে দুর্গ অধিকৃত করিলেন তাহার সমস্ত বিবরণ লিখিয়া রাখিলেন; আর ঐদুর্গের অধিন যে সকল দেশ ছিল তাহাও অধিকার করিয়া এক বৎসর ঐস্থানে থাকিয়া সুশাসিত করিয়া কাউছের নিকটে আইলেন বাদসাহ অভিষেক সন্তুষ্ট হইয়া কয়খোছরোকে ক্রোড়ে লইয়া চুখন করিয়া আপন তক্তে দুইজনে একত্রিত হইয়া উপবেশন করিলেন ।

কয়খোছরোর তক্তে বসিবার বিবরণ ।

কয়কাউছ কয়খোছরোকে উপযুক্ত বুঝিয়া ফেরেবোজ, তুহ, গোদরজ, মেও প্রভৃতি সকল প্রধান দিগকে সম্মত করিয়া কয়খোছরোকে তক্তে বসাইয়া আপন হস্তে তাজ লইয়া কয়খোছরোর অন্তরে রাখিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা যেক্রপ আমার আজ্ঞাবহ থাকিতে ও মান্য করিতে সেইক্রপ কয়খোছরোর নিকটে আজ্ঞাবহ থাকিয়া কাৰ্য্য করিবা ও মান্যমান সেইক্রপ করিবা সকলেই সম্মত হইয়া স্বীকার করিলেন; কয়খোছরো তক্তেবসিয়া দান ও শাসিতা ও সৌজন্যতা

● সুবিচারের দ্বারা তাবৎরাজ্যস্থ মনুষ্যকে বসিভূত করিলেন
 আর সর্বদা ঈশ্বরের ভজনা ও আরাধনা অহরহ করিতেন,
 এবং তাবৎ লোককে ঈশ্বরারাধনা করিতে উপদেশ প্রদান
 করিতেন এবং এতাহ একবার কয়কাউছের নিকট গিয়া
 প্রণাম করিয়া সকল কথা বাস্তা জ্ঞাত করিয়া তাহার অনু-
 মত্যানুসারে কর্ম করিতেন, আর যেখানে বন ও পতিত ভূমি
 আছে শুনিবা মাত্র সেইস্থানে লোক পাঠাইয়া অধিবাস দ্বারা
 নগর ও গ্রাম ও সরাই প্রস্তুত করিত । জাল ও রোস্তম কয়
 খোছরোর আগমনের ও দৃগজয় করিয়া ইরানের বাদসাহ
 হওনের সন্বাদ শুনিয়া অতি হৃষ্টচিত্ত হইয়া অনেক উপ-
 টোকন লইয়া কয়খোছরোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইলেন
 কয়খোছরো তাহারদিগের আনিবার সন্বাদ পাইয়া প্রধান
 দিগকে অগুসর পাঠাইলেন । জাল ও রোস্তম বাদসাহর
 নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিলে কয়খোছরো উঠয়া তাহার
 দিগের সহিত আনিজন করিলেন, পরে জাল ও রোস্তমকে
 বসাইয়া কহিলেন আমি ছিয়াওসের বধের পরিবন্ধে আকরা
 ছিয়াবের প্রাণবধ করিব তোমরা আমার সহকারি হও, রোস্তম
 কহিল আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থিত ছিলাম যে আপনার
 সঙ্গে অবশ্য যাইব । পরে রোস্তম যে সকল উপঢৌকনীয়
 দ্রব্য আনিয়াছিল তাহা কয়খোছরোর সম্মুখে আনাইয়া
 রাখিল তদনন্তর বাদসাহ সন্তুষ্ট হইলেন । পরে খাদ্য
 দ্রব্য আনাইয়া রোস্তম ও জাল ও আর ২ প্রধান দিগকে
 লইয়া একত্রে আহাতি করিলেন । পরদিবস জাল ও রোস্ত-
 মকে সঙ্গে লইয়া কয়কাউছের নিকট গেলেন, কাউছ রোস্তম

প্রভৃতিকে কয়খোছরোর সঙ্গে দেখিয়া তুমি হইয়া
কয়খোছরোকে কহিলেন আপনার পিতা ছিয়াওনের বধের
পরিবর্তে আকরাছিয়াবকে নষ্ট করিবা কি না? কয়খোছরো
কহিল যেপর্যন্ত পিতৃসন্তান নিপাত না করিব সে পর্যন্ত আমার
আহার নিদ্রা বিশ্রান্ত জ্ঞানিবেন ॥



কয়খোছরো আকরাছিয়াবের যুদ্ধে

গমনের বিবরণ

ইহা শুনিয়া কাউছ জাল ও রোস্তমের প্রতি নিরঙ্কর করাত
জাল কহিল আমি বৃদ্ধ হইয়াছি রোস্তম কহিল আমি সঙ্গে
জাইতে প্রস্তুত আছি আমি একা আকরাছিয়াবকে দূর করিয়া
আসিয়াছি এখন বাদসাহর সঙ্গে অবসর জাইব, পরে গোদ-
রজ তহু প্রভৃতি প্রধান সেনাপতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন
তাহারা কহিল আমারদিগের প্রধানপর্যন্ত সংখ্যা তখন করে
বোজ ও তাহার বন্ধ বাজ্বর একসত্ত্ব বংশ বঙ্গবান ব্যক্তিকে
প্রধান সেনাপতি করিলেন, তহু ফরেবোজর সঙ্গে থাকিলেন,
গোদরোজ তাহার পুত্র পৌত্র আটাতুর জন প্রধানের সহিত
দক্ষিণ পাশের সেনাপতি হইলেন। কিন্তুহম আপন দলবল
সহিত বামপাশের সেনাপতি হইলেন। পরসঙ্গর বংশের
তেরিগ জন আশির ও বেজন তাহার দলবল সহিত সর্বদা
কয়খোছরোর নিকট থাকিবেন, এই সকল প্রধান ও সেনা ও
রোস্তমকে সঙ্গে করিয়া আকরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধে যাত্রা
করিলেন। ফরেবোজ ও তহুকে কহিলেন যে ফরুদছিয়া-
ওস আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কলাত খোররমের দুর্গমধ্যে আছে

তোমরা সেই পথে নাগিয়া অন্যপথে গমন কর, ফেরেবোর্জ
 অন্যপথে চলিল তুহু কিছুদূর গিয়া কহিল এই পথে বন এবং
 খাদ্য দ্রব্য অপ্রাপ্ত এজন্য আমার ও সেনাগণের কোন্ হইবে
 আহি কলাত খোররমের পথে গমন করি ইহা কহিয়া সেই
 দিগে গেল, তখন কলাত খোররমের দুপের নিকটে পৌছিল
 তখন ফকদ শুনিল তুহু বুঝাথে আসিতেছে, আপনারা সেনা
 লইয়া মাঠে আইল তুহুইহা শুনিয়া আপন জামতারেও কে ফক
 দের নিকটে কহিয়া পাঠাইল আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
 আসিনাই আপনি পথছাড়িয়া দেন আমরা এহান হইতে; গমন
 করি ফকদ তাহার কথায় বিবাহ না করিয়া অন্মান করিল
 যে ইহার। চাতুরি করিয়া আমার দুর্গ লইবেক শেষে উত্তরে
 যুদ্ধ হইবার ফকদ রেও কে বিনাশ করিল, ইহা শুনিয়া তুহু
 আপন পুত্রকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল ফকদ তাহাকেও নষ্ট করিল
 তখন তুহু আপনি যুদ্ধে আইল ফকদ অনেক সেনা দেখিয়া
 দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তুহু দুর্গ বেষ্টন করিল তাহা
 দেখিয়া ফকদের সেনারা ভয়ঙ্কর নামক সেনাপতি কথক
 ওমীর সেনা লইয়া যুদ্ধে আসিবা মাত্রই তাহার অনেক সৈন্য
 হত হইলে পলায়ন করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল, তুহু
 তাহার পক্ষাৎ ধাক্কা দিয়া দুর্গ দ্বার পৰ্যন্ত গেল, ফকদ
 তাহা দেখিয়া দুর্গ হইতে একতির নিক্ষেপ করে সেতির তুহুকে
 না লাগিয়া ঘোটকে লাগিয়া ঘোটক পতিত হইল তুহু পদ
 বুজ হইল তাহা দেখিয়া গেও ফকদকে আক্রমণ করিলে ফকদ
 তাহার ঘোটককে একতির আঘাত করিল গেও অধঃ পড়িয়া
 তখন বেজব ফকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিবার গেও নিম্নে।

করিল বেজনকহিন উহাকে মারিব বলিয়া দুগ্নমধ্যে
প্রবেশ করিল, ফকর তাহাকে হত্যা করিল, ফকর
অনবরতো তির ভাগ করিতে আরম্ভ করিলে বেজন
অতি শীঘ্র গিয়া এক বরাহ তাহার কটি বন্ধে মারিল
তখন ফকর সেস্থান হইতে দুগ্নোপরি উঠিল। এমত তিরবৃকী
করিতে লাগিল যে বেজন আঘাত হইয়া পলাইয়া আইল
আর কহিল যে অদ্য মায়াংকাল উপস্থিত কল্যাণসিরা তোমার
দিগকে সমালম্বে পাঠাইব, পিন্নানও এছার কন্যা গোলচেহরা
যকদের মাতা সে কহিল তুমি আর যুদ্ধ করিওনা কেন্ত হও
আমি গতো রাত্রি নপু দেখিয়াছি দুগ্নমধ্যে অগ্নি লাগিয়াছে
আর সকল লোক মরিয়াছে, ফকর কহিল জগৎ পুহন করিলে
অন্য মৃত্যু হইবে তাহার অন্যথা কখন হইবেকনা আমি কি
কাপুরুষের ন্যায় প্রাণ লইয়া পলাইব, আমার পিতাও যৌব-
নাবস্থায় মরিয়াছেন। পর দিবস তুহু অনেক সেনা সহকারে
দুগ্নদ্বার ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিল, ফকর তাহা শুনিয়া শূন
হস্তে লইয়া বেজনের সর্গুখে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল
রহাম নামক একজন বলবান ফকরকে এক তলওয়ার মারিয়া
শমনসদনে গমন করাইল; ফকরের মাতা ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ
সেইস্থানে আসিয়া মৃত্যু কদকে ক্রোড়ে লইয়া আপনার উদরে
এক কাটার মারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবার আর ২ প্রধানেরা
তুহুকে অনেক ভৎসনা করিল, কয়খোছরো এপথে আসিতে
বারিণ করিয়াছিল কেবল তাহার ভ্রাতা যকদের নিমিত্ত তুমি
তাহাকে মারিলে বাদসাহকে কি কহিবে তুহু পুত্র সোকে ও
জামতার সোকে ও বাদসাহর ভয়ে নিরব থাকিয়া তথা হইতে
গমন করিয়া অন্য এক দুগ্নের নিকট পৌছিলে দুগ্নস্থ মনাসাহাম

নামক একজন প্রধান সেনাপতি বাহির হইয়া যুদ্ধ করিয়া মারা
পড়িল। তদনন্তর তুহ তথা হইতে কূচ করিয়া যখন আফরা
ছিয়াবের রাজধানির নিকটস্থ হইল আফরাছিয়াব তাহা
শুনিয়া নজাদা নামক এক ব্যক্তি সেনাপতিকে ব্রিস সহস্র
সেনা সঙ্গে দিয়া পাঠাইল, যখন দুইদল একত্র হইল নজাদা
রণভূমে আসিয়া যোদ্ধাকে যুদ্ধে অহ্বান করিলে বেজন সাঁয়
গিয়া এক গদা প্রহার করিল তাহাতে সে অস্থ হইতে ভূমে
পড়িত হইল তাহা দেখিয়া তাহার সেনাগণ তাহাকে লইয়া
পলায়ন করিল পর আফরাছিয়াব চল্লিশ সহস্র সেনা সঙ্গে
দিয়া পিরান এছাকে পাঠাইল পিরান ঐ রণভূমে আসিয়া
মনে মনে চিন্তা করিল যে ইরানিদিগের সঙ্গে আমরা সন্ধি থ
যুদ্ধে পারিবনা, যখন রাত্রিকালে উহারা নিদ্রিত হইবে আমরা
আসিয়া তাহারদিগকে নষ্ট করিব। ইরানিরা ইহারদিগের
পরামর্শ জানিতে না পারিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, কথক রাত্রি গতো
হইলে তরকী সেনা আসিয়া ইরানিদিগের মধ্যে পড়িয়া অনেক
সেনা কাটিল, শুধানে ফরদের মৃত্যু সংবাদ কয়খোছরো
পাইয়া ফরেবোজকে লিখিল যে তুহ আমার আক্রা হেলন
করিয়া কলাত খোররমের পথে গিয়া আমার ভাতাকে নষ্ট
করিয়াছে, অতএব তুহকে আপনি কারাগারে রাখিবেন।
ফরেবোজ এই পত্র পাইয়া তুহকে কারাবদ্ধ করিল, আর পিরান
নওএছাকে পত্র লিখিল যে রাত্রিযোগে ডাকাইতের ন্যায়
সৈন্য মধ্যে পড়িয়াছিল সে যোদ্ধাব্যক্তির কর্ম্যনহে, সন্ধ্যা
দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে পার তবে তোমার পুরুষত। পিরান
তুহা এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তর লিখিল যে একমাস পরে

সেনার সঙ্গে যুদ্ধে যুদ্ধ করিব, গতো রাতে অন্য পদাতি-
 কেয়া যুদ্ধ করিয়াছিল আমি তাহা জ্ঞাত নহি; পরন্তু ইহানে
 উভয়ে থাকিল। একমাস গত হইলে উভয় সেনায় সম্মুখ যুদ্ধে
 প্রবৃত্ত হইলে প্রথমত গেও রণস্থলে গিয়া অনেক তুরানিসেনা
 নষ্ট করিয়া আপন শিবিরে আইল তৎপরে বেজন রণস্থলে
 প্রবিষ্ট হইয়া বহু সেনা বিনাশ করিল, তদুপরে তুরানি সকল
 সৈন্য একত্র হইয়া ইরানের সৈন্যে পড়িয়া অনেক পদাতির
 প্রাণ নষ্ট করিল, করেবোজ ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া পর্ততো-
 পরি গেল তাহা দেখিয়া গোদরজ ও কেশতহম উভয়ে একত্র
 হইয়া যুদ্ধ করিবার মনস্তকরিয়া বেজনকে কহিলেন যে করে-
 বোজের নিকট হইতে কাবিয়ানি নিশান আনাগুন কর ?
 বেজন নিশান আনিতে গেলে করেবোজ বেজনকে কহিল
 তুরানিসৈন্য অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে এখন আমি যুদ্ধে জাইবনা
 এব' নিশানও দিবনা, বেজন তাহা না শুনিয়া নিশান লইয়া
 গোদরজের নিকটে আইলে গোদরজ ও কেশতহম ঐ নিশান
 সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিলেন, অনেক কণ পর্যন্ত দুই সৈন্যে যুদ্ধ
 করিয়া উভয়ের অনেক সেনাবিনষ্ট হইল তন্মধ্যে ইরানের
 অধিক সেনা মরিল। গোদরজ নিজ পরিবার পুত্র পৌত্রে
 আটাতুর জনের মধ্যে সন্তরজন মারা পড়িল; আর আফরাছি
 রাবের ও শিরানওএছার আত্মীয় বহুকু স্বমর্য মত পুরান
 আর তিনসত্ত মল্ল মরে একতরফ উভয় দলের কত সেনা মারা
 গেল তাহার সংখ্যা হইলনা; শিরানওএছা আফরাছিরাবকে
 লিখিল যে অহা, আমার দিগের জয় হইয়াছে। আফরাছিরাব
 ইহা শুনিয়া তাবত সৈন্যকে পারিতোষিক দিয়া শিরানওএ-

হাকে পালের উত্তর লিখি যে আপনি অন্য যুদ্ধে জয়ি হই-
 রাছেন ইহাতে আনন্দ হইবে নী। সাবধান থাকিবেন
 কারণ আমি স'বাদ পাইরাছি ক'থোছরো রোস্তমকে সঙ্গে
 লইয়া যুদ্ধে আসিতেছে, পিরান ও এছা এই পত্র পাইয়া তাহার
 উত্তর লিখিল আপনি এবিষয়ে নিশ্চিত থাকিবেন সে যুদ্ধে
 একে সঙ্গে জয়ি হইব জানিবেন; ইরানি দিগের মন ভয়বুলিয়া
 করে বোজ ক'থোছরোর নিকটে গেলেন, ক'থোছরে আপন
 ভাতা ফকর ছিয়াওসের মৃত্যু শুনিয়া অবধি সোকাকুল ছিল
 এবং যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া
 দিবারাত্র সোক সাগরে মগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন
 তাহা দেখিয়া সেনাপতিরা রোস্তমকে কহিল তুমি বাদসাহকে
 প্রব'বাক্য দাও তাহার শাস্তনা কর, আর তুহকে কয়েক
 হইতে মৃত্ত কর, রোস্তম ক'থোছরোর নিকটে গিয়া অনেক
 বুঝাইয়া তুহকে মৃত্ত করিলেন। পরে ক'থোছরো রোস্তম ক
 কহিলেন পিরান ও এছার যুদ্ধে তোমাকে জাহিতে হইবে; রো-
 স্তম কহিল তু পিরান ও এছার সঙ্গে যুদ্ধে জাউক আকরাছি-
 রাব আইলে আমি যুদ্ধে জাহিব, পরে তুহকে অনেক সেনা
 সঙ্গে দিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন তু তখারগিয়া সপ্তাহ দিবারাত্রি
 যুদ্ধ করিল অতীত হোমান আসিয়া অনেক সেনা বিনাশ
 করিল তাহা দেখিয়া আর কেহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
 আইল না, তখন হোমান সুহকে যুদ্ধে অহান করিবার তুহ
 যাহিতে উদ্যত হইলে গোদরক তাহাকে যাহিতে না দিয়া আপন
 পুত্র গেওকে পাঠাইল, গেও তখার গিয়া হোমানের সহিত
 অনেক যুদ্ধ করিয়া উভয়ে ক্লান্ত হইয়া আপন ২ সৈন্য মধ্যে

প্রবেশ করিল তখন উত্তর পক্ষে সেনা সমূহে যোঁরতর যুদ্ধ করিয়া অনেক সেনা মারা পড়িল দিবা অবসান হওয়াতে যুদ্ধ স্থগিত করিয়া সকলে আপন ২ শিবিরে গেল। পিরান ওএছার নিকটে বাজদনামক একজন জাদুকর অর্থাৎ কুত্থানি ছিল তাহাকে কহিল যে তুমি যেমত কোন কুত্থক প্রকাশ কর যদ্বারায় ইরানি সেনার উপর বড়বৃষ্টি বরফ ইত্যাদি উৎপাদ হয়, ইরানিদিগে এক প্রকার বিত করিতে পারিলে আমরা অনায়াসে জয়ী হইতে পারিব। বাজদ ইহা শুনিয়া পর্ততের উপর উত্থিত হইয়া অনেক প্রকার কুত্থক আরম্ভ করিল, কণকাল পরে বড় বৃষ্টি, বরফ আরম্ভ হইয়া ইরানি সৈন্যের দিগে চলিল তাহাতে ইরানিসৈন্যেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া অচলের ন্যায় হইল। পিরানওএছা ইরানিদিগকে অত্যন্ত কাবু দেখিয়া আপনি ও হোমান সেনা সহিয়া উত্তর পাশে গিয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল, তাহা দেখিয়া গোদরজ ও তুহু ইঁধরের নিকটে অনেক রোদন পূর্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিছুকাল পরে একজন শুপ ধীর ন্যার উপস্থিত হইয়া অঙ্গুষ্ঠী দ্বারায় পর্তত চিহ্ন করিয়া অদর্শন হইল, তাহা দেখিয়া গোদরজ রহাম নামক একজন সেনাপতিকৈ কহিল তুমি একবার পর্ততোপরি উঠিয়া অনুসন্ধান কর রহাম তদ্বাক্যে শিখরে গিয়া দেখে একজন তথায় বসিয়া নানা প্রকার দ্রব্য লইয়া মন্ত করিতেছে। রহাম তাহাকে দেখিয়া বসিল যে এই ব্যক্তি জাদুকরিতেছে এতমিষ্টে আম-রদিগের প্রতি এতরূপ উৎপাত ইহাতেছে। তখন রহাম তাহার হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া কহিল যদি বড় বৃষ্টি বরফ শীঘ্র

নিবারণ না করি তবে এখন তোমার প্রাণ বিনাশ করিব ? সে
 ইরানি লোক দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল যদি আমার প্রাণদান
 দেন তবে এখন ঝড় বৃষ্টি নিবারণ করি। রহাস তাহা স্বীকার
 করিল, তখন ঐ কহকী ব্যক্তি অন্য কোন প্রকরণ করিয়া ঝড়
 বৃষ্টি দূর করিল। পরে তাহাকে আনিয়া আপন সৈন্য মধ্যে
 রাখিল, পরদিন তুরানি সৈন্য আনিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল।
 ইরানি সৈন্য ঝড়বার্ষিক দ্বারা অতি কাতরাছিল তৎপ্রযুক্ত বৃদ্ধে
 অল্পম হইয়া পর্বতের উপর এক ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল সকলে সেই
 মতে রহিল আর তাহার চতুর্দিকে রক্ষক রাখিল, পিরান-
 ওএছা তাহা দেখিয়া সৈন্যে তদ্বিকটে অবস্থিত করিল, তাহা
 শুনিয়া তুহু কয়খোছরোকে এই সমাচার লিখিল, আর পি-
 রানওএছা আকরাহিয়াবকে লিখিল যে ইরানিরা পরাজয়
 হইয়া এক দুর্গ মধ্যে রহিয়াছে, আপনি কিছু সৈন্য শীঘ্র পাঠা-
 ইলে সকলকে ধৃত করিয়া লইয়া যাই, ওখানে কয়খোছরো
 তুহুর পত্র পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ রোস্তমকে তুহুর নিকটে
 প্রেরণ করিলেন; তুহু রোস্তমের আগমন সংবাদ শুনিয়া
 গোদরজকে অগ্নির পাঠাইয়া দুর্গ মধ্যে লইয়া সকল সমাচার
 কহিল। আকরাহিয়াব পিরানের পত্র প্রাপ্তে কামুছ ও আক-
 বুছ ও সঙ্কল এই তিনজন বলবান্ ও থাকানচিন চিনদেশীয়
 বাদশাহ তাহার সৈন্যসহিত পিরানওএছার নিকটে পাঠাইল
 পিরানওএছা রোস্তমের আগমনের সংবাদ শুনিয়া কামুছের
 নিকট গিয়া রোস্তমের অনেক প্রশংসা করিবার সে কহিল
 তাহার গুণানুবাদ অবশ্যে কি ফল যুদ্ধ হইলেই জানাজইবেক
 পরে থাকান চিনের সহিত পরামর্শ করিয়া সে দিবস যুদ্ধ

স্থগিত রাখিয়া পরদিবস প্রাতে পিরানওএছা আপন সৈন্য
এবং থাকান চিনের সৈন্য ও কাম্বুছের সৈন্য এই তিন একত্র
করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল। এখানে সুসৈন্যে রণস্থলে
রোস্তুম আসিয়া তুরানীর অনেক সৈন্য দেখিয়া ঈশ্বরকে
স্মরণ মনন করিয়া দস্তারমান হইল, তখন তুরানের সৈন্য
হইতে আকবুছ নামক একজন প্রধান বোদ্ধা আসিয়া প্রতি
বোদ্ধাকে আহ্বান করিল, ইরানীয় সৈন্য হইতে রহাম অগ্
সর হইয়া তাহার সহিত পুখমতঃ বাণ যুদ্ধ করিল পরে রহাম
আকবুছকে এক গদা পুহার করিল তাহাতে কিছুই হইলনা।
তৎপরে আকবুছ রহামকে এক গদা পুহার করিল রহাম
ঢাল দ্বারা নিবারণ করে কিন্তু ঐ ঢাল ভাঙ্গিয়া খণ্ড ২ হইয়া
তাহার মস্তকে লাগিল, রহাম তাহা সহ্য করিতে নাপারিয়া
পলায়ন করিল তাহা দেখিয়া আকবুছ আপন সৈন্য মধ্যে
চলিল এমন সময়ে রোস্তুম চিৎকার করিয়া কহিল এখনি
কোথা যাও আকবুছ ঐ চিৎকারে ভীত হইয়া পুনরাগমন করত
রোস্তুমের প্রতি তির নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল;
রোস্তুম বক্ষ লক্ষ করিয়া আকবুছের বক্ষস্থলে এমন এক
তীর মারিল সেই তীর আকবুছের পৃষ্ঠদেশে ভেদ করিয়া
বাহির হইল তাহাতে কাতর হইয়া লুমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ
করিল। রোস্তুম আকবুছকে একতীরে বধ করিল এজন্য
আকাশ মাগেজয়ধ্বনি হইল এবং চন্দ্রদিকে ধন্য ২ সঙ্গ হইতে
লাগিল। রোস্তুম অচল স্বরূপ হাঁতাইয়া তুরানিদিগকে পুনঃ
যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছে কিন্তু রোস্তুমের নিকটে আসিতে

কাহারও সাধ্য হইলনা। রণস্থল হইতে আশুবুছকে লইয়া
 থাকান চিন তাহার বক্ষ হইতে তীর বাহির করিতে কহিলেন
 পরে তীরবাহির করিলে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করত
 পিরানওএছাকে কহিল রোস্তমের যুদ্ধের প্রশংসা যে করি
 রাচ্ছে সে যথার্থ এপুকার তীর নিক্ষেপ করিতে কোন যোদ্ধা
 কে কখন দেখিনাই, রোস্তমেরভর তাহারদিগের মনে পূবেশ
 করিল সে দিবস যুদ্ধ স্থকিত করিয়া পর দিবস পুাতে থাকান
 চিন আপন সেনাপতিদিগকে কহিলেন যে আশুবুছের বধের
 পরিবর্তে রোস্তমকে কে বধ করিবে? কামুছ কহিল আমি
 তাহাকে বধ করিব; ইহা কহিয়া অথারোহণ পূর্বক রণস্থলে
 আসিয়া রোস্তমকে ডাকিল তখন রোস্তমের কাবলি একশিষ্য
 আলওয়ান নামক সে কহিল আমি কামুছের সহিত যুদ্ধ
 করিতে যাইব ইহা শুনিয়া রোস্তম অনুমতি করিলেন তখন
 আলওয়ান কামুছের নিকটে আসিয়া মাত্র কামুছ তাহাকে
 শূলাঘাতে অশ্ব হইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার মস্তক ছেদন
 করিল। রোস্তম তাহা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হওত কামুছের
 সন্মুখে উপস্থিত হইয়া মেঘের ন্যায় গর্জন করিল, কামুছ
 কহিল আমি আশুবুছ নহি যে তোমার গর্জনে ভীত হইব
 তোমার রূপ চিৎকারের আবশ্যিক কি? রোস্তম কহিল
 ব্যাঘ্র শীকার করিবার সময়ে চিৎকার করিয়া থাকে, ইহা
 শুনিয়া কামুছ অতি শীঘ্র পাশাঙ্গ বাহির করিয়া রোস্তমের
 পৃষ্ঠি নিক্ষেপ করিবার রোস্তম আপনাকে রক্ষা করিলে কিন্তু
 তাহার ঘোটকের মাথায় বদ্ধ হইল; পরে রোস্তম সেই কমন
 ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল আর একদিগে কামুছ টানিতে

লাগিল দুইজনের আকর্ষণে একমন্দাছিল হইয়া গেল, কামুছ সেই বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অধ হইতে ভূমে পতিত হইল তৎক্ষণাৎ গাত্রোথান করিয়া অস্থারোহণ যেমত করিলে সেইসময়ে রোস্তুম তাহার গলদেশে পাশাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধ করত আপন সৈন্য মধ্যে আনিয়া মস্তক ছেদন করিল। পিরানওএছা তাহা দেখিয়া থাকান চিনকে কহিল আমার সৈন্য গণভীত হইয়াছে রোস্তুমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কেহ সন্মত নহে; থাকানকহিল আপনি ভীত হইবান্য কল্য আমি তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব। পরদিবস থাকানের একজন প্রধান সেনাপতি চঙ্গস সে রণস্থলে উপস্থিত হইলে রোস্তুম তাহাকে দেখিয়া হাস্য করিল, তাহা দেখিয়া সে রোস্তুমের প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করে রোস্তুম ঢাল দ্বারা নিবারণ করিল কিন্তু ঐ ঢাল ভেদ করিয়া রোস্তুমের সাজাওয়া বিদ্ধি-বায় রোস্তুম তলওয়ার হস্তে লইয়া তাহাকে বধার্থে ধাবমান হইল তাহা দেখিয়া চঙ্গস পলায়ন করিবার সময়ে রোস্তুম অতি বেগে ধাবমান হইয়া তাহার ঘোটকের পৃষ্ঠে ধরিয়া আকর্ষণ করিল তাহাতে চঙ্গস ঘোটক হইতে ভূমে পড়িল; রোস্তুম তৎক্ষণাত তাহার মস্তক ছেদন করিয়া পুনর্বার তুরানিদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল কিন্তু রোস্তুমের সন্ন্যাসে আসিতে কাহারও সাধ্য হইল না, কিয়ৎ কাল পরে হোমান রোস্তুমের নিকটে আসিয়া কহিল তুমি তুরানের অনেক সরদারদিগকে বধ করিলে আর কোশ দিতেছ তোমার পুত্র ছোহরাব মৃত্যু কালে তুরানিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল তুমি তাহা বিস্মৃতি হইলে? রোস্তুম কহিল সে কথা সত্য

কিন্তু তোমরা ছিয়াগসকে অতি অন্যায় করিয়া নষ্ট করিয়াছ
আমি ছিয়াগসকে ছোহরাব অপেক্ষা ঘেঁহ করিতাম তোমরা
যদি এ কুকাজ না করিতে তবে আমি আর তোমাদেরিগের
সহিত যুদ্ধ করিতাম না । পিরানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে
সকল কথাই কহিতাম তোমার যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
বাঞ্ছা থাকে তবে যুদ্ধ কর নতবা বহুতানে প্রস্থান কর ।
হোমান তথা হইতে গিয়া পিরানকে সমুদয় বৃত্তান্ত আনপূর্বক
কহিয়া কহিল তুমি রোস্তুমের নিকটে গমন কর; পিরান ও এছা
ইহা শুনিয়া আসিবার মনস্ত করিয়া থাকান চিনের নিকটে
গিয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করিলে সে কহিল তোমার যাওয়া
অনোচিত ইহা কহিয়া হোমানকে তিরস্কার করিল যে তুমি
ভীত হইয়া রোস্তুমের শরণাগত হইতে গিয়াছিলি? হোমান
রাগত হইয়া কহিল এই তুরানি কিয়া ইরানি সৈন্যের মধ্যে
এমত বলবান্ কেহ নাই যে রোস্তুমের সহিত সন্মুখ যুদ্ধ করে
অতএব সাক্ষি করাই কৰ্ত্তব্য জানিবেন ।

॥ পয়ার ॥

সিংহের স্বরূপ এই রোস্তুম জাবলি । ইহার নিকটে তুমি
আমি হে ছাগলি ॥ দৈত্যাদি তাহার নিকটে নাহি যায় ।
সিংহ হস্তি কুন্তিরাদি দেখিয়া পলায় ॥ আকরা ছিয়াব হেন
যোদ্ধা সেহ করে ভয় । রোস্তুমের ভয়ে ব্যাঘ্র ছাগল চরায় ॥
সাক্ষি যদি করে তবে প্রাণ লৈয়া যাবে । নতবা মাঠেতে দেহ
অগালেতে থাকে ॥

খাকানচিন ইহা শুনিয়া রাগত হইয়া পিরানকে কহিল ইতাকে
আমার সন্মুখ হইতে দূর কর এ কাপুরুষ ইহার মখ দেখা

উচিত নহে? পিরান থাকানক অনেক প্রকার প্রবোধ
বাক্যে শাস্তনা করিয়া কহিল একবার রোস্তমের সহিত
সাক্ষাৎকরা কর্তব্য ইহা কহিয়া রোস্তমের নিকটে গিয়া অনেক
প্রশংসা ও শিষ্টাচারি করিয়া কহিল যে আফরাছিয়াব কয়-
খোছরোকে নষ্ট করিতে উদ্যত ছিল আমি তাহাকে অনেক
হিতোপদেশ দ্বারা ক্ষান্ত করিয়া আপন বাটিতে কয়খোছ
রোকে রাখিয়াছিলাম, রোস্তম কহিল সে বাক্য সত্য বটে
কিন্তু আফরাছিয়াব অতি অন্যায় করিয়া ছিয়াওসকে নষ্ট
করিয়া পুনরায় তুরানে উৎপাৎ ঘটাইয়াছে। পিরান কহিল
যদি তুমি মতো বিবাদ স্মরণ না করিয়া পুনরায় সন্ধিকর তবে
চিরকাল তোমার বাধ্য থাকিব এই ধঙ্কতঃ সত্য করিতেছি
রোস্তম কহিল তুমি ও আফরাছিয়াব বিশেষরূপে জ্ঞাত আছ
যে আমি সন্ধি করিতে কখন সম্মত নহি তবে তোমার অনু-
রোধে সন্ধি করি যদি আমার বাক্য রাখ। পিরান কহিল
সে কথা কি! তাহা শুনিলে বিবচনা করিব? রোস্তম কহিল
করছেওজ শত্রুতাকরিয়া ছিয়াওসকে নষ্টকরে আর গরদোষ
ছিয়াওসের মস্তক ছেদন করে সেই দুইজনকে প্রদান কর
তাহারদিগের মস্তক আমি স্বহস্তে কাটিব আর গোদরজের
পুত্র পৌত্রাদিকে যাহারা নষ্ট করিয়াছে তাহারদিগকে দেও
কয়খোছরোর নিকটে লইয়া যাই ইহা হইলে যুদ্ধে ক্ষেপ্ত হইতে
পারি; একথা কেবল তোমার অনুরোধে কহিলাম। পিরান
তথা হইতে আনিয়া থাকানচিনকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল সে
সকল সরদারদিগকে ডাকাইয়া ইহার কর্তৃকীকর্তৃকী জিজ্ঞাসা
করিল? সকলে শুনিয়া নিরব রহিবায় সমস্ত নামক

খাকানচিনের একজন প্রধান সেনাপতি সে কহিল আমি সজ্জি-
 করিতে সম্মত নহি, রোস্তম আমারদিগের দুইজন প্রধান বল-
 বানকে মারিয়াছে তাহাতে কিছ ক্ষতি নাই তাহারদিগের
 অপেক্ষা অধিক বলবান আমারদিগের বহুসংখ্যক সেনা আছে
 ইহার এক জনেও কি রোস্তমকে পরাজয় করিতে পারিবেক না।
 খাকান ইহা শুনিয়া ভুট্ট হইল কিন্তু পিরানও এছা ভাবিত
 হইয়া নিরব রহিল। পর দিবস সঙ্গল রণক্ষেত্রে আসিয়া
 রোস্তমকে যুদ্ধে আহ্বান করাত রোস্তম আসিয়া তৎক্ষণাৎ
 একশ লাঘাতে তাহাকে ঘোটক হইতে ভূমে ফেলাইয়া দিলে
 সে অতি শীঘ্র গাত্রার্থান করিয়া আপন সৈন্য মধ্যে পলা-
 ইয়া গেল, তাহা দেখিয়া রোস্তম তাহার পশ্চাৎ ধাবমান
 হইল খাকানচিনের সেনাগণেরা পথ রুদ্ধ করিল, সঙ্গল
 খাকানের নিকটে গিয়া কহিল যে রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করা
 মনস্যর সাধ্যকি দৈত্য ও সিংহ হস্তি প্রভৃতির সাধ্য নাই,
 আর যদি কেহ জায় সে আর ফেরেনা। খাকান কহিল তুমি
 কল্য কহিয়াছিল রোস্তমকে পরাজয় করিব। অদ্য একপ
 কহিতেছ, সঙ্গল কহিল আমি একা তাহার নিকটে যাইতে
 পারিব না, খাকান পাঁচসহস্র সেনা তাহার সঙ্গে দিয়া পুনর্বার
 যুদ্ধ করিতে পাঠাইল, তাহা দেখিয়া ইরানের অনেক সেনা
 রোস্তমের নিকটে আইল উভয় সৈন্যে যোঁরতর যুদ্ধ হইল
 তৎপরে ছাওয়া নামক কামুছের আত্মীয় এক সরদার রোস্ত-
 মের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইলে রোস্তম তাহাকে আনিবা
 নামক এক গদাঘাতে যমালয়ে পাঠাইল। পরে কাহারকসানি
 নামক আর একজন বলবান যোদ্ধা আইল তাহাকেও তৎক্ষ

নাৎ নিপাত করিয়া রণমণ্ড হইয়া আপন সৈন্য গণকে কহিল
তোমরা আমার পৃষ্ঠ দেশ রক্ষার নিমিত্তে আমার পশ্চাৎ আই-
সহ আমি থাকান চিনকে ধরি ইহা কহিয়া তুরানের সেনার
মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক সেনা সংহার করিল, তাহা
দেখিয়া থাকান রোস্তমকে কহিয়া পাঠাইল যে আপনি কি
নিমিত্তে এত লোক নষ্ট করিতেছ আমার সঙ্গে সন্ধিকর।
রোস্তম কহিল থাকান যদি আপনি তাজ ও তক্ত দেয় তবে
তাহার প্রাণ দান দিব নতবা এইক্ষণে তাহাকে রণভূমে শয়ন
করাইব, থাকান ইহা শুনিয়া রাগম্বিত হইয়া উত্তম এক শ্বেক
হস্তিতে আকৃষ্ট হইয়া যুদ্ধে আইল এবং আপনার সেনা সমূহকে
কহিল রোস্তমের প্রতি তীর বর্ষণ কর, রোস্তম সেই সকল
তীরের আঘাত সহ্য করিয়া অতি শীঘ্র থাকানের নিকটে
গিয়া পাশাশ্রম নিক্ষেপ করিয়া থাকানকে বাঞ্ছিয়া হস্তি হইতে
ভূমে ফেলিল। রোস্তমের সঙ্গে যাহারা ছিল তাহারা থাকান
নের দুই হস্ত বন্ধন করিয়া টানিয়া তুছের নিকটে আনিল,
থাকান চিনের লঙ্কর ও তুরানের সৈন্য তাহা দেখিয়া পলায়ন
করিল বেল। অবসান হইয়াছিল এ জন্য সকলে আপন ২
শিবিরে প্রবেশ করিল যখন রাত্রী ঘোর অন্ধকার হইল তখন
তুরানের সৈন্যরা শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পর
দিবস প্রাতে ইরানিরা দেখিল যে তুরানিরা পালাইয়া গিয়াছে
তাহারদিগের শিবির অন্বেষণ করিয়া অনেক ধন সম্পত্তি
প্রাপ্ত হইয়া কয়খোছরোর নিকটে পাঠাইল; কয়খোছরো
তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ধন সকল সরদার ও সেকাহদি-
গকে অংশ করিয়া দিলেন। রোস্তম আকুরাছিয়াবের সঙ্গে

যুদ্ধ করিতে তুরানে যাত্রা করিল। পিরানওএছা আফরাছি-
 য়াবেকে যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলে সে অতি ভাবিত ও
 ভীর্ণ হইয়া সকল সরদারদিগকে ডাকাইয়া কহিল এখন
 কি কত্তব্য? তাহারা কহিল আমরাদিগকে নাকহিয়া আপনি
 চিনের বাদসাহকে সহায় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা অনেক
 মারা পড়িয়াছে বাকি যাহাছিল তাহারাও পলাইয়াছে, ইহা
 ভেই, আমরা সকলে পলাইয়া আসিয়াছি? পুনর্বার আমা
 দিগকে পাঠাও আমরা রোস্তমকে মারিব? বাদসাহ কহিল
 রোস্তমকে মারা সামান্য কথা নহে সে অতি কঠিন। আফরা-
 ছিয়াবের এক মিত্র পুলাদওন্দ নামক ছিল আফরাছিয়াব
 এই যুদ্ধের সহায় জন্য তাহাকে লিখিয়াছিলেন সে আসিয়া
 তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া কহিল আমি রোস্তমকে বধ করিব
 ইহা কহিয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলে গিয়া যোদ্ধাগণকে যুদ্ধার্থে
 আহ্বান করিল তখন গেও যুদ্ধ করিতে গেল পুলাদওন্দ অতি
 শীঘ্র কমন্দ ফেলিয়া গেওকে বাকিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল
 তাহা দেখিয়া রহাম ও বেজন গেওকে বন্ধন মুক্ত করিতে
 গিয়া দুইজনে পুলাদওন্দের উপর দুই কমন্দ নিক্ষেপ করিল
 তাহাতে তাহার এক হস্ত এবং গলদেশ বদ্ধ হইল ইহারা দুই
 জনে আকর্ষণ করিতে লাগিল তখন সেই যোদ্ধা বলপ্রকাশ
 করিয়া ইহারদিগের দুই কমন্দ ছিঁড়িয়া গদা প্রহারে দুইজনকে
 গুরুতর রূপে আঘাত করিল; তাহা দেখিয়া গোহরজ রোস্তম
 কে জানাইল, রোস্তম আসিয়া তাহার প্রতি কমন্দ নিক্ষেপ
 করিল কিন্তু তাহার উপর পড়িল না সে শীঘ্র আশ্রিত রোস্তম
 কে এক গদা প্রহার করিল তাহাতে রোস্তমের কস্তকে লাগিল

এব' রক্তপাত হইল রোস্তম তাহাতে কিছু অবসন্ন হইল।
 পুলাদওন্দ পুনরায় এক তলওয়ার আঘাত করে তাহা রোস্ত-
 মের মাংসওয়ার প্রবিষ্ট হইল না, তাহা দেখিয়া পুলাদওন্দ
 ভাবিত হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে আমি গদাধাতে
 পর্ত্ত চন্দ্র করিয়াছি এব' তলওয়ারে পাখাণাদি খণ্ড ২ করি
 য়াছি কিন্তু রোস্তমের কিছুই হইলনা, এখন মল্লযুদ্ধ করিয়া
 দেখি ইহাই ধায়্য করিয়া রোস্তমকে কহিল তোমাতে আমা-
 তে মল্ল যুদ্ধ করি ? রোস্তম কহিল তোমায় আমার বাছ যুদ্ধ
 করিব অন্য কেহ কাহার সাহস্য করিতে পারিবেক না আর
 উভয়ের সেনাঅঙ্গ কোস অন্তরে থাকিবে, আফরাছিয়াব এই
 সত্য করে তবে যুদ্ধ করিব। পুলাদওন্দ শুনিয়া আফরাছি-
 য়াবকে ডাকাইল এই অবকাশে রোস্তম আপনার শরীর সজ্জ
 করিল। পরে আফরাছিরাব আসিয়া পূর্কো নিয়ম ধায়্য
 করিয়া দুইজনে বাছ ফোঁটন পূর্কক মল্ল যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল;
 কিঞ্চিদ্বিলম্বে রোস্তম পুলাদওন্দর কটি বন্দধরিয়া শূন্যে
 তুলিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিবার পুলাদওন্দ কণেক কাল মৃত্যু
 কায়ার ন্যায় নিখাসরূপ করিয়া রহিল, রোস্তম বোধ করিল
 মরিয়াছে আপন অধ আনিতে গমন করিল; পুলাদওন্দ
 দেখিল যে রোস্তম কিছুদূরে গিয়াছে, তখন অভিশীঘ্র উঠিয়া
 আফরাছিয়াবের নিকটে গিয়া কহিল রোস্তমের সহিত যুদ্ধ
 করা আমার নহে আমি চান্তর্য্য করিয়া প্রাণ লইয়া আসিয়াছি।
 রোস্তম দূর হইতে তাহা দেখিয়া পুনরায় তাহাকে ধরিতে
 চলিল, অনেক তরানি সেনা রোস্তমের সম্মুখে আসিয়া পথ

রুদ্ধ করিল তাহা দেখিয়া রোস্তম দাঁড়াইল পুনাদওন্দ ভয়ে
 ভীত হইয়া আফরাছিয়াব কেনা করিয়া স্বদেশে এস্থান করিল
 ইহা শুনিয়া পিরানও এহা আফরাছিয়াবকে কহা পুনাদ
 ওন্দর গলায়ন করাতে আমার সকল সেনা ভীত হইয়াছে
 এইক্ষণে আপনকার এস্থানে অবস্থান করা কঠব্য নহে, ইহা
 শুনিয়া আফরাছিয়াব সেস্থান হইতে এস্থান করিল। রোস্তম
 আপন সেনা লইয়া কথক দর তাহারদিগের পশ্চাৎ ধাবমান
 হইয়া ফিরিয়া আসিয়া তুরানিরা যে সকল দ্রব্য ত্যাগ করিয়া
 গিয়াছিল তাহা আপন সৈন্যকে বণ্টন করিয়া দিয়া গেও
 রহাম ও বেজন এই তিনজন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল এত
 ম্রিমিতে তাহারদিগকে তুরানেশ্বর সার জনা রাখিয়া আপন
 কয়খোছরোর নিকটে গেল। কিছুদিন পরে ঐ তিনজন
 আরোগ্য হইয়া সেনা সকলকে সঙ্গে লইয়া ইরানে আইল
 কয়খোছরো তাহার দিগকে দেখিয়া অতিসর জুট হইয়া
 নগরস্থ সমস্ত লোককে নৃত্য গীত ও আনন্দ করিতে আজ্ঞা
 করিলেন ॥

আকওয়ান দৈত্যর সঙ্গে রোস্তমের যুদ্ধ

এক দিবস কয়খোছরো রোস্তম প্রভৃতি সরদার ও পণ্ডিত
 দিগকে লইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন
 সময়ে অধ্যাক্ষ আসিয়া কহিল যে একটা গোরখর হেরিন
 বিশেষ আগিয়া কয়েকটা অশ্ব নষ্ট করিয়াছে? বাদশাহ
 শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিয়া কহিলেন যে গোরখর অশ্ব-
 পেক্ষা বলবান্ নহে কি প্রকার মারিবেক প্রাচীন ও বিজ্ঞ

নকলি কহিল যে সেই স্থানে এক পুষ্করিণী আছে তাহার
 নিকটেই এক বন আছে সেই বনে আকওয়ান নামক এক দৈত্য
 থাকে সে মারাপী নানা প্রকার কপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করে
 সেই ঘোটক মারিয়াছে, ইহা শুনিয়া কয়খোছরো রোস্তমকে
 কহিলেন তোমাকে এই কুশলইতে হইবেক দৈত্যর সঙ্গে যুদ্ধ
 করা কিম্বা দৈত্যকে নষ্ট করা অন্যের সাধ্য নহে। রোস্তম
 ঐ আশ্বাধ্যক্ষের সমতিব্যাহারে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া রাতি
 কালে গোরখরকে দেখিয়া তাহার উপর কন্দ নিষ্ক্ষেপ
 করিলে গোরখর তৎক্ষণাৎ অদর্শ হইল ক্রমে কাল পরে
 কিছুদূরে দেখা দিল, রোস্তম তলওয়ার লইয়া তাহার নিকটে
 গেলেন সেই দৈত্য পুনরায় অদর্শ নহইল, এই প্রকার তিন দিবা
 ওরাত্ত তাহার পশ্চাত ২ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া
 অতিশয় ক্লান্ত হইয়া চতুর্থ দিবস যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া
 ঘোটককে সেই স্থানে চরিতে দিয়া আপনি নিদ্রা গেল; সেই
 সময়ে আকওয়ান দৈত্য আসিয়া রোস্তমকে লইয়া শূন্যে
 উঠান তখন রোস্তমর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া দেখিল যে শূন্যে
 আনিয়াছে, আকওয়ান কহিল তুমি কি প্রকারে মরিবে তাহা
 বন তোমাকে পক্ষিতে কি বনে কি জলে কোথায় নিষ্ক্ষেপ
 করিব? রোস্তম জানিত দৈত্য দিগকে বাহ্য কহা যায় তাহার
 বিপরিত করে, এই নিমিত্তে কহিল আমাকে পক্ষিতে নিষ্ক্ষেপ
 কর, সে একবৃহৎ নদীতে ফেলিল তখন জলচর কুন্তীর প্রভৃতি
 রোস্তমকে গুলি করিতে আইল রোস্তম ঈশ্বর সত্ত্বা পূর্বক তল
 ওয়ার বাহির করিয়া অনেক জল জন্তু বিনাশ করিয়া সমুদ্র
 দ্বারা তটে আসিয়া বজ্রাদি ছুড় করিয়া অশ্ব অনাসন করিতে

গিয়া অথ প্রাপ্তানন্তর আরোহণ করিয়া মনে করিল এখানে বাদসাহর অখালর রাখা উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া ঐ নদীর তীরে যে সকল ঘোটক ছিল তাহার রক্তকদিগকে সমস্ত ঘোড়া লইয়া সঙ্গে আনিতে কহিল, তাহার কহিল এ আফরাছিয়াব বাদসাহর অখালর। কয়খোছরোর অশ্বশালা অগ্নে আছে তাহা শুনিয়া তাহারদিগের প্রহারাদি করিলে তাহার অনেক লোক ছিল রোস্তমকে মারিতে উদ্যত হইল তখন রোস্তম কহিল আমি রোস্তম এ সকল ঘোটক আমার সঙ্গে লইয়া চল নতুবা সকলকে প্রাণে নষ্ট করিব। তাহার ইহা না শুনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, রোস্তম তাহারদিগের অনেককে নষ্ট করিলে কেহ ২ আফরাছিয়াবের নিকটে সংবাদ দিল যে রোস্তম আসিয়া অমুক স্থানের অশ্বশালা হইতে অশ্ব সকল লইয়া গেল, আফরাছিয়াব তাহা শুনিয়া রণোন্মত্ত হস্তি ও চল্লিষ জন বলবান্ মল্ল ও কঙ্ক গুলিন সেনা লইয়া আফরাছিয়াব শীঘ্র আসিয়া রোস্তমকে বেঁটন করিবার রোস্তম তীর ও লওয়ার এবং গদা দ্বারায় অনেককে নষ্ট করিল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব পালায়ন করিল তখন রোস্তম সেই সকল অশ্ব ও যে চারিগা হস্তি আফরাছিয়াবের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহা লইয়া ইরানের নীচা রক্ষকের নিকটে আকওরান দৈত্যকে স্থানে থাকিত সেই স্থানে গিয়া দৈত্যকে ডাকিয়া কহিল আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নাপারিয়া আমাকে নিদ্রাবস্থায় পাইয়া শূন্যলইয়া গিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এবীরের কক্ষ নহে ইহর আমাকে রক্ষা করিয়া তোমাকে মারিতে পাঠাইলেন, দৈত্য রোস্তমকে একবার

শুন্যে লইয়া গিয়াছিল সেই সাহসে রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল তুমি সরিবার বাঞ্ছা করিয়া আমার নিকটে আরবার আসিয়াছ এখনি নষ্ট করিব ইহা কহিয়া বুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রোস্তম শীঘ্র কমন্দ কেলিয়া তাহার দুই হস্ত বান্ধিয়া গদাঘাতে অস্থি চূর্ণ করিয়া তলওয়ার দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কয়খোছরোর নিকটে লইয়া গেল। বাদসাহ তাহার আসিবার সম্বাদ পাইয়া আপনি অগুনত্ন হইয়া রোস্তমকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক প্রশংসা করিল। দৈত্যের মস্তক দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াগম্ব হইল, পরে বাদসাহ রোস্তমকে কয়েক দিন বাটীতে রাখিয়া নৃত্যগীত দ্বারা সম্ভাষণ করিয়া নানা বিধ অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি ও হয় হস্তি প্রদান করিয়া জাহাজস্থানে বিদায় করিয়া আর আপনি নুগয়াহলে দুইদিবস রোস্তমের সঙ্গে গমন করিলেন ॥



বেঙ্গন আকরাছিয়াবের কন্যার প্রেমে বদ্ধ হইল

এক দিবস কয়খোছরে পশ্চিম ও বলবান্ ও প্রধান ২ জনুয়া লইয়া সভায় নানা প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময়ে অতিসয় কোলাহলধ্বনি হইল ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি জন্য এত জনরব হইতেছে? তাহার অনুসন্ধান কর, কেহ আসিয়া কহিল কথকগুনীন একা মালিন করিতে আসিয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারদিকে ডাকিতে কহিলেন; তাহারা আসিয়া বাদসাহকে ছেলাম ও প্রশংসা করিয়া নিবেদন করিল যে আমারদিগের গ্রামের নিকটে এক বৃহদ্বন আছে সেই বন হইতে অতি বিহীনাকার শকরমকল আসিয়া আমারদিগের

ধরবার ক্ষেত্র উচ্ছিন্ন করিল এবং অনেক মনুষ্য হত করিয়াছে
 তাহারদিগের ভয়ে আমরা ভীত হইয়া আপনকার নিকটে
 জানাইতেছি আমরাদিগকে এ আপদ হইতে রক্ষা করুন, বাদ-
 সাহ শুনিয়া বীরগণের প্রতি দৃষ্টি করিলেন তখন বেজন
 উঠিয়া ছেলান করিয়া কহিল আমাদের আচ্ছ হইলে আমি
 তথায় গিয়া শুকর মারিয়া ইহারদিগকে আপদ হইতে মুক্ত
 করি। গেল কহিল এ বালক একজন প্রবিন পাঠানউচিত
 বিশেষতঃ তুরানের নিকটে, বেজন কহিল আমি যুবা বটে
 কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবিন, হে বাদসাহ! আমার মানস পূর্নকর,
 বাদসাহ গোরগিনকে তাহার সঙ্গে দিয়া কহিলেন দুইজনে
 একা হইয়া কল করিবা, ইহারা দুইজনে সেই প্রজাদিগকে
 সঙ্গে লইয়া কথিত দেশে আগত হইয়া কিছু দিনের মধ্যে
 অনেক শূকরমারিয়া বনধ্বং করিয়া প্রজাগণকে শুস্থিরকরত
 তথায় ক্ষেত্র করিতে আচ্ছ করিল, সেখানে অনেক শীকারের
 যোগ্য পশু দেখিয়া আনন্দমনে দুইজনে কিছুদিন শীকারা-
 শয়ে ভ্রমণ করে, একদিন গোরগিন বেজনকে কহিল এখান
 হইতে অতি নিকট এক রম্য বন আছে সেখানে নান প্রকার
 ফলফুল ও শীকার পাওয়া যায় আর জলবার উত্তম, এবং
 অফরাছিয়াবের কন্যা মনিজা নামী পরম সুন্দরী সেইবনের
 নিকট উদ্যানে সর্বদা আইসে, এবং সে দেশে নোক ও
 কহিল মনিজা এখন সেই উদ্যানে আসিয়াছে আমরা জাহ
 হইয়াছি, ইহা শুনিয়া বেজন গোরগিনকে সঙ্গে লইয়া সেই
 বনে শীকার করিতে ও কৌতুক দেখিতে গেলে, পরে বেজন
 সেইখানে পৌছিয়া দূর হইতে দেখিল ঐ উদ্যানে কথক

তিনি ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেছে, বেজন ক্রমে নিকটে গিয়া
 মনিজাকে দেখিয়া অধবাহিয়া দাঁড়ইয়া রহিল এবং মনিজা
 বেজনকে দেখিয়া কামান্দর হইয়া আপন দাসীকে কহিল
 আফরাছিয়াবের ভয়ে পক্ষ এখানে আইসে না; এযুবক গুরুত্ব
 এখানে আসিয়াছে কিন্তু আমরা বোধ হয় এ সামান্য লোক
 হইবেক না তুমি জানিয়া আইস, দাসী বেজনের নিকটে আ-
 সিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে কোথা হইতে এখানে কি
 নিমিত্তে আইলে এ আফরাছিয়াবের কন্যা মনিজার স্নেহ
 উদ্যান তোমার কি জানের ভয় নাই ইহা শুনিয়া বেজন
 কহিল আমি ইহানের একজন প্রধান সেনাপতি আমার নাম
 বেজন; আফরাছিয়াব আমাকে বিশেষ রূপে জানে আমি
 তাহাকে ভয় করি না, এই স্থানে শীকার করিতে আসিয়াছি
 লাম মনিজা এখানে আসিয়াছে শুনিয়া এক অঙ্গুরি তাহার
 নিকটে বিক্রয় করতে আনিয়াছি। দাসী গিয়া মনিজাকে
 এই সকল কথা কহিলে মনিজা কহিল তুমি তাহাকে আমার
 নিকটে আন, দাসী পুনরায় আসিয়া বেজনকে সন্মিলিত
 লইয়া গেল, গোরগিন কহিল অধিক বিলম্ব করা উচিত নহে
 শীঘ্র আসিবা। বেজন মনিজার নিকটে পৌছিলে মনিজা
 তাহার হস্ত ধরিয়া আপন মন্দিরে লইয়া উভয়ে মদিরা পান
 করিয়া মত্ত হইয়া কাম বন্ধে আবৃত হইল; গোরগিন বেজনের
 অনেক বিলম্ব দেখিয়া জানিল যে বেজন বন্ধ হইল, বেজনের
 অশ্রু লইয়া আপনার বাসস্থানে আইল। মনিজা বেজনের
 সন্মিলিত দিন রতি কাঁড়া করিয়া চতুর্থ দিবসে বেজনকে
 অধিক মদিরা পান দ্বারা অজ্ঞান করিয়া হস্তির উপর

উঠাইয়া আপন বাটতে লইয়া গেল, যখন বেজনের মন্তব্য
 ভাগ হইল তখন মনিজাকে কহিল আমাকে কোথায় আনি-
 য়াহ? মনিজা কহিল আমার বাটতে আনিয়াছি, এই স্থানে
 দুইজনে রক্তরসে থাকিব কোন চিন্তা নাই কিছদিন দুইজনে
 শুখে কালযাপন করে; একদিন একজনরক্তক আনিয়া প্রাণের
 ভয়ে বাদসাহর মিকটে গিয়া কহিল যদি আমাকে অত্যাচার
 দেন তবে কিছু নিবেদন করি। বাদসাহ কহিলেন তুমি নিভয়
 হইয়া কহ; সে কহিল বেজন নামক ইরানের একজন সরদার
 কে আমারদিগের সাহায্যে মনিজা কিপ্রকার গোপন করিয়া
 আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছেন
 আমরা পরস্পর। শুনিয়া সাক্ষাতে নিবেদন করিলাম যাহা
 কথব্য হয় তাহা করণ বাদসাহ এইকথা শুনিয়া রাগত ও
 সোকাবল হইয়া কহিল ॥

পৃথিবী পতির যদি কন্যা যত্নে থাকে। দুঃখাগ্য পুরুষ বলে
 হবে ডাকে ডাকে ॥

বাদসাহ আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলকে ডাকাইয়া পরামর্শ বিজ্ঞাসা
 করিলেন? সকলেই এ দুইজনকে মর্ড করিতে কহিল, তখন
 করছেওজকে কহিলেন তুমি গিয়া বেজনের মন্তব্য ছেনদ
 করিয়া আন; সে গিয়া দেখিল যে দুইজনে মদ্রা পান করিয়া
 হাস্য কৌতুকে মগ্ন আছে। করছেওজ এক নক করিলে পর
 বেজন তাহাকে দেখিয়া এক তলওয়ার লইয়া তাহার সর্গুখে
 আসিয়া কহিল আমার নাম বেজন আমি গেওয়ার পুত্র
 রোস্তমের দৌহিত্র যদি আমার সহিত যুদ্ধ করণের ইচ্ছা থাকে
 তবে মাঠে তুরানের সকল সরদার কে মারিব আর যদি

আমাকে নষ্ট না কর ধর্মতঃ সত্য কর তবে আমি তোমার সঙ্গে
বাদসাহর নিকটে যাই; করছেওজ মনোমধ্যে বিবেচনা
করিল সহজে ইহাকে মারা তার হইবেক প্রণয় করিয়া লইয়া
জাই, তখন বেজন কে কহিল তোমার নিকটে ধর্মতঃ সত্য
করিতেছি বাদসাহকে কহিয়া তোমার অপরাধ ক্ষমা করা-
ইব এই সত্য করিলে বেজন তলওয়ার রাখিল, করছেওজ
তাহার হস্ত বান্ধিয়া বাদসাহর সম্মুখে আনিব বাদসাহ কহি-
লেন তই আমার অন্তঃপুর মধ্যে কিপ্রকারে প্রবেশ করিলি ?
বেজন কহিল আমি শীকার করিতে আসিয়া শান্ত যুক্ত হইয়া
বনমধ্যে শয়ন করিয়াছিলাম কোন দৈত্য সেই সময়ে আমা-
কে উঠাইয়া এখানে আনিয়াছে। বাদসাহ কহিল তুই সেই
বেজন তই আমার অনেক সেনাকে নষ্ট করিয়াছিস এখন
হস্ত বান্ধা দাঁড়াইয়া স্থিলোকের ন্যায় স্বপ্ন ছলের কথা কহি-
তেছিস; বেজন কহিল আমি কেবল করছেওজের সত্য ধর্মে
হস্ত বান্ধাইয়াছি নতুবা তুরানে এমন বলবান্ বেহু নাই যে
আমার হস্ত বন্ধন করে, আমার হস্তের বন্ধন খুলিয়া তোমার
বলবান্ দিগকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেও আমি সকলের সহিত
যুদ্ধ করিয়া উহারদের নষ্ট করি, বাদসাহ রাগত হইয়া তাহাকে
শূলে দিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন বাদসাহর লোকে বেজন
কে শূলে দিতে লইয়া চলিল। এই জনরব নগর মধ্যে হইলে
পিরানন্তএছা শুনিয়া সেই স্থানে আসিয়া কহিল আমি যে
পর্যন্ত বাদসাহর নিকটে হইতে অন্য ছকুম নাপাঠাই সেপর্যন্ত
বেজন কে নষ্ট করিবান্না, পিরানন্তএছা তথা হইতে আফরা:

ছিন্নাঘের নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল তখন বাদসাহ পুনঃ পুনঃ তাহাকে বসিতে কহিলেন তথাপি দাঁড়াইয়া রহিল, তখন বাদসাহ কহিলেন তোমার কি প্রার্থনা তাহা কহ তখন কি রাজ্য চাহ তোমাকে আমার অধের কিছুই নাই? পিরানও এছা একপ অনগুহ বাক্য শুনিয়া কহিল হে বাদসাহ; বেজন কে নষ্ট করিবেন না, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য বিবেচনা করিয়া দেখুন যে এক ছিন্নাওসকে নষ্ট করিয়া দিবারাত্র ইরানিদিগের সহিত সর্বদা যুদ্ধ বিগ্ৰহ হইতেছে আর বার বেজনকে যদি নষ্ট করেন তবে তুরানে কেহু ক্রণকালের নিমিত্ত্য স্তম্ভির থাকিতে পারিবেন না ছিন্নাওসকে মারিয়া এক বিশ বৃক্ষ রোপন করিয়াছেন আরবার বেজনকে যদি নষ্ট করেন তবে সেই বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করিয়া সেই বিশ বৃক্ষকে ফলবাণ করিবেন এক খুন করিয়াছ তাহাতেই দেশস্থ সকলেই অস্থির দুই খুন হইলে ইরানিদিগের নিকটে জাইতে পারিব না। বাদসাহ কহিল বেজনকে ত্যাগ করিলে অপযশ হইবে; পিরান কহিল তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখ; তাহার বাক্যে সম্মত হইয়া করছেওজকে কহিলেন বেজনকে লৌহ সংযুক্ত করি। কারাগারে বদ্ধ কর, আর মনিজাকে ও তাহার নিকটে রাখ আর এমনত কৌশে রাখিবা যাহাতে দুই জনে শীঘ্র জমালয় প্রস্থান করে। করছেওজ রাজাজ্ঞা প্রমানে বেজনকে আনিয়া বদ্ধ করিল; মনিজাকে তাহার মাতা বদ্ধ করিতে দিলেন। কিন্তু সেই বন্ধি সাবার মধ্যেই রহিল, উত্তরে সর্বদা রোদন করিত এইরূপে কিছুদিন গত হইল। ওখানে গোরগিন বেজনের অশ্ব লইয়া কিয়ৎকাল সেই দেশে বাস

করিয়া পরে ইরানে গিয়া কয়খোছরোর সহিত সাক্ষাত
করিয়া বেজনের অশ্ব দিলে গোদরজও গেও কহিল বেজন
কোথায় তাহার অশ্ব আনিয়াছ সে কোথায় রহিল তাহা বল
গোরগিন কহিল বেজন এক গোরখরের পশ্চাৎ ধাবমান
হইলে আমি তাহার পশ্চাৎগামি হইলাম অনেক দূর গিয়া
অদরসণ হইল; আমি কথক দূর গিয়া বেজনের অশ্ব মাঠে
দেখিয়া আনিয়াছি, ইহা শুনিয়া গেও গোরগিনকে কাটিতে
উদ্যত হইল। গোদরজ নিষেধ করিয়া বাদসাহকে সমস্ত
বিবরণ জ্ঞাত করিল; বাদসাহ শুনিয়া অনেক খেদ করিয়া
পরে গণক ও পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া গণনা করিতে কহি
লেন; তাহারা গণনা করিয়া কহিল বেজন মরেনাই কিন্তু মৃত
তুল্য হইয়া তরানে বদ্ধ আছে পরে কয়খোছরো জাম জাং
নমায় নামক এক পেয়লা তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহাতে
মদিরা কিম্বা শকরোদক পরিপূর্ণ করিয়া যে মনন করিয়া দৃষ্ট
পাত করিত তাহা প্রতক্ষ্য দেখিতে পাইত, সেই পাত্র আনা-
ইয়া তাহাতে মদিরা পূর্ণ করিয়া আপনি দেখিয়া কহিলেন
যে বেজন তরানে আফরাছিয়াবের বন্ধি মালায় হস্তপদে
গৌহমুক্ত হইয়া অন্ধকূপের ন্যায় এককঠারে বদ্ধ আছে; গোদ
রজ কহিল যদি আজ্ঞা হয় তবে আমি সৈন্যসঙ্গে লইয়া তাহা
কে আনিতে যাত্রা করি; বাদসাহ কহিল তোমার কক্ষ নহে
রোস্তম গমন করিলে অনাব্রাসে আনিতে পারিবেক। পরে
বাদসাহ রোস্তমকে আনিতে গেওকে পাঠাইলেন সে গিয়া
রোস্তমকে সমুদয় বিবরণ জ্ঞাপন করিলে রোস্তম শুনিয়া
কহিল আমি দুই দিন বৃদ্ধ করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত বৃদ্ধ হইয়া

আসিয়াছি মনে করিয়াছিলাম যে কিছুদিন গৃহে থাকিয়া শুভ হইব, কিন্তু বেজন আমার সন্তান তাহার কৌশল শুনিয়া এক ভিল বিলম্ব করিতে পারিনা, ইহা কহিয়া কিয়দিবসান্তে ইরানে আসিয়া উপস্থিত হইল; বাদসাহ শুনিয়া সরদারদিগকে পাঠাইয়া রোস্তমকে আনাইয়া আলিফন পূর্বক সমাদর করিয়া আপন ভক্তের নিকটে এক ভক্তে বসাইয়া বেজনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে কহিলেন । সরদার সেনা ও সরদারদিগকে লইয়া যাত্রা কর, রোস্তম কহিল প্রকাশ্যরূপে গমন করিলে যদি বেজনকে নষ্ট করে, অতএব আমি গোপন রূপে সওদাগরের বেশ ধারণ করিয়া যাইব বাদসাহ তুষ্ট হইয়া বানিয়া দুব্যপ্রস্তুত করাইয়া একশত বলবান ব্যক্তিকে উক্ত বেশে রোস্তমের সমভিব্যাহারে দিলেন; গোরগিনকে বাদসাহ ভদবধি কয়েদ রাখিয়া ছিলেন রোস্তম বাদসাহকে অনেক বুঝাইয়া তাহার অপরাধ মার্জনা করাইয়া কারাগার হইতে মুক্ত করিল ॥

রোস্তম বেজনকে মুক্ত করিতে তুরানে যাত্রা

রোস্তম যখন তুরানে উপস্থিত হইল তখন সকলে জানিল যে একজন প্রধান সওদাগর অনেকানেক দুব্য লইয়া ইরান হইতে আসিয়াছে মনিজা ইহা শুনিয়া রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল বেজনের এখানে কয়েদ হওনের সংবাদ ইরানের সরদার ও বাদসাহ শুনিয়াছেন কি না? রোস্তম ক্রোধ যুক্ত হইয়া কহিল আমি বলিক বানিজ্যকারি সৈন্যকল সংবাদে আবার প্রিয়োজন কি? কয়খোছরো; রোস্তম, বেজন, এবং

আর ২ সরদার গণ কাহারও সহিত আমার আলাপ নাই, আমি সওদাগরি করিয়া কাল বাপন করিতেছি তুমি আমার নিকট হইতে প্রস্থান কর ইহা শুনিয়া মনিজা মিরাসা ইইয়া বিহর রোদন করিল; তখন রোস্তম তাহাকে ডাকিয়া কহিল কয়খোছরো ইরানে থাকেন আমি সেখানে থাকিনা, তুমিকে আপন বৃত্তান্ত আমাকে বল ? মনিজা এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আরবার রোদন করিতে লাগিল, তদৃষ্টে রোস্তম তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিলে সে কহিল আমি আকরা ছিয়াব বাদসাহর কন্যা আমার নাম মনিজা ।

• মনিজা আমার নাম রাজার মুহিতা । আমাকে দেখিতে মূৰ্য্য ছিল হে বাঞ্জিহা ॥

বেজন বন্ধিখানায় কয়েদ আছে আমাকে বাদসাহ বাটি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, এইক্ষণে ভিক্ষা করিয়া বেজনকে খাওয়াই আপনিও খাই, রোস্তম কহিল আমি কিছু খাদ্যদ্রব্যদিহি বেজনকে গিয়া দেও যদি সে জিজ্ঞাসা করে কোথায় পাইলে তুমি কহিও এক নূ ন সওদাগর আসি য়াছে সেই অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছে ইহা কহিয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য আনা ইয়া একমরগির কাবাবের মধ্যে আপন চিহ্ন যুক্ত অঙ্গুরি তাহার মধ্যে রাখিয়া মনিজাকে দিয়া বিদায় করিল, সে গিয়া বেজনকে দিলে সে ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ২ অঙ্গুরি পাইয়া নিরুৎসাহ করত রোস্তমের চিহ্ন দেখিয়া হাস্য বদনে মনিজাকে কহিল এখাদ্য দ্রব্য কোথায় পাইয়াছ ? সে কহিল অদ্য একজন নূতন সওদাগর আসিয়াছে সেই অনুগ্রহ করিয়া দিয়াছে, পরে তাহার আকর প্রকার জিজ্ঞাসা করিবারে মনিজা যেমত ২ দেখিয়াছিল তাহা কহিল, বেজন শুনিয়া

অতি প্রকৃষ্ট চিত্ত হইয়া পুনরায় হান্য করিল। তখন মনিজা কহিল এই মৃত্যুবৎ কৌশলের মধ্যে এত হান্য করণের কারণ কি? বেজন কহিল তুমি যদি একথা প্রকাশ না কর তবে আমি কহি। মনিজা কহিল আমি তোমার নিমিত্তে ধর্ম মান ও প্রাণের আশার ভরসা ত্যাগ করিয়াছি এখনো কি আমার প্রতি তোমার সন্দেহদূর হয় নাই; তখন বেজন কহিল এ সন্তোদাগর নহে রোস্তম আমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছে তুমি তাহার নিকটে গিয়া আমার ছেলাম জানও। সেতথা হইতে আসিয়া রোস্তমকে বেজনের ছেলাম জানাইলে রোস্তম মনিজাকে আপন বাস স্থানে রাখিল অক্লান্ত সময় বলবান্দিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখিল যে কারাগারের দ্বারে এক বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ ছিল তাহা দূরেনিক্ষেপ করিয়া বেজনকে বাহির করত চম্বুন করিয়া কহিল তুমি অনেক কৌশল পাইয়াছ মনিজাকে লইয়া ইরানে গমন কর, আমি আফরাছিয়াবকে জানাইয়া জাইব সে এমত নাভাবে যে রোস্তম এখানে আসিয়া বেজনকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। বেজন কহিল তোমাকে একা রাখিয়া আমি কদাচ জাইবনা পরে দুর্গমধ্যে সকলে প্রবেশ করিয়া রক্তকণকে বধ করিয়া আফরাছিয়াবের অন্তঃপুরের দ্বারে গিয়া সন্ধ করিয়া কহিল ওহে আফরাছিয়াব জামাতাকে এতো কৌশল রাখিয়া আপনি সুখে নিদ্রা যাইতেছ এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গান্ধার্ব্য কর আমি রোস্তম বেজনকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছি এই কথা শুনিয়া ভীত হইয়া আফরাছিয়াব পলায়ন করিল। রোস্তম গদা দ্বারা দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্ত্ব চূর্ত

করিল ॥ সন্ধিগণের। এক এক যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে আইল। প্রাতে আফরাছিয়াব কথক গুলিন সৈন্য সংগৃহ করিয়া রোস্তমের সহিত যুদ্ধকরিতে আইল তাহা দেখিয়া রোস্তম আপন সন্ধিগণকে লইয়া দাঁড়াইলে ভয় প্রযুক্ত কেহ রোস্তমের সম্মুখে আইল না; তখন রোস্তম আফরাছিয়াবকে কহিল যে তুই এব• তোর সমস্ত সরদারেরা আমাকে বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছিল তবাপী আমার সম্মুখে আসিয়াছিল তরানে এমন কোন মনুষ্য নাই যে আমার সহিত যুদ্ধ করে এইরূপ অনেককটবাক্য কহিলে আফরাছিয়াব লজ্জিত হইয়া আপন সেনাদিগকে অনেক ভৎসনা করিয়া সমস্ত সেনা লইয়া একেবারে রোস্তমের প্রতি ধাবমানহইল তাহা দেখিয়া রোস্তম তলওয়ার ও গদা লইয়া আইল তদ্রূপে সকল সেনা ছাগলের ন্যায় পালাইয়া গেল ॥

যুদ্ধের দিবসে সেই মহাবির প্রস্তুত। তলওয়ার কাটার গদা লম্বা পাল অস্ত্র ॥ কাটিল চিরল আর ভাঙ্গিল বিজিল। ঘোড়াগণের মাথা বুক হাটু আর হস্ত ॥

রোস্তম এত মনুষ্যসংহার করিল যে রক্তের ক্ষোভ চলিল তাহা দেখিয়া যে অবশিষ্ট সেনাছিল তাহা লইয়া আফরাছিয়াব পলায়ন করিল; রোস্তম কথক দূর তাহার দিগের পক্ষাৎ ২ গিয়া ফিরিয়া আসিয়া আফরাছিয়াবের ভাঙার ভাঙ্গিয়া ধন সম্পত্তি ও কথক জন পরম সুন্দরী যুবতীকে লইয়া ইরানে গেল, করখোছরো তাহা শুনিয়া অগুনত আসিয়া রোস্তমকে আপন বাটিতে আনায়ন করিলেন ॥



রোস্তুমের সহিত বরজুর যুদ্ধ ॥

বেজনের উপাখ্যান করিলে শ্রবণ । বরজুর যুদ্ধ

কিছু শুনহ এখন ॥

আফরাছিয়াব রোস্তুমের নিকটে পরাভব হইয়া চিন দেশে গমন করিল কএকদিবস পরে একদিন একক্ষেত্রের প্রান্তভাগে এক যুবা পুরুষ অতি বৃদ্ধা কার দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকাইয়া কহিল তোমার নাম কি, কোথা নিবাস তোমার পিতা কে? সে কহিল আমার নাম বরজু কৃষি কল্প করি, পিতার নাম জ্ঞাতনহি, কিন্তু মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম তিনি কহিয়াছেন একসময়ে একজন বলবান পুরুষ শীকার করিতে আসিয়া পিপাসা বন্ত হইয়া আমার নিকটে জল চাহিলে আমি তাহাকে জল দিলাম সে জলপান করিয়া পরে আমাকে ধরিয়া বলিতে আসিজন করিয়া প্রত্যাগমন করিল আমাকে আপনার কিছু অলঙ্কার দিয়া গেল তাহাতেই আমি গন্তুবতী হইলাম সেই গর্তে তোমার জন্ম হইয়াছে আমার মাতার নিকটে এই মাত্র শুনিয়াছি আর আমার মাতা বিবাহ করেন নাই, বাদসাহ কহিল তোমাকে বলবান দেখিতেছি আমার এক প্রবল শত্রু আছে তাহার ভরে পলাইয়া আসিয়াছি যদি সেনা থাকিত তবে ইরানের যোদ্ধাগণ আমার নিকটে তুচ্ছ তোমার রোগ্রকার শরীর দেখিতেছি অনুমান করি তুমি অক্লেশে তাহাকে মারিতে পারিবা তাহার নাম রোস্তুম বরজু কহিল এক ব্যক্তিকে এতভয়, বাদসাহ কহিল সেই একজনকে এক সহস্র বলবানেও তাহার কিছু করিতে পারেনা, কোন

অল্প ও তাহার সরিষে প্রবেশ হয় না। বরজু কহিল পরিত
 হইলে ও এক গদায় চুষ্ঠ করিতে পারি, বাদসাহ কহিল যদি
 তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পার তব আমার এক কন্যা
 ও চিন দেশ তোমাকে দিব। বরজু কহিল তুমি এত সেনা
 লইয়া একজনকে দেখিয়া ভয়ে পালইতেছ তোমারা সকলিই
 কাপুরুষ তুমি বাদসাহর উপযুক্ত নহে এতদ্বাক্যে বাদসাহ
 সন্তোষিত হইয়া কহিল তুমি আমার সহায় হইয়া সেই সন্ধু
 হইতে উদ্ধার কর, ইহা শুনিয়া বরজু কহিল আমি রোস্তমকে
 মারিয়া ইরানের বাদসাহকে ধরিয়া তোমাকে দিব। আফরা-
 ছিয়াব তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ হিরকাদি যুক্ত ও স্বর্ষ
 রৌপ্যনির্মিত ভৈজনাদি, হয়, হস্তি তাহার প্রতি ভূষ্ট হইয়া
 অলঙ্কার ও নানাবিধ বস্ত্র; ও নানা প্রকার অস্ত্র বরজুকে দি-
 লেন, সে আপন মাতার নিকটে লইয়া গেল তদ্রূপে তাহার
 মাতা কহিল এত বিষয় কোথায় পাইলে? বরজু তখন বিস্তা-
 রিত করিয়া কহিলে বরজুর মাতা শুনিয়া কহিল এসকল দ্রব্য
 গ্ৰহণ করিওনা বাদসাহকে কিরিয়া দেও এসকল ধন নহে এ
 তোমার কপ্পন। মেহুরা শবের উপর যে বস্ত্র আচ্ছাদিত
 করিয়া দিয়া গোরুদেয় তাহাকে কখন কহে) রোস্তম একাকি
 কত দৈত্যকে নষ্ট করিয়াছে আর অনেক বাদসাহ ও বলবান
 বীরগণকে নষ্ট করিয়াছে তুমি দৈত্য অপেক্ষা বলবান নহ, বরজু
 কহিল মৃত্যু বিষয়ে যে রূপ ইন্দ্র নিরাক্র করিয়াছেন তাহা
 কেছ খণ্ডন করিতে পারিবেকনা তাতা অবশ্যই ইহাবেক?
 রোস্তমবৃদ্ধ আমিয়ুবক আমিতাহাকে ভয় করি না আমি অবশ্য

যুদ্ধে বাইব, তাহার মাতা কহিল তুমি কখন যুদ্ধ দেখেনাই সে
 রণ পণ্ডিত বরজু কোন প্রকারে প্রবোধ না মানিয়া বাদসাহর
 নিকটে আসিয়া কহিল আমার মাতা কহেন রোস্তম রণ পণ্ডিত
 আমি কখন যুদ্ধ দেখি নাই, বাদসাহ শুনিয়া প্রধান ২ যোদ্ধা
 গণকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা ইহাকে যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা
 করাও দশজন প্রধান যোদ্ধা দিবারাত্র ছয়মাস পর্যন্ত যুদ্ধের
 কৌশল সকল তাহাকে শিক্ষা করাইল, তাহার পর বরজু বাদ
 সাহ সন্মুখে আসিয়া কহিল আমি যুদ্ধের কৌশল সকল
 জ্ঞাত হইয়াছি যদি আজ্ঞা করেন তবে যে দশজন আমার
 শিক্ষা গুরু সেই দশজন কেই এক কালীন বন্ধন করিয়া আপন
 কার সন্মুখে আনি ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল বরজু সত্য
 কহিতেছে ইরানে ও তুরানে ইহার সম যোদ্ধা কেহ নাই
 ইহাকে মনুষ্য জ্ঞান হয় না কোন দৈত্যর সন্তান হইবে, যুদ্ধে
 ইহার শ্রম বোধ নাই । বাদসাহ তুষ্ট হইয়া অনেক
 অলঙ্কার বস্ত্র হস্তি ঘোড়ক প্রসাদ করিয়া আপনার তত্ত্বর
 নিকটে একতন্ত্রে বরজুকে বসাইলেন, বরজুকহিল আরবিলম্ব
 করা কর্তব্য নহে আগাকে শীঘ্র যুদ্ধে বিদায় কর । কয়েক
 দিবস পরে বার সহস্র সৈন্য ও হোমান এবং বার মান প্রধান
 দুই সেনাপতিকে সঙ্গে দিয়া বরজুকে যুদ্ধ করিতে ইরানে
 পাঠাইলেন, আর কহিলেন অতি দ্রুত তোমার দিগের
 পক্ষাৎ আমি ও জাইতেছি । কয়খোছরো ইহা শুনিয়া কহিল
 আফরাছিয়াব সে দিবস রোস্তমের সহিত যুদ্ধে পরাজয় হয়
 আর ইরানের সরদার দিগকে দেখিলে পলায়ন করে তবে
 কি সাহসে ইরানে আসিতেছে; পরে তুর্ক ও ফরোবোজ এই দুই

সরদারকে বার সহস্র সেনা সঙ্গে দিয়া পাঠাইল আর আপন অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া পশ্চাৎ চলিল ॥

বরজু তুহ ও করেবোজকে ধরিয়া লইয়া ও রোস্তম .

তাহার দিগের আনিবার বিবরণ ॥

যখন দুই সৈন্য একত্র হইল বরজুর সঙ্গে তুহ এক দিবারাত্রি ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া বিমুখ হইলে বরজু আসিয়া তুহ ও করেবোজকে কোণে করিয়া আপন সৈন্য মধ্যলইয়া হোমানের নিকটে সমর্পণ করিল সে দুইজনকে কয়েদ করিয়া রণ জয়ী বাদ্য বাজাইল । সে আহ্লাদিত হইয়া আফরাছিয়াবকে পত্র লিখিল যে তুহ ও করেবোজ যুদ্ধে আসিয়াছিল তাহার দিগকে বরজু ধৃত করত বন্ধ করিয়াছে; কয়খোছরো চিন্তাবৃত্ত হইয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিলে রোস্তম তাহা শুনিয়া ইশ্বরকে স্বরণ করিয়া বাদশাহর নিকটে বিদায় হইয়া তুহের ভ্রাতা কেস্তহমকে সঙ্গে লইয়া তুহ ও করেবোজকে মুক্ত করিতে গমন করিল, রাত্র দুই প্রহরের সময়ে তুরানের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল আফরাছিয়াব সভা করিয়া একত্রে আর বরজু দক্ষিণদিগে ও পিরানওএছা বামদিগে আর করেবোজ ও তুহের হস্ত বন্ধন করিয়া সর্গাথে দণ্ডারমান করিয়া অহঙ্কারে ও মদিরিকাপানে মত্ত হইয়া কহিতেছে যেমন ছিয়াওসকে বধ করিয়াছি ইহার দিগের দুইজনকে কল্য সেইরূপ করিয়া বধ করিব । রোস্তম ইশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া কেস্তহমকে কহিল এখন পর্যন্ত ইহার জীবদ্দশা আছে বুঝি ইশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা করিলেন তুমি আমার পশ্চাতে আইস ইহা

কহিয়া নিকটে গিয়া দেখিল সকলে নুরুশানে মত্ত হইয়াছে, রোস্তুম রক্তকদিগকে নষ্ট করিয়া আপনি একজনকে ও কেহন-
 হম একজনকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া তাহার
 দিগের বন্ধন মুক্তকরিয়া কয়খোছরোর নিকটে লইয়া আইল
 কয়েক কাল পরে আফরাছিয়াবের চৈতন্য হইল সত্য তাব
 ভেই গোশনাল করিতেছে তাহা শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করি
 বায় তাহারা কহিল ইরানিরা আসিয়া রক্তকগণকে নষ্ট করিয়া
 বন্ধি দুইজনকে লইয়া গিয়াছে। পিরানওএছা ইহা শুনিয়া
 কহিল রোস্তুম আসিয়াছিল, বাদসাহ তৎক্ষণাৎ বরজুকে যুদ্ধে
 পাঠাইল। কয়খোছরো তাহা শুনিয়া রোস্তুমের সহিত বহু
 বিধ সেনা দিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিল, রোস্তুম বরজুর আকার
 দেখিয়া বিশ্বাসপন্ন হইয়া কহিল ওরে বালক, তই রোস্তুমকে
 যুদ্ধে আহ্বান করিতেছিস আমি রোস্তুমের পরীবর্তে আনী
 রাছি এখনি তোমাকে রণ ভূমে শয়ন করাইর ইহা কহিয়া
 এসমুখঃ দুইজনে ভীরের যুদ্ধ আরম্ভ করিল ঐ যুদ্ধে কাহার
 কিছু হইলনা, পরে গদা যুদ্ধ করিতে ২ গদা ধনুকের ন্যায়
 বকু হইল, তৎপরে দুইজনে মিলি যুদ্ধ আরম্ভ করিল কিয়ৎ
 কাল বাহু যুদ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বরজু এক গদা রোস্তু
 মের মস্তকে প্রহার করিলে রোস্তুম ঢাল দ্বারা মস্তক রক্ষা
 করিল কিন্তু পক্ষরে এসত আঘাত হইল যে রোস্তুম হস্তাউ-
 তোমন করিতে পারিলনা; বরজু পাছে জানিতে পারে এই
 আশঙ্কায় ঐশ্বর্য হইয়া থাকিল আর বরজুকে কহিল তুমি
 বালক বটে কিন্তু বল আছে, বরজু কহিল আমি পক্ষিতে গদা
 যুদ্ধ করিলে চুস্ত হই তোমার কিছু হইলনা, রোস্তুম কহিল

তুনি বালক তোমার এ হারে আমার কি হইবে, ইহা শুনিয়া বরজ্জ কক্ষিৎ ভীত হইল। পরে রোস্তম কহিল অদ্য বেলা অবসান হইয়াছে কল্য প্রাতে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব ইহা কহিয়া উভয়ে আপন ২ শিবিরে গমন করিল। বরজ্জ আফরাছিয়াবকে কহিল অদ্য জাহারসঙ্গে যুদ্ধ করিলাম সে অতি চমৎকার যোদ্ধা তাহার সরির ও তাহার ঘোটকের সরির কি দিয়া ঈশ্বর নিম্নান করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না, আমি গদা ঘাত করিলে পর্কত চূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু তাহার কিছুই হইল না, আমার গদা বন্ধু হইয়া গেল কল্য যুদ্ধে কি দুষ্টনা ঘটে তাহা বলিতে পারি না; ওখানে রোস্তম কয়খোছরোর নিকট পৌছিয়া হস্ত দেখাইলেন আর কহিলেন অদ্য সন্ধ্যা হইল এই চল করিয়া আসিয়াছি কল্য বরজ্জরসঙ্গে যুদ্ধ করে এমত যোদ্ধা এখানে কেহ নাই যদি আমার পুত্র ফরামোরজ এখানে থাকিত তবে সে যুদ্ধ করিতে পারিত সে হিন্দুস্থানে আছে অতি দুরায় তাহাকে আনাহিতে পার আর তাহার আগমন পর্যন্ত যুদ্ধ কোনহলে স্থকিত রাখিতে পার তবে ভাল হয় কয়খোছরো এই কথা শুনিয়া বিমস হইয়া রোস্তমকে শিবিরে পাঠাইলেন, রোস্তম আপন শিবিরে আসিয়া আপন ভাতা জওয়ারেকে ডাকিয়া কহিলেন হস্তির সজ্জাকর আমিবাটাতে জাইয়া ছিমোরগকে ডাকিয়া ঔষধ করিয়া আরোগ্য হইয়া দুরায় আসিব; বেদনার অস্থির হইয়া ঈশ্বরের নিকট সমস্ত রাবি রোদন করিতে লাগিল। অতিপ্রাতে জওয়ারা আসিয়া কহিল ফরামোরজ হিন্দুস্থান হইতে এইখানে আসিয়াছে রোস্তম শুনিয়া ভুট্ট হইয়া ফরামোরজকে কহিল তুনি আমার

অথ ও পরিচ্ছদাদি বস্ত্র ও সমস্ত অস্ত্র লইয়া বরজুর সহিত যুদ্ধ
ক'রিতে গমন কর এবং বরজুর সহিত পূর্ক দিবস রোস্তমের
যে ২ কথা হইয়াছিল তাহাও সমস্ত জ্ঞাত করিম ॥

ফরামোরজর সহিত বরজুর যুদ্ধ ॥

ফরামোরজ রোস্তমের পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া অশ্বা
রোহণে রণস্থলে গমন ক'রলে বরজু ইহার পূর্কে রণ
স্থলে আসিয়া লক্ষ্যবস্ত্র চিৎকার করিতেছিল; এই সময়
ফরামোরজ আসিয়া বরজুকে দেখিয়া কহিল প্রতলম্প
বস্ত্র চিৎকার কেন করিতেছে বুঝি তোমার মৃত্যু নিকট হই-
য়াছে। বরজু কহিল তুমি জাননা বীরগণের আমোদের
স্থান রণস্থল। ফরামোরজর কথা শুনিয়া বরজু কহিল কল্য
জাহার সন্ধে যুদ্ধ কা'রয়াছি তুমি সে ব্যক্তি নহ তাহারি অশ্ব
ও পরিচ্ছদাদি লইয়া তুমি যুদ্ধে আসিয়াছ, আমি অনুমান
করি সে মরিয়াছে অথবা আঘাত হইয়াছে; ফরামোরজ ক-
হিল তুমি বাতুলের ন্যায় বাক্য কহিতেছ। কল্য দিব্য অবসান
হইয়াছিল এজন্য তুমি প্রাণ লইয়া গিয়াছিল। অদ্যঈশ্বরের
ইচ্ছা এখনি তোমার মস্তক ছেদন করিব। বরজু কহিল তোমার
নাম কি? ফরামোরজ কহিল ছাম নারিমানের বংশোদ্ভব
রোস্তমের নাম শুনিয়াছ সেই আমি। বরজু রোস্তমের নাম
শুনিয়া ভীত হইল; পরে ফরামোরজ প্রথমতঃ গদা যুদ্ধ
আরম্ভ করিলে তাহা বরজু সত্বরণ করিতে নাপারিয়া অশ্ব
হইতে ভূমে পতিত হইল, ফরামোরজ অতিশীঘ্র কমন্দনিকৈপ
করিয়া বরজুকে বাজিয়া আপন সৈন্য মধ্যে লইয়া গেল।

আফরাছিয়াব তাহা দেখিয়া সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া বরজুকে মুক্ত করিতে আইল; কয়খোছরো আফরাছিয়াব আশিতোছে ইহা দেখিয়া আপন সৈন্য লইয়া ফরামোরজর নিকট আইলে উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। রোস্তম তথায় গিয়া আর এক কক্ষরূপে নিষ্ক্রেপ করিয়া বরজুকে বান্ধিয়া আনিয়া কয়েদ করিল, আফরাছিয়াব কোনমতে তাহাকে মুক্তকরিতে নাপারিয়া পিরানও এছাকে লইয়া পরামুসকরিল যে এস্থানে থাকা কলব্য নহে রাত্রিকালে যখন ইরানি সেনাগণেরা নিদ্রা গত হইলে তখন তুরানিরা স্বদেশে প্রস্থান করিল। প্রাতে ইরানিরা দেখিল যে আফরাছিয়াব পলায়ন করিয়াছে তখন রোস্তম বরজুকে সঙ্গে লইয়া কয়খোছরোর নিকটে উপস্থিত হইলে বাদসাহ তাহার প্রাণ দণ্ডে আক্রমণ করিলেন, রোস্তম কহিল এবালক কেবল ধন লোভে আফরাছিয়াব ইহাকে আনিয়াছিল আমরা ধন দিলে আমরা দিগের পক্ষ হইবেক, ইহা শুনিয়া কয়খোছরো বরজুকে রোস্তমের জিয়া করিয়া দিলেন। পরে কয়খোছরো যুদ্ধে জয় প্রাপ্ত হইয়া, রণ জয়িবাদ্য বাজাইয়া সেনাদিগকে লইয়া ইরানে শুভাগমন করিলেন। রোস্তম ফরামোরজ ও জওয়াবর সঙ্গে বরজুকে আপন বাটি ছয়স্থানে পাঠাইল আর কহিল ইহাকে সাবধান পূর্বক কারাগারে বদ্ধ রাখিবা আমি বাদসাহর নিকট হইতে বিদায় হইয়া অতি সীঘ্র যাইতেছি ॥

বরজুর মাতার ছয়স্থানে গমন ॥

আফরাছিয়াব তুরানে পৌছিলে বরজুর মাতা সহকলুশিল

যে রোস্তম বরজুকে কয়েদ করিয়া লইয়া গিয়াছে, অনেক রোদন করিয়া কিছু ধন রত্নাদি লইয়া ইরানে যাত্রা করিল, তথায় আসিয়া জ্ঞাত হইল যে রোস্তম বরজুকে আপন বাটীতে কয়েদ রাখিয়াছে ইহা শুনিয়া হরস্তানে গেল, তথায় পৌছিয়া রোস্তমের বাটীর পরিচারিকা এক স্ত্রীলোকের বাটীতে বাসা করত ক্রমেতাহার সহিত প্রণয় করিয়া তাহাকে ভগ্নি করিত, একদিন তাহাকে 'কহিল আমি তোমাকে কোন কথা কহিতে বাঞ্ছা করি যদি তুমি ধন্যত সত্য কর যে প্রকাশ করিবনা তবে কহি? সে সীকার করিয়া সত্য করিলে তখন সহরু কহিল কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আমি বরজুকে দিতে বাঞ্ছা করি যদি তুমি লইয়া তাহাকে দেও, সে সন্মত হইলে সহরু কিছু খাদ্য সামিগু আয়োজন করিয়া, আপন চিহ্ন যুক্ত এক অঙ্গুরী তাহার মध्ये গোপন করিয়া ঐ স্ত্রীলোককে দিল; সে বন্দিশালায় গিয়া বরজুকে দিলে বরজু তাহা খুলিয়া আপন মাতার চিহ্ন যুক্ত অঙ্গুরী পাইয়া ঐ স্ত্রীলোককে কহিল এ সকল দ্রব্য তোমাকে কে দিয়াছে কোথা হইতে আনিয়াছ? সে কহিল সম্প্রতি চিনদেশ হইতে এক স্ত্রীলোক আসিয়া আমার বাটীতে বাস করিয়াছে সেই দিয়াছে, তখন বরজু কহিল আমি তোমাকে যে কথা কহিব যদি তুমি প্রকাশ নাকর এমনত ধন্যত সত্য কর তবে বলি, সে কহিল চিনের সেই স্ত্রীলোক আমার স্থানে সত্য লইয়া এই দ্রব্য দিয়াছিল তোমার নিকটে ও সত্য করিতেছি আমার প্রাণান্ত হইলেও এ কথা প্রকাশ করিবনা; তোমার মনের কথা আমার নিকটে প্রকাশ করিয়া কহ তখন বরজু কহিল সে স্ত্রীলোক আমার মাতা আমাকে

এই কারাগার হইতে মুক্ত করিতে আসিয়াছেন তুমি তাহাকে একথানা উত্তম উখা আনার নিকটে পাঠাইতে কহিবা তবে আমি এই কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। সে গিয়া সহককে সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহিল সহক ঐ জ্বীলোক দ্বারা একখান উখা পাঠাইল বরজু উখা পাইয়া তাহাকে কহিল অদ্য রাত্র যোগে এই বন্দি লালার নিকটে তিনটা অশ্ব ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তোমরা দুইজনে আমার অপক্সা করিবা আমি বেড়ি কাটিয়া তোমারদিগের নিকটে জাইব, সে গিয়া সহককে এই সকল কথা কহিল সহক তাহা শুনিয়া ঐ জ্বীলোককে কিছু ধন দিয়া ঘোটক ও অস্ত্র সস্ত্র আনিতে কহিল সেই জ্বীলোক ঘোড়া ও অস্ত্রাদি আনিয়া রাত্রিকালে সহককে সজ্জা লইয়া কারাগারের নিকটে লুকাইত হইয়া রহিল কথকরা ত্রিখাকিতে বরজু বেড়ি কাটিয়া প্রাশাদ হইতে লম্পাদিয়া নিচে আসিয়া আপন মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনজনে অশ্বারোহণে তুরানিয়াত্রাকরিল; কি আশ্চর্য্য কপালের লিখন কেহু অল্পর্থা করিতে পারেনা। রোস্তম কয় খোছরোর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে আসিতেছিল বরজু দূর হইতে রোস্তমের নিসান দেখিয়া ভীত হইয়া পথের নিকট কোন বনে লুকায়িত হইয়া রহিল; রোস্তম দূর হইতে দেখিল যে তিনজন অশ্বারোহি আসিতেছিল বনমধ্যে প্রবেশ করিল, ইহাতে অন্তর করিল যে তুরানের কোন লোক বরজুর অনাসন করিতে আসিয়াছে আমাকে দেখিয়া গোপন হইল, একজন বলবানকে তাহার অনুসন্ধান জানিতে পাঠ

ইলে সে বরজুর নিকটগিয়া কাঁহল তোমরা কে, কোথাহইতে
আইলে; কোথায় জাইতেছ? বরজু কাঁহিল আমার নাম
বরজু রোস্তমের বাটীহইতে তুরান জাইতেছি, ইহা শুনিয়া
সে অতি রাগত হইয়া ধরিতে গেল বরজু কমন্দ ফেলিয়া
তাহাকে কয়েদ করিল তাহার অশ্ব পলায়ন করিল ॥

রোস্তমের সহিত বরজুর যুদ্ধ ও বরজুকে বিশ দেওনের বিবরণ ॥

রোস্তম আপনার প্রেরিত বলবানের শূন্য অশ্ব দরশন
করন্ত সন্দিক্ত হইয়া সেই দিগে গমন করিয়া দেখিল যে বরজু
ঐ ব্যক্তিকে বান্ধিয়া রাখিয়াছে; রোস্তম তাহার সঙ্গে অনেক
ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দুইজনে শান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে বসিয়া
বরজুক কাঁহিল তুমি কি প্রকারে কারাগার হইতে মুক্ত হইলে
বরজু কাঁহিল ঈশ্বর আমাকে মুক্ত করিয়াছেন; পরে রোস্তম
কাঁহিল এ দুই জ্বীলোক কে? বরজু কাঁহিল একজন আমার
মাতা অন্যজন তোমার বাটার পরিচারিকা পরে রোস্তম
কাঁহিল আমরা দুইজন শান্ত ও খুদিত হইয়াছি আহর করিয়া
পুনরায় যুদ্ধ করিব। বরজু কাঁহিল আমার সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য
কিছু নাই, রোস্তম কাঁহিল আমি পাঠাইব তদনন্তর রোস্তম
আপনার শিবিরে আসিয়া আহারের দ্রব্য আনিতে কাঁহিল
এবং বরজুর নিমিত্তে লইয়া যাইতে কাঁহিল; রোস্তমের সঙ্গে
কোন ব্যক্তি কাঁহিল বরজুকে জাহা পাঠাইব তাহাতে বিশ
মিশ্র করিয়া পাঠাই? রোস্তম কাঁহিল ইহাতে আমার অজ্ঞাত
হইবে, তাহার কাঁহিল সঙ্গে নানা প্রকার ছলে মারিয়া থাকে

ইচ্ছাতে দোষ নাই; রোস্তুম তাহার উত্তর না করিবার তাহার
 বিশ মিশ্র করিয়া খাদ্যদ্রব্য বরজুর নিকট পাঠাইল, বরজু
 দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এ সকল দ্রব্য ভক্ষণে উদ্যত হইলে বর-
 জুর মাতা কহিল বিনা পরিকায় এ দ্রব্য তোমার ভক্ষণ করা
 মত নহে ইহা শুনিয়া রোস্তুমের বাটার স্ত্রীলোককে খাইতে
 কহিলে সে খাইল পরে কিয়ৎ কালের মধ্যে এ দাশী অবসন্ন
 হইয়া নৃমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহা দেখিয়া বরজু
 রাগত হইয়া রোস্তুমের নিকটে আসিয়া কহিল ও হে; রোস্তুম
 তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধে অঙ্গন হইয়া ছল করিয়া খাদ্য দ্রব্য
 মধ্যে বিশ মিশ্র করিয়া পাঠাইয়াছ; এ তোমার উপযুক্ত
 কক্ষ নহে পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু তোমার
 এ কলঙ্ক চিরকাল থাকিল, রোস্তুম লজ্জিত হইয়া নিরববাহিনী
 বরজু কহিল যদি আমার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা
 থাকে তবে যত্ন কর ? ইহা শুনিয়া রোস্তুম তৎক্ষণাত যুদ্ধ করিতে
 প্রবৃত্ত হইলেন দুইজনে নানা অস্ত্রে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল কেহ
 পরাজয় হইল না তখন দুইজনে মল্লযুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া
 উভয়ে উভয়ে কটী বন্দ ধরিয়া বল করিতে লগিল এই সময়ে
 রোস্তুমের অশ্ব বরজুর অশ্বকে এমন দস্তাঘাত করিল যে সে
 অস্থির হইয়া পলাইয়া গেল। বরজু কর্তী দেশ রোস্তুম ধরি
 য়াছিল এজন্য ঝুলিয়া পড়িল, রোস্তুম তাহাকে পতনে পাইয়া
 অস্থ হইতে নামিয়া বরজুকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার
 বক্ষোপরি বসিয়া কাটীতে উদ্যত হইয়া খজুর বাহির করিল
 তাহা দেখিয়া বরজুর মাতা সহকউচ্ছ্বসে রোস্তুমকে ডাকিয়া

কহিল বরজু তোমার পোশ ছোহরাবের পুত্র ইহাকে কদাচ
নষ্ট করিও না পরে নিকটে আসিয়া কহিল ॥

কখন পোশে কাট কত কাট পুত্র ।

ইরান তরানে কর বিবাদের সুল ॥

লজ্জা নাহি হয় তব পকে হৈল কেনা ।

আপন সহানে বধঃ করিয়া পিতেশ ॥

এই কথা শুনিয়া রোস্তুম সহরকে কহিল তুমি আপন পুত্রকে
বাঁচাইবার নিমিত্তে এই কথা মিথ্যা করিয়া কহিতেছ, সহর
কহিল আমার নিকটে ছোহরাবের চিহ্ন যুক্ত অঙ্গুরী আছে
আপনি দেখ ইহা কহিয়া সহর অঙ্গুরী বাহির করিয়া রোস্তু-
মের হস্তে দিল; রোস্তুম যে অঙ্গুরী ছোহরাবের মাতাকে
পাঠাইয়াছিল সেই অঙ্গুরী দৃষ্টে আনন্দিত হইয়া সহরকে
কহিল এ অঙ্গুরী আমার চিহ্নিত বটে ছোহরাবের মাতাকে
পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার হস্ত গতো কি প্রকারে হইয়া-
ছে তাহা বল সহর কহিল যখন ছোহরাব ইরানের দিকে
সেনা সঙ্কেলিয়া গমন করিল কয়েকদিন পরে আমার পিতার
বাটার সর্কুথে পুস্করনিরধারে শিবির করিল আমি সেই সময়
ঐ পুস্কস্থিতে স্নান করিতে ওজল আনিতে গিয়া গাত্র মাজন
ও স্নান করিলাম এই সময় ছোহরাব আপন শিবির হইতে
স্নানের সময় আমার সর্কুজ নিরক্ষণ করিয়া কানাতুর হইয়া
আমাকে লইয়া যাইতে একদৃষ্ট্যে পাঠাইল আমি স্নান করিয়া
জাই এমনত সময়ে ঐদাস আসিয়া কহিল আমারদিগের মরদার
তোমাকে ডাকিতেছেন, আমি ভয় প্রযুক্ত তাহার সঙ্কে ছোহ-
রাবের নিকটে উপস্থিত হইলাম, ছোহরাব আমাকে দেখিয়া

আপন শিবির মধ্যে লইয়া আমার সঙ্গে অল্প সঙ্গ করিতে
 উদ্যত হইলে আমি অধিকার করিয়া কহিলাম যে আমি
 অবিবাহিতা তখন তলওয়ার লইয়া কহিল যদি আমাকে
 আলিঙ্গন না দেও তবে তোমার মাথা কাটীব, আমি প্রাণ
 ত্যাগে নিরব রহিলাম ছোহরাব বলেতে আমাকে আলিঙ্গন
 করিল, তাহার পর আমি তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম
 তখন তিনি কহিলেন আমি রোস্তমের পুত্র জালের পৌত্র
 আমার নাম ছোহরাব ইহা কহিয়া আপন হস্ত হইতে এই
 অঙ্গুরী আমাকে দিয়া কহিল যদি এই অঙ্গুরী তোমার গন্ত
 হইয়া সম্ভান হয় তবে এই অঙ্গুরী তাহাকে দিয়া পিতা পিতামহ
 আদির পরিচয় দিবা। আমি ইরানে যুদ্ধে জাইতেছি যদি বাঁচিয়া
 আসি পুনরায় সাক্ষ্যাত হইবে, পরে ইরানে যুদ্ধে গিয়া তোমার
 সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করে তাহার পর
 নিয়মিত সময়ে এই বরজুর ভূমিষ্ট হইল। একথা উপর্যুক্ত
 প্রকাশ করিনাই অদ্য তোমাকে সকল বিবরণ কহিলাম;
 পরে আফরাছিয়াব বরজুকে মাঠেতে দেখিয়া অনেক ধন
 দিয়া ইরানে যুদ্ধে লইয়া গিয়াছিল তাহার পর আপনি সকল
 জ্ঞাত আছ। রোস্তম ইহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া বরজুকে
 ভূমি হইতে তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া সিরচুয়ন করিয়া অনেক
 প্রশংসা করিল, বরজু রোস্তমের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল
 রোস্তম বরজুকে ও সহরকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে লইয়া
 জালের সঙ্গে সাক্ষ্যাত করাইল ও সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত
 জানাইয়া সকলে একত্রে আমোদ প্রমোদে থাকিল ॥

ছে ছন নানী নতুকীর বিবরণ ॥

আফরাছিয়াব ভূরানে গিয়া বরজুর ঝিন্তে বিস্তর ক্ষেদ
করিল আর সর্কদাই বরজুর এসকউখাপিত করিত, একদিন
ছে ছন নানী একনিত্যকী বাদসাহকে ছেলান করিয়া কহিল
হে বাদসাহ আপনি রোহমের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিলেন
কিন্তু এপর্যন্ত তাহার কিছুই করিতে পারেননাই যদি আমাকে
আজ্ঞা করেন তবে আমি ইরানে গিয়া অনায়াসে তাহাকে
মারিয়া আসিতে পারি, বাদসাহ ইহা শুনিয়া অগাহ্য করিয়া
ভাস্য করিলেন, ছে ছন তত্ত্ব মন্ত জাদু অনেক প্রকার জানিত
তাহার ক্রম বাদসাহকে কিছু দেখাইল, বাদসাহ সম্মুখ হইয়া
কহিলেন বলকান ও সেনা যত তোমার প্রয়োজন হয় তাহা
লইয়া যাও, ছে ছন কহিল অনেক দুইজন বলবান আমার
সহিত দেন আর অধিক সেনার আবিস্যক নাই কিন্তু একথা
কোনমতে প্রকাশ নাই, বাদসাহ পিলছোন নামক এক
প্রধান মন্ত্রীকে তাহার সংগে দিলেন আর নানাবিধ ধন ও তৈজ
সাদি তাহাকে দিয়া বিদায় করিলেন। ছে ছন জাবলস্তানে
গিয়া পথ প্রান্তের নিকট প্রান্তরে শিবির করিয়া রাখিল, আর
এক শিবির ফেলিয়া অতিতী সালারমত করিয়া পথিক নোছা
কর, অতিত যাহারা ঐ পথে গমনাগমন করিত তাহারদিগ
কে ভোজনাদি করাইতে লাগিল; কিছুদিন পরে রোহমের
বার্টীতে ইরানের সকল সরদারেরা মিলিত্তে আসিয়াছিল;
এক দিবস সরদারেরা সভায় বসিয়া মদিরা পানে মত্ত হইয়া
আত্ম শাস্য করিতে ১ তছের সঙ্গে গোদরজের বচসা হইবার

তুচ্ছ কহিল আমি করেছু বাদসাহর সন্তান ওই একজন সোঁজা
 কারের পুত্র তুই আমার সঙ্গে সমান উত্তর করিস? তাহা
 শুনিয়া গোদরজ কহিল আমার পিতা পিতামহ করেদুঁকে
 আনিয়া বাদসাহ করিয়াছিল পূর্বে করেদুঁকে কে জানিত;
 ইহা শুনিয়া তুচ্ছ রাগত হইয়া খঞ্জর লইয়া উঠিল, রহান নামক
 এক সরদার তুচ্ছের হস্ত হইতে খঞ্জর লইল, তুচ্ছ অসম্মত হইয়া
 ইরানে গেল। রোস্তম তৎকালে সে সভায় ছিলেন। পরে ইহা
 শুনিয়া সভাস্থ সকলকে বহুবিধ তিরস্কার করিয়া কহিল গোদ
 রজ তোমারদিগের কুঁহু আর তুচ্ছ সাদসাহজাদা এবং নিম-
 দ্রীত তাহার মর্যাদা করিতে হয়, গোদরজ কে কহিল তুমি
 সিষ্টাচারি করিয়া আন অন্যান্য কথায় সে আসিবেনা, গোদ-
 রজ তুচ্ছকে আনিতে গেল এবং গেও রোস্তমকে কহিল তুমি
 জ্ঞাত আছ তুচ্ছ নির্কোষ আর আমার পিতা গোদরজ অতি
 নয় ক্রোধি পাছেদুইজনে পৃথিমধ্যে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত
 করে; অতএব আমি জাই ইহা কহিয়া গেও গেল। পরে জাল
 এই সকল কথা শুনিয়া কহিল তুচ্ছ বাদসাহজাদা মান্যব্যক্তি
 আমি গিয়া তাহাকে আনিব কহিয়া জানোও গেল, ওখানে
 তুচ্ছ ছৌছনের শিবির নিকট পৌছিয়া জিজ্ঞাসা করিল এখানে
 কে শিবির কেলিয়াছে? তাহারা কহিল একজন সওদাগরের
 দ্বী এই স্থানে আছেন এবং অতিভী শালা করিয়াছেন, তুচ্ছ
 খুদিত ছিল এই কথা শুনিয়া অশ্ব রখিয়া শিবির মধ্যে গিয়া
 দেখিল চন্দু ভুল্যা এক যুবতী বসিয়াছে ॥

মূপের সমান চক্ষু সে চন্দ্র বদনী।

নবীন যুবতী ধনী বিদ্যুত বরনী ॥

বসিয়া রয়েছে এক সখ্যের উপরে।

হেনকালে তুহু তথা গেল ধীরে ধীরে ॥

তুহু কহিল তুমি কে কোথা হইতে এখানে কি নিমিত্ত আইলে
ছোঁছন কহিল আমি এক নৃত্যকাঁ ছিলাম একজন ধনি সও
দাগর আমার উপর আসক্ত হইয়া বিবাহ করিয়া আমাকে
সঙ্কলনইয়া বানিজ্য করিতে তুরানে গিয়াছিল কিয়ৎকাল
পরে সেইস্থানে তাহার মৃত্যু হইল। আকরাছিয়াব আমার
রূপ যৌবনের প্রশংসা শুনিয়া আমাকে লইয়া জাইতে লোক
পাঠাইল সে বডজালাম (অর্থাৎ দুরাত্মা) ইহা শুনিয়া তাহার
দেশ হইতে পালাইয়া ইরানে আসিয়াছি। কয়খোছরোর
দার্শ হইয়া থাকা আফরাছিয়াবের বেগম হইতে আমার
সুখ্য তুহু মনেভাবিল। ইহাকে কয়খোছরোর নিকটে লইয়া
জাইব ॥



ছোঁছনের নিকট তুহু প্রভৃতি সেনাপতিদিগর
কয়েদের বিবরণ ॥

ছোঁছন তুহুকে আপন নিকটে বসাইয়া মদিরা পান করাইয়া
খাদ্য দ্রব্য আনিতে কহিল; তুহু মদিরা পান করিতে লাগিল
যুবতী ক্রমে তুহুকে মদিরাপানে অজ্ঞান করিয়া পিনছোম
কে ডাকিল সে আসিয়া তুহুকে বাঁধিয়া স্থানান্তরে লইয়া
রাখিল, কয়েক কাল পরে গোদরোজ ঐ স্থানে আইল তাহা
কেও ঐ রূপ তুহুর নিকটে লইয়া, রাখিল এই রূপে

অনেকানেক সরদারকে কয়েদ করিল, পরে জাল সেইস্থানে
আইলে তাহাকে আহাৰ্য্য করাইতে অনেক যত করিল সে না
শুনিয়া অনেক ঘোটকের পদ চিহ্ন দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া তত্ক্ষ
প্রভৃতির সংবাদ কোন লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল
চারি পাঁচজন অশ্বারোহি ক্রমে ক্রমে এখানে আসিয়াছিল
তাহারা এই বাটার মধ্যে আছে, 'জাল ইহা শুনিয়া অধিক
সন্দিগ্ধ হইয়া রোস্তমকে আনিতে লোক পাঠাইয়া আপনি
শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছোঁছন নৃত্যকীকে ধরিতে গেল
সে ভীত হইয়া তথা হইতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্দ
করিল, জাল দ্বার ভাঙিতে উদ্যত হইলে পিলছোম সন্মুখে
আসিয়া জালের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিল; দুইজনে অনেক যুদ্ধ
করিয়া প্রান্ত হইয়া পিলছোম এই সংবাদ আফরাছিয়াবকে
অতি শীঘ্র সৈন্য আসিতে, লিখিল এখানে রোস্তম বরজুকে
সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে পৌছিয়া জালের নিকটে সমস্ত জ্ঞাত
হইয়া পিলছোমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল ॥

আফরাছিয়াবের সহিত রোস্তমের যুদ্ধ বিবরণ

আফরাছিয়াব কথক গুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া এ সময়
আসিয়া পৌছিল তাহা দেখিয়া রোস্তম বরজুকে কহিল তুমি
আফরাছিয়াবের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন কর; আমি ইহার
সঙ্গে যুদ্ধ করি, পিলছোমের সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া
অবশেষে গদা প্রহারে তাহাকে নিপাত করিয়া আফরাছিয়া-
বের সঙ্গে যুদ্ধে চলিল। ছোঁছন নৃত্যকী ইত্যবকাশে ওখান

ইহাতে পলাইয়া আফরাছিয়াবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল
 তখন জাল ও রোস্তুম ও বরজু একত্র ইহায়া আফরাছিয়াবের
 সৈন্য মধ্যে পতিয়া অনেক সেনা নষ্ট করিল তখন তরানি
 সেনা সমূহ একত্রিত ইহায়া ইহারদিগকে বেঁটন করিলে এই
 সময়ে কয়খোছরো উহ প্রতীতি করেন ও রোস্তুমের যুদ্ধের
 সংবাদ পাইয়া আপনি কথক গুলিন সৈন্য লইয়া সেইস্থানে
 আসিয়া রোস্তুমের নিকটে গিয়া তরানিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ
 করিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহা দেখিয়া পিরানওএছা আফরাছি
 য়াবকে কহিল একজন স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বেশ্যার কথায়
 আপন সৈন্য জয়করা উচিত নহে; একা রোস্তুমের যুদ্ধেই
 আমরা অসক্ত তাহাতে জাল ও বরজু এই তিনজনে আমার
 দিগের সেনাগণকে সংহার করিতেছে, অতএব আপনকার
 এস্থানে থাকা মত নহে প্রস্থান করা শ্রেয়, বাদসাহ কহিল যদি
 চিরকাল পলাইয়া বেড়াইবে তবে আমারদিগের বাদসাহি
 করা কিপ্রকারে হয়? কয়খোছরো আসিয়াছে তাহার সঙ্গে
 আমি যুদ্ধ করি ইহাবলিয়া রণস্থলে আসিয়া কয়খোছরোকে
 কহিল আইস তোমায় আমায় যুদ্ধ করি সেনা নষ্ট করিবার
 আবশ্যক কি? জাহাকে দেখর অনুকূল হইবেন সেই জয়
 যুক্ত হইয়া বাদসাহ হইবেক। কয়খোছরো ইহা শুনিয়া যুদ্ধ
 করিতে প্রস্তুত হইলেন তদ্রূপে সেনাপতিগণেরা নিবেদন
 করিল তাহা গৃহ্য না করিতে তাহরা রোস্তুমকে জানাইল সে
 আসিয়া কহিল আফরাছিয়াব যুদ্ধ বিষয়ে অতি নিপুণ এবং
 নানাবিধ কৌশলাদি ওজানে আমি অনেকবার তাহারসহিত
 যুদ্ধ করিয়াছি নানামত ও কৌশল করিয়া তাড়িত করিয়াছি

কিন্তু কখন খুঁত করিতে পারিনাই; আমি ও করামোরজ ও বরজু বহুমান থাকিতে আপনকার জাওয়া উচিত নহে; কয়-খোছরো রাগত হইয়া কহিলেন যে আমাকে তুমি কাপুরুষ জ্ঞান করিয়াছ ইহা কহিয়া যুদ্ধে চলিলেন, তখন রোস্তম অশ্বের রজ্জ ধারণ করিয়া সঙ্গে চলিল এই সময়ে বরজু আসিয়া কয়-খোছরোর রেকাকে চুম্বন করিয়া খঞ্জর হস্তে লইয়া কহিল রোস্তম প্রতি সন্ধ্যা সকল বরদারেরা আপনার নিকট অনেক কষ্ট করিয়াছে আমি নূতন আসিয়াছি আমার কষ্টের পরিচয় আপনকার নিকটে কিছ দিতে পারিনাই কিন্তু আপনার অঙ্গে প্রতিপালিত হইতেছি আমাকে এইবার যুদ্ধে পাঠাইয়া নম-কের পরিচয় লইতে হইবেক এইরূপ অনেক প্রকার মিনতি করায় বাদশাহ তুষ্ট হইয়া রোস্তমকে কহিলেন আমি বুঝিলাম বরজু তোমার সম্মান বটে, ইহা কহিয়া বরজুকে যুদ্ধে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, তখন বরজু কয়খোছরোকে ছেলাম করিয়া অশ্বারূঢ় হইয়া আফরাহিয়াবের নিকট বদ্ধ করিতে গেল; বরজুকে দেখিয়া সে রাগত হইয়া কহিল, ওরে দুর্বাসা আমি কি ভোকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রতিপালন করিয়াছিলাম তুই কুসক ছিল তোর পিতার নাম জানি না আমি আনিয়া প্রতিপালন করিয়া যুদ্ধ সিখাইয়া প্রদান করিলাম এখন আমার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে আসিও তোর লজ্জা হইল না বরজু কহিল আমাকে আনিয়া তুমি যুদ্ধ সিখাইয়াছ তাহা সত্য বটে কিন্তু আমি যেপ-হি লোক যখন জাহার নিকটে থাকি তখন তাহার শত্রু হইয়া পলাইয়া যায়। জাহার শত্রুর সঙ্গে তাহার আজ্ঞায় সেই শত্রু যদি তাহার পিতা কিম্বা সহোদর ভাতা হয় কিম্বা

আমার পিতা ও ভ্রাতা সত্বেরের সেনা থাকে তাহাকেও নষ্ট করিতে হয় সেপাহির এইধঙ্গ, আমি এখন কয়খোছরোর অধিন তুমি তাহার সত্ৰু বিশেষতঃ তুমি অতি দুরাত্মা আপন সহোদর আগরিবুছ ও ছিয়াওন তোমার জামাতা এইদুই জনকে তুমি বিনা অপরাধে বধ করিয়াছো; কয়খোছরোর পিতা ছিয়াওন সেই কয়খোছরোর আজ্ঞায় তাহার পিতৃসত্ৰ তুমি তোমার মাথা কাটিতে আসিয়াছি। এই সকল দরুদাকা শবণে আফরাছিয়াব রাগমিতহইয়া বরজুকে একতির মারিল সে তীর বরজুর সরিरे প্রবেশ করিল বরজু তীরখাইয়া গদা লইয়া আফরাছিয়াবকে মারিতে চলিল তাহা দেখিয়া আফরাছিয়াব এক স্থানে নাথাকিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া তির মারিতে লাগিল, তখন বরজু ও তির নিজেপ করিতে আরম্ভ করিল আফরাছিয়াবের তির শেষ হইল তখন গদা লইয়া ধাবমান হইল তাহা দেখিয়া হোমান কহিল হে বাদসাহ তুমি গদা যুদ্ধে বরজুকে পারিবেনা? বরজু অতি বলবান্ অনা আসে তোমাকে নষ্ট করিবে; আর বরজু তোমার সম যোগ্য নহে ইহার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা যুক্তি বিরুদ্ধ; যে হেতু তুমি ইহাকে মারিলে একজন নিষ্ঠুরি সামান্য সেপাহিকে মারিবা মাত্র। ঈশ্বর এমন নাকরণ যদি বরজু তোমাকে মারে তবে তুরানের দেশ ও বাদসাহি সমস্তম হইবেক। কয়খোছরো তোমার সমযোগ্য তাহার সহিত যুদ্ধ হইলে আমি বারণ করিতাম না, আফরাছিয়াব কহিল এ কথা যথার্থ কিন্তু বরজু এখন কয়খোছরো অপিক্সা আমার প্রবল সত্ৰু হইয়াছে কারণ ইহাকে আমি বন হইতে আনিয়া প্রতিপালন করিয়া একজন

প্রধান করিলান এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে
 এ কোন মতে সহ্য হয়না। হোমান অনেক বুঝাইয়া বাদসা
 হকে বরজুর সহিত যুদ্ধে ক্ষেপ্ত করিয়া আপনি সকল সেনা
 সঙ্গে লইয়া বরজুরকে এককাসীন চতুর্দিকে বেষ্টিত করিল তাহা
 দেখিয়া রোস্তম ফরামোরজকে লইয়া বরজুর সাহায্যার্থে
 অগ্গসর হইল, এবং কয়খোছরো আপন সৈন্য লইয়া সেই
 স্থানে আইলেন ইহা দেখিয়া আফরাছিয়াব ভয়ে পলায়ন
 করিল, তখন কয়খোছরো জয়ি হইয়া ইরানেযাত্রা করিলেন
 রোস্তম কয়খোছরোকে অনেক মিনতি করিয়া কহিল আমার
 আশ্রয় অতি নিকট একবার অনুগ্রহ করিয়া পদার্পণ করিতে
 হইবেক, কয়খোছরো সন্মত হইয়া রোস্তমের বাটিতে আই-
 লেন; পরে জাল ও রোস্তম বাদসাহকে অনেক উপঢৌকন
 প্রদানানন্তর আহালাদি করাইয়া পরে রোস্তম কহিল আমি
 বৃদ্ধ হইয়াছি আমার পুত্র ফরামোরজ ও পৌত্র বরজু ইহারা
 দুইজন সর্বদা নিকটে উপস্থিত থাকিবেক আপনি যখন জে
 আক্রা করিবেন তাহা করিবেক, আমি বৃদ্ধ বাধা করি যেরে
 বসিয়া আশ্রিত হইব তীব্র থাকি কিন্তু যখন আমাকে সরণ
 করিবেন তত মাত্র নিকট পৌছিয়া যথা সক্তি কক্ষ করিব,
 কয়খোছরো এতদ্বাক্যে তুষ্ট হইয়া গণ্ডব ও হরি এবং মিমরোজ
 এই তিন দেশ রোস্তমকে, ফরামোরজ, বরজুরকে দিলেন কিয়ৎ
 দিবস রোস্তমের আশ্রয়ে থাকিয়া জাল ও রোস্তমকে অনেক
 সমাদর করিয়া তাহারদিগের সমীপে বিদায় হইয়া আপন
 রাজধানি ইরানে আসিয়া পরমসুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন

পুনঃ যুদ্ধে পিরানওএছা ও হোমানের ॥

আফরাছিয়াব তুরানে আসিয়া ভাঙার হইতে সেনাগণকে অনেক দিন দিল আর অনেক নূতন সেনা চাকর রাখিল; কয় খোছরো এই সন্বাদ শুনিয়া গোদরজকে কহিলেন এইবার যুদ্ধে তোমার দিগের পরিশ্রম করিতে হইবে কারণ রোস্তমকে এবার কুল দেয়া হইবেকনা, তখন গোদরোজ জুহ ও গেও ও বেজনকে লইয়া তারত সেনা ও সেনাপতিদিগকে সঙ্গে লইয়া তুরানে যাত্রা করিল, এবং ফরানোরজকে কহিলেন তুমি হিন্দুস্তানের অধিন দেশ সকল সামন্ত করিয়া চিন ও খোতন এই দুই দেশ অধিকার করিয়া তুরানে আসিয়া গোদরজের সহিত মিলিত হইয়া আফরাছিয়াবকে আবদ্ধ করিবা। ইহা কহিয়া ফরানোরজকে হিন্দুস্তানে পাঠাইলেন আফরাছিয়াব শুনিয়া যে গোদরজ অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া যুদ্ধ করিতে তুরানে আসিতেছে; এই প্রযুক্ত হোমানকে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধে পাঠাইল। আর পিরানওএছাকে হোমানের সাহায্যার্থে অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া তাকুর পক্ষাৎ পাঠাইল, তখন উভয় পক্ষের সেনায় সাক্ষাত হইল হোমান রণস্থলে উপস্থিত হইয়া যোদ্ধাগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল গোদরজ বেজনকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন, তখন দুইজনে তির; তলওয়ার, গদা লইয়া কয়কাল যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে বেজন হোমানকে শূলে বৃদ্ধ করত ভূমিক্ষেদ্য মস্তক ছেদন করিল তদৃষ্টে হোমানের সেনাগণ ভয় দিয়া পিরানওএছার নিকটে গেল; পিরানওএছা পুত্রনাকে কাতর হইয়া অনেক

রোদন করিল ? কিঞ্চিৎ কাল পরে সকল সেনা একত্র
করিয়া গোদরজের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, গোদরজ আপন
সৈন্য গণকে লইয়া পিরান ও এছার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে
বহুদিবস পর্য্যন্ত উভয় পক্ষীয় সৈন্য যুদ্ধ হইতে লাগিল।
গোদরজ করখোছরকে এক পত্র লিখিল যে হোমান মারা
পড়িয়াছে এখন পিরান ও এছা অনেক সেনা সহযোগে আমার
সহিত যুদ্ধ করিতেছে অতএব আপনি রোস্তমকে সেনা সম-
ভিব্যাহারে আমার সাহায্যার্থে পাঠাইবেন; করখোছর
গোদরজের এই পত্র পাইয়া অনেক সেনা গোদরজের নিকট
পাঠাইলেন আর রোস্তমকে লিখিলেন যে তুমি গোদরজ
সাহায্যার্থে তুরানে জাইবা ক্রমগত দুইবৎসর পর্য্যন্ত গোদ-
রজের সহিত পিরান ও এছার ক্রমগত যুদ্ধ হওয়াতে উভয়
পক্ষীয় সেনা বিনষ্ট হইতে লাগিল, আর ইরান ও তুরান দুই
বাদসাহ সর্বদাই সৈন্য পাঠাইতে লাগিল। রোস্তম তুরানে
আগত হইবার পূর্বে গোদরজ পিরান ও এছাকে সংহার করিলে
তাহার সেনাগণেরা ভয় পাইয়া সকলে পলায়ন করিল। আফ-
রাহিয়াব, পিরান ও এছার সহায় অন্য আসিতেছিল পশ্চি-
মধ্যে এই সকল পলায়িত সেনা নষ্টে সাক্ষ্য হইলে তাহারা
কহিল যে গোদরজের সহিত পিরান ও এছা যুদ্ধ করিয়া নার।
গিয়াছে। আফরাহিয়াব পিরান ও এছার মৃত্যু সংবাদ
শুনিয়া মৃত্যুবৎ হইয়া ভ্রমে পড়িল, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে চৈতন্য
পাইয়া অনেক রোদন করিয়া কহিল আমার বাদসাহি আর
থাকিবেনা পিরান ও এছা ও তাহার পুত্র হোমান এই দুইজনে
রোস্তমের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া এতদ্রাজ্য রক্ষা করিয়া

ছিল আর তুরানে এমন বলবান্ কেহনাই যে রোস্তমকে যুদ্ধে পরাজয় করে, আফরাছিয়াব এইরূপ অনেক বিনাপ করিয়া সৈন্যমধ্যে এমন দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিল যে আমি যে পয্যাস্ত পিরানওএহার হস্তকে নামারিব সেপয্যাস্ত আমার আহার নিদ্রা বিশ তুল্য হইল ॥

কয়খোছরোর নিকটে সয়দার গমন ॥

আফরাছিয়াব পিরানওএহার ও হোমানের ও আপনার সমিভ্যারি এইতিন সৈন্য একত্রিত করিয়া আপন পুত্র সয়দাকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে আইল, এখানে কয়খোছরো পিরানওএহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আপনি অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া জয়ছন নদীপার হইরা তুরানের অন্তপাতি দেশ ছনরকন্দ ও বোখারা ও অন্য অন্য অনেক নগর অধিকার করিয়া আপন পক্ষীয় লোক রাখিয়া আপনি রণস্থলে আইলেন। আফরাছিয়াব তাহা শুনিয়া সয়দাকে অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া যুদ্ধে পাঠাইল, কয়খোছরো এইকথা শুনিয়া কয়কাউছের জামাতা লহরাপ্প তাহাকে কয়খোছরো পুত্র তুল্য স্নেহকরিত অশীতি সহস্র সেনা সঙ্গে দিয়া সয়দারসহিত যুদ্ধে পাঠাইল, এমন সময়ে রোস্তম আসিয়া কয়খোছরোর নিকট পৌছিল কয়খোছরো রোস্তমকে কহিলেন যে লহরাপ্প বালক তুমি ইহার পৃষ্ঠপূরক থাক, রোস্তম স্বীকার করিল, আফরাছিয়াব রোস্তমের আগমন সংবাদ শুনিয়া আশ্রয় এক লক্ষ্য সেনা আনাইয়া আপনিও সয়দার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল, পরে সয়দাকে দূতস্বরূপ কয়খোছরোর নিকটে কহিয়া

পাঠাইল আমি তোমার মাতামহ তুমি আমার দৌহিত্র তোমায় আমার যে সর্গন্ধ ইহাতে একপ সত্রুতাকরা অনোচিত অত এবতুমি যে রূপ ম্লেহ পাত্র ভদনরূপ থাক তোমার যতধন ও রাজ্য লইতে বাঞ্ছা থাকে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি এবং আমার এক পুত্রকে তোমার নিকটে রাখিব কিন্তু তুমি কখন মনে একপ জ্ঞান করিবা না যে আমি যুদ্ধে ভিত্ত হইয়া একপ কহিলাম কেবল তুমি আমার সন্তান বলিয়া ম্লেহপ্রযুক্ত কহিতেছিনতুবা আমার এত সৈন্য আছে যে চিরকাল তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারি; আর যদি সন্ধিকরা মতনা হয় তবে আমার পুত্র সয়দার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিবা, সৈন্যদিগের অনর্থক নষ্ট করিবার আবশ্যিক নাই, যদি তুমি সয়দাকে মারিতে পার তবে তুরানের বাদসাহি তোমার হইবে আমি রাজ্য অভিলাস ত্যাগ করিয়া কোনস্থানে বসিয়া ইশ্বরের ভজনা করিব। তদনন্তর সয়দাকে গোপনে কহিল যদি কয়খোছরোর সঙ্গে কখন কখন করিবার সময় যদি কয়খোছরোকে নষ্ট করিতে পার তবে আর কোন উৎপাত থাকেনা, এইরূপ কহিয়া সয়দাকে কয়খোছরোর নিকট পাঠাইল। পরে সয়দা কয়খোছরোর সমীপে আইলে কয়খোছরো জখেষ্ট সমাদর পূর্বক আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল? সয়দা উপরান্ত সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া কহিবার কয়খোছরো কহিল আপনি অদ্যবাসায় গিয়া বিভ্রামকর আমি বিবেচনা করিয়া ইহার উত্তর পাঠাইব। সয়দা এই কথা শুনিয়া আপন বাসায় গমন করিল। কয়খোছরো সভান্ত সকল লোককে কহিলেন

যে আমি সয়দাকে সীমু বিদায় করিলাম তাহার কারণ এই
 তাহার মুখ চক্ষু দেখিয়া আমার কোথ হইল যে এখনি আমাকে
 নষ্ট করিবেক, আমাকে আত্মরাহিয়াব কহিয়া পাঠাইয়াছে
 যদি সন্ধি করি তবে অনেক ধন ও রাজ্য দিবেক আর যদি
 তাহা না করি তবে সয়দার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কহিয়াছে; অত-
 এব আমার যুদ্ধের সজ্জা ও অস্ত্র সকল আনীত কর এখনি
 আমি সয়দার সন্ধি যুদ্ধ করিতে আইব; রোস্তম প্রমত্ত
 সয়দারেরা কহিল এ অনোচিত কঙ্গ; কারণ আত্মরাহিয়াব
 আপন পুত্রকে এই ছল করিয়া পাঠাইয়াছে যদি সয়দা তোমাকে
 মারে তবে ইরান তাহার হস্তগত হইবে আর তুমি সয়দাকে
 মারিলে সে কখন রাজ্যত্যাগ করিবেনা বরঞ্চ রাগত হইয়া
 যুদ্ধ করিবে কেবল তোমাকে ছলে কৌশলে মারিতে সয়দাকে
 পাঠাইয়াছে, আত্মরাহিয়াব আপন পুত্রের নিমিত্ত কখন
 হারনা করেনা পরদিন কয়খোছরো সয়দাকে অনেক সমা-
 দর করিয়া কহিলেন তোমার পিতা যেই কথা কহিয়া পাঠাই-
 য়াছেন তাহার উত্তর আমি পক্ষাত পাঠাইব আপনি এইক্ষণে
 বিদায় হও, সয়দা কহিল আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে
 আসিয়াছিলাম; কয়খোছরো কহিলেন অন্য থাক কল্য
 তোমার সাহায্য করিব। পরে এই বিবরণে পত্র নিখিলেন
 যে তুমি আমাকে অনেক ধন ও দেশ দিব রমোত্ত দেখাই-
 য়াছ তাহাতে আমার প্রায়জন নাই আমি কেবল আমার পিতৃ
 সত্বে মারিব আপনি জাণিবেন; এবং তোমার পুত্র সয়দা
 আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রাথনা করিয়াছে কল্য তাহার
 সঙ্গে যুদ্ধ করিব তাহাতে বাহার কপালে যাহাঘটে তাহাই

ইহা এই পত্র কারনের হস্তে দিয়া কহিলেন তুমি সরদাকে জানাইয়া তাহার লোক লইয়া আকরাছিয়াবের নিকটে যাত্রাকর; কারণ এই পত্র লইয়া সরদার নিকট পূন উপস্থিত হইলে সে কহিল কল্যাণ আমার সঙ্গে কয়খোছরোর যুঁহু হইবে তুমি অন্য থাকযুঁহু সেস হইলে তথায় পাঠাইব ॥

কয় খোছরোর সহিত সরদার যুঁহু ॥

কারণ আনিয়া কয়খোছরোকে এই কথা জানাইল পরদিবস প্রাতে সরদা যুঁহু সজ্জা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল এখানে কয়খোছরো যুঁহু সজ্জা করিয়া উক্তস্থানে আইল সরদা কহিল তোমায় আমার মল্লযুঁহু করি অস্ত্র যুঁহুর আবি স্যাক নাই, ইহা কহিয়া তখন উভয়ে কিঞ্চিৎকাল মল্লযুঁহু করিলেন কিন্তু সরদা কোন প্রকারেই কয়খোছরোকে ভূমে ফেলিতে পারিল না, কয়খোছরো সরদাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া খঞ্জর দ্বারা তাহার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া আক্রা করিলেন যে সরদার দেহ বাদলাহি রিত্তিমত ককন বাকৃসতে রাখিয়া আকরাছিয়াবের নিকটে পাঠাইয়া দেও পরদিবস কারণ পত্র লইয়া আকরাছিয়াবের নিকট উপস্থিত হইয়া কয়খোছরোর পত্র দিল সেই সময়ে সরদার সমতিব্যাহারি লোকেরা আনিয়া সরদার মৃত্যুবাস শুনাইল; আকরাছিয়াবের অনেক বিলাপ ও রোদন করিলেন পরে তাবত সৈন্য সঙ্গে করিয়া কয়খোছরোর সহিত যুঁহু করিতে যাত্রা করিল কারনের সঙ্গে আলাপ করিলেন; আকরাছিয়াব আনিয়া কয়খোছরোর সেনাগণের সহিত অতি ঘোরতর যুঁহু করিল

তাহাতে রক্তের স্রোত চলিল উভয়ের অনেক সেনা নষ্ট হইল
পরিশেষে কয় খোছরোর যুদ্ধে জয় হইয়া তুরানের সরদা-
রেরা আফরাছিয়াবকে ধৃত করিয়া লইয়া পলায়ন করিল।

আফরাছিয়াবের মৃত্যু।

পরদিবস কয়খোছরো যুদ্ধে জয়যুক্ত স'বাদ কয় কাযু
হকে নিখিলেন আপনি সৈন্য লইয়া আফরাছিয়াবকে
ধরিবার নিমিত্ত্য তাহার পক্ষাৎ ধাবমান হইয়া যখন চিন
দেশে পৌঁছিলেন তখন চিনের বাদসাহ অনেক সৈন্য দেখি
য়া ভীত হইয়া উপটোকন স্বরূপ নানারূপ পাঠাইল, কয়খো
ছরো তাহার দূতকে কহিলেন তোমার বাদসাহ আফরাছি
য়াবকে যদি এখানে আগ্রয় দেখে তবে আমি তাহার বাদ
সাহ সহিত তাকে নষ্ট করিব, চিনের বাদসাহ এই কথা
শুনিয়া আপন দেশে ঘোষনা করিল যে কেহ আফরাছিয়াব
কে স্থাননা দেয়, আর যদি কোমস্থানে লুকাইয়া থাকে
সন্ধান করিয়া তাহাকে ধৃত করে। আফরাছিয়ায় এই ঘোষনা
শুনিয়া অতিভিত হইয়া বনমধ্যে পলায়ন করিল কয়খোছরো
ইহা শুনিয়া এ বনে প্রবেশ করিল। আফরাছিয়াবের সঙ্গে
যে লোক ছিল তাহারাও কুমে আফরাছিয়াবকে পরিত্যাগ
করিয়া পলাইতে লাগিল, আফরাছিয়াব নানাস্থানে ভ্রমণ
করিতে লাগিল কয়খোছরোও তাহার পক্ষাৎ ২ ধাব মান
হইল কুমে আফরাছিয়াব একাকি হইয়া এক পর্বতের গুহার
মধ্যে লুকায়িত হইয়া রহিল। সেই পর্বতের কিছু দূরে হোম
নামক ফেরেদু'র সন্তান একজন, আফরাছিয়াব তাহার যে যৎ

কিঞ্চিৎ রাজ্য ও ধনাদিছিল তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া ছিল, সেই ব্যক্তি আফরাছিয়াবের ভয়ে এক গুহার খাকিয়া ঈশ্বরের ভজনা করিত এবং আফরাছিয়াবের অমঙ্গল প্রার্থনা সর্বদা করিত, রাত্রিকালে হোম ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিত যে এখানে কে ক্রন্দন করে তাহার অনুসন্ধান করিতে চলিল, সেই সন্ধানসারে তাহার নিকটে গিয়া শুনিল রোদন বদনে কহিতেছে এখন আমার তরানের বাদসাহিকে লইল আর সেনাপতি সকল কোথায় গেল, আমি একাকি এই পর্বতের গুহার মধ্যে রোদন করিতেছি। এই কথা শুনিয়া হোম জানিল যে আফরাছিয়াব ব্যক্তি অন্যের একথা নহে, ক্রমে সেই গুহার দ্বারে গিয়া স্পষ্ট করি শুনিয়া শিস্ত করিল যে আফরাছিয়াব বটে, তখন কিছু নাকিয়া আপন গুহাতে আসিয়া নিদ্রা গেল। প্রাতে সুবাদ যের পূর্ব সেই গুহার দ্বারে আসিয়া কহিল হে পৃথিবীর বাদসাহ? গন্ত হইতে বাহিরে আইস আমাকে তোমার সহায় নিমিত্তে ঈশ্বর পাঠাইলেন, এই কথা শুনিয়া আফরাছিয়াব আনন্দিত হইয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিল বুঝি ঈশ্বর আমার প্রতি অমঙ্গল হইয়া কোনমহাত্মাকে আমার সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন; ছিট্টিচিটে গুহা হইতে বাহিরে আইল হোম তাহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তকে এক মুষ্টিকাঘাত করিল, তখন আফরাছিয়াব বিম্বিত হইয়াকহিল যে ঈশ্বর তোমাকে আমার সাহায্যার্থে পাঠাইয়াছেন কহিলে তবে আমাকে অকারণ কেন মুষ্টিকাঘাত করিলে তুমি কে এবং কোথা হইতে এই বন মধ্যে আইলে? হোম কহিল তুমি আমাকে

এখর চিনিত পার না; আমি যতদূর সম্ভব আমার নাম
 হোম তুমি আমার রাজ্য লইয়া আমাকে দেশ হইতে দূর
 করিয়া দিয়াছিস। তদবধি আমি এই পর্বতে থাকিয়া সর্বদা
 ইশ্বরের নিকট অহরহ প্রার্থনা করিতেছি সীমু তোমার সর্ব
 নাম হউক; ইশ্বর অনুগ্রহ করিয়া এতদিনে অন্য আমার
 মানস পূর্ত্ত করিলেন ইহা কহিয়া পুনরায় প্রহার করিতে
 আরম্ভ করিলে উভয়ে অনেকক্ষণ মল্লযুদ্ধ করিল, কিন্তু আক-
 রাছিয়াব বৃদ্ধ তাহাতে অনাহারি পথ গ্রমে; ভাবনার; ভয়ে;
 দুর্বল হইয়াছিল। হোম বৃদ্ধ তাহাকে ভূমে কেনিয়া তাহার
 দুই হস্ত বন্ধন করিয়া কহিল তুই কাহার সহিত যুদ্ধে হারিয়া
 এখানে আশ্রিয়াছিস তাহা বল; আকরাছিয়াব আপনাতঃসম-
 দয় বৃত্তান্ত হোমকে কহিল হোম তাহা না শুনিয়া আকরাছিয়াবকে
 টানিয়া কয়খোছরোর সমীপে লইয়া যায় তখন আকরাছিয়াব
 কহিতে লাগিল যে আমাকে কয়খোছরোর নিকট না লইয়া
 তুমি এইখানে নষ্ট কর হোম তাহা না শুনিয়া আকরাছিয়াব
 বকে কয়খোছরোর নিকট লইয়া চলিল, পথমধ্যে হোমকে
 অনেক মিনতি করিতে লাগিল তাহাতে হোম আকরাছিয়া
 বের বন্ধন নৈখিল্য করিয়া দিল যখন এক নদীর তীরে উপ-
 স্থিত হইল তখন আকরাছিয়াব হোমের হাত হইতে পলাইয়া
 ঐ নদীমধ্যে পতিত হইয়া জলস্তম্ভন বিদ্যা দ্বারা জলমধ্যে
 লুকাইয়া রহিল। হোম ঐ নদীর ধারে ধারে জল মধ্যে ভ্রম
 করিতে লাগিল; এই সময় গোদরজ ও গেও সেই স্থান দিয়া
 আইতেছিল তাহার। হোমকে ভলম্বির ন্যায় জল মধ্যে কিছু
 সন্ধান করিতেছে দেখিয়া কহিল ওহে ভলম্বি তুমি জল

মধ্যে কি অন্যাসন্ন করিতেছ, লেকহিল আমার নাম হোম কর
বংশোদ্ধর আমার বধা সর্বস্ব আকরাছিয়াব, লইয়া দেশ
হইতে দূর করিয়া দিয়াছিল এ নিমিত্ত আমি অমুক পর্বতের
এক গুহার মধ্যে ইহরের আরাধনা করিতাম আর আকরা-
ছিয়াবের সর্বস্ব আরাধনা করিতাম, ইহর আনাকে অমুক
হইয়া আকরাছিয়াবকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন গতো
ব্রাহ্মে আমি যেখানে থাকিতাম সেইখানে আকরাছিয়াব
উপস্থিত হইয়া এক গুহার বসিয়া রোদন করিতেছিল, আমি
তাহা শুনিয়া সেইখানে গিয়া তাহাকে চিনিয়া তাহার হস্ত
বন্ধন করিয়া কয়খোছরোর মিকট লইয়া জাইতে ছিলাম
এইখানে আসিয়া আমার হস্ত হইতে লালাইয়া এই নদীর জল
মধ্যে লুকাইয়াছে তাহাকেই তত্ত্ব করিতেছি, গোদরজ ও
গেও এই কথা শুনিয়া সীষ জাইয়া কয়খোছরোকে কহিল
কয়খোছরো ইহা শুনিয়া সেইখানে আসিয়া সমস্ত কথা
হোমের নিকটে জ্ঞাত হইয়া করছেওজকে আনাইয়া তাড়না
ও দুর্ভাগ্য কহিতে লাগিল তখন চিৎকার করিয়া রোদন
করিতে লাগিল তাহা শুনিয়া আকরাছিয়াব জল হইতে
জানিয়া অনেক বেদ ও রোদন করিতে আরম্ভ করিল এইমতে
হোম কমন কেলিয়া আকরাছিয়াবকে জল হইতে তটে
আনিয়া কয়খোছরোর নিকটে সমর্পণ করিলে কয়খোছরো
তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিলেন পরে করছেওজকে
হইখণ্ড করিয়া ছেদন করিলেন তৎপরে সেখান হইতে তুরানে
গিয়া তথায় নিরস্ত মিস্ত্রীকৃত করিয়া রোস্তমকে অনেক বন
রূত বরা হয় হস্ত দিয়া সমাদর পূর্বক জাবনস্থানে পাঠাইয়া

আপনি ইরানে আইল, কয়কাউহ ইহা শুনিয়া অনুসর আসিয়া
কয়খোছরোকে কোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করিয়া ঈশ্বরকে ধন্য
বাদ দিয়া কহিল যে অদ্য আমার ছিয়াত্তসের সৌক নিবারণ
হইল, এখন আমাকে ঈশ্বর অনুগৃহী করিয়া অনিত্য সন্সার
হইতে নিত্যস্থানে লউন, কিছুদিন কয়কাউহ ভজনা দিকরিয়া
ঘর্ণে যাত্রা করিলেন, কয়কাউহ একসত পঞ্চাশ বৎসর বাদ-
সাহি করিয়া ঘর্ণে জাম; তদনন্তর কয়খোছরো নিকটকে
ইরানের তন্তে বসিয়া প্রজাদিগের প্রতিপালন ও ইরানের
ও উরানের ব্যক্তিদিগকে দানে মানে সন্তোষ করিয়া পরম
সুখে বাদসাহি করিতে লাগিলেন ॥

লহরান্সর বাদসাহি কয়খোছরোর অদর্শন ॥

কয়খোছরো ষাঠিবর্ষ বাদসাহি করিয়া সমস্ত কঙ্কের ভার
মন্ত্রিগণকে অর্পণ করিয়া আপনি দিবারাত্র একান্তচিন্তে ঈশ্ব-
রের ভজন সাধনে মন নিবেশ করিলেন। প্রধান প্রধান
ব্যক্তিসকল ও মন্ত্রি বর্গ একত্র হইয়া বাদসাহকে কহিল
আপনি এক গ্রহর কাল রাজকাজ করণ অবশিষ্টকাল ভজনা
করণ তাহাতে তিনি কহিলেন এক মন হইতে দুই কাজ হইতে
কি কপে পারে আর পৃথিবীর সুখ দুঃখ সকল ভোগ করিয়া
এইক্ষেণে বিরক্ত হইয়া ঈশ্বরারাদনায় মন সংযোগ করিয়াছি
এখন তিনি সূদৃশ্য করণ এই বাঞ্ছা এই যে অনিত্য
সন্সার ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে গিয়া পরম সুখে বাস করি
এই কথা শুনিয়া সকলে বিমস হইয়া জাল ও রোস্তমকে সমস্ত
বিবরণ বিস্তারিত করিয়া নিখিল যে বাদসাহ সকল কর্ম

ত্যাগ করিয়া নিজের স্থানে একা দিবা রাত্র বসিয়া থাকেন
আমরা কিছু বৃত্তিতে পারি না অনুভব হয় ইরানের দুভাগ্য
অতি ভুরায় ঘটীবাক, আপনারা দুইজনে পত্র পাঠ এইস্থানে
আসিয়া বিবচনা করিয়া জাল ও রোস্তম এই পত্র পাইবা মাত্র
তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া ইরানে আসিয়া কয়খোছরোর
সহিত সাক্ষ্যাৎ করিবার নিমিত্তে সৎবাদ পাঠাইল কয়খো-
ছরো ইহা শুনিয়া ঐ দুইজনকে সেই নিজের স্থানে ডাকাইয়া
আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কহিল ইরানের
বাদসাহির কোন ভয়ানক সমাচার লোকমুখে শুনিয়া আপ-
নকার নিকট জানিতে আসিয়াছি। কয়খোছরো কহিলেন
এই অনিত্য সংসারে আমার বিরক্তী জন্মিয়াছে পরকালের
কর্ম কিছু করিব; জাল কহিল পরকালের কর্ম পৃথিবীতে দান
দ্বারা যেমত হয় এমত জপ, তপ; ভজন সাধনে হয় না, কয়
খোছরো কহিল সে কথা সত্যবটে কিন্তু আমি আর মনুষ্যকে
দেখিতে ইচ্ছা করি না পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রেম
আমর মনে এমত উদয় হইয়াছে যে অন্য কোন কর্মে আরম্ভ
সংযোগ হয় না; এব° গত রাত্রে আমার কণ্ঠে একদৈববাণী
প্রবিষ্ট হইয়াছে যে সীষু আমাকে নিত্যধামে জাইতে হইবে
ইহা শুনিয়া রোস্তম নিরব রহিল জাল কহিল যদি আজ্ঞাহয়
তবে আমিও আপনকার মতালম্বি হইয়া ঈশ্বরারাদনা করি
আপনার সংসর্গে থাকিলে আমারোও পরকালে ভাল হইতে
পারে বাদসাহ কহিল আমি এখানে আর থাকিব না কোন
নির্জন স্থানে গিয়া যে পরমেশ্বর আমাকে প্রাণদান করিয়া

ছেন তাঁহাকে প্রাণ অপণ করিব। জাল ও রোস্তম এই কথা
 শুনিয়া রোদন করিয়া বাহিরে আইলেন, তাহারদিগের প্রমু
 খাত ইহা জ্ঞাত হইয়া সকলে বিস্তর রোদন করিতে লাগিল
 পর দিবস প্রাতে কয়খোছরো নিজালয় হইতে বাহিরে
 আসিয়া অপারণ সাধরণ ব্যক্তিকে ডাকাইয়া সকলের সম্মান
 করিয়া কহিলেন আমার কপালে পৃথিবীর সুখ দুঃখুর ভোগ
 জাহা ছিল তাহা হইল এইক্ষণে তোমারা সকলে ধৈর্য্য হও
 আমি যেমত ২ কহি তাহার অন্যথা কেহ করিবানা; আর যে
 যেমত কক্ষ করিয়াছ তাহার পরস্কার করি তোমারা সকলে
 গৃহণ কর ইহা কহিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া নগর প্রান্তে
 শিবির স্থাপন করিয়া ধন রত বস্তাদি আনাইয়া যথার্থোগ্য
 ব্যক্তিদিগকে সম্ভ্রাহ পয়স্য দানদ্বারা তুষ্ট করিলেন, এতদ্রপ
 দান করিলেন যে ইরান রাজ্য তিক্কুক রাইলনা, পরন্তু পিতৃ
 হিন বালক ও অনাথা দিগের প্রতি এমত নিয়ম নির্দ্ধারিত করি
 লেন যে কোনমতে তাহারদিগের কুস নাহয়। তাহার পর
 কয়কাউছের জামাতা লহরাস্পকে ইরানের তক্তে বসাইয়া
 আবসেক করিয়া সকল সরদারকে কহিলেন তোমরা যে কপ
 আমার অজ্ঞাবহ থাকিতে সেইরূপ লহরাস্পের নিকটে সর্বদা
 উপস্থিত থাকিয়া কক্ষ সম্পন্ন করিবা; অপরন্তু জাল ও রোস্তম
 কে জাবল, শু কাবল, নিমরোজ, এই তিন রাজ্য পূর্বে জীব
 নোপায়ের নিমিত্তে দিয়াছিলেন সেই সকল দেশ তাহার
 দিগের একেবারেই দান করিলেন, আর গেলুকে প্রধান সেনা
 পতি করিলেন, তুহকে খোরছনিরাজ্য দিলেন, কাউছের পুত্র
 ক্রামোরজ সর্বোপরি শ্রেষ্ঠ নব্বিভূপদে অতিবিস্তৃত করিয়া

কহিলেন তুমিসর্বদা লহরাম্পর সমীপে থাকিয়া সত্পরামস
প্রদান করিবা যাহাতে শিষ্টের পালন ও দুষ্কের দমন হয় তাহা
করিবা, লহরাম্পকে আমি আপন পুত্র স্তন্য জানি ইরানের
বাদসাহর উপযুক্ত পাত্র; ইহা শুনিয়া সরদারেরা পরস্পর
কহিলেন কয়কাউঁছের পুত্র ফরোমোরজ থাকিতে জানাতাকে
বাদসাহ করা অনোচিত কর্ম, জাল কহিল তোমরা কেন
গোল মাল করিতেছ বাদসাহ বিবেচনা করিয়া জাহাকে উপ
যুক্ত জ্ঞান করিয়াছেন তাহাকেই উত্তরাধিকারি করিয়াছেন
তাহাতে তোমার দিগের কোন কথা কহিবার আবিস্যক নাই
করখোছরো একথা শুনিয়া সমস্ত সরদারকে আপন নিকটে
ডাকিয়া কহিলেন ফরোজ হইতে বাদসাহি কর্ম সম্পন্ন হই
বেনা আমি তাহা বিবেচনা করিয়া উত্তরাধিকারি করিয়াছি,
লহরাম্প কুলে সিলে দানে মানে বুকে বুকে সর্বাসে উত্তম
তাহা আমি বিধিমতে বিবেচনা করিয়া বাদসাহিতে অভিষিক্ত
করিয়াছি, সকলে এই কথা করখোছরোর মুখে শুনিয়া সুস্থির
হইলেন। তাহার পর সরদারদিগকে কহিলেন গতো রাত্রে
আমাকে ইশ্বরের আদেশ হইয়াছে যে এই নগর প্রান্তে যে
পর্কত তাহার উপর এক সরোবর আছে সেই সরোবরে স্নান
করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে, অতএব তোমার দিগের নিকটে
আমি বিদায় হইলাম তোমরা সকলে আপন ২ আলয়ে গমন
কর; ইহা শুনিয়া কতক গুলীন মনুষ্য স্বস্থানে প্রস্থান করিল
তখন বাদসাহ পদক্ষেপে ঐ পর্কতদ্দেশে গমন করিলেন এক
দিনের পথ অবাধি সরদারেরা ও আর ২ অনেক লোক সঙ্গে
গেল, পর দিবস কথক দর গিয়া জাল ও রোস্তমকে বাচি

জাইতে আছাকরিলেন তাহারা রিদায় হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল; পশ্চিম ও বিজ্ঞানকলে কহিতে লাগিল ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রাণাপণে পদব্রজে জাইতে এপয্যন্ত দেখা দূরে থাকুক কহে কেহু কখন শুনে নাই, তদন্তর ফরেবোজ গেও; তহু, কেহু হমকে বিদায় করিলেন তাহারা না শুনিয়া বাদসাহর সঙ্গে চলিল, যখন পর্বতোপরি সরোবরের কুলে গেল বাদসাহ সেই সরোবরে স্নান করিয়া সঙ্গিগণকে কহিলেন বিচ্ছেদের সময় অত নিকট হইল আপনারা সীষু প্রস্থান কর তাহারা এই বাক্য নাশুনিয়া দণ্ডয়মান রহিল পূনরায় বাদসাহ কহিলেন আপনারা সীষু এখান হইতে গমন কর নতবা অবিলম্বে ঝড় বৃষ্টি বরফে সকলে প্রাণ হারাইবে, এই কথা কহিয়া পূনরায় বাদসাহ সরোবরের নিকট গিয়া অদর্শন হইলেন কেহু বাদসাহকে দেখিতে নাপাইয়া অনেক রোদন করিল কথক লোক তথা হইতে বাটাতে গমন করিল, ফরাবোজ কহিল কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলে বাটা জাই ইহা কহিয়া জাহাজ সঙ্গেছিল সকলে আহার করিতে বসিলেন এই সময়ে ঘোর অন্ধকার হইয়া ঝড় বৃষ্টি ও বরফ অতিসয় পড়িতে লাগিল তাহাতে ফরেবোজ; তহু, গেও, ও বেজন এই চারিজন সরদার ও আর ২ অনেক লোক সেই বরফের দ্বারা তাহারদিগের প্রাণ বিয়োগ হইল অত্যন্ত ব্যক্তি জাহারা কিছু দরে ছিল তাহারা পলাইয়া আইল, গোদরজ কিঞ্চিৎ পূর্বে আসিয়া পশ্চিমধ্যে সকলের অপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহারদিগের অনেক বিলম্ব দেখিয়া লোক পাঠাইল সে কথক দূর গিয়া যে দুই চারিজন আসিতেছিল তাহার নিকটে বরফের কথা

তুনিয়া সকলে আগিয়া গোদরজকে সমস্ত ঝড় বৃষ্টি ও বরফে
চাপা পড়িয়া মরা গিয়াছে কহিল গোদরজ রোদন করিয়া
তথা হইতে ইরানে আপন বাড়িতে আইলেন ॥

আফরাছিয়াব বাদশাহর জন্মমধ্যে মগ্ন হইয়া থাকি কয়খো-
ছরোতাহার ছাতাকে দণ্ড করিলে ও দুবাক্য কহিলে আফরাছি-
য়াব জল হইতে উঠিলে তাহাকে নষ্ট করেন তৎপরে কয়খো
ছরো কিঞ্চিৎকাল বাদশাহি করিয়া প্রকাশ করিলেন যে
পন্নমেশ্বর আনাকে শ্রুতি করিয়াছেন তাহার নিকটে গমন
করিব বলিয়া অহিক শুখ ত্যাগ করিয়া একপর্ষতোপরি গমন
করিয়া অদরসন হইলেন, তাহার সঙ্গে অনেক প্রধানেরা
গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলে কথকদূর থাকিতে ফিরিয়া
আইলেন; এই সকল প্রধানদিগের মধ্যে কেবল ফেরেবোরজ,
তুছ; গেও, ও বেজন এই চারি ব্যক্তি মাত্র সঙ্গে এই পর্ষত
পর্য্যন্ত জাইয়া তাহারা ওহিম মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ
করেন ইহাতে পষ্ট বোধ হইতেছে যে হিন্দুদিগের মহাতারণ
গুহু.ও মোছলমান দিগের সাহানামা পুস্তক এক গুহু উভয়ে
আপন২ ভাসার রচনাকরিয়া ব্যক্তিদিগের তিন্য২ নাম দিয়া
বর্ননা করিয়াছেন; দুর্জোধন জলে মগ্ন ছিল তাহাকে দুর্জাক্য
দ্বারা জল হইতে উত্তোলন করিয়া পাণ্ডুরেরা নষ্ট করিলেন;
আফরাছিয়াব জলেমগ্ন ছিল তাহাকে ও দুবাক্য দ্বারা তুনিয়া
কয়খোছরো নষ্ট করিলেন, পরে পাণ্ডবেরা কিছু কালরাজ্য

ভোগ করিয়া স সরিরে সর্গারোহণ করিয়া কেবল মহারাজা
 বৃধিষ্ঠির স সরিরে বর্ণে গমন করেন, ভিম; অজ্জুন; নকুল
 মহদেব, হিম মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন; সাহনামাতে
 ও সেইরূপ কেবল কয়খোছরো পক্ষতাপরি গমন করিয়া
 অদর্শন হন; আর করেবোরজ; তুহ, গোও, বেজন এই চারি
 ব্যক্তি পুরোক্ত মত হিম মধ্যে মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন
 কিন্তু এই দুই গুহ্ব এক কালিন কি এক গুহ্ব প্রস্তুত হইলে তাহা
 দৃষ্টি আর এক গুহ্ব হয় ইহা এইরূপে বিবচনা করিয়া প্রকাশ
 করা অতি শুকঠীণ বিজ্ঞ পাঠক বর্ণেরা জাহার দিগের দুই
 সাত্ত অর্থাৎ হিন্দ দিগের বাঙ্গালা সাত্ত ও মোছলমান দিগের
 পারস্য সাত্ত দৃষ্টি আছে তাহার দুই গুহ্বের প্রকৃত মর্ম্ম অর্থাৎ
 কক পাণ্ডব হিন্দ সাত্তের ও আফ্রাছিয়াব, কয়খোছরো
 পারস্য সাত্তের অক্য করিলে এক গুহ্ব নিসন্দেহ বোধ হইবে
 তবে নাম ও প্রকরণ সকল ভিন্য ২ নাকরিলে হটাৎ দৃষ্টে এক
 গুহ্ব বোধ হইবে এ নিমিত্তে আপন সাত্তের মত উভয়েই বস্তুণা
 করিয়াছেন; কি অধিকঃ ॥

মহরাজ্য বাহাদুর্য্যবিবরণ ॥

মহরাজ্য ভক্তে বহুদানদ্বারা বহু বাক্যবকে গুণী
 গণকে সন্তোষ করা ও সদ্‌বিচার দ্বারা প্রজাপালন করাতে
 সকলেই তাহার বসিভূত হইল; মহরাজ্যের চারি পুত্র তাহার
 মধ্যে কাউছের কন্যা হইতে দুই পুত্র তাহারদের নাম আর-
 দসির ও সবাহআল্লা; অন্য দ্বী হইতে দুইপুত্র তাহারদের নাম
 গোস্তাআ ও জজির; গোস্তাআ অত্যন্ত বলবান; বুদ্ধিমান; সিঁঠ
 বিদ্যান; আর রাজ্য চিত্র তাহার সরিরে পুকাশ ছিল কিন্তু মহ-
 রাজ্য কাউছ পক্ষিয় সন্তানদিগের অধিক স্নেহ করিত এনি
 মিত্য গোস্তাআ কিছু দুঃখিত থাকিত এক রাতে মহরাজ্য
 গোস্তাআকে কিছু কটুকটব্য কহিল এজন্য আর দুঃখিত
 হইয়া আপন বন্ধুবর্গ কথক গুলীনসঙ্গে লইয়া হিন্দুস্থান
 দেশে যাত্রা করিল। মহরাজ্য পরদিন শুনিয়া জজিরকে এক
 সহস্র অখারোহি সৈন্যসঙ্গেদিয়া পাঠাইলেন; জজির গোস্তা-
 আর নিকটে পৌছিয়া অনেক বিনয়বাক্যে বাটিতে আসিতে
 কহিল গোস্তাআ কহিল পিতা আমারদিগের দুই ভ্রাতাকে
 দেখিতে পারেননা কাউছ পক্ষিয় সন্তানে অধিক স্নেহ সেখানে
 আমারদিগের থাকায় অপমান; জজিরকহিল পিতার নিকটে
 মান অপমান তুল্য আপনি এবার বাটিতে চল গোস্তাআ
 কহিল ভোরার অনুরোধে এবার যাইব, যদি আমাকে পিতা
 উত্তরাধিকারি করেন তবে থাকিব মন্তবা স্থানান্তরে জাইব
 জজির ইহা স্বীকারকরিয়া গোস্তাআকে বাটীতেআনিল কিছু
 দিন পরে মহরাজ্য কাউছ পক্ষিয় সন্তানকে উত্তরাধিকারি
 করিবার মানস করিল ॥ ৩০ ॥

গোতাম্প ইরান হইতে রোমদেশে

গমন বিবরণ ॥

গোতাম্প তাহা জ্ঞাত হইয়া অতি দুঃখিত হইয়া একাকী
 রাজ্যবোধে পালাইয়া রোমদেশে গমন করিল। পুরায় জজি
 রকে অন্বেষণ করিতে পাঠাইল জজির কিয়ৎ কাল নানাদেশে
 ভ্রমণ করিয়া গোতাম্পর অনুসন্ধান নাপাইয়া আনিয়া বাদ
 সাহকে কহিল। গোতাম্প কয়েক দিবস পরে রোমদেশে
 পৌছিয়া কোনখানে থাকিয়া কালযাপন করিলেন, সন্ধ্যা বে
 খনছিল তাহা ব্যায় হইলে আহারের কষ্ট হইলে তখন
 কয়ছর রোমের বাদশাহর দেওয়ান দপ্তরে গিয়া কোন কর্মের
 প্রার্থনা করিলে তাহার কঠিন আহারদিগের অনেক লেখক
 আছে কিছুদিন অপেক্ষা কর উপস্থিত হইতে বিবেচনা করিব
 গোতাম্পর অন্য ভ্রম অনুসন্ধান অপেক্ষা করিতে নাপারিয়া
 এক জন লৌহকারের দোকানে উপস্থিত হইয়া কহিল তোমার
 মজুর রাখিবার প্রয়োজন থাকে তবে আমি থাকিতে প্রস্তুত
 আছি; লৌহকার তাহাকে বলবান্ দেখিয়া কর্মে নিযুক্ত
 করিল যখন তাহার হস্তে হাতডিমিল গোতাম্প এমন ভোরে
 নেহাইর উপর হাতডি মারিল যে নেহাই ও হাতডি উভয় চূর্ণ
 হইয়া গেল; কর্মকার তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল ওহে
 বুঝক; তোমার বলদ্বারা নেহাই ও হাতডি ব্রহ্মলনা চূর্ণ হইল
 তবে তোমাকে রাখিলে আমার কর্ম কিপ্রকার হইবেক তুমি
 অন্যত্র কর্মের সন্ধান কর; গোতাম্প সেহান হইতে দুঃখিতা
 অন্ধকারে কথক দূর গিয়া দেখিল যে একজন কৃষি ক্ষেত্রে

মুঁতাইয়া রহিয়াছে তাহার নিকটে থিয়া বসিল; যেই কথক
তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে গোস্বাম্প মোহ
কানের দোকানের বিবরণ করিল; সে শুনিয়া আশন বাড়িতে
নইয়া আহারাদি করাইয়া; জিজ্ঞাসা করিল তোমার
নিবাস কোথায় এবং কাহার গৃহ কোন বংশীয় কি নাম
বিশেষ করিয়া কহ? গোস্বাম্প করিল আমি করেদুর
সন্তান কয় বংশীয় লহরাস্পের গৃহ ইরানে নিবাস গোস্বাম্প
নাম, কবি করিল আমি ও করেদুর সন্তান হৈলকর বংশ তবে
তোমার আমার এক বংশোদ্ভূত হইলাম তুমি আমার বাটীতে
থাক কুমে গোস্বাম্পর মতি তাহার গৃহ বর্জিত হইতে
লাগিল; কিছু দিন তাহার বাটীতে থাকেন পরে কেবল গোস্বা-
ম্পর প্রতি অনুকূল হইলেন তাহার বিবরণ এই ৥

রোমদেশে গোস্বাম্পের বিবাহ ৥

করদুর রোমের বাদসাহর এই নিয়ম ছিল যখন তাহার
কন্যা বিবাহ যোগ্য হইত তখন সে দেশে বহু বাদসাহ
জাদ ও প্রধান লোকের সন্তান থাকিত সকলকে নিয়ন্ত্রণ
করিয়া আশন কাটাকাট সভা করিয়া সেই কন্যাকে ঐ সভার
আদায় করিয়া তাহাকে কহিত এই সকল বহু বাদসাহ জাদ
ও প্রধান লোকের সন্তান সভায় কেয়ার হৈল ইহার মধ্যে তো-
মার বাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি তাহার হস্ত কুল দেও
এই সময়ে করদুর রোমের এক কন্যা কজাউর নামি বিবাহ
যোগ্য হইয়াছিল এনিমিত্ত পূর্বোক্ত সভা সভা করিয়া কজা-
উরকে আনিয়া পাৰ দেখিয়া কুল দিতে অসম্মত করিলেন

কিন্তু কতাতিন পূর্বরাত্রে সপ্ন দেখিয়াছিল যেতোমার দিতার
 রাজ্য মধ্যে এই চিহ্ন যুক্ত এক যুবক পুরুষ আসিয়াছে ইর-
 নের বাদসাহ হইবে সেই তোমার স্বামী। কতাতিন সত্য
 আসিয়া সপ্ন চিহ্ন কোন পুরুষের অঙ্গে না দেখিয়া কাহার
 হস্তে ফুল নাদিয়া খুম্মনা হওত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল
 কয়ছর রোম রাণাসক্ত হইয়া কহিলেন সকল বাদসাহ জাদা
 ও প্রধানদিগের সম্মান যাহারা আমার জানিত ছিল তাহার
 দিগন্তে আনিলাম তন্মধ্যে কোন পুরুষকে কতাতিন বিবাহ
 করিল না, অতএব নগর মধ্যে ঘোষনা কর যে বাদসাহর
 কন্যার সয়স্বরী নিমিত্তে পুনরায় সভা কল্য হইলক, যদি
 এতদ্রূপে কোন বাদসাহ জাদা এদেশান্ত কিম্বা অন্য দেশীয়
 পুরুষ রূপে অথবা পুচ্ছনুভাবে থাক তবে কথিত সভায়
 আসিয়া উপস্থিত হইবা। পরদিবস যখন নগর মধ্যে ঘোষনা
 দিতেছিল দৈবায়ত্ত সেই সময়ে গোস্তাম্প কৃষকের সঙ্গে
 নগর দেখিতে আসিয়া ঐ ঘোষনা শ্রবণ করত কৃষকারকে
 কহিল অধুনা আমরা দুইজনে সভা সন্দর্শনে জাই, কৃষক
 কহিল আমি পশু জানিতেছি বাদসাহর কন্যা তোমাকে বিবাহ
 করিবেক, ইহা কহিয়া হাস্য বদনে দুইজনে রাজ বাটস্থ স্বয়-
 স্বরীয় সভায় চলিলেন। বাদসাহর কন্যা আপন দাসীকে
 কহিল যেসকল ব্যক্তি সভায় আগমন করিবেন তাহারদিগে
 অনেক কাল দ্বারের নিকট ছল কুমে রাখিবা আমি প্রাশাদ
 হইতে দেখিব, দাসী দ্বারে গিয়া কোন ছল দ্বারা সকলকে
 এক একবার দ্বার প্রান্তে দণ্ডমান রাখিয়া কিঞ্চিৎ পরে
 হাজিতে লাইল; যখন গোস্তাম্প কৃষক সমভিব্যাহারে রাজ

দ্বারে উপস্থিত হইল দাসী তাহারদিগ্যে ও ঐকপ রাখিল;
বাদসাহজাদী অট্টালিকা হইতে গোল্ডাম্পার সরীর মধ্যে সপ্ত
চিহ্ন দেখিয়া আনন্দিতা হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া
গোল্ডাম্পার হস্তে ফুল অর্পণ করিল; কয়ছররোম গোল্ডাম্পাকে
অতি বে পরিচ্ছেদ ও দুখির ন্যায় দেখিয়া রাগত হইয়া আপন
কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সভাস্থ সকলে কহিল
ধৈর্য্য হও তোমার কুল নিয়ম কন্যা স্বয়ম্বর হইবেক তাহাই
হইয়াছে, তোমার কুলধঙ্করক্ষা হইল ইহাতে ঈশ্বর মঙ্গল করি
বেন। কয়ছর সাম্য হইয়া কহিল ইহার পরিচয় জানিয়া
আইস। একজন গোল্ডাম্পার নিকটে গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিবায় সে আপনার সমুদয় বিবরণ কহিল, কয়ছররোম
তাহার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যাজ্ঞান করিলেন, কিন্তু
আর ২ সকলে তাহার কথা বাত্বা শুনিয়া ও আকার পুকার
দেখিয়া সত্যজ্ঞান করিল কয়ছররোম কহিল অদ্যাবধি আমি
এ নিয়মে আর কন্যার বিবাহ দিবনা আমি বিবচনা করিব
পরে। কয়ছররোম আপন আলয়ের কিঞ্চিৎ দুরে একবাটিতে
আমাতা ও কন্যাকে রাখিলেন, সেই স্থানে এক ক্ষুদ্র নদীর
পারে একবন ছিল সর্বদা ঐ নদী পার হইয়া বর্নোগিয়া স্বীকার
করিয়া আনিত; তাহাই হইতে যৎকিঞ্চিৎ নাবিককে দিত ইহাতে
নাবিকের সহিত অভ্যস্ত প্রণয় হইল। কিছুদিন পরে মরবিন
নামক একজন কয়ছর রোমের আশ্রয়, কয়ছরকে কহিয়া
পাঠাইল যে আপনার দ্বিতীয়কন্যা বিবাহের যোগ্য হইয়াছে
আমার সহিত বিবাহ দেও; কয়ছর রোম জ্যেষ্ঠা কন্যার
বিবাহ পূর্বের নিয়ম মত দিয়া দুখিত হইয়া সে নিয়ম উল্লঙ্ঘন

করিয়া মানস করিয়াছে যে কেহ কোন উৎকট কন্ম করিবে
 তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব, মরবিনের দূতকে কয়ছর
 কহিল অমুক বনে এক অতি বৃহদ্ব্যাঘ্র আছে আমার অনেক
 গ্নান নষ্ট করিয়াছে সেইব্যাঘ্রকে যদি মরবিন মারিতে পারে
 তবে তাহাকে কন্যাদান করিব। কয়ছর রোমের সে ব্যাঘ্রকে
 মারা অতি দুষ্কর বোধছিল মরবিন একথা শুনিয়া নিরাশা হই
 যা কহিল কয়ছর রোম আমাকে কন্যাদিবেক না এই চল
 করিয়াছে কয়েক দিন পরে খেয়াঘাটার নাবিক তাহার নাম
 হসোয় মরবিনকে কহিল যে সম্প্রতি যে যুবক কয়ছর রো-
 মের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে সে অতি বলবান এই নদী
 পার বন মধ্যে গিয়া সর্বদা গোর খরধরিয়া আনে যদি তুমি
 তাহাকে আপন মানস জ্ঞাত কর তবে সে অনায়াসে ব্যাঘ্র
 মারিতে পারিবেক, মরবিন এই কথা শুনিয়া হসোয়ের সঙ্গে
 ত্রাত্রিকালে গোস্তাম্পর বাড়িতে গিয়া আপন বিষয় জ্ঞাত
 করিল গোস্তাম্প কহিল আমার প্রাণ দিনে যদি তোমার উপ-
 কার হয় তাহাও আমি করিতে স্বীকৃত আছি; পর দিন তিন
 জনে উক্ত স্থানে গিয়া মরবিন ও হোসয় বনের নিকটে রহিল
 গোস্তাম্প একা বন মধ্যে ব্যাঘ্রের সন্নিধি গিয়া দেখিল হস্তি
 তুল্য এক ব্যাঘ্র সন্মন করিয়া রহিয়াছে; গোস্তাম্প তাহাকে
 দেখিয়া অতি সীষ দুইতির তাহার মস্তকে মারিবার সেই ব্যাঘ্র
 কাতর হইয়াও বেগে আসিয়া গোস্তাম্পকে ছপেটাঘাত করিল
 তাহাতে গোস্তাম্পর কিছু হইলনা, সেইসময় গোস্তাম্প এমন
 কলগুয়ার মারিল যে ব্যাঘ্র দুইখণ্ড হইয়া পড়িল, তখন গো-
 স্তাম্প আসিয়া ঐ দুইজনকে কহিলে তাহারা গিয়া ব্যাঘ্র

দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করত গোল্ডাম্পকে অনেক প্রশংসা
করিয়া কহিল এমন বৃহৎ ব্যাঘ্রকে একা কি প্রকারে মারিলে
কিন্তু আপনি একথা এইরূপে প্রকাশ করিলে আমার বিবাহ
হইবেক না গোল্ডাম্প কহিল এ অতি সামান্য কথা ইহা কি
প্রকাশ করিবার যোগ্য যে প্রশংসা করিব। প্রহর মরবিন
কয়ছর রোমের সন্নিধানে আসিয়া কহিল আপনি যে ব্যাঘ্রকে
মারিতে কহিয়াছিলেন আমি তাহাকে মারিয়াছি এখন আপ-
নার কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেও, কয়ছর রোমের
দিবস কর্তৃপক্ষ মেনা সফল হয়। এই বনে গিয়া দেখিল যে সেই
ব্যাঘ্র কাটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা দেখিয়া কহিল এ কথা
ভোমা হইতে হইয়াছে একোন সন্তে আমার বিশ্বাস হয় না
আহউক তুমি মারিয়াছ কহিলে আমি ও কহিয়াছিলাম এই
ব্যাঘ্রকে যে মারিবে তাহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিব
পরে মরবিনের সঙ্গে দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দিল; তাহার কিছু
দিন পরে কয়ছর রোমের আর এক কন্যা বিবাহ যোগ্য
হইলে আহরণ নামক একজন প্রধান লোক বিবাহ করিতে
চাহিল কয়ছর তাহার দূতকে কহিলেন অল্পকাল পরে
নিকটস্থ বনে এক বৃহৎ অজাগর সর্প আসিয়া সেখানকার
অনেক মনুষ্যকে নষ্ট করিতেছে আহরণ যদি সেই অজাগর
সর্পকে মারিতে পারে তবে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব
আহরণ ইহা শুনিয়া অতি চিন্তায় ভুগিয়া মরবিন যে প্রকারে
ব্যাঘ্র মারিয়াছিল তাহার অনুসন্ধান পাইয়া ইলোয়কে কহিয়া
তাহাকে সফল হয় গোল্ডাম্পের সন্নিধানে গিয়া অনেক প্রশংসা
করিয়া আত্ম বিসময় জ্ঞাপন করিলে গোল্ডাম্প তৎক্ষণে

অজিকার করিয়া কহিল যে একখান দীর্ঘ তলওয়ার তাহার দুই দিগে ক্ষুদ্র ২ ফলা বসান থাকিবেক এমনত এক তলওয়ার নির্মাণ করাইয়া আন; সে সেইরূপ এক তলওয়ার লইয়া গোল্ডাম্পকে দিলে গোল্ডাম্প ঐ তলওয়ার ও তির ধনুক ও আর আর অস্ত্র লইয়া আহরণকে সঙ্গে করিয়া সেই পর্বতোপরি উপস্থিত হইলে আহরণ কিঞ্চিদূরে থাকিয়া দেখাইয়া দিল; গোল্ডাম্প নিকটস্থ হইয়া দেখে যে অতিবৃহৎ এক অজাগর পড়িয়া আছে অজাগর গোল্ডাম্পকে দেখিয়া গর্জন করত মুখব্যাদান করিল তখন ঐ সর্পের মুখহইতে অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল, এবং গোল্ডাম্পকে গাঙ্গ করিবার মানসে চলিল তখন গোল্ডাম্প তিরমারিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেপিছে হটিতে লাগিল, ক্রমেচল্লিষতির অজাগরকে মারিল তাহাতে সর্প কিছু দুর্বল হইবার গোল্ডাম্প সেই দীর্ঘ দ্বীমারা তলওয়ার এক দীর্ঘ কাষ্ঠেতে বান্ধিয়া সর্পের নিকট আইলে সর্প মুখ বিস্তার করিয়া গোল্ডাম্পকে গিলিতে আইল সেই সময়ে ঐ তলওয়ার তাহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করাইল, সর্প ঐ তলওয়ার কোষভরে পূনঃ ২ চর্কণ করিতে লাগিল তাহাতে সর্পের মুখ ক্ষেত বিকাত হইয়া অবসন্ন হইলে তখন গোল্ডাম্প অন্য তলওয়ার দ্বারা অজাগরকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিল। ঐ সর্পের সুকরের ন্যায় দুইপাশে দুইবৃহৎ দণ্ড ছিল তাহা ছেদন করিয়া লইয়া পর্বত হইতে আসিয়া আহরণকে দিলেন, আহরণ গোল্ডাম্পকে বিস্তর প্রশংসা করিয়া দুইজনে বাটিতে আইলেন। পর দিবস আহরণ সেই দুই খণ্ড দণ্ড লইয়া কয়হর রোমের নিকটে গিয়া কহিল আপনি যে অজাগরকে মারিতে

কহিয়াছিলেন তাহাকে আমি মারিয়া তাহার দুইটা দন্ত আপ-
নাকে দেখাইবার নিমিত্তে আনিয়াছি, কয়ছর তাহা দেখিয়া
অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া তৎখানাত সেই পক্ষিতে গিয়া দেখিল
যে সেই বৃহদ অজাগর দুইখণ্ড হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, আহ-
রণকে কহিল এই অজাগরকে তুমি কাটিয়াছ? সে কহিল
আমি কাটিয়াছি, কয়ছরকহিল দোহাই ঈশ্বরের আমি কহি-
তেছি এ কক্ষ তোমাইহতে কখনই হয়নাই এ কোন দৈত্যর
কক্ষ অথবা কয় বংশিয় কোন ব্যক্তি মারিয়াছে জাহইউক
কে মারিয়াছে তাহা প্রকাশ হয় নাই, ভূমিকহিতেছ; আমার
আমাত তুমি মারিয়াছ, অতএব তোমার সঙ্গে কন্যার
বিবাহ দিব। পর দিবস কয়ছররোম আহরণের সঙ্গে কন্যার
বিবাহ দিলেন গোস্তাম্পর সহিত মরবিনও আহরণের অতি
সর প্রণয়হইল একদিবস গোস্তাম্পরজিরনিকট তিনচারিজন
পুণ্ড্রানিনী আসিয়া ব্যাঘু ও অজাগর মারিবার পক্ষ উপ-
স্থিত করিয়া কহিল মরবিন ও আহরণ মারিয়াছে কহে; বাদ-
সাহ একথার বিশ্বাস করেন নাই; এব° এদেশান্ত লোকেও
গৃহ্য করেনা; তবে যে তাহারদিগের সঙ্গেদুই কন্যার বিবাহ
দিয়াছেন তাহার কারন বাদসাহ তাহার দিগের ব্যাঘুও সপ-
মারিতে কহিয়াছিলেন তাহারা গিয়া বাদসাহকে জানাইল
যে আমরা মারিয়াছি কিন্তু কে মারিয়াছে তাহা এপয্যন্ত
প্রকাশ করে নাই। গোস্তাম্পর জি কহিল ব্যাঘুও অজাগর
কে গোস্তাম্প মারিয়াছে; পরে তাহারা একদিন কয়ছররো-
মের জির নিকট গিয়া কথার কথার কহিল যে ব্যাঘুও অজাগর

গর তোমার জ্যেষ্ঠ জামাতা গোস্তাপ্প মারিয়াছে, কয়ছরের বেগম কহিল এমনত কক্ষ করিয়া সে অপ্রকাশ কেন রাখিল তাহার। কহিল সে একথা প্রকাশ করিলে তাহার দিগের বিবাহ তোমার কন্যার দিগের সহিত হয়না এতন্নিমিত্তে প্রকাশ করেনাই, আমরা তোমারকন্যা কতাতনের প্রমথ্যে শুনিয়াছি! পরে বেগম এইকথা কয়ছররোমকে জ্ঞাত করিলে কয়ছর তাহা শুনিয়া কহিল আমি তখনি বুঝিয়াছি এ কক্ষ কয় বংশিয় বেত্তিরেক অন্য হইতে হয় নাই, পরে গোস্তাপ্প কে আপন বাটিতে আনাইয়া অনেক সমাদর করিলেন আর গোস্তাপ্পকে প্রধান সেনাপতিত্বপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥

আলিয়াছ বাদসাহর সহিত কয়ছররোমের যুদ্ধ

কয়ছর রাম গোস্তাপ্পকে সেনাপতি করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে আলিয়াছ বাদসাহ আমার অনেক দেশ বলদ্বারা অধিকার করিয়া লইয়াছে তাহা লইতে হইবেক; এই বিবেচনা করিয়া তাহাকে এক পত্র লিখিলেন যে তুমি আমার যে সকল দেশ বলেতে হরণ করিয়াছ তাহা পত্রপাট ছাড়িয়া দিবা নন্তবা যুদ্ধের আয়োজন করিবা। আলিয়াছ বাদসাহ এই পত্র পাইয়া রাগতহইয়া আপন সেনা লইয়া কয়ছররোমের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিল। কয়ছররোম এইমুবাদ পাইয়া মসৈন্য গোস্তাপ্পকে যুদ্ধে পাঠাইল; আর আপনি কিছু সেনা লইয়া পশ্চাৎগামি হইল, যখন গোস্তাপ্পর সহিত আলিয়াছ বাদসাহর সাক্ষাত হইল গোস্তাপ্প রণস্থলে আসিয়া আলিয়াছবাদসাহকে যুদ্ধে আহ্বান করিল আলিয়াছ বাদসাহ রাগান্বিতহইয়া গোস্তাপ্পর সর্গুধে আইলে গোস্তাপ্প তৎক্ষণাৎ

তাহাকে শুল্লাঘাত করিয়া অশ্ব হইতে ভূমে ফেলিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কয়ছরের নিকট আনিয়া, আলিয়াছ বাদ সাহের সেনা গোস্তাম্পর চতুরতা ও পুরুষত্ব দেখিয়া ভিত হইয়া পলায়ন করিল তদ্রূপে গোস্তাম্প তাহার দিগের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া খররজদেশে আলিয়াছ বাদসাহের রাজধানি ছিল সেইদেশে অধিকার করিয়া তাহার ভাগুরে যে ধন ও রত্ন ছিল তাহা লইয়া পরে প্রজাগণকে স্নেহদ্বারা বসিনুত করিয়া রোমদেশে আইলে কয়ছর রোম অগুনর হইয়া গোস্তাম্পকে কোড়ে লইয়া সমাদর করিয়া আপন বাটীতে আনিয়া ।

ইরানের বাদসাহ স্থানে লিপি প্রেরণ ।

কিয়ৎ দিবস গতে গোস্তাম্প প্রধান সেনাপতি দিগে কহিল তোমরা সকলে যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হও ইরানের বাদসাহর প্রতি আকুশণ করিব ইহা শুনিয়া তাহার কহিল লহরাম্প একজন প্রধান বাদসাহ আর সেখানে রোস্তম প্রভৃতি অনেক বলবান যোদ্ধা আছে তাহার সহিত শত্রুতা করা অনোচিত গোস্তাম্প তাহার দিগকে অনেক ভৎসনা করিয়া কহিল সেখানে যে সকল বলবান আছে তদ্দিগকে আমি উত্তমরূপে জানি তাহারা আমার সমবোধী নহে; পরে গোস্তাম্প কয়ছরকে কহিল তোমার সেনাগণেরা লহরাম্পর সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হয় ঐজন্য আমি কতিপয় সেনা লইয়া ইরানে গমন করি এতৎ অবশ্যে কয়ছর হুঙ্কার হইয়া গোস্তাম্পকে আলিঙ্গন করিয়া আপন তক্তে বসাইয়া কহিল

ইটাত তথ্যর যাওয়া যুক্তি যুক্ত নহে বরং তাহাকে এইপত্র
 লিখি যে ইরানের অধিক রাজ্য যদি আমাকে দেও তবে
 তোমার সহিত প্রণয় করিব নতুবা যুদ্ধকরিব, তুমি যুদ্ধের
 আয়োজন কর এইরূপ লিখিয়া কাবুছ নামে একজন সভাসত
 কে দূত স্বরূপ পাঠাইল; লহরাম্প এইপত্র পাইয়া হাস্য করি
 য়া কহিল হাঃ কি আশ্চর্য্য কয়ছর আলিয়াছকে মারিয়া
 এত অহঙ্কৃত হইয়াছে যেইরান লইতে আসিবেক, পরে কাবুছ
 কে কহিল কয়ছর আলিয়াছকে কাহার সহায় ভাতে ও কি
 প্রকার মারিল; কাবুছ কহিল কয়ছরের এক জামাতা অতি
 বলবান প্রথমত সে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র মারে তাহারপর এক
 অজাগরমারে তৎপরে আলিয়াছের সহিত যুদ্ধকরিয়া তাহার
 রাজ্য অধিকার করিয়াছে লহরাম্প কহিল তাহার নাম কি
 কাবুছ কহিল তাহার নাম গোস্তাম্প, লহরাম্প তাহাকে
 কহিলেন আমার সভায় সেই অবয়বের কোন লোক আছে;
 কাবুছ সভাস্ত সকলকে নিরঞ্জন করিয়া গোস্তাম্পের কনিষ্ঠ
 মহোদর জজিরকে দেখিয়া কহিল পুত্র এইব্যক্তির ন্যায়
 তাহার অবয়ব; তখন লহরাম্প জানিল যে তাহার পুত্র এই
 কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। ক্ষণেককাল নিরব থাকিয়া কয়
 ছরের পত্রের এই উত্তর লিখিল যে আমাকে আলিয়াছ জ্ঞান
 করিও না; আর যেমত একজন বলবান পাইয়া তুমি অহঙ্কার
 করিতেছ তদপেক্ষা অনেক বলবান যোদ্ধা আমার নিকটে
 আছে অতএব পূর্বাগর যেকপ কর দিতেছ সেইরূপ পাঠাইবা
 নতুবা অতিশীঘ্র তোমার দেশ উচ্ছিন্ন করিব। এইপত্র কাবুছ
 কে দিয়া বিদায় করিল। পরে জজিরকে কহিল তুমি দূত হইয়া

করছরের নিকট যাও জজির তৎক্ষণাৎ রোমে যাত্রা করিল কি-
রুদ্দিবনাস্তে তথায় পৌছিয়া করছরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
কহিল তুমি যে রূপ কর দিয়া থাক তাহা দেও নতুবা বাদসাহ
অতি মীথু আসিয়া তোমাকে রাজ্যসহিত নষ্ট করিবেন। ইরা-
নের বাদসাহর সহিত তোমার সন্ধুত্তা করা অনোচিত বরং
কিছু পূর্বাপিচ্ছা অল্প দিতে চাহ তাহা আমি বাদসাহকে
কহিয়া সন্ন্যস্ত করিব, কয়ছর কহিল ইরানের অর্ধেক আমাকে
নাদিলে আমি সন্ন্যস্ত হইবনা; জজির উঠিয়া আপন শিবিরে
গেল; পরে রাত্রিযোগে গোস্তাম্পর বাটীতে গিয়া তাহার
সহিত সাক্ষাত করিলে গোস্তাম্প দেখিয়া জজিরকে আলি-
ঙ্গন করিয়া অনেক সমাদর পূর্বক মাতা পিতার কুসলাদি
জিজ্ঞাসা করিলে জজির সকল বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিয়া
পরে কহিল পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন তোমাকে বাদসাহিতে অভি-
ষেক করিয়া আপনি ঈশ্বরের ভজনা করিবেন কহিয়াছেন;
গোস্তাম্প শুনিয়া কষ্ট হইল আর মাতাপিতাকে সরণ করিয়া
অনেক রোদন করিল তদন্তর দুইটা উত্তম অশ্ব আনাইয়া কতা
উনকে সঙ্গে লইয়া জজিরের সহিত ইরানে যাত্রা করিল যখন
ইরানের নিকট পৌছিল, লহরাম্প শুনিয়া সরদার সকলকে
অগ্নিসার পাঠাইল; গোস্তাম্প আসিয়া লহরাম্পর পদধূলি লই-
য়া ছেলাম্করিস লহরাম্পগাত্রে রাখান করিয়া আলিঙ্গন করত
অনেক রোদন করিয়া আপন তক্তের পার্বে এক সন্নময় তক্ত
আনাইয়া গোস্তাম্পকে বসাইয়া সন্তান্ত সকলকে আঞ্জো করি-
লেন যে গোস্তাম্পকে অদ্য বাদসাহ করিলাম তোমরা সকলে
ব্রিভীমত যৌতুক প্রদান কর, গোস্তাম্পকে বাদসাহ করিয়া

আপনি য'কিরী বেশ ধারণ করিয়া বলখ নগরে যাত্রা ব'লি
লেন, তৎকালে বলখ নগরে ঈশ্বর আরাধনার প্রধান স্থান
নিরূপিত ছিল সৰ্ব্বত্রইতে সেইস্থান দর্শণ ও পূজণ ও তথায়
বাস করিয়া ভজনা করিতে সকল লোক যাইত যেমত ইদানী-
ন্তন মক্কা ও কাবায় মহান্দের আমলে জায় এই রূপ প্রসিদ্ধ
ছিল; লহরাম্প একসত বিংশত বৎসর বাদসাহ করিয়া
আপন পুত্র গোস্তাম্প কে বাদসাহিদিয়া বলখে গিয়া ঈশ্বরের
ভজনায মন নিবেশ করিল ॥



গোস্তাম্প বাদসাহর বিবরণ

গোস্তাম্প তন্ত্বে উপবেশন করিয়া নিতী মত পৈতৃক প্রজা
পালন দুর্ভেদ্য দমন ও দান বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল;
গোস্তাম্পর দুইপুত্রইল জেষ্ঠরনাম এছফন্দিয়ার, কনিষ্ঠরনাম
সনেতেন রাখিলেন, অনেক বাদসাহ গোস্তাম্পকে কর প্রদান
করিত কিন্তু আরচাম্প নাম চিনের বাদসাহ তাহার অনেক
দৈত্যর সহিত পুনর্য এবৎ দৈত্য সেনা ছিল এনিমিত্ত গোস্তাম্প
তাহাকে ভয় করিয়া মৈত্রতা করিয়াছিলেন এবৎ পুত্র বৎসর
উপঢৌকন স্বরূপ কিছু তাহাকে পাঠাইত । একদিন জর-
দহস্ত নামক একজন কেবর ৫ কেবর মোছনমানের ধাক্কায়
দেষ্ঠা তাহাকে ইহুদি কোন মতে বলে ১ পণ্ডিত ও ইন্দ্রজাল
ও বৈদ্যক পুত্রিত অনেক সাক্ষ্য জ্ঞাত ছিল, গোস্তাম্পর নিকট
আসিয়া সাক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার কথপকথনে বাদসাহকে
তুষ্ট করিল ক্রমে অতিসর পুত্রিণ ইল, কিছুদিন পরে জরদ-
হস্ত ইন্দ্রজাল কিম্বা তেল কাঁ বিদ্যার দ্বারায় বাদসাহর পুত্র

মানুষ অর্ধমানে এ অপূর্ণ বৃক্ষ পুস্তক করিয়া কহিল এই বৃক্ষের পত্র ভক্ষণ করিলে মনের মালিন্য থাকেনা আব্রফল থাকিলে ত্র্যানি হয় এবং দীর্ঘ আরু হয়। এই সময়ে বলথ হইতে সমাচার আইল যে বৃক্ষ বাদসাহ লহরাম্প পিড়িত হইয়া মৃত্যু বৎ হইয়াছেন, গোস্তাম্প জরদহস্তকে তথায় পাঠাইলেন সে বলথে গিয়া লহরাম্পকে অতি সীঘ্র আরণ্য করিয়া আইল এ নিমিত্তে তাহার পুতি অধিক শ্রদ্ধা হইল; জরদহস্ত কহিত আমি ঈশ্বরেরদূত আমার যে সকল ক্রমতা তাহা কুমে দেখাইব। বৈকুণ্ঠ ও নরক আমি দেখিয়াছি আমি আসির্বাদ করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইতেপারি এবং অভিসম্পত্ত করিয়া নরকে পাঠাইতে পারি, স্বর্গে ও পৃথিবিতে যখন বাহা হইবে তাহা আমি পূর্নাক্ষ জানিতেপারি জোনদ পাজন্দ নামে এক পবিত্র ধর্মপুস্তক ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করিয়া প্রদান করিয়াছেন যে ব্যক্তি সেই গুহ পাঠকরে ঈশ্বর তাহাকে কুপা করেন; গোস্তাম্প তাহার কথার ভুলিয়া পিতৃপিতামহাদির ধর্মপুস্তক ত্যাগ করিয়া তত্ত্বাবলম্বি হইল। এক দিবস জরদহস্ত কহিল তুমি চিনের বাদসাহ আরচাম্পকে কেন কর দেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাকেহইয়াছে এখনতুমি মনেকরিলেতাহাররাজ্য লইতে পার; গোস্তাম্প তাহার এইবাক্য শুনিয়া আরচাম্পকে এই পত্র লিখিল যে চিনদেশ আমাকে ছাড়িয়া দেও অথবা কর দেও নত্ব। তোমাকে মারিয়া চিনদেশ গৃহণ করিব; আর চাম্প এইপত্রপাইয়া কোথ বৃত্ত হইয়া দূতকে কহিল বঝিসেই জরদহস্ত পাপিষ্ঠেরকথার ভুলিয়া ঐশত্বক ধর্মত্যাগ করিয়াছে তাহাকে কহিব। সে পাপিষ্ঠের কণা শুনিলে রাজ্যচ্যুত হইবে

পরে পত্রের উত্তর লিখিল যে তুমি জরদহস্তর বাক্য শুনিয়া নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া সেই পাপিষ্ঠের কথার কপথ গামী হইয়াছ আমি তাহাকে বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত আছি, আমি তোমার বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষি এতন্মিত্তে তোমার হিতার্থে লিখিতেছি তাহাকে পত্রপাঠ আপন দেশ হইতে দূর করিয়া ঐশ্বরিক ধর্ম আশ্রয় করিবা তাহাতে তোমার ঐহিক ও পারত্রিকের মঙ্গল হইবেক । আমার কথা অন্যথা করিলে অতি ত্বরায় দুইমাসপরে আমাকে সেইখানে স্বমৈন্য দেখিতে পাইবা এইপত্রদিয়া জাদুগুন্দ নামক একজন দৈত্যকে পত্রবাহক করিয়া পাঠাইল । গোস্তাপ্প এইপত্র পাইয়া ভীত হইয়া আপন উজির জামাপ্পকে কহিলেন যে এইপত্রের বিবেচনা করিয়া উত্তরলিখি জরদহস্তকহিল ইহার বিবচনা কি তাহার সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে । গোস্তাপ্পের জ্যেষ্ঠপুত্র এছফন্দিয়ার কহিল আমি যুক্ত করিতে প্রস্তুত আছি, গোস্তাপ্পের ভ্রাতা জজির কহিল তুমি বালক আমি যুদ্ধে যাইব । গোস্তাপ্প শুনিয়া ভীত হইয়া পত্রের উত্তর লিখিল যে তুমি লিখিয়াছ দুই মাস পরে এখানে আসিবা, অভএব তোমাকে এখানে আসিতে হইবেনা আমি তোমার মস্তক ছেদন করিজে যাইতেছি । আরচাপ্প এই পত্র পাইয়া রাগত হইয়া যুদ্ধের আয়োজন পূর্বেই করিয়াছিল তৎক্ষণাত মৈন্য সঙ্গে করিয়া যুদ্ধার্থে ইরানে যাত্রা করিল ॥

চিনের বাদসাহর সহিত গোস্তাপ্পার যুদ্ধ ॥

আরচাপ্প ইরানের নিকটে হইলে গোস্তাপ্প আপন মৈন্য

মুসজ্জিভূত হইতে আজ্ঞা করিলে অরদহৃত্ত কহিল তোমার
উজির জ্যোতিষ বেস্তা উত্তমপণ্ডিত আমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত
আছি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর কোনপক্ষের জয়হইবে, জামাঙ্গ
উজির অনেক গণনা করিয়া বাদসাহকে বিরসে লইয়া কহিল
যে তোমার ভাই; বন্ধু, আত্মা, অন্তরঙ্গ: অনেক মারা যাইবে
কিন্তু তোমার জয় হইবে, ইহা শুনিয়া কিছুভাবিত হইয়া পরে
তিনলক্ষ সেনা সঙ্গে করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে উত্তম
সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ হইল, পরে গোস্তাম্পর বৈমাত্রভ্রাতা আর
দসের রণস্থলে গিয়া চিনের অনেক সৈন্য নষ্ট করিয়া আপনি
মারা পড়িল, তদনন্তর তাহার সহোদর সবহাম্প আসিয়া অনে
কক্ষণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। তাহার পর জামাঙ্গ
উজিরের পুত্র আসিয়া চিনের অনেক সেনা কাটিয়া আপনি
মরিল, তদনন্তর জজিরের পুত্র নস্তু রণস্থলে আসিয়া চিনের
অনেক সেনা মারিয়া আপনি মরিল, তাহা দেখিয়া জজির অ-
সিয়া চিনের বহুবিধ সেনা ও দৈত্যকে সংহার করিয়া চিনের
বাদসাহ আরচাম্পকে ধরিতে গেল আরচাম্প ভিত্ত হইয়া আ-
পন সরদার দিগকে কহিল জে ইহাকে নষ্ট করিবে তাহাকে
অনেক ধন ও রাজ্য দিব ? ইহা শুনিয়া বেদরফস নামক
এক দৈত্য আসিয়া জজিরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জজিরকে বন্দি
লয়ে পাঠাইল; এই কথা গোস্তাম্প শুনিয়া অনেক রোদন
করিয়া জজিরের মৃত্যুকে শীঘ্রনষ্টকর এছফন্দিয়ার গোস্তাম্পর
নিকট কহিল আমি এখনি বেদরফসর ও আরচাম্প চিনের
বাদসাহর মাথা কটাব; গোস্তাম্প কহিল যদি তুমি বেদরফস

কে মারিত পার আরচাম্পাকে পরাভব করিতে পার তবে ইরা
 নেয় বাদসাহি ও তার তত্ত্ব তোমাকে দিব ইহা কহিয়া গো
 স্তাম্প আপনার অশ্ব ও অস্ত্রাদি দিলেন, এছকন্দিয়ার সেই
 অশ্ব আরোহণ করিয়া বৃক্ষস্থলে উপস্থিত হইল বেদরফ্ সর্ভাভ
 নীধু ইরানের অনেক সেনা কাটিল তাহাতে সকল সেনাভিত্ত
 হইয়া পালাইতে উদ্যত হইল সেই সময়ে এছকন্দিয়ার
 আসিয়া কঠোর সঙ্ক করিয়া কহিল ওরে পাণ্ডিত্য; দৈত্য তুই
 আমার এত সেনানষ্ট করিল এই তোর যমস্বরূপ আমি আই
 লাম, ইহা শুনিয়া বেদরফ্ সর্ভাভ আসিয়া এছকন্দিয়ারকে
 এক তলওয়ার মারিল, এছকন্দিয়ার বাম হস্তে তাহার তলও
 য়ার ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে বরছি লইয়া দৈত্যের বুকে বিদ্ধিয়া
 অশ্ব হইতে ভূমে ফেলিয়া মস্তক কাটিয়া জজিরের পৃথকে
 অর্পণ করিল সে সেই মস্তক গোস্তাম্পকে দেখাইয়া পুনর্বার
 এছকন্দিয়ারের নিকটে আসিয়া কহিল তোমার পশ্চাৎ রক্ষা
 আমি করিব এবৎফরসেদ নামক একজনমল্ল এছকন্দিয়ারের
 সমীপে আইল তখন এছকন্দিয়ার ইহার দিগে লইয়া চীনীর
 সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাটিতে আরচাম্পার সম্মুখে
 চলিল গোস্তাম্প দেখিল যে ইহারা ১৩জন চীনীর সেনার
 মধ্যে প্রবেশ করিল তখন আপনার নিকটস্থ সেনাদিগকে এছ
 কন্দিয়ারের সাহায্যার্থে পাঠাইল, যখন এছকন্দিয়ার আরচা-
 ম্পার নিকটে পৌঁছিল আর সে দেখিল ইহার পশ্চাৎ অনেক
 সেনা আসিতেছে তখন ভিত্ত হইয়া পলায়ন করিল তাহার
 সেনার মধ্যে অনেক মারা পড়িল কথক পলাইল কথক এছ-
 কন্দিয়ারের সরনাগত হইল, তখন গোস্তাম্প আসিয়া তাহার

জাভা ও চাভসপুত্রাদির মৃত্যুদেহ সকল বাকসতে রিভীমত
রাখিয়া ইরানে লইয়া চলিলেন আর জামাঙ্গ উজিরকে কহি
লেন কোন পক্ষের কত সেনা মারা গিয়াছে তাহার সমাচার
আন, জামাঙ্গ লোক পাঠাইয়া জ্ঞাত হইল যে ইরানের খ্রিস
মহন লোক তাহার মধ্যে প্রধান ও মল্ল অটকত লোক, আর
চিনের একসকল তাহার মধ্যে এক মহন একসত তেঙ্গটীজন
প্রধান ও মল্ল মারা গিয়াছে। পরে গোস্তাঙ্গ জরদহস্তর অতি
শয় মধ্যমা বর্জি করত তাহাকে অগ্নে করিয়া রণ জায় বাদ্য
দম করিতে ইরানে আসিয়া এছফন্দিয়ারকে বাদসাহিতন্তে
বসাইয়া রাজকক্ষের ভারপণ করিয়া উত্তরাধিকারিকরিলেন
আর কহিলেন এইক্ষণে তোমার বসিয়া থাকিবার বয়েস নহে
সমস্ত দেশে শাসন করিয়া সকল লোককে জরদহস্তের মতা-
বলঘি কর এছফন্দিয়ার সীকৃত হইয়া প্রথমত রোমে আগত
হইয়া আপন মাতমহ কয়ছর রোমকে এই জরদ হস্তর মতা
বলঘি করিতে কহিয়া পাঠাইল, তাহাতে সে অসম্মত হইল
পরে এছফন্দিয়ার কহিয়া পাঠাইল যদি এমনতাবলায় নাইও
তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, সে উক্ত মতাবলায় নাইইয়া যুদ্ধে
পরাতব হইয়া কথিত ধর্ম গ্রহণ করিল, তৎপরে এছফন্দিয়ার
তথা হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়া তথাকার সকল লোককে এই
মতাবলম্বি করিয়া তথা হইতে এমন দেশে উপস্থিত হইয়া এই
মত প্রচার করিল, আর অনেক অনেক স্থানে পত্র পাঠাইয়া
এই মত প্রচলিত করিল। এছফন্দিয়ার গোস্তাঙ্গকে লিখিল
যে আপনকার আজ্ঞা প্রমাণ জরদহস্তর মত সকল দেশে চালা
ইহুদি গোস্তাঙ্গ পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত সকল

কহিলেন এছফন্দিয়ার সকল দেশে জয়দহতর মত চালাই-
য়াছে এখন কি কর্তব্য ॥

কোরজমের কুযত্ননাম এছফন্দিয়ারকে

কয়েদের বিবরণ ॥

সকলে বিস্তর প্রশংসা করিয়া কহিল এখন বাদসাহের
ভার যাহা দিয়াছেন সেইকর্য করা উচিত, কিন্তু কোরজম
নামক একজন প্রধান গোস্বামি তাহাকে অতিশয় করিত
এছফন্দিয়ারের সহিত তাহার আত্মিকতা প্রণয় ছিল কিন্তু
প্রকাশে প্রণয় জানাইত, বাদসাহকে বিরলে লইয়া কহিল
যে আমি কোন মন্দ কথা শুনিয়াছি বিনা আজ্ঞায় কহিতে
পারি না। বাদসাহ কহিল যাহা শুনিয়াছ তাহা কহ কোরজম
কহিল এছফন্দিয়ার সমস্ত দেশজয় করিয়াছে তাহার অনেক
সেনা হইয়াছে এবং তাবৎ বাদসাহ তাহার সঙ্গে যুদ্ধে অসক্ত
হইয়া সকলে তাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, আমি শুনিয়াছি
এখানে আসিয়া আপনাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া বাদসাহ
হইবে ইহার যে কর্তব্য ও সত পরামর্শ হয় তাহা বিবচনা
করিয়া করিবেন। গোস্বামি শুনিয়া অতিমান হইয়া সত্য
ভাষিয়া তিন দিবস পর্যন্ত নানা একর চিন্তা করিয়া চতুর্থ
দিবসে জামাঙ্গ উজিরকে একপত্র দিয়া কহিল স্তমি তথায়
যাইয়া এছফন্দিয়ারকে আমার নিকট আনয়ন কর জামাঙ্গ
পত্র লইয়া এছফন্দিয়ারকে পত্র দিয়া কহিল বাদসাহ আপ
নাকে স্মরণ করিয়াছেন শীঘ্র যাইতে হইবেক এছফন্দিয়ার
কহিল আমি গতরাতে দুইপু দেখিয়াছি বাদসাহ আমার
প্রতি রাগত হইয়াছেন জামাঙ্গ কহিল তোমার স্বপ্ন সত্য

কিছু মুহার কোন বিশেষ কারণ আমি জ্ঞাত নহী, এই
ফন্দিয়ার কহিল আমি তাহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া
প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর সকল বাদসাহের সহিত
বিবাদ করিয়া তাহার নাম এবং জরদহস্তর মত সর্ব্বত্র
প্রচার করিলাম আমি হইতে তাহার আজ্ঞার বাহিবুত কোন
কর্ম্ম হয় নাই তবে আমার প্রতি কি নিমিত্ত রাগত হইয়াছেন
পরে জামাম্পকে কহিল তুমি আমার শিক্ষাশ্রুত এবং বন্ধু
তোমার মত কি এখন বাদসাহর নিকট যাওয়া কন্তব্য কিনা
জামাম্প কহিল পিতৃ আজ্ঞা হেলন করা অকন্তব্য অপর
লোকের দ্বন্দ্ব ও আদর হইতে পিতা যদি ঘনাও অবিজ্ঞা
করেন সেও ভাল; এছফন্দিয়ার কহিল আমি গেলে কোন্
দিবেন তবে কি পুকারে যাই? জামাম্প কহিল পিতা পুত্রের
মুখাবলোকন করিলেই স্নেহ হয় আপনার যাওয়াই কন্তব্য
কর্ম্ম, এছফন্দিয়ার সম্মত হইয়া আপনার চারিপুত্র জ্যেষ্ঠ
বহমম দ্বিতীয় মেহরনোস তৃতীয় আজব চতুর্থ নোসাদর এই
চারিজনকে ডাকাইয়া বহমমকে আপনার মৈন্যের অধ্যক্ষ ও সকল
কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া আর তিন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গো-
স্তাম্পর নিকট উজিরের সমতিব্যাহারে যাত্রা করিল। গো-
স্তাম্প সভাসভা দিগে কহিল এছফন্দিয়ার এখানে আইলে
আমি তোমার দিগকে জিজ্ঞাসা করিব যে পিতা বস্তুমানে যে
পুত্র পিতা অপেক্ষা আপন নাম ও সমুদ্র বর্দ্ধিকরে তাহার কি
করা কন্তব্য; তোমরা সকলে কহিবা কারাগারে বর্দ্ধ করা
কন্তব্য এই স্থির করিয়া রাখিল, যখন এছফন্দিয়ার আসিয়া
বাদসাহকে ছেলাম করিয়া সমুদ্র খেদওরমান হইল তখন বাহ

সাহ কহিল তুমি অতি বলবান ও বড়বাদসাহ হইয়াছ অনেক
বাদসাহর সহিত যুদ্ধ করিয়া সকলকে পরাভব করিয়া আশা
অপেক্ষা বড় বাদসাহ হইয়াছ; এছকন্দিয়ার কহিল আমি
যদি সমস্ত পৃথিবীর বাদসাহ হই তথাপি তোমার পুত্র তোমা
রিপদ খুলির বলেই হইয়াছি, পরে বাদসাহ সভামতদিগের
কহিলেন যে পুত্র পিতা বহুমানের আপন নাম সমস্তর বৃদ্ধির
চেঁটা করে তাহার কি দণ্ড করা কঠব্য? তাহার পূর্ব আজ্ঞা
মত সকলে কহিল কারাকর্ষ করাই কঠব্য নতুবা বাদসাহির
হানি হয়, এছকন্দিয়ার কহিল আপনি মনগুচকরিয়া আমাকে
তাজ তক্ত দিয়া অভিষেক করিয়াছেন যদি আজ্ঞা করেন তবে
এখনি তাজ তক্ত ত্যাগ করিয়া নিকটে উপস্থিত থাকি; বাদ
সাহ কহিল তুমি এই অধুনা ত্যাগ করিতে পারিবান। পরন্ত
আজ্ঞা করিলেন এছকন্দিয়ারের হস্ত পদ লৌহ শ্রেঙ্কস দ্বারা
বর্ধ করিয়া গোমুজান পর্বতের দুগ্ন মধ্যে বর্ধ রাখ অনুচরেরা
তৎক্ষণাত সেইমত করিল, কিছুদিনপরে গোস্তাপ্পলীকারের
উপলব্ধ করিয়া জাবলস্তানে রোস্তমের বাটিতে গিয়া তাহার
দিগকে অরদহস্তর ধর্মাবসানী করিয়া দুইবৎসর সেইস্থানে
বাস করিল। এখানে এছকন্দিয়ারের পুত্র বহমন পিতার
কয়েদ হইবার সমাচার পাইয়া তৎবত সৈন্যকে ত্যাগ করিয়া
এছকন্দিয়ারের নিকটে আসিল ॥

চিনের বাদসাহর হস্তে লহরাপ্পর বিনাশ ॥

চিনের বাদসাহ আরচাপ্প এছকন্দিয়ারের কয়েদহওয়া
ও গোস্তাপ্প জাবলস্তানে অবস্থানের সংবাদ পাইয়া আপন

পুত্র কেহরমকে অনেক সৈন্য দিয়া ইরান আধিকার করিতে পাঠাইল, কেহরম বলধ নগরে নৌছিয়া বলধ অধিকার করিতে উদ্বীত হইলে তথাকার সকলে লহরাম্পকে কহিল মোস্তাফা বাদশাহ ইরানে নাই এবং এছফা নদয়ার কাণাগারে বর্জ আছে আপনি চিনের বাদশাহর সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগে রক্ষা কর; লহরাম্প কহিল আমি ইশ্বরের ভজনার মনঃসংযোগ করিয়া অবধি বাদশাহির সকলকর্ম ত্যাগ করিয়াছি। তাহরা তথাকার না শুনিয়া লহরাম্পকে যৎকিঞ্চিৎ সেনা দিয়া যুদ্ধ করিতে লইয়া গেল, লহরাম্প ইশ্বরকে স্মরণ করিয়া একমহনু সেনা সহিতে রণস্থলে আসিয়া কেহরমের সঙ্গে যোৱ তর যুদ্ধ করিয়া চিনের দিগের অনেক সেনা নষ্ট করিল। কেহরম তাহা দেখিয়া আপন সৈন্যগণকে বহুবিধ ত্রুকার করিয়া কহিল ইরানি একমহনু অশ্বারূঢ় সেনার সহিত তোমরা এক লোক্কে ও কিছু করিতে পারিসনা তোমাদিগে, দিক, তখন তাহারা রাগত হইয়া সকলে একত্রে লহরাম্পর সেনার উপর পড়িয়া তদ্বিগকে সহায় করিতে আরম্ভ করিল। লহরাম্প সেই সেনার গোসযোগে ঘোটক হইতে ভূমে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল কেহরম তথাকার অনেক লোককে নষ্ট করিল আর জরদহস্তর ভজনার যে২ জ্ঞান ছিল তাহাও তাহারদিগের জোন্দপাঙ্গন্দ নামে ধর্ম্য পুস্তক ও এই সাত্ত্বের পণ্ডিত যত ছিল সকল একত্র করিয়া দক্ষ করিয়া লহরাম্পর বাটিতে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন অদি লইল এবং যত দ্বিলোক ছিল তাহাদিগকে ও চিনদেশে পাঠাইল, লহরাম্পর একত্রি কোন প্রকারে পসাইয়া অশ্বারূঢ় হইয়া দিবা রাত্রি আহার মিন্দু ত্যাগ করিয়া জাবলতাবে

গোস্তাঙ্গর নিকট পৌছিয়া কহিল আরচাঙ্গর চিনের বাদ
 শাহর পুত্র কহরম সেনা লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়া তোমার
 পিতাকে মর্ড করণনস্তর পুরি মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাবৎ
 ধনাদি ও তোমার তগি এবং কন্যা প্রভৃতি যেহু স্থিলোক সে
 স্থানে ছিল সকলকে ধৃত করিয়া চিনদেশে পাঠাইয়াছে
 কেবল আমি এক। পলাইয়া আসিয়াছি, বাদশাহ এইকথা
 শুনিয়া অনেকরোদন করিয়া তৎক্ষণাত সসৈন্যে ইরানেযাত্রা
 করিলেন, আর রোস্তমকে সঙ্গে আসিতে কহিলেন রোস্তম
 কহিল আপনি অগুসার হও আমি পশ্চাৎ জাইতেছি ইহা
 শুনিয়া দুঃখিত হইয়া আপনি যুদ্ধে গমন করিলেন। তৎপরে
 রোস্তম একপত্র লিখিল পাঠাইল যে আমি সারিরিক পীড়া
 জন্য এইক্রমে জাইতে পারিবনা; গোস্তাঙ্গবলখে নাপৌছতে
 কহরম পথ মধ্যে আসিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং চিনের
 বাদশাহ অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া তাহার নিকট পৌছিল,
 ইরানের সৈন্য গণেরা চিনের অনেক সেনা এবং দৈত্যদিগে
 দেখিয়া ভিত্ত হইল কিন্তু অনুপায় সুতরাং যুদ্ধ করিয়া অনেক
 সেনা মারা পড়িল, তাহা দেখিয়া গোস্তাঙ্গ পলাইয়া পর্ব
 তোপরি অতি বৃহৎ দুর্গতর এক দুর্গ ছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ
 করিয়া দ্বার বন্ধ করিল; জামাঙ্গ, উজিরকে কহিল এ যুদ্ধে
 আমার জয় কি পরাজয় হইবে তাহা গণনা করিয়া কহ? সে
 অনেক গণনা করিয়া কহিল এছকন্দিয়ার এ যুদ্ধে গমন করি
 লে তোমার জয় হইবেক আরচাঙ্গ পরাভব হইয়া পলাইবে
 গোস্তাঙ্গ তৎক্ষণাত এছকন্দিয়ারকে এইপত্র লিখিল যে
 আমি কোন সত্বেরের কথায় তোমাকে অনেক কেস দিয়াছি

সে সকল মনে ন করিয়া আমার মতাদা রাখিয়া পত্রপাঠ
এখানে আনিবা বাদসাহি তোমাকে দিব ॥

এছফন্দিয়ারকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিবার বিবরণ

এইপত্র উজিরের দ্বারা পাঠাইয়া কহিলেন তুমি তাহাকে
সীঘ্র এখানে আনিব উজিরতখান যাত্রা করিয়া গায়জানের
দুর্গে গিয়া এছফন্দিয়ারকে পত্র দিয়া কহিল সীঘ্র জাইতে
হইবে এছফন্দিয়ার কহিল আমি জাইবনা কোরজমর কথায়
আমাকে কয়েদ করিয়াছেন কোরজমকে যুদ্ধ করিতে পাঠা-
ইতে কহ সেই তাহার পুত্র যদি আমাকে কয়েদ নাকরিতেন
তবে আরচাপ কদাচ আসিতে পারিতনা; জানাপা উজির
কহিল গোমার পিতামহ এব° বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি অনেককে
বধ করিয়াছে আর তোমার ভগ্নি প্রভৃতি বাটির অনেক স্ত্রী
লোককে ধৃত করিয়া চিনদেশে পাঠাইয়াছে এবং তোমার
পিতা তাহার সঙ্গে যুদ্ধে অসক্ত হইয়া পলাইয়া পর্ত্তভীয় দুর্গে
লুকায়িত হইয়া রহিয়াছেন যদি সীঘ্র গমন নাকর তবে তাঁহা
কেও নষ্ট করিবে অতএব বিসম্ব করা উচিত নহে সীঘ্র গিয়া
সকলকে রক্ষা কর । এই প্রকার অনেক বঝাইয়া এছফন্দি-
য়ারকে সন্মত করিয়া তখন সৌহশ্রদ্ধল ছেদন করিয়া গোস্তা-
প্পর নিকট আনিলে গোস্তাপ্প আলিঙ্গন করিয়া আপন পাবে
বসাইয়া কহিলেন শত্রুকে মারিয়া ইরানের সকলকে রক্ষাকর
এব° বাদসাহি কর পরে কোরজমকে আনাইয়া এছফন্দিয়ার

রের সন্মুখে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া অনেক সেনা সঙ্গে
 দিয়া এছফন্দিয়ারকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। আরচাম্প এছফ
 ন্দিয়ারের আগমনের সংবাদ পাইয়া চিন্তাযুক্ত হইয়া কহরম
 মকে অনেক সৈন্য দিয়া যুদ্ধে পাঠাইল; করগছার নামক এক
 দৈত্যর প্রধান সেনাপতি আরচাম্পকে কহিল যদি অনুমতি
 করেন তবে আমি ও এছফন্দিয়ারের যুদ্ধে গমন করি বাদ
 সাহ তাহাকেও পাঠাইলেন সে আসিয়া অতি সীঘ্র একতির
 এছফন্দিয়ারের প্রতি নিক্ষেপ করে সেই তীর এছফন্দিয়া-
 রের মাজওয়া ভেদ করিল কিন্তু সরিরে প্রবেশ হইলনা, এছফ
 ন্দিয়ার রাগমিত্ত হইয়া পাসাঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বন্ধন
 করত আপন সৈন্য মধ্যে আনিয়া পুনর্বার সত্রুর সৈন্য মধ্যে
 গিয়া অনেক সেনা বিনাশ করিল আর একসত সাইটজন
 সৈন্যাধ্যক্ষকেও বিনাশ করিলে কহরম তাহা দেখিয়া ভয়ে
 আরচাম্পর নিকট পলাইয়া গেল। এছফন্দিয়ার তদ্রূপে
 আরচাম্পর সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্য সামন্তকে বধ
 করিতে লাগিল, তদ্রূপে আরচাম্প আপন সরদার দিগকে
 ভৎসনা করিয়া কহিল তোমরা একলক্ষ অশ্বারোহি এক এছফ
 ন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিলে না একি অশ্চর্য্য এত
 সৈন্যকে একজনে মারিলেক, তাহার কহিল এছফন্দিয়ারের
 সরির ধাতুর ন্যায় কঠিন আমারদিগের অস্ত্র তাহার সরিরে
 প্রবেশ হয় না সে অস্ত্র মারিলে আমরা দিগের সেনা নষ্ট হয়
 ইহাতে আমরা তাহার সঙ্গে কিপ্রকারে যুদ্ধ করিব; এই সময়
 এছফন্দিয়ারের সেনারাও আসিয়া পৌছিল, আরচাম্প তাহা
 দেখিয়া পলায়ন করিল। এছফন্দিয়ার তাহার পক্ষাৎ ধাব

জান হইয়া সৈন্য সংহার করিতে ২ চলিল আর সেনাদিগে
 আজ্ঞা করিল যে চিনদেশীয় সেনা প্রাপ্ত মাত্রেই বিনাশ
 করিবা যেন ইহারাকেছ প্রাণলইয়া দেশে জাইতে নাপারে
 চিনের অনেক সেনা মারা পড়িল আর জাহারা পলাইতে
 নাপারিল তাহারা এছফন্দিয়ারের সরনাগত হইল এছফন্দি
 য়ার তাহারদিগে ক্রমা করিল, রণজয়ি হইয়া পিতার নিকট
 আইল গোস্তাম্প এছফন্দিয়ারকে আলিঙ্গন করিয়া সিরচুম্ন
 পূর্বক অনেক প্রশংসা করিলেন, তিন দিবস নৃত্যগীতাদি
 দ্বারা সন্তোষ করিয়া পরে এছফন্দিয়ারকে কহিলেন আর-
 চাম্প তোমার ভগ্নি গণকে ধৃতকরিয়া লইয়া গিয়াছে যদি
 তাহারদিগকে সেস্থান হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে পার
 তবে তোমার পুরুষত্ব প্রকাশ হয়; এছফন্দিয়ার কহিল
 অবশ্য তাহার দিগকে মুক্ত করিয়া আনিব। পরে গোস্তাম্প
 কহিল তাজতক্ত লইয়া ইরানে বাদসাহি কর আমি ঈশ্বরের
 ভজনা করি এছফন্দিয়ার কহিল আমি তাজ তক্তের
 আকিউখা করিমা এখন ১ চম দেশে জাইয়া আমার ভগ্নি
 গণকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনি; এখন ঈশ্বর
 আমার মনো বাঞ্ছা পূর্তু করকণ। বাদসাহি কহিল ঈশ্বর
 তোমার মানস সিদ্ধ সাধু করিবেন, পরন্তু এছফন্দিয়ার আর
 কহিল যে কয়গছার দৈত্যও বন্ধ আছে সেমুক্ত হইবার নিমিত্ত
 আমাকে সর্বদা জানায় আর কহে বাদসাহকে জানাইয়া আ
 নাকে বাক্সিমালা হইতে মুক্ত কর আমি ভূতোর নায় হাজির
 থাকিয়া সেবাকরিব অতএব তাহাকে মুক্তকরিয়া সঙ্গে নইনে
 অনেক উৎসাহ বৈ চিনদেশের তাবৎ সন্ধান পাওয়া জাই ব

বাদসাহ জুনিয়া ঝাটতে করগছারকে কারাকুটার হইতে আনাইয়া এছকন্দ্রয়ারকে কহিলেন আমি করগছারকে তোমাকে দিলাম করগছার অনেক বিনয় পূর্বক কহিলআমি তোমারদিগের সাক্ষাতে ধর্ম্মত সত্য করিতেছি কখন তোমার দিগের নিকট মিথ্যা কহিবনা; ও মন্দ চেষ্টা করিবনা বাদ সাহ কহিলেন আমি তোমার অপরাধ এছকন্দ্রয়ারের অনু-
 রোধে মাফনা করিলাম ইহা কহিয়া তাহার শেকল ছেদন করাইয়া কিঞ্চিৎ রাজপ্রসাদ করিলেন, পরে এছকন্দ্রয়ার বাদসাহর সম্মিধানে বিদায়হইয়া করগছারকে লইয়া আপন গৃহে গমন করিলেন ॥

এছকন্দ্রয়ার ভ্রমি গণে উদ্ধারার্থে চিন
 দেশে গমন ॥

এছকন্দ্রয়ার গৃহে আসিয়া করগছারকে কহিলেন আমি যদি চিনের বাদসাহ আরচাপকে বিনাশকরিয়া আপনভগ্নি দিগকে মুক্ত করিয়া দেশে আনিতে পারি পরন্তু চিনের পথ যাটের সন্ধান জাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব তাহা সত্য ও অর্থার্থ কহ তবে তুমি ইরান ভ্রমণের মধ্যে যে দেশ চাহিবা তাহা দিব, কিন্তু কোন কথা মিথ্যা প্রকাশ হইলে মস্তক ছেদন করিব; করগছার কহিল তোমার দিগের নিকটে ধর্ম্মত সত্য করিয়াছি যে তোমার দিগের সাক্ষাতে মিথ্যা কহিবনা এব• মন্দ চেষ্টা করিবনা বিশেষত তোমার অনুগৃহতে আমার প্রাপ্তরূপ হইয়াছে, তখন এছকন্দ্রয়ার কহিলেন চিনের রোহিন কেহ্নায় অর্থাৎ অউধাত্ততে নির্মিত দুর্গে কোনপথে

কি প্রকারে যাই তাহার অনুসন্ধান জাহা জান ডাড়াবল, আর
এস্থান হইতে কত দূর চিন দেশ? করগছার কছিল তিন
পথ আছে তাহার এক পথে দুইমাসে জাওয়া জায় তাহাতে
অনেক বিশ্রামস্থান ও বসতি পুষ্করনি ও নদী ও খাদ্য দ্রব্য
যথেষ্ট পাওয়া যায়; আর এক পথে একমাসে জাওয়া যায়
কিন্তু ঐ পথে বসতি ও বিশ্রাম স্থান অটপ এবং খাদ্য দ্রব্য
সর্বত্র উত্তম নাই, আর এক পথে সত্ত্বাহে জাওয়া জায় কিন্তু
সে অতি দুগম ও ভয়ঙ্কর পথ সাত দিনের পথে সাত প্রকার
ভয়ানক বিপদ আছে শুনিয়াছি পরন্তু এ পথান্তে সে পথে
কেহ গমনাগমন করিয়াছে এমনত কষ্টগোচর কাহার হয় নাই

সপ্ত দিবসের পথে ওহে নরপতি ।

অদ্যাবধি কেহ তাহে নাহি করে গতি ॥

কষ্টে মাত্র শুনিয়াছি সাত দিনের পথ ।

জিবের অগম্য মহারাজ সেই পথ ॥

প্রথম দিবসে আছে ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর ।

সেই পথে মনুষ্যের গমন দূর ॥

দ্বিতীয় দিনের পথে সোহের নিবাস ।

সে পথে করিলে গতি হয় সর্বনাস ॥

তৃতীয় দিনের পথে আছে অজাগর ।

সে পথের লৈলে নাম গাত্রে হয় জ্বর ।

চতুর্থ দিবসে আছে দৈত্যের বসতি ।

সে পথে গমন করে কাহার সক্তি ॥

পঞ্চম দিবসে আছে ছিমোরগের বাস ।

মহারাজ ত্যাগ কর সে পথের আস ॥

বরফ কেবল আছে ছ দিনের পথে ।

বরফেতে কার সাধ্য পারিবে চলিতে ॥

তপ্ত বালুকায় পূর্ণ তার পরে স্থান ।

সে স্থানে কাহার সাধ্য করিবে পয়ান ॥

এছফন্দিয়ার এই সকল কথা শুনিয়া বিবচনা করিয়া কহিল ইহাতে কোন ভয় ও সন্দেহ নাকরিয়া ঈশ্বরের নীমন্ত্রণ করিয়া এই সপ্ত দিবসের পথে জাইব, মৃত্যুর নিয়ম যেখানে যেক্ষেপে ঈশ্বর নির্দেহ করিয়াছেন তাহার অন্যত কোনরূপে হইবেন। ঈশ্বর আমাদের রক্ষক তিনি রক্ষা করিবেন, অতএব সপ্তাহের পথে জাওয়া স্থির করিলাম। করগছার কহিল এপথ অতিশুকঠিন এছফন্দিয়ার কহিল ঈশ্বরের ক্রপায় অতি শুগম হইবে; পরে করগছারকে কহিলেন তুমি আমার সঙ্গে জাইবে কিনা? সে কহিল দুইমাসের পথে চল আমি তৎ পথের জ্ঞাত আছি বিস্তারিত করিয়া কহিব; অথবা একমাসের পথের ও জ্ঞাত আছি কহিতে পারিব, সপ্তাহের পথের কিছুই জ্ঞাত নহি কষ্টে মাত্র শুনিয়াছি আর এ পথে অনেক বিপদ আছে এপথে জাওয়া উচিত নহে। এছফন্দিয়ার এই বাক্য শুনিয়া তাহার প্রতি সন্দেহ হইয়া তাহাকে বান্ধিতে আক্রম করিলেন; পরদিবস প্রাতে বাদসাহর নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া বার সহস্র সেনা লইয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসোতনকে সেনাপতি করিয়া পিতার স্থানে বিদায় হইলেন তখন করগছার বাদসাহর সম্মিধানে অনেক রোদন করিয়া কহিল আমি কল্য আপনর দিগের নিকট ধন্যতম সত্য করি-
খাছি আমি তোনার দিগের স্থানে গিয়া কহিব, এতদ

চেহাও পাইবনা তবে পুনরায় আমাকে কি নিমিত্ত বন্ধন করিলেন? এছফন্দিয়ার কহিল আমি হস্ত খানের পথে জাইব পাছে তুমি ভয় পাইয়া পালাও এপ্রযুক্ত বন্ধন করিয়া সঙ্গে লইয়া জাইব ইহা কহিয়া পিতার নিকট হইতে যাত্রা করিয়া বাহিরে আইলেন; করগছার কহিল আমি পদবুজে জাইতে পারিবনা তখন তাকে অথারোহনে লইয়া সকল সেনা সহিতে গমন করিলেন ॥

হস্তখানের পথের প্রথম দিবসের বিবরণ ॥

ক্রমে গমন করিয়া আপন দেশেরসীমা পরিত্যাগ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করত করগছারকে কহিলেন অদ্যকার পথে কি বিপদ আছে তাহা কহ? সে কহিল হস্তির তুল্য দুইটা ব্যাঘ্র আছে; এছফন্দিয়ার আপন সরদার ও সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন যে তোমরা ব্যাঘ্রকে দেখিবা মাত্র সকলে অনবরততির নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত দিবস বনমধ্যে গমন করিয়া দিবাবসানে এক পর্বতের ঝরনার তীরে পৌঁছিলেন, সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে অতি বৃহদ দুইব্যাঘ্র রহিয়াছে তাহা দেখিয়া এছফন্দিয়ার সেনাদিগকে ভির মারিতে কহিলেন তাহার। অনেকতির মারিল তথাপি ঐদুই ব্যাঘ্র আসিয়া অনেক মনিস্যকে আঘাত করিল তখন এছফন্দিয়ার তলওয়ার লইয়া একটা ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিলেন আর বসোতন একটাকে কাটিল পরে করগছারকে কহিলেন অদ্যকার আপদ ঈশ্বরের কৃপায় নষ্ট করিলাম, সে কহিল আমরা দৈত্য এই ব্যাঘ্রের নিকট কখন জাইতে পারিনাই তুমি মনুষ্যহইয়া কি একারে মারিলে তোমার বল ও সাহস দেখিয়া আমি বিস্ময়া

পন্ন হইয়াছি; পরে সকলে আহারাদি করিয়া সেই স্থানে
যানিনী যাপন করিলেন ॥

দ্বিতীয় দিবসের পথের বিবরণ ॥

পর দিবস প্রাতে তথা হইতে কথক দূর গিয়া করগছারকে
কহিলেন অদ্যকার পথে কি বিপদ? সে কহিল দুইসিংহ
আছে। দিবাবসানে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে
দুইটা সিংহ দেখিতে পাইয়া বসোতন কহিল আমি একটাকে
মারি আপনি একটাকে মারুন এছফন্দিয়ার কহিল এ দুই
সিংহ অতি বলবান ও কোথ যত্ন দেখিতেছি তুমি বালক
যদি মারিতে নাপার তবে তোমাকে আঘাত কিবা নষ্ট করিবে
অতএব আমি দুইসিংহকে একা বধ করিব ইহা কহিয়া তলও
য়ার লইয়া সিংহের নিকটেগিয়া অতি সীঘ্র একটাকে একতন
ওয়ার মারিল তাহাতে সেই সিংহ দুইখণ্ড হইয়া পড়িল তাহা
দেখিয়া আর একটা সিংহ এছফন্দিয়ারের প্রতি ধাবমান হই
য়া আঘাত করিল তাহাতে এছফন্দিয়ারের সরিষে কিছু
অঘাতি হইলনা; এছফন্দিয়ার ঝটোতি তাহার মস্তকে একত
লওয়ার মারিয়া দুইখণ্ড করিয়া আপন শাঁখেরে আসিয়া হস্ত
পদধৌতকরিয়া করগছারকে ডাকিয়া কহিলেন ঈশ্বরেরকুপা
য় অদ্যকার আপদ নষ্ট করিয়া আইলাম। করগছার কহিল
হে বাদসাহ তোমার বল দেখিয়া আমি জ্ঞান শূন্য হইয়াছি
কিন্তু কল্যকার পথে বৃহদ এক অজাগর আছে তাহার সরির
পর্কতের কল্য তাহার হাঁতের ন্যায় চারিটা পদ ও পঙ্কিরম্যায়
ডোনা আছে সেইসর্বপদবুজে আতবেগে এবণ্ডিহুমানহইয়া
অনসা ও জন্তু দেখিলে ধরিয়া আহার করে; এবণ্ড তাহার মুখ

ইহাতে অগ্নি নিগত হয় সে অভয়ানক সর্প। এছকন্দিয়ার ইহা শব্দ করত চিত্তাযুক্ত ইয়া বসোতমকে কহিলেন এক ধান বৃহৎ শকট আনায়নকর তদুপরি এক কটীর সেই কটীর মধ্য ইহাতে অশ্চালনা করা যায় এমনতরূপ শকট প্রস্তুত করাও বসোতন কারিকরেরদের ডাকাইয়া সেই রাত্রি মধ্যে উক্তমত রথ প্রস্তুত করাইলেন, দ্বিতীয় দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

তৃতীয় দিবসের পথের বিবরণ ॥

তৃতীয় দিবস প্রাতে এছকন্দিয়ার ঐ রথস্থ গৃহের প্রসাদে ও চতুর্দিকে তলওয়ারের ফলাও বরহি কয়েকটা সযুক্ত করিয়া তাহাতে অশ্ব সংযোগ করিয়া ঘরের মধ্যে আপনি বসিয়া একবার চালনা করিতে আচ্ছা করিলেন তাহার। সেই মত চালাইল, পরে আপনি ঐ রথ মধ্য ইহাতে কথক দ্রুত চালাইয়া রথ ইহাতে ভূম্নে নামিয়া কহিলেন এইরথ সাবধান পূর্বক লইয়া চল, তিন প্রহরের সময়ে করগছার কহিল অজাগরের বাসস্থানের নিকটে আসিয়াছি তাহার দুগন্ধপাই তেছি, তাহা শুনিয়া এছকন্দিয়ার অশ্ব ইহাতে নামিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়া চালনা করিতে কহিলেন; বসোতন প্রভৃতি সরদারেরা কহিল এদারুণ অজাগরের সমীপে জাওয়া মত নহে, এছকন্দিয়ার কহিল ঈশ্বর রক্ষা কন্তো তিনি রক্ষা করিবেন তোমরা কোন চিন্তা করিবানা, ঈশ্বরের অনুগৃহেতে অতি সৌখ্য এ আপদকে আমি নষ্ট করিব ইহা কহিয়া রথ চালাইয়া অজাগরের নিকটে চলিল, যখন সেই অজাগর দৃষ্টি

গোচর হইলতখন যাহারা রথ চালাইতেছিল ওজাহারা সঙ্গে ছিল তাহারা ভয় প্রযুক্ত যাইতে নাপারিয়া এছফন্দিয়ারকে কহিল; এছফন্দিয়ার তাহারদিগকে সেইস্থানে রাখিয়া আপনি কুটার হইতে অশ্ব চালনা করিয়া অজাগরের নিকট গেলে অজাগর সন্ন্যাসে ঘোটক দেখিয়া মুখ ব্যাদন করত সন্ন্যাসহিত গুস করিল; রথের চতুর্দিকে তীক্ষ্ণাস্ত্র সংযোজিত ছিল তদ্বারা অজাগরের তালুকায় বৃদ্ধ হইলে সে কোনমতে গিলিতে পারিলনা কিন্তু সপের মুখ কাটিয়া খণ্ড হইল তখন অতিসয় কাতর হইয়া অনেক যত্নে মুখ হইতে রথাদি বাহির করিয়া অবসর্য হইয়া পড়িল তখন এছফন্দিয়ার রথ হইতে বাহির হইয়া অজাগরের মস্তক ছেদন করিলেন, কিঞ্চিৎদিলম্বে এছফন্দিয়ার ঐ অজাগরের বিশেষ তেজে অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িলেন । বসোতন তাহা দূর হইতে দেখিয়া রোদন করিতে ২ সেইস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে সপেকেনষ্ট করিয়া তাহার বিশর তেজে অজ্ঞান হইয়াছেন সেখান হইতে আনিয়া গোলাব দ্বারা স্নান করাইয়া নোন দ্বার খাওয়ারাইলে অনেককাল পরে তাহার জ্ঞান হইল, তখন উঠিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া প্রণাম করিলেন । এছফন্দিয়ারের চৈতন্য প্রাপ্তে করগছার অতি দুর্ধিত হইল, কারণ ইহার সঙ্গে নানা আপদ গুহু হইতে হইবেক আর যদি সকল আপদ হইতে মুক্ত হইয়া যায় তবে আপনবাদসাহর রাজ্যের সকল সম্মান কহিতে হইবেক এই ভাবিতেছে এমত সময় এছফন্দিয়ার তাহাকে কহিলেন অদ্যকার বিপদ হইতে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন এবং তাহার অনুগৃহিতে আমি সে

আপদকে নষ্ট করিরাছি কল্য কি আপদ ঘটাবে তাহা বল করগছার কহিল কল্য এক দৈত্য ও তাহার ঐ ভাগ্য নানা প্রকার জাদুজানে তাহাতে বন কে নদী নদী কে পর্ত্ত করিতে পারে তাহার দিগের সঙ্গসাক্ষাত হইবেক, এছকন্দিয়ার কহিল দৈত্যকে অতি সহজে নষ্টকরিব তুমিকিছু ভাবনা করি বানা রাত্রে সকলে সেই খানে বাস করিলেন তৃতীয় দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ ॥

চতুর্থ দিবসে অতি প্রত্যুয়ে গাত্রউত্থান করত সেখান হইতে গমন করিয়া সায়ঙ্ক কালে এক রম্যবনের সম্বিহিত উপস্থিত হইয়া শিবির স্থাপিত করিয়া রহিলেন কিঞ্চিৎকাল পরে দৈত্যরাজি পরম সুন্দরির বেশ ধারণকরিয়া এছকন্দিয়ারের সঙ্কুখে আসিয়া কহিল আমি অমুক বাদসাহর কন্যা এক দৈত্য আমাকে ধরিয়া আনিয়া এই বন মধ্যে রাখিয়াছে আমি বোধ করি তুমি কোন বাদসাহ হইবে আমাকে ইহার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মঙ্গলইয়া চল; এছকন্দিয়ার কহিল সে দৈত্য কোথায় ? সে কহিল নীকার করিতে গিয়াছে এখনি আসিবে, বাদসাহ কহিল তুমি এইস্থানে অবস্থান কর ঐ স্ত্রী অবস্থিতি করিল তদনন্তর তাহার রিত চরিত্রের দ্বারা এছকন্দিয়ারের বোধহইল যে এইদৈত্যরাজি জাহা করগছার কহিয়াছে, এছকন্দিয়ার কন্যার বাহিরকরিয়া তাহাকেবাস্তি লেন, সে প্রথমে অনেক কাকুতি বিনতি করিল তাহা এছকন্দিয়ার শুনিলেন না তখন নানা পুকার ভয়ঙ্কর কণ ধারণ করিত আরম্ভ করিল তাহা দেখিয়া এছকন্দিয়ার তলওয়ার

বাহির করিয়া তাহার মন্তক ছেদন করিল, তাহার পর দৈত্য
অতি কৃষ্ণ বস্ত্র বৃন্দাকার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া মুখ
হইতে অগ্নি নির্গত করিয়া এছকন্দ্রয়ারের সৈন্যর উপর
ফেলিতে আরম্ভ করিল তাহা শুনিয়া এছকন্দ্রয়ার তলওয়ার
লইয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে এক তলওয়ার মারিয়া
কাটিয়া ফেলিলেন; পরে আপন শিবিরে আসিয়া করগছার
কে ডাকিয়া কহিলেন, আমি দৈত্যর স্ত্রি ও দৈত্য দুইজনকে
বধ করিয়াছি সে কহিল তুমি সিংহ ও অজাগর মারিয়াছ
দৈত্যকে মারিবা কোন আশ্চর্য্য কিন্তু কল্য অতি সঙ্কট তাহা
হইতে রক্ষা পাওয়া ভার। পর্ত্তোপরি ছিমোরগের বাসা
তাহারা দুইটা সাবকলইয়া সেই স্থানে থাকে হস্তিকে পায়ের
নখে বিকিয়া বাসায় আনিত করে। এছকন্দ্রয়ার কহিল
দৈত্যর সকল আপদ হইতে উদ্ধার করিতেছেন তাহা হইতে
ও তিনি রক্ষা করিবেন ইহা কহিয়া সে রাত্রি সেই স্থানে বাস
করিলেন ॥ চতুর্থ দিবসের পথের বিবরণ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ ॥

পঞ্চম দিবস প্রাতে উঠিয়া অনেক বন নদ নদী পর্ত্তাদি
উল্লঙ্ঘন করিয়া ছিমোরগ যে পর্ত্তে থাকে সেই পর্ত্তের
নিকট পৌঁছিলেন তখন এছকন্দ্রয়ার পূর্ব্বোক্ত রথ আনা
ইয়া তদুপরি নামা বিধ শাণিতাজ রত্নলগ্নকরিয়া অশ্ব সংযো-
জিত করিয়া আপনি তাহার মধ্যে বসিয়া রথ চালনা করত
ছিমোরগের বাসার নিকটে চলিল তখন পক্ষরাজ পর্ত্ত
হইতে দেখিয়া তথা হইতে উঠিয়া ঐ রথের উপর পড়িয়া
পক্ষা দ্বারা রথ ধারণ করিল তাহাতে রথোপরি যে সকল

অল্প ছিল তাহাতে পক্ষর দুই পক্ষা খণ্ড হইয়া গেল, তখন উভয় চক্ষু রিভার করিয়া রথ মুখ মধ্যে ধরিল এই সকল অল্প তাহার জুহাতে ও ভাল দেশে বিধি হইয়া রক্তাক্ত কলেবর হতত অবসন্ন হইয়া মুখ হইতে রথ ফেলিয়া ভূমিপতিল তখন এছফন্দিয়ার রথ হইখে বাহির হইয়া ভালওয়ার হস্তে লইয়া ছিমোরগের মাথা খণ্ড করিয়া ফেলিল; তাহার জোড়া ও সাবক পক্ষতের উপর হইতে দাঁট করত উড়িয়া পলাইল; বসোতন প্রভৃতি সকলে সেই বৃহদ পক্ষতাকার পক্ষ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে এছফন্দিয়ারকে অনেক প্রশংসা করিল। করগছার দেখিয়া হত বুদ্ধি হইয়া থাকিল, এছফন্দিয়ার তাহাকে কহিলেন কল্য কি উৎপাত আছে তাহা বল ? সে কহিল কল্য অত্যন্ত বিপদ এ ব্যাঘ্ৰসিংহ সপ পক্ষ দৈত্য নহে যে বল দ্বারা নষ্ট করিবা এতলে আকাশ হইতে বরফ পতিত হয় সেখানে বলও বুদ্ধির কর্ম্য নহে, এবং সপ্তমদিবসের পথ তাহা হইতে ও কঠিন। হে মাহারাজ, এই স্থান হইতে ফিরিয়া চলুন সৈন্যরা ইহা শুনিয়া ভীত হইয়া এছফন্দিয়ারের নিকটে আনিয়াকহিল করগছার যে দিবস জাহা ঘটিবে কহিয়াছিল তাহাই সত্য হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় করগছারের কথা সকলি সত্য তবে এখান হইতে ফিরিয়া জাওয়াই কতব্য কেননা যেকপ কয়খোছরের সঙ্গে অনেকে গিয়াছিল তাহার দিগের সেইবাদনাই ফিরিয়া আইতে কহিলে তাহারা না শুনিয়া সকলে বরফে চাপা পড়িয়া মরিয়াছিল আমরাও সেইমত বরফে মারা পড়িব। এছফন্দিয়ার কহিল আমি পাঁচ দিবসের নানা উৎপাত হইতে ইন্দের কৃপার মন্ত হইয়া

আগিয়াছি আর দুইদিনের পথ গেলে চিন দেশে পৌছিব তাহাতে যদি কোন বিপদ থাকে তাহাতেও ঈশ্বর রক্ষা করি বেন। ইহা শুনিয়া সেনারা কহিল আমরা চক্ষে দেখিয়া কি একারে মৃত্যুর মুখে জাইব? এছন্দ্রিয়ার কহিল তোমরা সকলে প্রাণ লইয়া আপন২ বাটিতে ফিরিয়া জাও আমি একাকি চিন দেশে জাইব ইহাতে তোমার দিগের কাহার সহায়তার আকিঞ্চা আমি রাখিনা আমার সহায় কেবল এক মাত্র ঈশ্বর, ইহা শুনিয়া সকলে কহিল তোমাকে একাকি রাখিয়া আমরা কি একারে জাইব আমার দিগের অপরাধ হই যাচ্ছে ক্ষমা কর, বাদসাহ তাহরদিগকে প্রবোধ করিয়া কহিলেন যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে চিন হইতে জয়ী হইয়া আসিতে পারি তবে তোমার দিগের মানস পূৰ্ণ করিব সে রাত্রি সেই স্থানে থাকিলেন পঞ্চম দিবসের পথের বিবরণ লিপ্যন্ত হইল ॥

সষ্ঠ দিবসের পথের বিবরণ ॥

এছন্দ্রিয়ার সষ্ঠ দিবস পাতে সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া সন্মত্ত দিবস চলিয়া বেলা অবসানে এক পর্বতের নিকটে অতি রম্য স্থান ও করনা দেখিয়া শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন কিঞ্চিৎ কাল পরে রাত আরম্ভ হইল তাহা দেখিয়া বাদসাহ পর্বতের বৃহৎ ও হার মধ্যে সেনাগণকে ও ঘোড়াদি রাখা-ইলেন কিঞ্চিৎ রাত্রি গত হইলে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল তদ্রূপে এছন্দ্রিয়ার আগমন ভাড়া ও পুত্র ও সুরদারদিগকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বর উদ্দেশে রোদন বদনে প্রার্থনা করিলেন যে হে ঈশ্বর তব ঈচ্ছায় প্রতি স্থিতি প্রাপ্ত হয় এ আপদ

হইতে আশাদিগেরকে উদ্ধারকর এইরূপে সেনারাও প্রাথনা করিতে লাগিল, কিয়ৎকালপরে ঝড় ও বরফ অতপতা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রাতঃকালে নিঃশব্দ হইল সকলে তৃপ্ত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন দশদিনের পথের বিবরণ সমাপ্ত হইল ॥

সপ্তম দিবসেরপথে করগছারের মস্তকছেদনেরবিবরণ

সপ্তম দিবস প্রাতে উঠিয়া সরদার দিগকে লইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কথক দূর গিয়া বালুকা ময় ভূমি দেখিয়া অগুসার হইলেন, করগছারকে ডাকিয়া কহিলেন তুই তপ্ত বালুকাময় ভূমি কহিয়াছিলি এ অতি সুশীতল ভূমি দেখিতেছি; সে কহিল গতো রাত্রে বিস্তর বরফ পড়িয়াছিল এ প্রযুক্ত শীতল হইয়াছে ইহাও ঈশ্বরের এক প্রকার অনুগ্রহ আপনার প্রতি হইয়াছে, এছফন্দিয়ার হাস্য করিয়া কহিলেন তুই আমাকে ভয় পূদ্রশণ করাইয়া আমাকে ঘিরাইয়া দেশে লইয়া জাইবি কিন্তু আমি কোনমতে ফিরিবোনা ইহা কহিয়া তাবৎ সেনাকে কহিলেন তোমরা সকলে শীঘ্র গমন কর অধিক বেলা হইলে বাসুকায় চলিতে কুশ হইবে এবং এই বালুকাময় ভূমি কোনস্থানে বৃক্ষাদি নাই যে তাহার ছায়াতে বিশ্রাম করিবা এবং নদ নদী নাই যে কেছ জলপান করিবা তখন সকলে দ্রুত গমনে কথক দূর গমন করিলে সৈন্যাগ্রে যে ব্যক্তি নিমান লইয়া জাইতেছিল সেই এক নদী দেখিয়া এছফন্দিয়ারকে কহিল সর্গুখে বৃহৎ একনদী তাহাতে মোকা নাই কি পুকারে পার হইব? এছফান্দয়ার এইকথা শুনিয়া করগছারকে ডাকিয়া বিস্তর গজ্জন করিয়া কহিলেন

তুইপূর্বেও পশ্চিমধ্যে কহিয়াছিলি চত্বারিংশৎ কোস বাঁলুকা
 ময় ভূমি ইহার মধ্যে কোনস্থানে তল বৃক্ষাদি কিছু নাই, আর
 এই চল্লিস কোসের মধ্যে নদ নদি আদি কিছু নাই; আমার
 লোক নদি দেখিয়া জানাইতে আসিয়াছে তুই সকল মনস্য
 কে মিথ্যা কহিয়া ভয় দেখাইয়াছিলি, তখন সে কহিল আমি
 তোমার ও তোমার পিতার নিকট শপথ ও সত্য করিয়াছি
 মিথ্যা কহিবনা তত্রাপি আমাকে বাঁজিয়া লইয়াছ সত্যকহিয়া
 ও শপথ করিয়াও আমার বন্ধন মোচন হইলনা তবে আর
 সত্য কহিবার আবশ্যক কি, তখন এছফন্দিয়ার তাহাকে
 বন্ধন হইতে মুক্তকরিয়া পারিতোষিক প্রদানকরিয়া কহিলেন
 তোকে পুনর্বার কহিতেছি যখন যে কথা জিজ্ঞাসা করিবে
 তাহা সত্য কহিবে তবে আরচাপকে মারিলে এ রাজ্যের বাদ
 শাহি তোকে দিব; আর যদি কোন প্রকারে মিথ্যা প্রকাশ
 হয় তৎখনাত মাথা কাটাব। করগছার ছেলাম করিয়া
 কহিল আমি সঙ্গদা সত্য বাক্য কহিয়াছি কেবল অদ্য এক
 কথা মিথ্যা কহিয়াছিলাম তাহার কারণ পূর্ক নিবেদন কার
 য়াছি আমার সে অপরাধ ক্ষমা কর। পরে তাহাকে কহি
 লেন জাহাভে সকল সেনা অকেশে পারেযাইতে পারে তাহা
 কর, তখন করগছার নদীর তীরে আসিয়া .য স্থানে কিঞ্চিৎ
 তল ছিল সেই স্থান দিয়া তাবৎ লোককে নদীপার করিয়া
 মগের পাচ কোস অন্তরে রাখিল। এছফন্দিয়ার করগছারকে
 কহিল কিপ্রকারে এইচিনের রোয়িন দুর্গ অধিকার হয় তাহার
 উপায় বল? সে কহিল আমার বুদ্ধিতে কোন উপায় আইসে
 না কারণ অষ্টধাতুর দুর্গ ইহার উত্তরে অগম্য পর্বত; দক্ষিণে

সমুদ্র পশ্চিমে অষ্টধাতুর প্রাচীর তাহাতে এক দ্বার মাত্র
তাহাতে অনেক রক্ষক আছে বাদসাহর আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ
তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেনা; এই দুর্গের মধ্যে বাদ
সাহর বাটী ও নগরও তাবত পুজার বসতি এবং উদ্যানক্ষেত্র
ইহার অন্য কোন দিগে গমনা গমনের পথনাই যদি সহস্র
বৎসর দুর্গ বেটন করিয়া থাক তথাপি কিছু করিতে পারিবা
না; এছফন্দিয়ার কহিল আমি আরচাম্প বাদসাহকে নষ্ট
করিয়া তাহার পরিবার গণকে ধৃত করিয়া লইয়া জাইব। ইহা
শুনিয়া করগছার রাগত হইয়া কহিল আমি তোমার অতি
দুভাগ্য দেখিতেছি; চিনের বাদসাহ তোমার মস্তক ছেদন
করিয়া তোমার রক্তে পৃথিবিকে কদম করিবে আর তোমার
সরির অঙ্গাল কুজরদিয়া খাওয়াইবে এইরূপ অনেক দুঃবাক্য
কহিল তাহাতে এছফন্দিয়ার রাগত হইয়া তাহার মস্তক ছে-
দন করিলেন ॥

এছফন্দিয়ার গোপনে দুর্গ দেখিবার ও

প্রবেশ করিবার বিবরণ ॥

রাত্রি যোগে গোপনে এক জন লোক সঙ্গে লইয়া দুর্গ
দেখিতে গেলেন নিকট গিয়া দেখিলেন যে পশ্চিমদিগে অষ্ট
ধাতুর নির্মিত প্রাচীর তাহার ভিত চল্লিষ গজ উর্দ্ধে দৃষ্ট হয়
না এই রূপ তিন কোষ দেখিয়া ফিরিয়া আপন শিবিরে আ-
সিয়া ভ্রাতা ও সন্ন্যাস দিগকে ডাকিয়া কহিলেন, যদি ঈশ্বর
অনুগ্রহ করেন তবে এই দুর্গ অধিকার হইবে নতবা এদুর্গ
মধ্যে প্রবেশ করণে সাধ্যনাই; একসত্ত্বৎসর বেটন করিয়া

থাকিলেও কেহ কিছুই করিতে পারেনা। করগছার জাহা
 কহিয়াছিল সে কথা সত্য আমি চিনের দুর্গ দেখিয়া লজ্জিত
 হইয়াছি কারণ সমুদয় কাদসাহর দেশে গিয়া সকল খাদমা-
 হর দুর্গ দেখিয়াছি কিন্তু এমন অষ্ট ধাতুর গড় কোন দেশে
 দেখি নাই; এ দুর্গ কিপ্রকারে অধিকার করি তাহার পরামুস
 কর। সরদারেরা কহিল যদি এমন দুর্গ ম দুর্গে হয় তবে ফি-
 রিয়া জাওয়ার সতপরামুস, এছফন্দিয়ার কহিল সে কথা
 সত্য বটে কিন্তু ফিরিয়া যাইতে আমার মম হয় না যে হেতু
 আমার মনে মর্কস উদয় হইতেছে যে ঈশ্বর অতি দয়াল যে
 তাঁহাকে আশ্রয় করে তিনি তাঁহাকে অবিশ্য আশ্রয় দেন, আমি
 তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই হুপুখানের দুর্গ ম পথ দিয়া সকল
 আপদ হইতে তাঁহার কুপায় মুক্ত হইয়া এপর্যন্ত আসিয়াছি
 তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কেছনিরাসা হয় নাই আমি তাঁহাকে
 আশ্রয় করিয়াছি তিনি কুপা করিয়া আমার মানসপূর্ন্ত অবস্থা
 করিবেন ইহা কহিয়া কিঞ্চৎকাল মনোমধ্যে বিবেচনা করি
 য়া সকলকে কহিল যে আমার মনে পরমেশ্বর কুপা করিয়া
 এক উপায় উদয় করিলেন তাহা শুন; আমি তোমার দিগের
 এইস্থানে সেনা সহিত রাখিয়া বণিক বেশে দুর্গে মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া কিছুদিন সেইস্থানে থাকিয়া সন্ধান করিয়া
 যদি মারিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব তদবোধিরেকৈ যুক্ত
 করিয়া এ দুর্গে মারি অতি সুকঠিন প্রাণের আসা ত্যাগ
 না করিলে কোন কঠিন কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে না অত
 এব আমি প্রাণের আসা ত্যাগ করিয়া শুভদাগরের বেশে
 দুর্গে মধ্যে অবশ্য জাইব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ঈশ্বর

অবশ্য আমাকে দয়া করিবেন ইহা কহিয়া তৎপরে একসত
উষ্ট্র আনাইয়া দস উষ্ট্র নানা প্রকার উত্তম জরির ও রেশ
মের বস্ত্র পাঁচ উষ্ট্র হিরক মুক্তাদি নানা রত্ন ও পাঁচ উষ্ট্র
বাদসাহী পরিচ্ছদ এবং উপবেশনীয় আসন এই কুড়ি উষ্ট্র
বোঝাই করিয়া বাকি আসি উষ্ট্র আসি জোড়া সিঁক্ক তা-
হার মধ্যে একসত সাইটজন বলবান মল্ল আর একসত বল
বান্ বোঝা তাহার। উষ্ট্র রক্ষক এইপ্রকার আয়োজন প্রস্তুত
করিয়া আপন ভ্রাতা বসোতনকে কহিলেন তুমি সৈন্য লইয়া
সাবধান পূর্বক এইস্থানে থাকিবা যে দিবস এই দুর্গের উপর
অতি প্রচণ্ড প্রজলিত অগ্নি তোমারদিগের দৃষ্টী গোচর হইবে
তৎক্ষণাত্ এস্থান হইতে যাত্রা করিয়া সৈন্য দুর্গ মধ্যে কে
জ্জায়প্রবেশ করিয়া তাহারদিগে সংহার করিতে আরম্ভ করিবা।

এছকান্দয়ার বণিক বেশে দুর্গ প্রবেশ করিবার বিবরণ

আপনি ও সজ্জিগণ সকলে সওদাগরের ন্যায় পোশাক পরি-
ধানকরিয়া উষ্ট্র সকল লইয়া যাত্রা করিয়াকরেক দিন মাঠে
বেড়াইয়া দুর্গের বাহিরে এক সরাইতে আগত হইয়া প্রচার
করিবেন যে আমি সওদাগরি করিবার নিমিত্ত ইরান হইতে
চিন দেশে আসিয়াছি, ইহা শুনিয়া রক্ষকেরা বাদসাহর নিকট
জ্ঞাপন করিল যে একজন প্রধান সওদাগর একসত উষ্ট্র
নানা প্রকার দিব্য লইয়া পশ্চিম ইরান হইতে চিন দেশে সও-
দাগরি করিতে আসিয়া দুর্গ প্রাপ্তে সে এক সরাইতে আছে
যেনত অনুমতি হয়? বাদসাহ শুনিয়া দুর্গ মধ্যে আনিতে

আজ্ঞা করিলেন, তখনরক্ষকেরা গিয়া এছফন্দিয়ারকে দুগ্ধে মদ্যে আনি। এছফন্দিয়ার নগর মধ্যে এক স্থানে বাসা করিয়া রক্ষক গণকে কহিলেন আমার বাসনা এই যে বাদসাহের সহিত সাক্ষাত করিয়া কিছু উপঢৌকন পুদান করি তোমরা বাদসাহকে জাহাইয়া অনুমতি লইয়া আমাকে লইয়া চল তাহার পুনরায় বাদসাহর নিকট গিয়া এই কথা জানাইলে এছফন্দিয়ারকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন; এছফন্দিয়ার অনেক উত্তম রত্ন ও অন্য বহু মূল্য দ্রব্য লইয়া বাদসাহর সহিত সাক্ষাত করিলে আরচাম্প বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া অনেক সমাদর করিয়া আপন নিকটে এক চৌকিতে বসাইয়া নাম ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন? এছফন্দিয়ার কহিল আমার নাম খররাদ ইরান দেশে বসতি। পরে বাদসাহ কহিলেন ওহে খররাদ, ইরানের সকল মতবাদ জ্ঞাত আছ; করুণাচারকে এছফন্দিয়ার ধরিয়া কয়েদ রাখিয়াছিল সে আছে কি নাই আর গোস্তাম্প ও এছফন্দিয়ার কি মন্ত্রনা করিতেছে? খররাদ শওদাগর কহিল আমি ইরান হইতে পাঁচমাস বাহির হইয়াছি তখন কোন কথা শুনি নাই পথে আসিয়া যখন চিন দেশের নিকটে আইলাম তখন পথিক লোকের মুখে শুনিয়াছি এছফন্দিয়ার অনেক সৈন্য লইয়া হস্তখানের পথ দিয়া এখানে আসিতেছে, আরচাম্প ইহা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিল হস্তখানের পথে পক্ষ জাহিতে পারেনা এছফন্দিয়ার কি পুরস্কারে আসিবে, খররাদকে কহিলেন তুমি এখন বাসায় বিদায় হও যখন তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিতে কাঞ্ছা করিবে তখন আসিবা অনুমতি করিলাম এবং রক্ষকদিগকে ও আজ্ঞা

করিলেন যখন খররাদ সওদাগর আমার নিকট আসিতে ইচ্ছা করিবে তখনি আনিবা আর আমার অনুমতির আবিস্যক নাই তৎপরে খররাদ বিদায় হইয়া আপন বাগায়তাইল এবং সেই স্থানে কয় বিকয় আরম্ভ করিল। এছকন্দিয়ারের দুই ভগ্নি আরচাম্প বাদসাহর বাবরতি খানা অথাৎ পাকশালা পরিষ্কার করিবার কর্মে নিযুক্ত ছিল, ইরান হইতে সওদাগর আসিয়াছে সুনিয়া তাহার নিকট আইলে এছকন্দিয়ার তাহার দিগেকে দূর হইতে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া আপন মুখ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিল; তাহারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল গোল্ডাম্প আর এছকন্দিয়ার কেমন আছে? এছকন্দিয়ার কহিল আমি সওদাগর বাদসাহর বাটীর সংবাদ জ্ঞাত নাই পুনরায় তাহারা কহিল যখন আপন ইরান জাইবা গোল্ডাম্প ও এছকন্দিয়ারকে এই কথা কহিবে আমরা তাহার দিগের কন্যা ও ভগ্নি হইয়া আরচাম্প বাদসাহর রক্ষনশালা পরিষ্কার করিয়া কাল যাপন করিয়া থাকি তাহারা ইহা সুনিয়া ও স্থখে আহার নিদ্রা করিতেছেন, এছকন্দিয়ার গজ্জনে করিয়া কহিল গোল্ডাম্প ও এছকন্দিয়ারের নাম পৃথিবী হইতে লোপ হউক তাহারা নীচ নরক তাহার দিগের নিকট আমার কোন আবিস্যক নাই, এছকন্দিয়ারের জ্যেষ্ঠ ভগ্নি তাহার স্বরের দ্বারা বোধ করিল যে এই এছকন্দিয়ার কিন্তু কনিষ্ঠা বৃত্তিতে পারিলনা, উভয়ে তৎক্ষণাত বিদায় হইয়া পুনর্বার রাব্রিয়োগে দুইজনে আসিয়া কহিল তোমাকে কোন গোপনীয় কথা কহিব, এছকন্দিয়ার তাহার দিগের দুইজনকে লইয়া কহিল তোমার দিগকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি নতুবা

এই হস্তধানের দুর্গম গাথে কে আইসে তোমরা আর কিছুদিন
 ধর্ম্যাবলম্বন করিয়া থাক কোন মতে আমার নাম ও এখানে
 আনিয়াছি একথা প্রকাশ করিওনা। আনি সময় বুঝিয়া তো-
 মাদের ডাকিয়া লইব, তাহারাই হা হুনিয়া। হুঁচিঁত হইয়া
 আপনার দিগের বাসস্থানে গেল। এছকন্দিয়ার প্রত্যা-
 নগর দর্শন হইলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পথ ঘাটের অনু-
 সন্ধান করিল; কিন্তু দিবসপরে একদিন আরচাপবাদসাহর
 সমীপে গিয়া অনেক কষ্টপকষনের পর এছকন্দিয়ার কহিল
 যখন আমি এতদ্দেশে আসি এক দিবস পশ্চিমধ্যে কড বৃষ্টি
 হইয়া সকলে মারা পড়িল। উপকুম হইয়া সকলে ঈশ্বরের
 উদ্দেশে বিস্তর রোদন করিল। আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা
 করিল। যে আমার দিগের সকলকে এদায় হইতে মুক্ত করিয়া
 রক্ষা কর আর ঈশ্বরের স্থানে মাননা করিয়াছিলাম যদি এ
 আপদ হইতে রক্ষা পাইয়া কোন নগরে উপস্থিত হই তবে
 আপারণ সাধরণ সকল মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রিত্যে ভোজন
 করাইয়া এবং তাবত নগরে ময় আলোক করিব, এখন ঈশ্বর
 রক্ষা করিয়া আপনার দেশে আনিয়াছেন আমার মানস
 আপনার দরবারের সকল আমি ওমরা ওসরদার ও প্রধান
 লোককে একদিন সিম্বন করিয়া ভোজন করাই এবং তাবত
 নগর আলোক ময় করি, বাদসাহ কহিল ভাল ভূমি আয়ো-
 জন কর কল্য সমস্ত লোককে তোমার বাটীতে আমি পাঠা-
 ইব। এছকন্দিয়ার কহিল আমি যে বাটীতে আছি সে অতি
 সঙ্কীর্ণ স্থান তাহাতে এ কর্ম সম্ভব হইতে পারিবেক না যদি
 অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি করেন তবে দুর্গের উপর শিবির

স্থাপিতকরিয়া একর্মকরি; আরসেই দুর্গের উপর আলোকময়
করিলেনগর ময় আলো হইবেক। আরচাম্প শুনিয়া দুর্গের
প্রক্ষককে আজ্ঞা করিলেন এছফন্দিয়ার বিদায় হইয়া বাসায়
আসিয়া আপন সঙ্গিগণকে ভোজনের আয়োজন করিতে
আজ্ঞা করিলেন আর কাষ্ট আনিতে লোক পাঠাইলেন ॥

দুগোপরি ভোজন উপলক্ষ্য আলো করা

এবং বসোতনের যুদ্ধ ॥

পর দিবস প্রাতে এছফন্দিয়ার দুগোপরি শিবির মধ্যে
সভা করিয়া আহারের দ্ব্য আনায়ন করিল এবং কাষ্ট আনা
আনাইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে আরচাম্প বাদসাহ আপন
দরবারের ও নগরের সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে খররাদ
সওদাগরের নিমন্ত্রণে ভোজন করিতে পাঠাইলেন, খররাদ
সকল লোককে নিষ্কটচাতি পূর্বক নানা প্রকার খাদ্য দ্ব্য আ-
নাইয়া ভোজন করাইতে বসাইয়া মদিরা আনাইলেন সকলে
আহারান্তে মদরিকা পান করিয়া উন্মত্ত হইল; এখানে কাষ্টে
তে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধূমআকাশে উঠিলে বসোতন তাহা
দেখিয়া বোধকরিল যে এছফন্দিয়ার এ অগ্নি প্রজ্বলিত করি
য়াছে আপনার সকল সেনাকে শুসঙ্কিত করিয়া গমন করি
ল সঙ্ক্যার সময়ে দুর্গ দ্বারে উপস্থিত হইয়া রক্ষকাদি যে ২
ব্যক্তিছিল তাহার দিগেকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল,
আর এমত প্রকাশকরিল যে এছফন্দিয়ার আসিয়াছে। সক
লেই জানিল দুর্গ মধ্যে এছফন্দিয়ারের সভায় যে সকল সর
দারেরা মদিরা পানে মত্ত হইয়াছিল তাহার অনেক কে এছ-

যন্দিয়ার নষ্ট করিল যে অষ্টপলোক ছিল তন্মধ্যে কেহ ২ লুকাইত হইয়া রহিল কেহবা পলাইল, আরচাম্প বাদসাহ শুনিল যে এছফন্দিয়ার অনেক সেনা সহিতে আসিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক মনুষ্যকে নষ্ট করিয়াছে, তখন আপনি পুত্র কহরমকে কহিল তুমি পঞ্চাশ সহস্র সেনা লইয়া এছফন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ কর আর চল্লিশ সহস্র সেনা দুর্গ ও নগর রক্ষার্থে স্থানে ২ স্থাপিত কর আর দশ সহস্র সেনা আমার পুররক্ষার্থে রাখ; কহরমকাঁথতাজামত সৈন্যনিয়োগ করিয়া পঞ্চাশ সহস্র সেনা লইয়া দুর্গ দ্বার উপনিত হইয়া বসোতনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুর্গ মধ্যে এছফন্দিয়ার আপনার সমভিব্যাহারি বলবান দিগকে লইয়া অনেক মনুষ্যকে বধ করিয়া আরচাম্পর আলয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল সৈন্য সেখানে ছিল তাহারদিগে বিনাশ করিতে লাগিল, এই সময়ে এছফন্দিয়ারের দুই ভগ্নি আসিয়া আরচাম্প যে মহলে থাকে এছফন্দিয়ারকে সেইস্থানে লইয়া গেল তাহা দেখিয়া আরচাম্প রণ সজ্জা করিয়া এছফন্দিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে পুর্বত হইল; অনেকক্ষণ পরে এছফন্দিয়ার আরচাম্পকে লুমে নিক্ষেপ করিয়া মস্তক ছেদন করিল তদন্তর আরচাম্পর দুই ছি ও এক ভগ্নি ও দুইকন্যা তদ্বিগকে ধৃত করিয়া আপন বাসায় পাঠাইল আর আপনি দুর্গ দ্বারে গিয়া যুদ্ধ করিতে পুর্বত হইল। দুর্গে লোকেরা বাদসাহর মৃত্যু শুনিয়া রোদন কারতে লাগিল কহরম ইহাশ্রবণে দুর্গ মধ্যে আসিয়া শুনিল যে খররাদসওদাগর বাদসাহকে মারিয়াছে এই কথা শুনিয়া কহরম এছফন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ

করিতে প্রবৃত্ত হইল তখন বসোতন আপন সেনা লইয়া গড়ের
মধ্যস্থত লোক কাটিতে লাগিল । এছফন্দিয়ার অনেক মন
যুক্ত করিয়া কহরমকে বিনাশ করিয়া ঘোমনা করিলেন যে
কেহ আমার সরণাগত হইবে তাহাকে রক্ষ করিব । এই কথা
শুনিয়া সকলে আসিয়া সরণাগত হইল এহবান্দিয়ার আর
চাম্পার তন্ত্রে উপবেশন করিয়া কিয়ৎকাল সেই স্থানে বাস
করিয়া উক্তরাজ্যে নিয়ম নির্ধারিত করিয়া গোস্তাম্পাকে সকল
সমাচার লিখিয়া পাঠাইল আর ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর আপকায়
এই স্থানে থাকিয়া সমস্ত লোককে বসিভূত করিল যাহারা
বার্ক হইলনা তাহারদিগের প্রাণদণ্ড করিল পরে চিনের বাদ
সাহ আরচাম্পার ধনাগার হইতে বহুবিধ ধন আপনার সৈন্য
গণকে দিলেন । গোস্তাম্প এছফন্দিয়ারের পত্রপাইয়া অত্যন্ত
হর্ষ হইয়া উত্তর লিখিল যে তুমি সেই স্থানে থাকিয়া চিনের
অন্তঃপাতি ও অধিন মহাচিন প্রভৃতি সকল দেশ শাসিত ও
নিয়ম নিধায়কর এছফন্দিয়ার এই পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল
এদেশের তাবত নগর শাসিত ও বাধিত এবং সকল পজা
পুতি কর নির্ধারিত করিয়াছি আর কোন সন্দেহ নাই, গো-
স্তাম্প এই পত্রপাইয়া এছফন্দিয়ারকে চিন দেশ হইতে ইরানে
আসিতে লিখিল । এছফন্দিয়ার পিতার পত্র পাইয়া হর্ষ
হইয়া অনেক ধন এবং রত্ন ও উত্তমবস্ত্রাদি ও নানা প্রকার রত্ন
আর আপন কনিষ্ঠ পুত্র যাহারদের চিনের বাদসাহ বন্দ
নগর হইতে লইয়া গিয়াছিল তাহারদের ও চিনের বাদসাহর
স্ত্রী ও কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া ইরানে যাত্রা করিলেন । হস্ত

খানের রাস্তায় আসিয়া যখন বরফের মজিলে পৌঁছিলেন
 যে মসল দু'ব্য যাওন কালিন বরফের নিচেচাপা পড়ায় ত্যাগ
 করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও পাইলেন, যখন ইরানের নিকট
 পৌঁছিলেন গোস্তাপ্প ইহা শুনিয়া সমস্ত সরদারকে অগু সর
 পাঠাইলেন। যখন বাটর নিকট হইল তখন গোস্তাপ্প দ্বার
 পদাশ্রয় গিয়া এহফন্দিয়ারকে কোলে লইয়া সিরচুহন করি
 লেন এহফন্দিয়ার পদধূলি লইয়া পণাম করিল; পরে গৃহ
 মধ্যে আনিয়া আপন তক্তে একত্র বসিয়া অনেক পুসসা
 করিয়া আপন হস্তে পেয়ালায় সরাব পরিপূর্ণ করিয়া উভয়ে
 পান করিলেন, সেই সময়ে গোস্তাপ্প কহিল হস্তখানের পথে
 রও চিনের যুদ্ধের বিবরণ যদ্যপি পরক্ষ্যে সকল। শুনিয়াছি
 তথাপি তোমার মুখে সবিশেষ শুনিতে বাঞ্ছা করি, এহ
 এহফন্দিয়ার কহিল এখন উভয়ে মদিরা পানে মত্ত হইয়াছি
 এমনয়ে কোনকথা বলা উচিতনহে কল্যাবিস্তারিতরূপে কহিব।

হস্তখানের বস্ত্রের ও চিনের যুদ্ধ বিবরণ

পর দিবস পুতে গোস্তাপ্প তক্তে বসিয়া এক সোনার চৌ-
 কীতে এহফন্দিয়ারকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে এহফন্দি-
 য়ার সমুদয় বিবরণ বিস্তারিত করিয়া উচ্ছ্বরে কহিলে বাদ
 শাহ শুনিয়া পুকাশ্যেতে হৃৎ চিত্ত হইলেন কিন্তু অন্তরে অস-
 হুত হইয়া তাজ ও তক্ক দিবার কথা পূর্বে বাহা কহিয়াছি
 লেন তাহার কিছু মনেযোগ করিলেন না এহফন্দিয়ার মনে
 ব্যিস এখনপয্যন্ত আমার পুতি সন্দেহ আছে, কিছুনা কহিয়া
 সকা হইতে উঠিয়া। স্বয়ং হুন্দির জাইয়া আপন মাতা কতাউন

কে কহিল পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন তুমি যদি আরচাম্পকে মারিয়া আপন ভগ্নি দ্বয়কে আনিতে পার তবে তোমাকে বাদসাহি দিব, আমি আরচাম্পকে মারিয়া ভগ্নি দ্বয়কে আনিয়াছি কিন্তু আমাকে বাদসাহি দিলেননা আপনি তাঁহাকে বন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকর। উচিত নহে বিশেষ বাদসাহর পক্ষে অতি নিন্দনীয় কতাতন কহিল তাবৎ মৈন্য ও পজা তোমার ষা' বাদসাহ কেবল তাজ তক্ত লইয়া গৃহে বসিয়া আছেন আর তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন কিছুদিনতমি ধর্ম্যাবলম্বন করপরে সকলি তোমার এখন কোন কথা কহিলে যদি রাগত হইয়া পুনরায় তোমাকে কয়েদ করে, এছফন্দিয়ার স্ত্রিয়া বুলিল কতাতন বাদসাহকে বলিবেন না, পরে একদিন এছফন্দিয়ার আপনি গোল্ডাম্পকে কহিল যে আপনকার আজ্ঞা মত পুণ্ড্র সংকল্প করিয়া হস্তখানের পথ দিয়া গমনকরিয়া চিনের বাদসাহকে মারিয়াছি তোমার যেসকল পরিবারকে লইয়া গিয়া ছিল তাহাদিগে আনিয়াছি হস্তখানের বস্ত্রে যে' কর্ম করিয়াছি অদ্যাবধি এমন কর্ম কেহু করে নাই জত কাল পৃথিবী থাকিবে ততকাল এ কুন্তি থাকিবে এখন তোমার উচিত আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। বাদসাহ কহিল ব্যাস্ত কিজন্য হইতেছ এ বাদসাহি তোমার, কিন্তু এছফন্দিয়ারের এই কথা স্ত্রিয়া মনখুয় হইয়া জামাম্পা উজিরকে কহিল এছফন্দিয়ারের ভাগ্য কেমন গননা করিয়া বল? সে কহিল ইহার অতি শুভমস্তু কপাল ইহার সঙ্গে কাহার যুদ্ধ কারবার ফেরত নাই আপনার বাছ বলে পৃথিবী শাসিত করিতেছে। বাদসাহ ইহা স্ত্রিয়া নিরব হইয়া রহিল, আর মনে করিল যদি

এছফন্দিয়ারের চিনেরযর্ধে মৃত্যু হইলেই উত্তমহইত, জানাম্প
 কে কহিল ইহার বিপকারে মৃত্যুহইবেক তাহা গননা করিয়া
 বল ? সে গননা করিয়া কহিল রোস্তুমের হস্তে ইহার মৃত্যু
 হইবে কোন বিশেষ তাঁর দ্বার ইহা স্থানিয়া তুর্ক হইয়া
 পর দিবস পাতে সহ্য করি। সমস্ত সরদার ও পুত্র পৌত্র
 দিগকে ডাকাইয়া এছফন্দিয়ারের অনেক পুত্র সা করিয়া
 কহিল আমি তাহা শুক্ক দেওনের যেপন করিয়াছি তাহা শুনি
 লও কিন্তু যখন আমি ছয় স্থানে রোস্তুমের বাটি হইতে আর
 চাম্পির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইলাম তখন রোস্তুমকে কহিয়া
 ছিলাম অরচাম্প আমার পিতাকে নষ্ট করিয়াছে এবা আমার
 বাহিনী ত্রি লোক দিগকে ধৃত করিয়া লইয়া জাইতেছে তুমি
 আমার সহায় হইয়া যুদ্ধ করিতে চল; নানা প্রকার ছল করিয়া
 আইল না এবা তাহার পর আরচাম্প ও তাহার পএ কহরম
 দুইজন আনিয়া আমার অনেক সেনা বধ করে আমি তাহার
 দিগের যুদ্ধে অঙ্গন হইয়া এক পর্ত্তীয় দুর্গে লুকাইত হইয়া
 রহিলাম কিন্তু এই সকল বিপদ সময়ে একবার জিজ্ঞাসাও
 করিল না; আর অহঙ্কার করে করখোছরোর প্রসাদেতে গো-
 স্তাম্প যেমন বাদসাহ ইরানের হইয়াছে আমিও কাবুল প্রত্-
 তি দেশের বাদসাহ হইয়াছি আমি গোস্তাম্পর আক্রান্তি
 কেন হইব, অতএব তুমি জাবলস্থানে গিয়া রোস্তুমের মন্তক
 ছেদন কিম্বা বন্ধন করিয়া আমার নিকট আনা য়ন কর তবে
 আমার অন্তঃকরণ হইতে এ দর্খ দূর হয়, ইহা করিলে তোমা
 কে বাদসাহি অপর্ণ করিয়া আমি ইব্রয়ের ভজনা কর। সভাস্ত
 সকলে কহিল এ উচিত কর্ম বটে, তখন গোস্তাম্প এছফন্দি-

জ্বরের প্রতি চাহিয়া কহিলেন; জোন্স পাজোন্স ধর্ম পুস্তকের দোহাই তুমি রোস্তমকে মারিয়া কিংবা বাক্সিয়া আনিবা নাহেই তোমাকে বাদসাহি দিয়া আমি ভজনায় মগ্ন হইব, যত সেনা ও ধন প্রয়োজন হয় তাহা লইয়া जाও। এইকন্দিয়ার কহিল প্রথম বার যখন আরচাম্প আসিয়াছিল আমি তাহার সহিত বর্ক করিয়া দর বরিয়াছিলাম তখন তাজ তক্ত দিব কহিয়া ছলেন কিন্তু কোরজমর কুমন্ত্রণায় তাজ তক্তের পরিবর্তে আমাকে কারাগারে বর্ক করিলেন; এবার তাহার রাজ্যে গিয়া আরচাম্পকে ও তাহার পুত্রকে মারিয়া তোমার যে সকল পরিবারকে ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহারদিগকে মৃত্যু করিয়া আনিলাম তথাপি আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ত্ত করিসা না। হপ্তখানের পথমনে হইলে আমার সরিরের রক্ত এখন পর্যন্ত সূক হয়; হপ্তখানের পথের ব্যাঘ্ৰ, সিংহ; অজাগর; দৈত্য, হিমরোগ; বরফ; এবং তপ্ত বালুকা ময় ভূমি এই সকল বিপদে তাজ তক্তের নোভ দেখাইয়া আমাকে পাঠাইলে; কিন্তু এখন সে সকল বিস্মৃতি হইলে। আপনি রোমদেশে এক সামান্য ব্যাঘ্ৰ ও সপ মারিয়া তোমার পিতার নিকট হইতে তাজ তক্ত লইয়াছিল। আমি হপ্তখানের পথের সমুদয় আপদ নষ্ট করিয়া তোমার সত্র চিনের বাদসাহকে মারিয়া তোমার পরিবার দিগে উদ্ধার করিয়া আনিলাম; আর জোন্স পাজোন্সের মত তোমার আজ্ঞায় সকল দেশে প্রচলিত কারলাম এখন তাজ তক্ত নাদিয়া রোস্তমের সন্তিস্ত করিতে কহিতেছে; গোস্তাম্প কহিল তুমি যে কথা কহিতেছ সে সকল সত্য এবং মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম বটে কিন্তু দেখ কর্থোছরের

নিকট সর্বদা কোমরবাঁধিয়া উপস্থিত থাকিয়া যখন যে কর্ম করিতে হইত তাহা করিয়াছে; তোমা হেনবির পুত্র আমার থাকিতে যে আমায় অবিজ্ঞা করে এবং আপন রাজ্যের অহকার আমার নিকটে সর্বদা প্রকাশ করে। এছফন্দিয়ার কহিল তুমি আমাকে তাজ তক্ত দেও আমি রোস্তমের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করি, বাদসাহ কহিল তোমাকে যখন উত্তরাধিকারি করিয়াছি তখন তাজ তক্ত দিবার আর কি অপেক্ষা আছে, এখন তুমি ছয়স্তানে গিয়া রোস্তমকে বাঁধিয়া আমার নিকট আনিয়া তাজ তক্ত লইয়া বাদসাহি কর। এছফন্দিয়ার কহিল আমি রোস্তমকে ভয় করি না, সে বৃদ্ধ আমি যুবক সে আমার সহিত যুদ্ধ করতে কখন পারিবে না কিন্তু তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আমার মন হয় না এবং উচিত নহে কারণ রোস্তম আমার পূর্ব পুরুষের প্রতি পালিত জাহার দিগের ও দেশের রক্ষক সেই যদি রোস্তম কয় গোষ্ঠীর সহায় নাহিত তবে তুমি এ তাজ তক্ত ও বাদসাহি সপে ও দেশে পাইতে ন; আর যদি সে তোমার সত্বে তবে তাহার বাটতে দুইবৎসর কি নিমিত্ত বাস করিয়া ছিল, আমাকে তাজ তক্ত দিবান। এই মানসে নানা ছলে আমাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইতেছে গোস্তাম্পকহিল সেবড় অহকারি কয়গোষ্ঠীর কর্ম করিয়াছে তাহাতে আমার কোন লভ্য নাই সে জাহা ইউক তুমি ছয়স্তানে গিয়া রোস্তমকে বাঁধিয়া আনায়েন কর এছফন্দিয়ার কহিল তাজ তক্ত দিতে তোমার মায়া হইতেছে কোনমতে আমাকে এ স্থান হইতে দূর করিবা এই মানস, অতএব আমি নি বাদসাহি কর আমি তাহার প্ররাস ত্যাগ করিলাম !

গোস্তাম্প কহিল আমি তোমাকে উত্তরাধিকারি করিয়া তাজ
কৃত দিয়াছি আমার কথায় এই কর্ম করিয়া বাদসাহি কর,
এহুদিয়ার কোন উত্তর না করিয়া চিত্ত যুক্ত হইয়া বিনা
অনমতিতে আপন গৃহে গেল, গোস্তাম্প বুলিল যে এহুদি
য়ার অসন্তুষ্ট হইয়া গেল। তখন আপন উজির জামাম্পকে
কহিল তুমি গিয়া এহুদিয়ারকে জিজ্ঞাসা কর সে রোস্ত
মের সহিত যুদ্ধ করিতে জাইবে কি না জামাম্প গিয়া এমন
জিজ্ঞাসা করলে এহুদিয়ার কহিল তোমার কি মত ?
সে কহিল পিতৃ আজ্ঞা হেলন করা উচিত নহে বরং প্রাণজায়
সেও কতব্য; এহুদিয়ার কহিল তুমি আমার সিন্ধা গুরু
এব' বন্ধু তোমার মত যদি রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করা কতব্য
হইল তবে পিতৃ আজ্ঞা হেলন করিব না; জামাম্প এই কথা
শুনিয়া তথা হইতে আসিয়া গোস্তাম্পকে কহিল এহুদি
য়ার সর্গত হইয়াছে তুমি ও তাহাকে ডাকিয়া সম্ভাষ কর
এহুদিয়ারের মাতা কতাউন এই কথা শুনিয়া এহুদিয়া
রের নিকটে আসিয়া কহিল আমি তোমার মাতা আমি যে
হিতোপদেশ কহি তাহাতে মনোযোগ কর; গোস্তাম্পর
কথায় রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে জাইওনা ॥

জননির বাক্য বাছা করারে প্রবণ ।

তব পিতৃ চাহুরিতে নাহি দিয় মন ॥

সামান্য না জেনো তুমি ছামের সন্তানে ।

হাকিস্তে মন্তক কহু না দিবে বন্ধনে ॥

হামাওয়ারানের বাদসাহকে মেয়েছে ।

তাহাকে দুবাক্য কহে হেন কেবা আছে ॥

আকরাহিয়াব ছিয়াওসে নষ্ট করিয়াছিল।

সেই কোণে রক্তেতে তুরান ভাষাইল ॥

খিক থাক এ দেশের তাজ ভক্তে পরে।

এ দেশ আসিয়া যেন সহু নট করে ॥

ছয়স্তান ভিন্য বাছা অন্য অন্য দেশে।

পুকসত্ত কর গিয়া তুমি অনায়াসে ॥

ত্রিভুগতে আমাকে না করিয় অনাথা।

হিতাসি জননী বাক্য রাখিয় সর্বথা ॥

রোহমের সহিত যুদ্ধ করিতে জাইবা এই কথা শ্রবণাবধি
আমার শ্রাণকান্দিতেছে আর আমার মতমহে; এহ কন্দিয়ার
কহিল রোহমকে মারিতে কিম্বা বান্ধিতে আমার মনোনিত
নহে যে' অনো চন্দ্রকর্ণ কিন্তু জামাপ্প উজিরের দ্বার কহিয়া
পাঠাইরাছি বাদসাহর আজ্ঞা হেলম করিব না এখন কি প্র
কারে অরথা করিব ॥

— — —
এহ কন্দিয়ার জাবল স্থানে যুদ্ধে গমন ॥

পর দিবস এহ কন্দিয়ার গোস্তাপ্পর নিকটে আসিয়া বিদায়
হইয়া অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া ছয়স্তানে যাত্রা করিল; যখন
এহ কন্দিয়ার বাটি হইতে বাহির হইলেন তখন কাবিলানি
জয়যুক্ত নিসান সর্কাগে যে উষ্ট্রের উপর ছিল সে উষ্ট্র বসিয়া
পড়িল তাহাকে উঠাইবার নিমিত্ত অনেক প্রচারা দিও চেষ্টা
করিল কোন মতে উঠালনা এহ কন্দিয়ার সেই স্থানে পৌছি
সেই উষ্ট্রের মস্তক কাটিতে আক্রমণ করিলেন আর মনোমধ্যে
জানিল যে কুযাত্রা হইল সরদারেরা কহিল অদ্য অতি অমঙ্গল

দেখিতেছি অন্য গমন নাকরিয়া দুই চারি দিবস পরে যাত্রা
করাই বহু; এককন্দিয়ার কহিল শিতা কহিবেন না আইবার
নিমিত্ত ছল করিয়া আসিয়াছে ইহা কহিয়া সে স্থান হইতে
গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে ছয়স্থানের নিকটে হিরমন্দ
নদীর তীরে পৌছিয়া আপন জেষ্ঠ পুত্র বহমনকে রোস্তমকে
আনিতে পাঠাইল বহমন রোস্তমের বাটিতে রোস্তমের সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া কহিল আমার পিতা এহকন্দিয়ার তোমাকে
সরণ করিয়াছেন, রোস্তম কহিল বিবচনা করিয়া আইব
রোস্তমের পিতা জাল তাহা শুনিয়া কহিল ইহার কি বিবে
চনা করিবা? চিরকাল পক্ষযানকুমে কয় গোষ্ঠির প্রতিপা-
সিত ও আক্রমণ করি তুমি এখন গিয়া এহকন্দিয়ারকে বাটী
তে আন তাহার যথাসম্মান পূর্বক সেবা। বেকা তঁহী করিয়া
র পিতা গোস্তাপ্পর সেবা দুইবৎসর করিয়াছি; রোস্তমও বহমন
বহমনের সঙ্গে চলিল, যখন হিরমন্দ নদীর নিকটে আসিয়া
পৌছিল বহমন অগ্নি পিতার সমীপে গিয়া রোস্তমের অনেক
প্রসঙ্গ করিল; তখন এহকন্দিয়ার ঐ মদীপার হইয়া আই
লেন রোস্তম এহকন্দিয়ারের পদদ্বয়ে চুম্বন করিয়া ছেসাম
করিল এহকন্দিয়ার অশ্রু হইতে নামিয়া রোস্তমকে কোল
দিয়া কুশল বাত্বা জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে উভয়ে অশ্রু আরো
হণ করিলে রোস্তম কহিল অন্য অঙ্গুহ করিয়া আমার আল
য় পবিত্র করিতে হইবেক। এহকন্দিয়ার কহিল শিতা আক্রা
দুষ্ট্য মাত্র তোমাকে বাকিয়া তাহার নিকটে লইয়া আইতে
তবে কি প্রকার তোমার বাটিতে আইব। রোস্তম পুনঃপুন

দইয়া খাইবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু এছকন্দ্রয়ার কোম
 মতে যাইতে দ্বিগত করিলনা, পরে রোস্তমকে আপন শিবিরে
 আনিয়া কহিল যদি তুমি বন্ধন দ্বিকার আমার সঙ্গে বাদসা-
 হার নিকটে লাগ তবে বাদসাহর সহিত সাক্ষাত করাইয়া তৎ
 খনাত তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিব বাদসাহ এক
 মন্তু তোমাকে কলসিতে পারিবেননা । রোস্তম ইহা শুনিয়া
 নিরব হইয়া থাকিলে এছকন্দ্রয়ার কহিল যদি বন্ধন স্বীকার
 নাকর তবে আপন বাটিতে গমন কর রোস্তম কহিল আপনি
 অনগুহ করিয়া আমার বাটিতে একবার পদাৰ্পণ করণ যেমন
 তোমার পিতা অনগত করিয়া আমার মৰ্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন
 পরে আপনি যেমত আজ্ঞা করিলেন তাহা করিব, এছকন্দ্র
 যার কহিল আমার পিতা এক ভাবে আসিয়াছিলেন আমি
 অন্য ভাবে আসিয়াছি যদি তোমার বাটিতে গিয়া আহুত্বাদি
 করি আর শেষে তুমি বন্ধন দ্বিকার নাকর আমাকে তখন
 যুদ্ধ করিতে হইবে তোমার অতিথি গৃহণ করিয়া তোমার সঙ্গে
 যুদ্ধ কর। দল বিরুদ্ধ কর্তব্য হয় তাহা কি প্রকারে পারিব । রো-
 স্তম কহিল তবে আমি তোমার অম কি প্রকারে গৃহণ করিব
 বাদসাহ কহিল অম গৃহণ করিবার প্রয়োজন নাই দইজনে
 বসিয়া মদ্যপান করি বরঞ্চ তুমি মদিরা আনায়েন কর আমি
 পান করিব তখন দইজনে একত্র বসিয়া মদ্য পান করিতে
 লাগিলেন; তৎপরে রোস্তম কহিল আপনি যেমত আজ্ঞা
 করিলেন তাহা আমি বাটিতে গিয়া আমার পিতা জালের
 সঙ্গে পরামর্শ করি ? এছকন্দ্রয়ার কহিল পরামর্শ করিয়া নীচ
 তাহার সঙ্গে বাদ পাঠাইবা রোস্তম বিদায় হইয়া বাটিতে আসিয়া

জালেন্দ্র-নিকট এছকন্দিয়ারে অনেক প্রসঙ্গা করিল ॥

আমি বুঝি বরেন্দ্রন পুন জন্মিয়াছে ।

এই-মরিরে ত বুঝি সেই আসিয়াছে ॥

রোস্তুমের গমনান্তরে বসোতনকহিল রোস্তুম তোমার-নিকটে :

আসিয়াছিল ছাডিয়া দেওয়া সত পরামুস হয় নাই এছকান্দ

যাত্র কহিল যদি আর না আইসে তবে আমি তাহার বাটিতে

গিয়া বান্ধিয়া আনিব, বসোতন কহিল রোস্তুমকে বন্ধন কর।

সহজ কর্ম নহে যদি ছলকরিয়ালইয়া জাইতে পার তবেই উত্তম

পৃথিবীতে ঐ মাত্র পুরুষ জানিবা ।

সহজেতে কি প্রকারে উহারে বান্ধিবা ॥

আমি বুঝি এই যুদ্ধে ঘটবে বিশম ।

হই মহাবির যুদ্ধে কেছ নহেকম ॥

জাল রোস্তুমের মুখে এছকন্দিয়ারের প্রসঙ্গা শুনিয়া কহিল

তুমি কল্য প্রাতে তাহার নিকট অবশ্য যাইবা আমারদিগের

বাদসাহজাদা এবং আশ্রয় ॥

রোস্তুম এছকন্দিয়ারের নিকট পুনরাগমন ॥

পরদিবস প্রাতে রোস্তুম এছকন্দিয়ারের নিকটে আইলে এছ

কন্দিয়ার বহুবিধ সমাদরকরিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন

রোস্তুম কহিল একবার আমার বাটিতে অনুগৃহ করিয়া যাই

তে হইবে; এছকন্দিয়ার কহিল এহান হইতে আর এক পদ

ভূমি জাইবনা, তুমি এইস্থানে হইতে আমার সঙ্গে ইরানে চল:

পুনরায় রোস্তুম কহিল তুমি একবার অনুগৃহ করিয়া আমার

বাটিতে গেলে আমার মধ্যদা বৃদ্ধি হয় এবং তোমার অনেক

কর্ম আমা হইতে হইবেক । এছকন্দিয়ার তাহা গৃহ্য না

করাত রোস্তম আস্ত্র লুণ্ঠ্য করিতে আরম্ভ করিল মালভা-
নের হস্তধানের পথে আমি একাকি গিরিহিলায় হানতরা-
নের বাদসাহকে একাকি মারিয়াছি, চিনের বাদসাহকে একা
মারিয়াছি ॥

ইরান রাজ্যের আমি ছিলাম রক্ষক ।

সি-হ ব্যাঘ্র দৈত্যাদি আমি হে নাশক ॥

পৃথিবীর গরু নাশ আমি করিয়াছি ।

এ নিমিত্ত বহুতম আমি করিয়াছি ॥

আর কহিল কয়গোষ্ঠীর অর্জু আমি অনেক খাইয়াছি এনি
মিত্ত তোমার নিকটে মিনত। স্বীকার করিতেছি ও বাটিতে
লইয়া জাইতে চাহিতেছি তুমিএমত বোধ করিওনা যে আমি
ভিত্ত হইয়াছি । এছক। দয়ার রোস্তমের এইসকল অহঙ্কারের
বাক্য শুনিয়া রাগত হইয়া একবার মনে করিল যে এইক-
ণেই ইহার মস্তক ছেদন করি পরে সান্য হইয়া হান্য করিয়া
কহিল হে রোস্তম; আমি শুনিয়াছি জাল দৈত্যেরএস জাত
এ নিমিত্ত তাহার লিতা ছাম জালকে মাঠে নিক্ষেপ করিয়া
ছিল যে হেতু কোন পশু পক্ষ ইহাকে খাইলে দুঃখান থাকি
বেনা, ছিমরোগ জালকে কুণিয়া আগল সাধক নিগে খাই
তে দিয়াছিল তাহার। অতি কদাকার দেখিয়া যুগ করিয়া
খাইল না জাল সেইজানৈ পক্ষদিগের সহিত মনুষ্য ও নান্য
জন্তর মাংস খাইয়া বাঁচিয়াছিল; কিছুদিন পরে ছাম সন্বাদ
পাইয়া অগ্ন্যেক প্রযুক্ত জালকে আনিয়া প্রতিপালন করিল
রোস্তম এই কথা শুনিয়া কহিল ভূমিবালক তোমার পূর্ব পূর-
কেরা জ্ঞাত ছিল যে জাল ছামের পুত্র, ছাম মরিমামের পত্র

নারীমান হোমজের সন্তান, তোমার আমায় এক গোষ্ঠী এক
বংশীয় ইরানের বাদশাহি আমারদিগের দিতে সকলের
সম্মতি ছিল পরন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি নাইনা এমিনিত্য
তোমারা বাদশাহি পাইয়াছ কয় গোষ্ঠীর অনেক অর্ধু খাই
রাছি এ নিমিত্ত তোমার মান রক্ষা করিলাম, আর कहিন
তুমি এক আরচাম্পকে মারিয়াছ এই অহকার। আমি এমন
অনেক বাদশাহকে মারিয়াছি একজন আফরাছিয়াব তাহার
তুল্য বাদশাহ তুরানে জন্মে মাই, একজন হামওরানের বাদ
শাহ; একজন খাকানচিন; তোমার ভগ্নিদিগে আরচাম্প
কয়েক করিয়াছিল তুমি তাহাদিগেকে মৃত্তকরিয়া আনিয়াছ
তোমার এই এক অহকার তোমার পূর্য পুত্র কয় কাউহ বাদ
শাহ মাজন্দরানের দৈত্য দিগের হস্তে ধৃত হইয়াছিল আমি
এস্থান হইতে একা গমনকরিয়া দেও নকেদ প্রভৃতি বারনহল
দৈত্যকে মারিয়া কয়কাউহ বাদশাহকে কারগার হইতে মৃত্ত
করিয়া আনিয়াছিলাম ॥

পৃথিবীকে নিরুদ্ধক আমি করিয়াছি ।

বহু রাজা বহু দৈত্য আমি মারিয়াছি ॥

তুমি পৃথিবির মধ্যে কাল আনিয়াছ ।

যম্যপি প্রতাপান্বিত কিছু হইয়াছ ॥

আপনাকে বলবান জ্ঞান করিয়াছ ।

বির গমের বর্ষ তুমি কোথা দেখিয়াছ ॥

এছকদিগার স্তম্ভিয়াকছিল আমি তোমাকে বধাধ কহিয়াছি
তুমি আজ সুখ্য করিতেছে তুমি যদি পৃথিবির পতি হও
তযমপি আমারদিগের কৃত্য আর মাজন্দরানের হস্তধান ও

দুর্গাভিকের হস্তধান ও দুর্গাভূম্য নহে এব° তুমি চিরকাল
 সেনাপতি গরি কৰ্ম করিয়াছ, আমি বাদসাহি ও পেগব্রি
 ৫ অখাত জরদ হস্তর্ মত চালাইয়াছি ১) রোস্তম কহিল তুমি
 হস্তধানের পথে বারমহল সেনা সঙ্গেইয়া গিয়াছিলে একা
 জাইতে পারনাই আর আরচাম্প বাদসাহ মনুষ্য তাহাকে
 মারিয়া আপনভগ্নিদগে মৃত্তকরিয়া আনিয়াছ; আমি হস্ত
 ধানের পথে একা গিয়া তোমার পূর্ব পুরুষ কয় কাউছ বাদ
 সাহকে সৈন্যে মাজন্দরানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল।
 দেও সফেদ প্রভৃতি বারমহল দৈত্য তাহার রক্ষক ছিল আমি
 একা ঐ দৈত্য সফেদকে সৈন্য মারিয়া কয় কাউছকে সৈন্য
 সহিত মৃত্তকরিয়াছি আরযথম ক'থোছরে। তোমার পিতা
 মহলহরাম্পকে তাজ তক্ত দিয়া ইরানের বাদসাহিতে অভি
 যেক করিলেন তখন তাবত সরদারেরা অসম্মত হইয়া কহিল
 কয় কাউছের পুত্র ফরেবোজ থাকিতে অন্য কাহাকেও বাদ
 সাহি অর্পেনা। আমরা লহরাম্পকে কোনমতে তক্তে বাসিতে
 দিবনা তখন আমার পিতা ও আমি সকলকে নানামত কহিয়া
 সম্মত করিয়া লহরাম্পকে বাদসাহ করিলাম, যদি আমরা অস
 ম্মত হইতাম তবে তোমার পিতামহ বাদসাহ হইতনা, কেবল
 আমারদিগের অনগ্রহকে তোমরা বাদসাহ হইয়াছ এখন তা
 হারি পুতিবল আমাকে বান্ধিতে চাহিতেছ। পৃথিবিতে
 এমন যোদ্ধা ও বলবান কে যে আমার হস্তরক্ষন করে এপয্যন্ত
 আমাকে কেহ দুঃখ্য কহিতে পারে নাই, কাউছ বাদসাহর
 সভামধ্যে সত সত বল বিশিষ্ট বীর ছিল সেই সভায় আমি
 নানাপ্রকার কটকাটব্য করিয়, বাহিরে আইলাম কাহারও

নাথ্য হইলনা। আমাকে বন্দ্য কথা কহিতে কিবা ধরিতে
এছন্দ্যার কহিল এত কোথো অহঙ্কারে ভালনহে নাম্য হও
কয় কাউছ বাদসাহ ঘুর্কন ছিল তোমাকে ভয় করিত আমি
তোমাকে বন্ধন করিতে আসিয়াছি ইহা কহিয়া হাম্য করিতে
করিতে রোস্তমের হস্ত ধরিয়া আকষণ করিতে রোস্তম এই
কন্দ্যারের বল বুঝিয়া বিদ্রোপহইয়া কাষ্ট হাসি হাসিয়া
কহিল তোমার সঙ্গে পঞ্জাকসা আমার উচিত নহে, পরে এই
কন্দ্যার ভাহার হস্ত ত্যাগ করিয়া কহিল অন্য জমি আমার
নিকটে অতিথের স্বরূপ আসিয়াছে অন্য তোমার সহিত যুক্ত
করিবনা কস্য ঠাতে তোমায় আমার এইস্থানে নানাবিধ
অস্ত্র লইয়া যুক্ত করিব তোমার বল বিকুম আমি পরীক্ষা করি
য়াছি তুমি কস্য আসিব নাহি তোমার হস্ত বন্ধন করিয়া
লইয়া জাইব রোস্তম কহিল ॥

এছকন্দ্যারের প্রতি কহিল রোস্তম ।
এই যুদ্ধ তোমার জানিহ জম্মাসম ॥
বিরগণের যুক্ত তুমি কোথা দেখিয়াছ ।
প্রহার প্রহার তুমি কোথা পাইয়াছ ॥
কস্য তোমায় দেখাইব গুহে বুঝিঅ ।
বেশ্যকারে যুক্ত হয় বিরের সমাজ ॥
কস্য আসিব যখন এই রণ স্থলে ।
পুরুষের পুরুষত্ব দেখাইব ছলে ॥
অশ্বহিতে কোলে করে লইয়া তোমারে ।
জালের নিকটে লইয়া জাব নিজ ঘরে ॥
স্বাভ সিংহাসনের উপরেতে তোমারে ।

বসাইরা রাজ হইব ধরিব হেঁসিলে ॥

মিলি ভাণ্ডারের ধন করিব জৌতুক ।

মানা রত্ন দিয়া আমি দেখিব কৌতুক ॥

তোমার সৈন্যকে আমি অধৈর্য করিব ।

বর্গের সমান ভব মান বাতাইব ॥

কয় দিগের সেবা আমি করেছি যেমন ।

তোমার সেবায় মন দিব হেঁতেমন ॥

আমি সেবা পতি আর তুমি রাজা হবে ।

কার সাধ্য তবে আর রাজ কর তবে ॥

এছকন্দিয়ার কহিল কেন মিথ্যা বাক্য ব্যায় করিতেছ দিবা

দুই এহর গতে। হইল উত্তরে ক্ষুদ্র হইয়াছি চলো দুইজনে

কিঞ্চিৎ আহার করি এছকন্দিয়ার আহ্বারের দ্ব্য আনাই

লেন রোস্তম তাহা আহার করিয়া কহিল কিছু অধিক দ্ব্য

আনাও তখন পুনরায় একমোনের এক খাঞ্জা ও একটা গোর

থর কাবাব কর। আনিয়া দিলে রোস্তম সমুদয় আহার করিয়া

রোস্তম বিদায় হইবার সময়ে এছকন্দিয়ার কহিলেন তোমার

শিঠার সহিত পরামর্শ করিয়া যদি বন্ধন নইতে মত হয় তবে

উত্তয়েরি মঙ্গল নতবা যুদ্ধ সজ্জা করিয়া আনিবা। রোস্তম

কহিল আপনি আপন ভাতা ও পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া

যদি অনুগ্রহ পূর্বক আমারবার্টিতে পদাধীনকরেন তবে আমি

বিনা বন্ধনে আপনার ঘোড়কের ব্রজু ধরিয়া পদবুজে আপ

নকার সঙ্গে ইরানে জাইব নতবা কস্য বৃদ্ধ করিব। এছকন্দি

য়ার কহিল তোমাকে বন্ধনকরা আমার অতি মহত্ব ককবিনা

বন্ধনে তোমাকে নইরা জাইতাম কিন্তু শিত্তা কাহিবেন তোমার

মদ করিয়া আনিয়াছে। রোস্তম কহিল আমি যে সকল বিব্র
ও দৈত্যকে মারিয়াছি তাহার সাক্ষ্যে তোমাকে অতি সা-
মান্য জ্ঞান হইতেছে কেবল দুর্নামের ভয় করিতেছি ॥

তোমাকে মারিলে মম দুর্নাম হইবে।

পৃথিবিতে আমার এই অক্ষ্যাত রহিবে ॥

কয়ের পানিত হয়ে বধিব কয়েরে।

কট কথা কয়েছিল নাসহিস তারে ॥

আর আপনি মনে বিবেচনা কর তোমার পিতাবর্জ হইয়াছেন
তাহার অবতুমানে ইরানের বাদশাহ তুমি হইবে তোমার
পিতা কোন পুকারে স্থির জানিয়াছেন যেতুমি আমার হস্তে
মরিবা এ নিমিত্তে ছল করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে
পাঠাইয়াছেন; তুমি মরিলে যতদিন তিনি বন্তমান থাকিবেন
ততদিন তিনি বাদশাহি করিবেন। এছফন্দিয়ার কহিল আমি
তোমার এ কথায় ভুগিবনা; রোস্তম কহিল তোমার মৃত্যু
নিকট আমি তোমার দিগের পুরুষানু ক্রমের প্রতিপালিত
ও শুভানু খ্যাই এসময়ে আমার বাক্য গ্রাহ্য হইবেন। এছ
ফন্দিয়ার কহিল অধিক কথার আবিশ্যক নাই কস্য প্রাতে
আত্ম বর্গ সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিবা, রোস্তম কহিল ইহর
ইচ্ছা জাহা তাহাকল্য হইবে ইহাকহিয়া রাণীতেগিয়া জালের
নিকট যুদ্ধের অনুমতি চাহিলে জালকহিল কয়গোষ্ঠীর সহিত
যুদ্ধ করা মত নহে সন্ধি কর। রোস্তম কহিল বিধিমতে সাক্ষর
চেষ্টা করিলাম তাহা কোনমতে গ্রাহ্য করিলনা আর তোমাকে

দৈত্যর সন্তান ও অনেক কষ্ট করিয়াছে, তখন জাল করিল
উপস্থিত মতে জাহা বিহিত হয় তাহা কর ॥

এছফন্দিয়ারের সহিত রোস্তমের প্রথম যুদ্ধ ॥

পর দিবস রোস্তম যুদ্ধ সজ্জা করিয়া জালের নিকটে বিদায়
ইহাতে গেলে জাল যুদ্ধের অনুমতি করিয়া কহিল যদি তুমি
এছফন্দিয়ারকে প্রাণে মার তবে যতকাল পৃথিবী থাকিবে
ততকাল তোমার কলঙ্ক থাকিবে, যে রোস্তম কয়গোষ্ঠির
পালিত হইয়া কয়ের সন্তান এছফন্দিয়ার বাদসাহকে বধ ক-
রিল, আর যদি সে তোমাকে মারে তবে জাবলস্তানে ও ছয়
স্তান সমভূম হইবে আনার গঞ্জে দুই বিষমহইল ইহার কোন
উপাই নাই ঈশ্বরের মনে জাহা আছে তাহাই হইবেক । ইহা
কহিয়া রোস্তমকে বিদায় করিলে রোস্তমপ্রণাম করিয়া কহিল
আপনি ঈশ্বরকে চিন্তা কর আনার এমন বাঞ্ছা আছে
যে এছফন্দিয়ারকে ধৃত করিয়া গৃহে আনিয়া যথোপযুক্ত
সেবা করিব ॥

তাহার নিকটে আমি ভৃত্য তুল্য হইয়ে ।

সর্বদা থাকিব তার আজ্ঞা বহু হয়ে ॥

হাসিয়া কহিল জাল একথা শুনিয়া ।

এরূপ কহিলে তুমি বল কি বুঝিয়া ।

হিমোরগে মারিয়াছে নিজ বাহু বলে ॥

তুমি আনিবারে চাহ ধরে তারে কোলে ॥

হেন বাক্য নাহি কহে যার বুক আছে ।

পন্থার এ কথা না কবে মম কাছে ॥

রোস্তম অস্বারোহি হইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিল জাল জওয়ারে
কে সেনাপতি করিয়া সেনা সঙ্গেদিয়া কহিল তুমিসর্বদা সাব
ধান থাকিবা তাহারদিগকে বিদায় করিয়া ভীতহইয়া আপনি
ভজনাগারে প্রবেশকরিয়া দৈবরউদ্দেশে রোদন বদনে ভজন
করিতে বসিল। এখানে রোস্তম রণস্থলে উপস্থিত হইয়া জও
য়ারেকে কহিল তুমি সৈন্য লইয়া দূরে থাক আমি এছফন্দি
য়ারের নিকটে একাকিজাই বসোতন রোস্তমকে একাদেখিয়া
অনুভাব করিল যে রোস্তম গন্ধি করিতে আসিতেছে এছফ
ন্দিয়ারকে কহিল রোস্তম একা আসিতেছে তাহার সহিত
প্রীতি করিয়া লইয়া চল, এছফন্দিয়ার কহিল সে রণসজ্জা
করিয়া আসিতেছে এইক্ষণে আমার রণসজ্জা শীঘ্র আন;
বসোতন রাগত হইয়া কহিল ॥

জযাত্রায় আসিয়াছ ওহে নরপতি ।

এ যুদ্ধেতে অয় নাই শুনহ তারতি ॥

প্রণয় করিয়া সঙ্গে লইয়া চল তুমি ।

মম বুর্কি মত নিবেদন কৈনু আমি ॥

এই সময়ে রোস্তমের দূত আসিয়া কহিল রোস্তম যুদ্ধ ছেতু
প্রস্থত হইয়া আসিয়াছে আপনি আসিয়া যুদ্ধ কর ? এছফ
ন্দিয়ার বসোতনকে কহিলেন তুমি সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেনা
পতি হইয়া আমার সন্ধ্যা থাক ইহা কহিয়া অধারুত হইয়া
রোস্তমের নিকটে গেলে তখন রোস্তম কহিল তোমার অনেক
সেনা আমার অত্যন্ত প্রথমত উভয় সেনায় যুদ্ধ করুক আমার
হেঁইখানে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ সন্দর্শন করি ॥

এছফন্দিয়ার বলে শুনরে রোস্তম ।

হেন বাক্য কি বুঝিয়া কৈল নরাধম ॥

আমার সঙ্গে তোর যুদ্ধ হইয়াছিল পন ।

সেনা গণে কাটাইব কিসের কারণ ॥

আমার নিয়ম তুই শুন দুষ্টমতি ।

সেনাগনে যুদ্ধে আমি না দিই আরতি ॥

সিঁহ ব্যাঘ্রাদি করি যেবা রণে আইসে ।

আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করি অনায়াসে ॥

তুমি লও সহায় যদ্যপি ভয় হয় ।

আমার দৈবর মাত্র আছেন সহায় ॥

রোস্তম কহিল আমি কখন যুদ্ধে সহায় লইনাই এব° লইবনা
পরে উভয়ে ধর্ম্মত সত্য করিলেন যে কেহ অন্যায় যুদ্ধ করিব
না এব° সহায় লইবনা, পরে দুইজনে প্রথমে শুল লইয়া যুদ্ধ
করিলেন তাহা ভগ্ন হইলে পরে তলওয়ারের যুদ্ধ হইল তাহা
ও ভগ্ন হইল তদমন্তর গদা যুদ্ধ করিলেন তাহাও বকু হইলে
তখন অশ্বোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া বাজ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন
উভয়ে অনেক বল ও চেষ্টা করিলেন কিন্তু কেহ কাহাকে অশ্ব
হইতে উত্তোলন কিম্বা ভূমে নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না,
দুইজনে শ্রান্ত হইয়া শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত কিছু দূরে দাঁ
ড়াইলেন । যখন রোস্তমও এছফন্দিয়ার যুদ্ধ করিতেছিলেন
সেই সময়ে রোস্তমের ভ্রাতা জওয়ারা আপন সৈন্য লইয়া
এছফন্দিয়ারের ভ্রাতা বসোতনের সৈন্য মধ্যে আসিয়া দুর্ক্য
ক্য কহিতে লাগিল; এছফন্দিয়ারের পুত্র মৌসাদর তাহা
সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার নিকটে আইল জাকওয়ার

নামক রোস্তমের শিষ্য তাহার সঙ্গে আসিয়া যুদ্ধ করিয়া
 মারা পড়িল পরে জওয়ারা আসিয়া নৌসাদরের সঙ্গে
 অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিল; এবং এছফন্দি
 য়ারের মেহর নোষ নামক এক ভ্রাতাকে রোস্তমের পুত্র ফরা
 মরজ আসিয়া বিনাস করিল তাহা দেখিয়া এছফন্দিয়া-
 রের পুত্র বহমন এছফন্দিয়ারের নিকটেগিয়া কহিল তোমার
 এক ভ্রাতা ও এক পুত্র ও অনেক সেনাকে রোস্তমের ভ্রাতা ও
 পুত্র আসিয়া কাটিয়াছে এই কথা শুনিয়া এছফন্দিয়ার রা-
 গত হইয়া রোস্তমকে ডাকিয়া কহিল অরে দুরাত্মা; তুই আ-
 মার নিকটে ধাক্কা সত্য করিয়াছিলি কেহ অন্যায় যুদ্ধ করিব
 না তবে তোর পুত্র ও ভ্রাতা আসিয়া আমার ভ্রাতা ও পুত্র ও
 সেনা দিগকে কেন নষ্ট করিল এ তোর কোন ধাক্কা? রোস্তম
 কহিল দোহাই ধাক্কা ও তোমার দোহাই ও তলওয়ারের
 দোহাই আমি তাহার দিগকে যুদ্ধ করিতে কহিনাই তাহারা
 আমার অজ্ঞাতে যুদ্ধ করিয়াছে, অতএব তাহারদিগের দুই
 জনাকে বন্ধনকরিয়া আমি আপনি তাহারদের মস্তক ছেদন
 কর । এছফন্দিয়ার কহিল তাহারদিগকে নষ্ট করিলে আ-
 মার বন্ধুনাক্ষবযাহারা মরিয়াছে তাহারা বাঁচিবেনা তাহাতে
 কি প্রযয়োন তুই আয় তোর মাথা কাটি ইহাকহিয়া দুইজনে
 তিরের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রোস্তমের তির এছফ
 ন্দিয়ারের সরিरे প্রবেশ হয়না এছফন্দিয়ার যে তির মারে
 তাহা রোস্তমের ও তাহার ঘোটকের সরিरे বিদ্ধ হইতে লা-
 গিল তাহাতে অস্থ অসামর্থ্য হইল দেখিয়া রোস্তম অস্থ ত্যা-
 গ করিয়া ভূমে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; ঘোড়া পলাইল

রোস্তমের ভাই ও পুত্র খালিঘোড়া যাইতেছে দেখিয়া সকল
অন্ধকার দেখিল পরে রণস্থলে আসিয়া দেখিল রোস্তমের
সর্বাঙ্গ হইতে রক্ত ধারা বহিতেছে ভাহাতে অবসন্ন হইয়া
কিছুদূরে গিয়া এক উচ্চ স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিল তাহা
দেখিয়া এছকন্দিয়ার কহিল ॥

রণস্থল ছাড়ি কেন ভূমি পলাইলে ।

সিংহনাম শুনে বুঝি বধির হইলে ॥

সিংহ দৈত্য আদি বহুমারীয়াছ বলে ।

এখন ছাড়িয়া যুদ্ধ কোথা যাও চলে ॥

এখন সে পুরুষত্ব কোথায় তোমার ।

হেতা আসে যুদ্ধ কর সহিত আমার ॥

সিংহ স্তন্য ছিলে কেন নৃগাস হইলে ।

বির দেখি ভয়ে বুঝি ভক্ত দিয়া গেলে ॥

সেই সময় রোস্তমের ভ্রাতা ও পুত্র রোস্তমের শূন্য অব্য যাই
তেছে দেখিয়া পৃথিবী অন্ধকার দেখিল রোস্তমের নিকট
আসিয়া আপন অস্ত্রে রোস্তমকে আরোহণ করাইয়া কহিল
আমি এছকন্দিয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাই রোস্তম বারণ
করিল, এছকন্দিয়ার কহিল শুধু রোস্তম তোমার বল
বীর্য্য সকল বুঝিলাম সে যাহা হউক এখনো বন্ধন বিকার
কর নওরা প্রাণ হারাইবা, রোস্তম কহিল আমি যদি তোমার
যুদ্ধে অশক্ত হইতাম তবে বন্ধন বিকার করিতাম অদ্য-বেলা
অবসান হইল কল্য প্রাতে আসিয়া তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিব
এছকন্দিয়ার কহিল আমি বুঝিয়াছি তুমি আর যুদ্ধ করিতে
পারিবান। কিন্তু আমি অধর্ম্ম করিয়া এখন তোমাকে বাঁচি

বনী তুমি যেমন অন্যায় করিয়া আমার ভাতা ও পুত্রকে
 মারিলে তাহার, সোধ এখনি লইতে পারি অদ্য জাও কল্য
 প্রাতে আসিয়া বন্ধন দ্বিকার করিয়া আমার সঙ্গে চল ? রো
 স্তম কহিল কল্য আসিয়া যুদ্ধ করিব কহিয়া বিদায় হইয়া
 আপন বাটিতে গেল। এছকন্দিয়ার যেখানে আপন ভাতা
 ও পুত্র রণস্থলে সয়ন করিয়াছে সেইখানে আসিয়া সেই
 সব কে কোলে লইয়া অনেক রোদণ করিয়া সেই দুই সব দুই
 সিন্দকে ভরিয়া পিতার নিকট পাঠাইল আর পত্র লিখিল
 তোমার আজ্ঞায় রোস্তমের সঙ্গে যুদ্ধে আসিয়া আমার ভাতা
 ও পুত্রের যে দশা হইয়াছে তাহা দেখিবা; আর আগত আ-
 মার যে দশা হয় তাহাও শুনিবা, পরে সিবিরে আসিয়া বসো
 তনকে কহিস রোস্তম মনুষ্য নহে আমি তলওয়ারে গদায় ও
 বাছ যুদ্ধে তাহাকে পরাভব করিতে পারিনাই কিন্তু ভিরেতে
 একপ আঘাত হইয়াছে আমার বোধ হয় রাত্র্য মধ্যে মরি-
 বেক আর যদি সে না মারিয়া পুনরায় কল্য যুদ্ধে আইসে
 তবে আমার কি হইবে তাহা ঈশ্বর কহিতে পারেন। রোস্তম
 গৃহে আইলে জাল দেখিলেক রোস্তমের সর্কাজ কত বিকৃত
 হইয়া রক্তারা পতিতে হইতেছে জাল রোদণ করিয়া কহিল
 হে ঈশ্বর; তুমি এদায় হইতে আমাকে রক্ষাকর জাল রক্তমূগ্ধন
 করিয়া ঔষাদি সর্কাজে লেপন করাইতে লাগিল ও রোদণ
 করিয়া কহিল আমি অনেক বলবান ও দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ
 করিয়াছি এমনত বলবান কখন দেখিনাই আমি তির মারিলে
 লোহা ও প্রস্তর ছেদ হইয়াছে কিন্তু এছকন্দিয়ারের সরীরে
 প্রবেশ হইল না ইহার সরীর অষ্ট খাতর ন্যায় কঠিন আমি

বল করিয়া পর্তের শত্রু ভাঙ্গিয়াছি এছফন্দিয়ারকে না
 ডিতে পারিনা। ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম যে সৌঘুরাত্ৰ উপ-
 স্থিত হইল এ নিমিত্ত অন্য প্রাণ লইয়া আইলাম কল্য
 তাহার সঙ্গে যুদ্ধকরা আমার সাধ্য নহে যদি রাত্রিমধ্যে না
 মরিয়া বাচিয়া থাকি তবে প্রাতকালে এখান হইতে প্রস্থান
 করিয়া কোন বন মধ্যে প্রবেশ করিব আমি তাহার নিকট
 যাইতে পারিবনা, জাল কহিল যদি তুমি পালাও তবে এছফ-
 ন্দিয়ার আসিয়া আমার স গোষ্ঠিকে বন্ধন করিয়া লইয়া
 যাইবে কেবল তোমার ভয়ে এখন পশ্চাত্ত আইসে নাই জাল
 আরু কহিল যে ছিমোরগ তাহার পালক দিয়া কহিয়াছিল
 বিপদ কালে এই পালককে দক্ষ করিলে আসিয়া বিপদ হইতে
 রক্ষা করিবেক ইহাহইতে আরকি বিপদ সেই পালক পোড়াই
 বলিয়া অগ্নি আনাইয়া অউালিকার উপরি ভাগে অগ্নি প্রজ-
 লিত করিয়া ছিমোরগের একটি পাখা ঐ অগ্নিতে নিক্ষেপ
 করিলে কিঞ্চিৎকাল পরে ঐ পক্ষ রাজ আসিয়া কহিল তুমি
 শ্রমত কি বিপদ গুলু হইয়াছ যে আনাকে তন্নিমিত্তে সরণ করি-
 য়াছ? জাল কহিল এছফন্দিয়ার রোস্তমের হস্ত বন্ধন করি-
 তে আসিয়াছিল তাহা সম্মত না হওয়াতে অবশেষে বর্জ করিয়া
 রোস্তমকে ও তাহার ঘোটককে অতি অসামর্থ করিয়াছে, ইহা
 কহিয়া রোস্তমকে ও তাহার ঘোটককে দেখাইল পক্ষরাজ
 কহিল চিন্তা নাই আমি ঐষধি দিতেছি পক্ষচকু দ্বারা রোস্ত-
 মের ও অশ্বের সরির হইতে তিরের ফল বাহির করিয়া আপ-
 ন পাখা উভয়ের অঙ্গে বুলাইল তৎখনাৎ আরগ্য হইল
 পরে রোস্তম পক্ষরাজকে কহিল এছফন্দিয়ার মহাবীর পর।

কান্ত তাহার সহিত যুদ্ধে আমি অক্লেম হইয়াছি আপনি উপায় বলুন পক্ষ কহিল তুমি যুদ্ধে তাহাকে পারিবা না। আমা হইতে ও তাহার কিছু হইবেক না; ইপ্তখানের বজ্র আমার ঘোড়া ছিল এই এছফন্দিয়ার একাকি তাহাকে মারিয়াছে, পৃথিবিতে ইহার তুল্য বলবান জন্মে নাই এবং জন্মিবেনা ঈশ্বরের অনুগৃহিত লোক ইহার সহিত বিবাদ করা অকল্য কক্ষ জাল কহিল যদি রোস্তম পলায়ন করে অথবা লুকাইয়া থাকে তবে এছফন্দিয়ার আমার সকল পরিবারকে বাঁচিয়া লইয়া যাইবেক, পক্ষ অনেকক্ষণ ভাবিয়া কহিল এছফন্দিয়ারের মৃত্যুর উপায় আমি জানি কিন্তু এছফন্দিয়ারকে যে ব্যক্তি নষ্ট করিবে সে আঁত নীঘু মরিবে। রোস্তম কহিল সে কি? উপায় পক্ষ কহিল অমুক নদীর পাশে গজ নামে এক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহারি যে শাখার অগুণ্ঠাগে ক্ষুদ্র দুই শাখা সেই ডাল লইয়া তাহাতে তির প্রস্তুত করিয়া এছফন্দিয়ারের চক্ষে লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করিলে মরিবে। রোস্তম কহিল কল্যাণে তাহার নিকট যুদ্ধ করিতে যাইতে হইবেক অথবা এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক এই রাত্রি মধ্যে সেই বন হইতে গজ আনিয়া তির প্রস্তুত করা মনুষ্যের অসাধ্য? পক্ষ কহিল তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর আমি তোমাকে সেইখানে এখনি লইয়া সেই বৃক্ষ দেখাইয়া দিব। পরে রোস্তম পক্ষ পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলে পক্ষ তৎক্ষণাত উড়ীয়মান হইয়া ঐ বনে লইয়া রোস্তমকে সেই গজের বৃক্ষে ও সেই অগুণ্ঠা দেখাইলে রোস্তম তাহা লইয়া পুনরায় পক্ষের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাত

রোস্তমকে বাটিতে রাখিয়া আপনি আপন হানে প্রস্থান করিল। রোস্তম তৎখণাত সেই ভাসে দুইকলা সংযোজিত করিয়া তর প্রস্তুত করিয়া রাখিল ॥

দ্বিগ্নির বীর রোস্তমের সঙ্গে এছফন্দিয়ারের

যুদ্ধ ও মৃত্যু ॥

পর দিবস প্রাতে রোস্তম রণসজ্জা করিয়া অখারোহি হইয়া এছফন্দিয়ারের শিবিরে নিকট আসিয়া সিঁহনাদ করিয়া কহিল ॥

উঠ উঠ বির বর এখন নিদ্রায়।

যুদ্ধের কারণে আমি আসেছি হেতায় ॥

একথা শুনিয়া বির তখনি উঠিল।

শুখের স নিন্দু তার বিশ ভুল্য হৈল ॥

এছফন্দিয়ার গাত্রাউখানপুর রণসজ্জা করিয়া বসোতনকে কহিল আমার বোধ হইয়াছিল অনেক তির আঘাত করিয়াছি রোস্তম অদ্য রাত্রে অদৃশ্য মরিবে কিন্তু তাহার সন্ধের দ্বারা পূর্কপিঙ্গা সবল বোধ হইতেছে, তুমি যাইয়া নিরক্ষণ কর তাহার সরিরে তিরের আঘাত সেইরূপ আছে কি বিশেষ হইয়াছে। বসোতন রোস্তমের নিকটে আসিবামাত্র সে বুঝিল যে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে; রোস্তম কহিল আমার কোনস্থানে তিরের আঘাতের চিহ্ন ও মাই আমি এমন শুধু জানি একবার সেপন করিলেই তৎখণাত আরণ্য হইয়, আর আমাকে আঘাত হয় নাই শুচিকার ন্যায় বিক্রিয়া ছিল। বসোতন আসিয়া কহিল কল্য অপিন্গা অদ্য রোস্তমকে

শুভ দেখিলাম আমি তাহার প্রকৃষ্টতাদেখিয়া ভিত্ত হইয়াছি
অতএব তাহার সহিত সন্ধিকরা ভাল; এছফন্দিয়ার রাগ
ভরে অথারোহি হইয়া রোস্তমের নিকটে আসিয়া কহিল কল্য
আমার ভিত্তে অতি কাজর হইয়াছিল। অদ্য তাহার কোন
চিহ্ন দেখিনা তোমার পিতা জাল জাদুকর জাদুতে তোমাকে
আরোগ্য করিয়াছে কিন্তু অদ্য তোমাকে এমনত তির মারিব
যে জাল জাদুতে কিছু করিতে পারিবেন না। রোস্তম কহিল
তুমি সহস্র তির মারিলে ও আমার কিছু হইতে পারিবে না
কিন্তু আমি একতিরে তোমাকে জমালয় পাঠাইব তাহার
কোন সন্দেহ নাই; যদি তুমি আপন মঙ্গল বাঞ্ছাকর তবে
আমার অপরাধ ক্ষেমা করিয়া আমার বাটিতে চল। দোহাই
ঈশ্বরের আর জোন্দ পাজোন্দ ধর্ম পুস্তকের দোহাই এবং
চন্দ্র সূর্যের দোহাই তুমি একবার আমার বাটিতে আগমন
করিলে তোমার সঙ্গে বিনা বন্ধনে গোস্তাম্পোর নিকট যাইব
তাহাতে তিনি বিবচনা করিয়া যাহা উচিত হয় তাহাই করি
বেন। এছফন্দিয়ার কহিল আমি বিনা বন্ধনে তোমাকে
লইয়া জাইব না, রোস্তম কহিল তুমি আমার বাটিতে চল
তোমাকে অনেক দুব্যা দি উপঢৌকন দিয়া সন্তোষ করিব।
এছফন্দিয়ার কহিল তোর এমনত কিদুব্য আছে যে আমাকে
দিবি। রোস্তম কহিল।

অমূল্য সহস্র মৃত্তা দিবহে তোমায়।

সহস্র কোটরি রাজ যোগ্য মণিময় ॥

সহস্র যুবতি দিব শুন্দরী সকল।

মুগের সমান চক্ষু শরীর কোমল ॥

ছান্নি সরিষানের আছে যতেক ভাণ্ডার :

খুলে দিব ইচ্ছামত লইবা তোমার ॥

তারপর ভৃত্য তুল্য সদা অকপটে ।

থাকিব যাইব সঙ্গে রাজার নিকটে ॥

বন্ধন বেঁধিত ভব যেবা মনে লয় ।

অনুগৃহ করে কৃপাকর ধর্মময় ॥

এছন্দ্রিয়ার কহিল মিথ্যা অন্যায় কেন কহিতেছ আমি
ধর্ম বিক্রম কর্ম করিতে পারি কিন্তু । পত্নী আত্মা লঙ্ঘন করি-
তে পারিব না এধনে আমার কি প্রয়োজন পিতৃ আত্মা
আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে, তোমাকে বন্ধন করিয়া
লইয়া যাইতে আত্মা করিয়াছেন । রোস্তুম কহিল তাজতত্ত
ও দাদসাহির প্রত্যাশার প্রাণের আসা ত্যাগ করিবে ? এছ
ন্দ্রিয়ার কহিল বন্ধন বিকার কর অথবা যুদ্ধকর অন্য
কথার আবিশ্যক নাই ইহা । কহিয়া দুইজনে তির ধনুকহস্তে
লইলেন । রোস্তুম সেইগজ বৃক্ষের দুইফলার তিরহস্তে লইয়া
ঈশ্বরকে মনে ২ কহিতে লাগিলেন হে ঈশ্বর হে ধর্ম ; তোম
রা সাক্ষিহও আমি সাক্ষি করণার্থে প্রার্থনা করিতেছি এবং
দান রত্ন দিতে চাহিতেছি ও নানা প্রকার দান্যতা করিতেছি
এবং সঙ্গে যাইতে স্বিকৃত আছি কিছুতেই সন্মত হয়না কেবল
আমাকে বন্ধন করিতে চাহে । হে ঈশ্বর আমি এখন নিক্রপায়
হইয়া এইদুই ফলার তিরউহাকে মারিতে লইয়াছি কিন্তু তুমি
আমার এ অপবাদ ক্ষমা করিবা । রোস্তুম ঈশ্বরের নিকট এই
প্রার্থনা করিতেছিল এই সময়ে এছন্দ্রিয়ার রোস্তুমকে এক
তির মারিল তাহা দেখিয়া রোস্তুম মস্তক নতকরিল তির মস্ত

কে না লাগিয়া টুপিতে বিক্সিল তখন রোস্তম সেইতির লক্ষ
করিয়া এছফন্দিয়ারের চক্ষে মারিল।

পক্ষরাজ আজ্ঞামত মারিল সে তির।

ফুটিল চক্ষেতে তির পডিল কখির ॥

একতিরে অন্ধ হইল রাজার নন্দন।

দেখিয়া সকল লোক করয়ে রোদণ।

হেটমুও হয়ে পড়েঘোড়ার পৃষ্ঠেতে।

ধনুক খসিয়া তার পড়ে হাতে হতে ॥

এছফন্দিয়ার তিরের আঘাতে কাতর হইয়া ঘোটকের পৃষ্ঠে
পাডিয়া অজ্ঞান হইল আর দুই চক্ষু হইতে রক্ত ধারা পতিত
হইতে লাগিল তখন রোস্তম এছফন্দিয়ারকে কহিল ॥

দুইসত সাইট তির আমি সহিয়াছি।

লজ্জার কারণে নাহি রোদন করেছি ॥

এক তির আমার না পারিলে সহিতে।

সয়ন করিলে তুমি ঘোড়ার পৃষ্ঠেতে ॥

এছফন্দিয়ারের পুত্র বহমন দূর হইতে দেখিল যে এছফ
ন্দিয়ার অশ্ব পৃষ্ঠে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ রহিয়াছে অতি
শীঘ্র নিকটে আসিয়া তদ্বশনে চিৎকার সঙ্গ করিয়া উঠিল
তাহা শুনিয়া বসোতন প্রভৃতি সকলে আসিয়া চক্ষেতির বিদ্ধ
দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল, পরে চক্ষু হইতে তির বাহির
করিয়া ঐষধ প্রদান করিতেছে এমন সময়ে রোস্তম ও জাল
আসিয়া অনেক রোদন করিলে এছফন্দিয়ার কহিল আমার
ললাটে ঈশ্বর যেমত লিখিয়াছিলেন তাহাই হইল ইহাতে
রোস্তমের কোন অপরাধ নাই এখন আমার পুত্র বহমনকে

তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি ইহাকে রাজনিত এবং ধর্ম
শাস্ত্র ও যুদ্ধাদি শিক্ষ্যকরাইয়া ইরানের বাদসাহ করিবারোস্ত
ম কহিল তোমার আজ্ঞা মত অবশ্য করিব। গোস্তাম্পর মৃত্যু
হইলে আমি বহমনকে ইরানের বাদসাহ করিব, পরে বসো
তরকে কহিল আমি চক্ষুর বেদনার অভ্যস্ত কাতর হইয়াছি এ
বেদনা গোরে সয়দ না করিলে বিশেষ হইবেক না, তুমি ইরা
নে আইয়া পিতাকে কহিবা। তাহার মনবাঞ্ছা পূর্ত্ত হইয়াছে
মন বাঞ্ছা পূর্ত্ত তব হইল এখন।

এখন রাজ্য কর তুই হয়ে মন ॥

অমর হইয়া রাজ্য সুখে কর তুমি।

আমার কারণ নোক না করিও তুমি ॥

আর বাসাতনকে কহিল তুমি আমার মাতাকে ও স্ত্রীকে ও
ভগ্নিদিগকে বুঝাইবে ও রোদন করিতে বারণ করিবা কপা-
লের লিপি কেহ খণ্ডন করিতে পারে না ॥

এই কথা বলে এক নিশ্বাস ছাড়িল।

আমার উপরে পিতা অন্যায় করিল ॥

তখন পবিত্র ধাণ স্বর্গে চলে গেল।

পঞ্চ ভৌতিক দেহ পঞ্চত পাইল ॥

পরে বসোতন বহমন জাল ও রোস্তম ও উভয় শত্রুর সেনা
সকলে অনেক রোদন করিয়া এছফশিয়াবের মৃত্যু দেহ এক
সিঙ্ধুকে রাখিয়া বাদসাহি রিতমত মু গলাভি কর্পুর আদিত
আচ্ছাদিত করিয়া বসোতন বহমনকে জাল ও রোস্তমের
নিকট এছফশিয়াবের আজ্ঞামত রাখিয়া ইরানে যাত্রা করিল
রোস্তম বহমনকে সকল ইয়া আপন বাটিতে উপস্থিত হইলে

জয়্যারী কহিল বহমনকে তুমি কি নিমিত্তে আনিয়া ইহার
 শিতাকে তুমি নষ্ট করিয়াছ; সেই কোণে বহমন তোমার
 পরিবার সকলকে নষ্ট করিবে, জাল ও রোসুম কহিল আমরা
 তাহা জ্ঞাত আছি কিন্তু এছফন্দিয়ার কয় বাদসাহঁর সন্তান
 আমরা পুরষানু কুমে কয়গোষ্ঠীর প্রতি পালিত তৃত্য তিনি
 মৃত্যুকালে আপন পুত্র বহমনকে আমারদিগের হস্তে সম-
 পর্ণ করিলেন তাহা আমরা কি প্রকার অগাহ্য করিব ইহাতে
 পরমেশ্বর শেষ যেমত করণ তাহাই হইবে বহুমান্য তাবি
 হুচনার আবিশ্যকনাই, আর বহমনকে আমরা না আনিলে
 আমারদিগের ক্ষমা করিবে এমত নহে যখন বহমন সকল
 হইবে তখন পিতৃ সন্তকে মারিবে ইহা সকলে করিয়া থাকে
 ও জানে অতএব ইহার আন্দোলন করিবার আবিশ্যকনাই
 যখন এছফন্দিয়ারের মৃত্যু দেহলইয়া বসোত নইরানে পৌছিল
 গোস্তাপ্পা সিন্ধুক দেখিয়া অনেক রোদন করিল আর কহিল
 জাল ও রোসুম ছিনোয়গকে আনিয়া জাদুকরিয়া এছফন্দি-
 যারকে মারিয়াছে আমি ইহার প্রতিকলদিব এছফন্দিয়ারের
 মাভা ও ভগ্নি পুত্ৰ পরিবার সকলে রোদন করিতে আসিয়া
 গোস্তাপ্পাকে কহিল ॥

নামারিল পকরাজ জাল নাহি মারে ।

রোসুম নামারিয়াছে জানহ অন্তরে ॥

তুমি মারিয়াছ কারে করিয়া যতন

এখন কপট করে করিছ রোদন ॥

লজ্জা না হৈস ভব এ বৃদ্ধ বয়েনে ।

হেন পুত্রে কাট তুমি ব্রাহ্মের প্রণামে ॥

গোস্তাপ্প লজ্জায় হেট মুণ্ড করিয়া থাকিল পরে বসোতন
 এছফন্দিয়ারের দেহকে গোর দিল, রোস্তুম বহমন কেনানা
 বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া কিছুদিন পরে গোস্তাপ্পকে পত্র
 লিখিল যে এছফন্দিয়ারের বিষয়ে আমি নিরাপরাধি আছি
 তাহাকে নানা প্রকার বুকাইয়া তাহর সঙ্গে আপনার নিকট
 জাইতে শিক্ত হিলাম তাহা কোন মতে নাশুনিয়া; যুদ্ধ
 করিলেন; আমি বহমনকে এখানে রাখিয়া নানা বিদ্যা
 অধ্যয়ন করাইতেছি আপনকার যেমত মনোনিহ হয় তাহা
 লিখিবেন। গোস্তাপ্প রোস্তুমের পত্রপাইয়া বসোতনে সকল
 কথা জিজ্ঞাসা করিল সে কহিল রোস্তুম সকল কথা সত্য লি
 খিয়াছে আমি কহিয়াছিলাম রোস্তুম তোমার অশ্বের রজ্জু
 ধরিয়া জাইতে ষিকার আছি তবে যুদ্ধের আবশ্যিক কি,
 তাহাতে আমার প্রতি কোণ করিয়াছিলেন, পরে রোস্তুমকে
 লিখিলেন তোমার কোন অপরাধ নাই তাহা আমি বসোত
 নের প্রমুখত জ্ঞাতো হইয়াছি তন্নি বহমনকে আমার নিকট
 পাঠাইয়া আর তোমাকে এখন আসিতে লিখিব তখন আ
 সিব। রোস্তুম এই পত্র পাইয়া বহমনকে ইরানে পাঠাইল
 বহমনাইরানে আসিয়া বাদসাহর সহিত সাক্ষাত করিয়া
 প্রণাম করিল বাদসাহ বহমনকে কোঁড়ে লইয়া সিরচুঘন ক
 রিয়া তৎখণ্ডে উত্তরাধিকারি করিয়া তত্তে বসাইলেন ॥

এছফন্দিয়ার তুসু তুমিরে আমার।

তোমারিমে এ তক্তের ষোণ্য কেবা আর ॥

চিরজিবি হুগে তুমি থাকরে বহমন।

সে যদি আমার এখন হলে অবরসন ॥

জালের পুত্র সোগাদের জন্ম ও রোস্তমের মৃত্যু ॥



গৃহস্থকতা লিখিয়াছে আজাদ নামে একবর্ষ ছান নরিমানের গোষ্ঠির অনেক সম্ভাচার জ্ঞাতছিল সেই আমাকে কহিল তাহার বাক্য প্রমাণ সোগাদের জন্ম ও রোস্তমের মৃত্যুর বিবরণ আমি বিস্তারিত রূপে কহিতোছি ॥

বৃদ্ধকালে জালের উপস্থিতি হইতে একপুত্র জন্মিল তাহার নাম সোগাদ রাখিল জেতিষ ও গণকদিগকে আনাইয়া ঐ সম্ভান কোন লগ্নে জন্মিয়াছে এবং ইহার তাগ্য কিরূপ জিজ্ঞাসা করিল? তাহার গণনা দ্বারা বিচার করিয়া কহিল ছান নরিমানের বংশ লোপ তোমার এই পুত্র হইতে হইবে, আর স্বগতুল্য জাবলস্তান মধ্যে তোমার ছয়স্তান দেশ এই পুত্র সমভূম ও উচ্চিস্ত করিবে। জাল এইকথাস্থনিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে মঙ্গল জনক প্রার্থনা করিল; যখন সোগাদ বয়সাপ্ত হইল তাহাকে কাবলের বাদশাহর সমীপে পাঠাইল সে আপন কন্যার সহিত সোগাদের বিবাহ দিল; রোস্তম কাবলের বাদশাহর স্থানে পুতি বৎসর কর লইত এবং সর আপনি আসিয়া পূর্বাণিকা কিছু অধিক কর লইল, আর তথায় দৈরাত্য করিল সোগাদ কহিল আমার ভ্রাতা আমার অনুরোধ করিলনা আমাকে হেতু জ্ঞান করিয়াছে আমি উহাকে পুণে নষ্ট করিব। বাদশাহ কহিল তুমি কি প্রকারে রোস্তমকে মারিবা? সোগাদ কহিল আমি এক মন্ত্রনা করিয়াছি তাহা মনোযোগকর; তুমি এক মন্ত্রা করিয়া সেই মন্ত্রান

আমাকে দুর্ভাগ্য ও কটুকাটব্যকহিবা আমি তাহাতে দগ্ধিত
 হইয়া বাটিতে জাইয়া রোস্তমকে কহিব তাহা শুনিয়া রোস্তম
 রাগত হইয়া তোমাকে মারিতে আনিবেক তখন তুমি তাহার
 পদানত হইয়া বিনয় করিয়া আপন বাটিতে আনিবা; আমি
 এখান হইতে গমন করিলে তুমি তোমার ঘিকারের বনমধ্যে
 কয়েকটা বৃহৎ কূপ খননকরাইয়া তন্মধ্যনানাপুকার শানি
 তাম্র পুতিয়া কূপের মধ্যে কমল কাষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া তা-
 হার উপর অল্পমাত্র দ্বিকা পুলাপ করিয়া ত্রণ রোপণ দ্বারা এমত
 করিবা যে কোনমতে কূপবোধ নাহয়; রোস্তম সর্বদা শীকার
 করিতে গিয়া থাকে তোমাকে ঘিকারের কথা কহিলে এবনে
 লইয়া জাইবা শিকার করিতে গেলে উক্তকূপে পতিয়া মরিবে
 কাবলের বাদসাহ সোগাদের এই মন্ত্রনা শুনিয়া তুষ্ট হইল
 পরে একদিন নগরস্থ সমস্ত পুখানব্যক্তিকে নিমন্ত্রন করিয়া
 আপন সভায় বসাইয়া নৃত্যগিত বাদ্যদ্বারা সম্ভোষিত করিতে
 ছেন এমতসময়ে সোগাদ কোনস্থানে ছিল এইসময়ে সোগাদ
 সভার মধ্যে আইলে বাদসাহ তাহাকে সমাদর করিলেন তাহাতে
 সোগাদ ক্রোধ যুক্ত হইয়া কহিল হে বাদসাহ তুমি এই সভা
 মধ্যে আমার অপমান কি নিমিত্তে করিলে আমি তোমা
 হইতে ধনে মানে জাতিতে শ্রেষ্ঠ, বাদসাহ কহিল ওই জালের
 পুত্র নহে আর ছাস নরিমানের বংশোদ্ভূত নহে; জাল বৃদ্ধকালে
 এক বেশ্যাকে রাখিয়াছিল তাহার গর্ভে তোর জন্ম তোর
 পিতা কে তাহা কেহ জানেনা জাল কখন পুত্র বলিয়া সম্বো-
 ধন করেনা, এবং রোস্তম ও তোকে ভ্রাতা বলেনা, আর জা-

লের পরিবার সকলে ভোকে দাশী পুত্র কহিয়া ভৃত্যতুল্য
জ্ঞান করে; সোগাদ সভামধ্যে এই সকল কথা শুনিয়া রাগত
হইয়া আপন বাটিতে গিয়া জাল ও রোস্তুমকে এই সকল বিব
রণ কহিল, রোস্তুম শুনিয়া সোগাদকে সান্ত্ব করিয়া কহিল
আমি তাহাকে ধৃত করত কারাগারে বদ্ধ করিয়া তোমাকে
কাবলের বাদসাহ করিব, কয়েক দিবস পরে আপন সেনা ও
সোগাকে সঙ্গে লইয়া কাবলে যাত্রা করিলে কাবলের বাদ
সাহ রোস্তুমের আগমনের সংবাদ পাইয়া একদিবসের পথ
অগুসর হইয়া রোস্তুমের পায়ে ধরিয়া অনেক রোদন ও বি
নতি করিয়া কহিল আমি যদিও পানে মন্ত হইয়া সোগাদকে
দুর্ভাগ্য কহিয়াছি আপনি অনুগৃহকরিয়া আমার এ অপরাধ
মাফনা করণ; রোস্তুম তাহার অনেক বিনয় বাক্যে তাহাকে
ক্ষমা করিল; পরে কাবলের বাদসাহ রোস্তুমকে আপন এক
বাটিতে রাখিয়া নানামত সেবাদ্বারায় সন্তুষ্ট করিল। সোগা
দ বাদসাহকে বিরলে জিজ্ঞাসা করিল কুপ খনন হইয়াছে
কি না? সে কহিল তোমার উপদেশ মত হইয়াছে। সোগাদ
কহিল স্বিকারের উপলক্ষ্য রোস্তুমকে সেই স্থানে লইয়া জাও
পরে কাবলের বাদসাহ রোস্তুমের নিকটে আসিয়া জানাইল
যে অমুক স্থানে এক সুরম্য বন আছে তাহার মধ্যে অনেক
মৃগাদি স্বিকারের যোগ্য পশু থাকে রোস্তুম তুষ্ট হইয়া অখা
রোহি হইয়া সেইদিগে গমন কালিন দক্ষিণে সোগাদ বামে
কাবলের বাদসাহ পথ প্রদর্শন করণে চলিল। যখন সেই
কুপের নিকটে পৌছিল রোস্তুমের অখ নুতন মৃত্তিকার গন্ধ
পাইয়া দাড়াইলে রোস্তুম পদ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিল

তদ্রূপে ঘোটক চলিলনা, তখন রোস্তুম রাগত হইয়া এক কোড়া মারিল ঘোটক প্রহারিত হইয়া লম্পদিয়া অতিবেগে কুপে পতিত হইল তাহার মধ্যে অল্প সকল স্থাপিত ছিল তদ্বারা ঘোটক ও রোস্তুমের সর্কাক কত ক্ষিণ্যত হইল এবং অধুনা সেই কুপহইতে লম্পদিয়া দ্বিভিন্নকূপে পতিল এইরূপে ক্রমে সাত কুপে পড়িয়া ও উঠিয়া অবশেষে মাঠে আসিয়া অত্যন্ত অসামর্থ্য হইয়া অধুনা ও রোস্তুম অবসন্ন হইল, রোস্তুম জানিল যে সোগাদ কাবলের বাদসাহর সহিত মন্ত্রনা করিয়া আমাকে নষ্ট করিল। তখন সোগাদকে ডাকিয়া কহিল আমি তোমার ভ্রাতা একপ চান্তরিদ্বারা আমাকে কেন নষ্ট করিলা, আমি তোমার ভাল করিতে আসিছিলাম। সোগাদ কহিল তুমি অনেককে নষ্ট করিয়াছ তাহারি প্রতিফল দেখিও তোমাকে দিলেন। কাবলের বাদসাহ কহিল এ অতি খেদেরবিশিষ্ট ঘেরোস্তুম আমার এখানে আসিয়া মারা পড়িল আর কোন মনস্যকে কহিল নোস দারু আন রোস্তুম কহিল নোস দারু তুমি আপন মন্তকে দেও আমার আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে আমার পাত্র ফেরেনোরজ আসিয়া ইহার প্রতিফল তোমাকে দিবেক। পরে সোগাদকে ডাকিয়া প্রবোধ করিয়া কহিল আমার ভাগ্যে বাহ ছিল তাহা হইল এইরূপে আমার দাড়াইবার বসিবার সক্তি নাই; অতএব যতক্ষণ জীবদ্দশায় থাকি হিংস্রক যন্ততে আমাকে না খায় এপ্রযুক্ত আমার তির ধনুক পৃষ্ঠদেশ হইতে আমার হস্তে দেও আমি লইতে পারিলামনা, সোগাদ তির ধনুক পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়া রোস্তুমের হস্তে দিল রোস্তুম ধনুক লইয়া তির জোয়না

করিল তাহা দেখিয়া সোগাদ ভিত্ত হইয়া এক বৃক্ষর আডে
লুকায়িত হইলে রোস্তুম ঈশ্বরকে সরণ করিয়া তির ত্যাগ
করিলে সেই তির গাছ বিদ্বিয়া সোগাদের বক্ষ ভেদ করিয়া
পৃষ্ঠদেশ দিয়া নিগত হইল; সোগাদ উচ্ছ্বরে আহঃ সঙ্গ
করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। রোস্তুম ঈশ্বরকে প্রণাম পূরঃসর
ধন্যবাদ করিয়া কহিল তোমার রূপায় আপন সত্বে আপ
নি মারিলাম ইহাকহিয়া রোস্তুম তৎখণাত প্রাণ ত্যাগ করি
ল আর এক কুপে রোস্তুমের ভ্রাতা জওয়ারা পড়িয়া প্রাণ
ত্যাগ করিল আর রোস্তুমের সঙ্গে যে সকল মনুষ্য সেস্থানে
গিয়াছিল প্রায় সকলেই কুপ মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ
করিল একজনকিঞ্চিদুরে ছিল সে এই প্রকার সকলের দূরাবস্থা
দেখিয়া পলায়ন করিয়া জাবলস্থানে গিয়া জাল ও ফরামোর
রজকে সকল বৃত্তান্ত কহিল, রোস্তুমের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া
জাবলস্থ সমস্ত ব্যক্তি সোকাঙ্গল হইয়া রোদন করিল তদন
ন্তর জাল অনেক সেনা সঙ্গে দিয়া ফরামোরজকে রোস্তুম
ও জওয়ারা প্রভৃতির মৃত্যু দেহ আনিতে কবেলে পাঠাইল
ফরামোরজ কহিল কাবলের বাদসাহের মন্তক সঙ্গে আনিব
কাবলের বাদসাহ ফরামোরজর আগমনের সুবাদ পাইয়া
পর্যন্তের উপরিভাগে এক দুর্গ ছিল তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া
দ্বাররুদ্ধ করিয়া রহিল। ফরামোরজ কাবলে আসিয়া সমস্ত
নগরস্থ লোককে বিনাশ করিয়া তাবতের বাটি ও ঘর সমস্ত
ভাঙ্গিয়া ও দাহ করিয়া নগর উচ্ছিন্ন করিল। তৎপরে রোস্তুম
ও জওয়ারার মৃত্যুদেহ তাহার কথক পশুতে খাইয়াছিল
তাহা দুই সিঁদুকে রাখিয়া জাবলস্থানে আসিয়া গোরদিল

কিয়ৎ দিবস পরে ফরামোরজ পুনর্বার কাবলে উপস্থিত হইয়া তথাকার বাদসাহকে ধৃত করিয়া সেই কুপে উর্জপদ অধোমুখ করিয়া অস্ত্রাঘাতে মারিল আর তাহার সমস্ত পরিবারকে বন্ধন করিয়া জাবলে পাঠাইয়া আপনার কোন ব্যক্তি কে কাবলের বাদসাহি দিয়া আপনি জাবলে আইল ॥

গোস্তাপ্পর স্বর্গারোহণ ।

গোস্তাপ্প বাদসাহ একসত বিস বৎসর বাদসাহি করিয়া আর এছফন্দিয়ারকে চাণ্ড্য দ্বারা বধ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল এ নিমিত্ত এছফন্দিয়ারের পুত্র বহমনকে ইরানের তক্তে অভিসেক করিয়া আপন পুত্র বসোতনকে প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া কহিলেন তোমরা দুইজনে এক্য হইয়া সকল কর্ম সম্পাদন করিবা কিছুদিন পরে পীড়িত হইয়া পরলোক গত হইলেন ।

বহমন রোস্তামের পুত্রের সহিত যুদ্ধ ।

বহমন বাদসাহ হইয়া অনেক দান ও সদ্বিচার দ্বারা সিনের পাণ দুষ্ঠের দমন করিয়া অতিসুচারু কুপে কিছুদিন বাদসাহি করিলেন । একদিন সভায় বসিয়া সকল সরদারদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন তোমরা সকলে বিবেচনা কর কয়খোছরোর পিতা ছিয়াওসকে আয়রাছিয়াব বধ করিয়াছিল এনিমিত্ত কয়খোছরো আপন পিতৃ শত্রু আয়রাছিয়াবকে যুদ্ধ করিয়া মারিল, আর রোস্তামকে কাবলের বাদসাহ মারিয়াছিল এ প্রযুক্ত, তাহার পুত্র ফরামোজ কাবলের বাদসাহকে নষ্ট করিল, এইমত পূর্বাপর সকলেই পিতৃ শত্রুকে মারিয়াছে ও মারিতেছে । আমার উচিত যে রোস্তাম ও তাহার

ভ্রাতা আমার পিতা ও ভ্রাতা পুত্রতিকে মারিয়াছে তাহার
দিগের বধের পরিবর্তে রোস্তুমের পিতা ও পুত্রকে মারিব
সকলে কহিল আমরা আপনকার আজ্ঞাকারি যেমত আজ্ঞা
করিবেন তাহাই করিব, তখন বহম্ন একলক্ষ সেনামঙ্গে
লইয়া জাবলতানে বাত্রা করিয়া হিরমন্দ নদীর তীরে উপ-
স্থিত হইয়া জালকে কহিয়া পাঠাইল যে অবধি তোমরা
আমার পিতা ও ভ্রাতাকে বধ করিয়াছ সেই অবধি আমি
অশুখি আছি; তাহার দিগের পরিবর্তে তোমাকে ও যরা
মোরজকে আমি নষ্ট করিব। জাল শুনিয়া কহিয়া পাঠাইল
রোস্তুম নিরাপরাধি ছিল তোমার পিতার নিকটে অনেক
বিনতী করিয়া সঙ্গে যাইতে স্বিকার করিয়াছিল তাহা আপ-
নি জানেন তৎকালে তাহার সঙ্গেছিলেন সকলজাত আছেন
আমরা তোমার দিগের চিরকালের শুভানুশাসি এবং প্রতি-
পালিত ও আশ্রিত অতএব আমাকে অনুগৃহ কর। জালের
এইরূপ দন্যতা বাক্য শুনিয়া বহম্নেরমনে দয়ার উদয় হইল
জাল বহুবিধ উপটৌকনীয়দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বহম্নের নিকট
আসিয়া ছেলাম করিয়া পদদ্বয়ে চুম্বন করিয়া বহম্নের ঘোড়-
কের ডোর ধরিয়া পদবুজে সঙ্গে গমন করিলে বহম্ন জাল
কে অখারোহি হইয়া আসিতে কহিলেন তাহা না করিয়া
রজু ধরিয়া আপন বাটিতে বহম্নকে আনয়ন করিলে বহ-
ম্ন জালের বাটিতে আসিয়া তাহার তাণ্ডার ভাঙ্গিয়া সমস্ত
ধন লুণ্ঠ করিয়া কহিলেন ফরামোরজ কোথা? জাল কহিল
সে স্বিকার করিতে গিয়াছে তোমার আগমনের সন্বাদ পায়
নাই। বহম্ন কহিল আমার আগমনের সমাচার দেশ দেশা

স্তুর ব্যাপ্ত হইয়াছে এখন পর্যন্ত ফরামোরজ শুনে নাই, ইহা
 কহিয়া বহমন রাগত হইয়া জালকে বর্জকরিল। ফরামোরজ
 আপন সৈন্য সহিত কোনস্থানে গোপন হইয়াছিল, জাল
 কয়েদ হইয়াছে শুনিয়া বহমনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল।
 তিন দিবস একাদি ৫ মৈ যুদ্ধ করিয়া চতুর্থদিবসে ফরামোরজ
 সৈন্যের প্রতিকূলে ঝড় হইয়া কিছু না দেখিতে পাইয়া সমস্ত
 সেনা পলাইল। ফরামোরজ কথক গুলীন সেনা লইয়া রণ
 স্থলে থাকিয়া বহমনের অনেক সেনা বিনাশ করিল; পরে
 বহমন সেনা সকলকে তির বধণ করিতে আজ্ঞা করিলেন।
 ফরামোরজ অনেক যুদ্ধ করিয়া অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত
 হইলে তৎক্ষণাৎ বহমনের সেনারা তাহাকে ধরিয়া বহমনের
 নিকটে আনিত হইলে বহমন তদগুণে তাহাকে শুলেদিলেন
 তৎপরে জাবলস্তানের সমস্তলোককে ছেদনকরিলেন। বসো
 তন কহিল এই সকল ঈশ্বরের জীবকে নির্যাপরাধে কেন
 নষ্ট আপন, আপন পিতৃবধের পরিবর্তে ফরামোরজ
 কে মারিলেন। আর সকাকে বিনা অপরাধে নষ্ট করিলে
 ঈশ্বরের নিকটে অপরাধি হইবা এ প্রযুক্ত আমার মত এই
 এখন বাটিতে গমনকর বহমন বসোতনেরবাক্য শ্রুতিয়া লুঠ
 ও বধ করিতে বারণ করিলেন। তদনন্তর জালকে কারাগার
 হইতে মুক্ত করিয়া জাবলস্তান জালকে অপণ করিয়া আপ
 নি ইরানে আসিয়া বাদসাহি করিতে লাগিলেন ষষ্টি বৎসর
 নিকটকে বাদসাহি করিয়া একদিন রাত্রে সভাহইতে
 গাত্রোথান করিয়া অন্তঃপরে জাইতে ছিল শখি মধ্যে
 একসপ দশন করে তৎ প্রতিকারার্থে অনেক তত্ত্ব মন্ত্র

ঔষধাদি করিল কোন মতে বিশেষ কিছুই হইলনা। সেই সপোষাতে বহমনের প্রাণ ত্যাগ হয়, মৃত্যুর পূর্বে তাহার এককন্যা হোমানাম্মি ওছাছান নামক এক পুত্র ছিল তাহাকে বাদসাহি না দিয়া আপন কন্যা হোমাকে বাদসাহি দিয়া কহিল হোমা গর্ভবতি আছে যদি পুত্র হয় তবে সেই বাদসাহ হইবে আর যদি কন্যা হয় তবে হোমা বাদসাহ থাকিবেক। হোমা বহমনের কন্যা বহমন তাহাকে আপন ভোগ্যা করি য়াছিল এব° বহমনহইতে হোমা গর্ভধারণ করে এই নিমিত্ত হোমাকে বাদসাহি দিলেন ॥

হোমার বাদসাহর বিবরণ ॥

হোমা বাদসাহি তন্ত্বে বসিয়া অনেক দান ও প্রজাদিগের প্রতি দয়া এব° সুবিচার সর্বদা করিত তৎপুত্র সকল লোক ক্রমে তাহার বাদ্য হইল; কিছুদিন পরে হোমা একপুত্র পুসব হইল তাহা প্রকাশ না করিয়া গোপনে এক দাশীকে পুতিপালন করিতে কহিল। বাহিরে পুচার করিল একপুত্র হইয়াছিল জাত মাত্রেই মরিয়াছে; তাবত লোক বসিতুছিল এজন্য কেহ কোন কথা কহিলনা; সেই বাসক যখন সাত মাসের হইল তখন এক সিঙ্কু আনাইয়া তাহার মধ্যে অতি সুন্দর কোমল শয্যা করিয়া তাহার নিম্নে কিঞ্চিৎ বহু মূল্য রত্নাদি এব° ও সন্তু মৃদু রাখিয়া ঐ শয্যায় বালককে শয়ন করাইয়া সিঙ্কু বর্দ্ধকরিয়া যামিনী যোগে আপনার বিশ্বাসি দাশীকে কহিল এই সিঙ্কু বাদসাহি বাটী ও দুর্গের নিম্নে

কেহ্নাতে নামেরে নদী আছে সেই নদীতে ভাষাইয়া আইস।
 সে মনো মধ্যে চিন্তা করিল যে এ বালক এ স্থানে থাকিলে
 আগ্নির উজির পুত্তি সকলে কুমে জানিতে পারিলে ইহাকে
 বাদসাহ করিবে এ প্রযুক্ত এ বালক এখানে থাকায় আমার
 বাদসাহির হানি হইবেক, জলে ভাষাইয়া দিলে যদি আয়ু
 থাকে তবে ঈশ্বর অবশ্য বাঁচাইয়া রাখিবেন। আঃ কি
 আক্ষেপ সামান্য ধন ও ঐশ্যের লোতে লোভাবিষ্ট হইয়া
 আপন পুত্রকে জলে ভাষাইয়া দিলেক ঈশ্বর ইচ্ছায় ঐ সিন্ধুক
 ভাষিয়া দুর্গের পার্বে একজন রজক বস্ত্র ধৌত করিত এত
 কালে ভাষিতে ২ ঐ সিন্ধুক উক্ত স্থানে আইল ধোপা বস্ত্র
 ধৌত করিতে ঐ সময় আসিয়া দেখিল একটা সিন্ধুক নিকট
 দিয়া ভাষিয়া যাইতেছে রজক ঐ সিন্ধুক ধরিয়া তটে আনিয়
 ধূলিয়া দেখিল যে পূর্নচন্দ্রের ন্যায় পরম সুন্দর একটি বালক
 তাহার মধ্যে জীবদ্দশায় আছে তখন ঐ সিন্ধুক সহিত
 বালককে আপন হির নিকট লইয়া গিয়া কহিল কল্য তো-
 মার একটি বালক মরিয়াছে; অদ্য ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া
 তাহার পরিবর্তে একটি পরম সুন্দর বালক দিয়াছেন। তা-
 হার হ্রি ঐ বালককে দেখিয়া কোডেলইয়া স্তনপান করাইল
 পরে রজক সিন্ধুকের মধ্যে হু শয্যা তুলিলে তাহার নিচে
 অনেক সস্ত্র মৃদু ও বহু মূল্য রত্নাদি দেখিয়া স্নানাদিত হইয়া
 ঈশ্বরকে ন্য বাদ করিয়া কহিল ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ করিয়া
 ধন ও পুত্র দিলেন, ঐ বালকের নাম দরাব রাখিল। তৎ-
 পরে আপন হির সহিত পরামুস করিল এখানে থাকিলে
 ঐ বালকের ও ধনের কথা ও কাশ হইলে বিপদ ঘটিবে অত

এব এস্থান হইতে স্থানান্তরে বাস করাই প্রের। ইহা করিয়া
সে স্থান ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে কোন গায়ে জাইয়া
বাস করিল। ঐ বালক বর্জিত হইলে রজক উহাকে বস্ত্র
ধৌত করিতে কহিত সে পালাইয়া আরও প্রতিবাসি বালক
দিগের সহিত ক্রিড়া করিত রজক সর্বদা কহিত আমার পুত্র
মুখ হইল আপন জাতিয় বিদ্যা সিখিল না, পরে ধোপা ঐ
বালককে এক পাঠশালায় নিযুক্ত করিলে জোনদ পাজোনদ
ধর্ম পুস্তক এব° আরও অনেক পুস্তক অতি নিম্ন অভ্যাস করি
বায় পণ্ডিত তাহার বুকের প্রাথ্যেতা দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান
করিয়া সর্বদা ধোপাকে কহিত তোমার পুত্রের বুর্জি ও শুল
ক্ষণ দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে এবালক বাদসাহ কিয়া
উজির হইবে। একদিন দারাব আপন পিতাকে কহিল
আমার গুরু জাহা আনিতেন তাহা সমস্ত আমি অভ্যাস করি
য়াছি; অন্য কোন গুরুর নিকট আমাকে পাঠ করিতে দেও
আর তির, খনুক; অখ; তলতয়ার আমাকে আনিয়া দেও আমি
অস্ত্র যুদ্ধ ও মল্ল বিদ্যা শিক্ষা করিব, সে কহিল আমি দরিদ্র
ধোপা ঘোটক কোথা হইতে আনিব দারাব ঘোটক ও অস্ত্র
নাপাইয়া দুইদিন আহার না করিবায় তাহার মাতা, অর্থাৎ
ধোপার স্ত্রী ১-তখন ঐ রত্ন একখানি ধোপাকে দিয়া কহিল
ঐ রত্ন বিক্রয় করিয়া জাহাপাও তাহাতে ঘোটক ও অস্ত্র আ-
নিয়া দেও, ধোপা সেইমত করিল দারাব ঘোড়া ও অস্ত্র পা-
ইয়া ভুট্ট হইয়া বুর্জের নানা প্রকার কৌশল শিক্ষা করিতে
লাগিল। বুর্জ বিদ্যার পারদর্শি হইলে একদিন ধোপার স্ত্রী
কে অনেক যত্ন পূর্বক আপন জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল

অনেক আকিঞ্চন এব° কোট করিতে২ সেস যে প্রকারে পাই
 য়াছিল তাহা সমুদয় বিস্তারিত করিয়া কহিল ? দারাব শুনি
 য়া তুঝিল যে আমি ইহার দিগের ঔরস পুত্র নহি পালিত
 পুত্র; কোন প্রধান লোকের সন্তান অবশ্য হইব কোনবিশেষ
 কারণে আমাকে ভাষাইয়া দিয়াছিল ইহারা পাইয়া পুতি
 পালন করিয়াছে। তখন ধোপার জীকে কহিল সিদ্ধকের
 মধ্যে যে সকল রত্ন ছিল তাহার কিছু আছে ? সে কহিল
 দুইখানি রত্ন আছে, দারাব কহিল সেই দুইখানি রত্নআন
 আমি দেখিব। রজকি দুইখণ্ড রত্ন আনি দারাব তাহার
 একখানি আপনহস্তে বান্ধিয়া রাখিল আর একখানি বিক্রয়
 করিয়া আপনার উত্তমোত্তম পরিধেয় বস্ত্রাদি করিল আর
 কিছু টাকা আপনার নিকট রাখিয়া বাকি তাহার ঐ মাতা
 কে দিল। ঐ সময়ে রোমের বাদসাহ ইরানে যুদ্ধ করিতে
 আসিবে এই সংবাদ হোমা শুনিয়া আপন উজির তু সেনা
 পতি রসনওয়াদকে আজ্ঞা করিল আমার যে সৈন্য আছে
 তদ্ভিন্ন ও নূতন কথক গুলিন পাদাতিক সেপাহি বলবান
 দেখিয়া চাকর রাখিয়া রোমের বদসাহর সহিত যুদ্ধ করিতে
 জাও রসনওয়াদ হোমার আজ্ঞা মত ইরানে ও তাহার নিক
 টস্থ দেশ সকলে যোশনা করিল যে আমার অনেক সেপাহি
 প্রয়োজন আছে জাহারা সেপাহি গরি কর্ম করিতে বাঞ্ছা
 থাকে আমার নিকট আসিবা দারাব এই ঘোষণা শুনিয়া
 রসনওয়াদের নিকটে আইল যে সকল সেপাহি চাকরহইতে
 আসিত রসনওয়াদ তাহার দিগে কে হোমার সহিত সাক্ষাত
 করাইয়া কর্মে নিযুক্ত করিত দারাবকে ও হোমার সমীপে

লইয়া গেলে হোমা দারাবের আকার প্রকার ও রিত চরিত্র
 ও লক্ষণাদি দর্শন করিয়া মনো মধ্যে বিবেচনা করিল যে
 এ ব্যক্তি সামান্য মনুষ্য নহে বোধ হয় কয় বংশীয় অথবা
 কোন বাদসাহর সম্ভান হইবেক তাহার প্রতি হোমার কিছ্র
 স্নেহ জন্মিল, রসনওয়াদকে কহিলেন ইহার বেতন অন্য অ-
 পক্ষা অধিকদিবা পরে রসনওয়াদ সেনালইয়া যাত্রা করিল
 কয়েক দিন পরে এক দিবস একমাঠে অতিসয় ঝড় বৃষ্টি
 আরম্ভ হইলে প্রধানেরা শিবির মধ্যে রহিলেন আর সেনা
 স্থানে রহিল। দারাব সেই মাঠে এক পুরাতন অতি জিহ্ম
 গৃহছিল সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সয়ন করিয়া নিদ্রা
 গত হইলে শূন্য হইতে এই সঙ্গ হইল হে জিহ্ম গৃহঃ তুমি
 এখন পতন হও না ইরানের ভাবি বাদসাহ তোমার মধ্যে
 নিদ্রিত আছে তুমি সাবধান থাকিবা। এই সঙ্গ সমস্ত সৈন্য
 শুনিল রসনওয়াদ কোন ব্যক্তিকে কহিল এসকল কে করিল
 তাহার তথ্য জানিয়া আইস? অনেকে সন্ধান করিতে গেল
 পুনরায় এই সঙ্গ হইলে বহমনের পুত্র তোমার মধ্যে
 নিদ্রিত আছে এখন পতিত হইবান সাবধান থাকিবা;
 ইহা শুনিয়া রসনওয়াদ সন্ধান করিতে পুনর্বার লোক পাঠা
 ইল প্রথমে যাহারা সন্ধানার্থে গিয়াছিল তাহারা আসিয়া
 কহিল আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম কোন স্থানে মনুষ্য
 দেখিতে পাইলাম না; আর পৃথিবী হইতে এশব্দ হয় নাই
 আকাশ হইতে এশব্দ হইতেছে আমার দিগের বোধ হইল।
 তৎক্রমে পুনর্বার পূর্বমত শব্দ হইলে রসনওয়াদ বিষ্ময়া
 পন্ন হইয়া চারিদিক নিরক্ষণ করিতে অতিদূরে মাঠের মধ্যে

এক পুরাতন গৃহের ন্যায় দৃশ্য হইলে কোন লোককে কহিল
 ঐ গৃহে কেহ আছে কিনা দেখিয়া আইস । সে উৎকণ্ঠ
 দেখিয়া আসিয়া কহিল একজন যুবক সেপাহি ঘরের মধ্যে
 নিদ্রিত আছে, কিন্তু সেইগৃহ খণ্ড ২ হইয়া রহিয়াছে বোধ
 হয় এইক্ষণেই পতিত হইবে । রসনওয়াদ কহিল তাহাকে
 শীঘ্র আমার নিকট আন সে গিয়া দারাবকে জাগৃত করিয়া
 গৃহ হইতে বাহির হইবা মাত্রই সেইগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িল ।
 সেব্যক্তি আসিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত কহিল, রসনওয়াদ দারাবের
 প্রতি অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহার জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল
 দারাব রজকের নিকট যেমত ২ শুনিয়াছিল তাহা অবিকল
 কহিল । রসনওয়াদ শুনিয়া দারাবকে অখাদি নানাবিধ দ্রব্য
 পারিতোষিক দিয়া ঐ ধোপা ও ধোপানিকে আনিতে লোক
 পাঠাইল । তাহারা আইলে দারাবের জন্ম বিবরণ জিজ্ঞাসা
 করিলে তাহারা কহিল আমরা পূর্বে ইরানে বসতি করিতাম
 কেল্লার পাশ্বে ফোঁরাত নদিতে বস্ত্রধৌত করিয়া কাল যাপন
 করিতাম, এক দিবস অতিপ্রতুসে বস্ত্রধৌত করিতে গিয়া
 দেখিলাম যে ঐ নদীর ধার দিয়া এক সিন্দুক ভাসিয়া যাই
 তেছে আমি ঐ সিন্দুক ধরিয়া তটে আনিয়া চাবি ভাঙ্গিয়া
 দেখিলাম একটি সাত আট মাসের বালক এক উত্তম শয্যার
 উপর জীবদ্দশায় আছে আমি সিন্দুক সহিত লইয়া আমার
 স্ত্রীকে দেখাইলাম সে বালককে লইয়া স্তনপান করাইল,
 পরে সিন্দুকের মধ্য হইতে সেই শয্যা ও বস্ত্রাদি তুলিলাম
 তাহার নিচে কথক গুলীন মোহর ও বহুমূল্য রত্ন ছিল তাহা
 লইয়া আমরা পরামর্শ করিলাম যে এখানে থাকিলে একথা

প্রচার হইলে বিপদ হইবে এইযুক্তি স্থির করিয়া সেখান হইতে অন্যস্থানে গিয়া বাস করিয়াছিল। আর সেইখান রত্নাদি দ্বারা ইহাকে নানাবিদ্যা অভ্যাস করাইয়াছি। রসনওয়াদ শুনিয়া কহিল সেই সকল রত্নের কিছু আছে ধোপার জ্বাকছিল দুইখানি অবশিষ্ট ছিল তাহার একখানি বিক্রয় করিয়া দারার আপন বস্ত্রাদি ও পার্থক্যোপযুক্ত লইয়া আর কিঞ্চিৎ আমার দিগের দিয়া আসিয়া ছিল আর একখানি রত্ন দারাব আপনি রাখিয়াছে। তাহা শুনিয়া রসনওয়াদ দারাবকে সেইরত্ন বাহির করিতে কহিলেন দারাব সেইরত্ন খানি আপন হস্ত হইতে খুলিয় রসনওয়াদকে দেখাইল, রসনওয়াদ সেইরত্ন দেখিয়া জানিল যে এব্যক্তি বহুমনের পুণ্য বটে? হোমা রাজ্যলোভে ইহাকে জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল তখন দারাবের মন্যদা বন্ধি করিয়া দারাবকে প্রধান সেনা পশ্চিম পদে নিযুক্ত করিল যখন রোমের সেনার সঙ্গে একত্রি হইল তখন দারাব অত্যন্ত পসেনা সঙ্গে লইয়া রোমের সেনার সহিত এমন ঘোরতর যুদ্ধ করিল যে তাহার ক্রমে পরাভূত হইলেন, দারাব ব্যাঘুরন্যায় তাহারদিগের পশ্চাত ২ ধাবমান হইয়া অনেক সেনাকে নষ্ট করিল, সঙ্কর সমুদয় উভয় সেনা আপন ২ শিবিরে গেল। রসনওয়াদ দারাবের বৃদ্ধ কৌশল দেখিয়া অনেক প্রশংসা করিল; পরদিবস পূর্বে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দারাব রসনওয়াদকে কহিল আপনি শিবির মধ্যে থাকুন আমি অতপসেনা লইয়া রোমিদিগের পরাভব করিব। রসনওয়াদ কহিল তুমি রোমিদিগকে পরাভব করিতে পারিলে হোমাকে কহিয়া তোমাকে গৃহ ও

অনেকধন দেওয়াইব দারাববিদায় হইয়া রোমদিগের সৈন্য মধ্যে গিয়া অনেক সেনা সহার করিল, কেহ দারাবের নিকটে আসিতে পারিল না, কুমে কয়ছর রোম ফয়লকুছকে ধরিতে ধরিতে ধুবমান হইল তাহা দেখিয়া ফয়লকুছ দুরে গেল এবং দিবা অবসান দেখিয়া সে দিবস যুদ্ধ রহিত থাকিল; রস নওয়াদ দারাবকে আপন নিকটে আনিয়া অনেক প্রশংসা করিয়া নানাবিধ রত্ন; বস্ত্র, ও অস্ত্র পুষ্কাকার স্বরূপ প্রদান করিলেন দারাব তাহার কিছু গৃহণ না করিয়া একটি বরহি মাত্র লইয়া কহিল অন্য দ্রব্যতে আমার প্রয়োজন নাই, রোমি সর দারেরা পরস্পর কহিল যে কয়ছর কহিয়াছিল ইরানে এক স্থিলোকে বাদসাহি করে আমরা গিয়া সহজে তদুজ্য অধিকার করিব কিন্তু যে সরদার যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে এখন পর্যন্ত সে যুদ্ধ করে নাই এক বালক অল্প সেনা সঙ্গে লইয়া আমরাদিগের অনেক সেনা মারিল যে দিগে আসিয়া পড়ে সেই দিগ শুন্যকরে অতএব কয়ছরকে বলিয়া আমরা আপন দেশে জাই; এই মন্ত্রনাধায়ী করিয়া কয়ছরের নিকটে জ্ঞাপন করিল কয়ছর কহিল কল্য আর একবার যুদ্ধ করিব তাহাতে ঈশ্বর যেমন করণে দেখিয়া বিবচনা করিব। পর দিবস প্রাতঃ যখন উভয় সেনা একত্র হইল দারাব রোমের সেনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক রোমের সেনা বিনাশ করিল ॥

দারাব সৈন্যর মধ্যে প্রবেশ করিল।

দেখিয়া রোমের সেনা ভয় হইল ॥

রোদন করিয়া সেনা ছাড়ে রণ ভূম।

বুঝি আর কিরে নাজাইতে হবে রোম ॥

কয়ছর রোম তাহা দেখিয়া রসনওয়াদের নিকট দূত দ্বারায়
কহিয়া পাঠাইল আমি অপরাধ করিয়াছি ক্ষেমা কর পূর্বাপর
যেনত করদিয়াছি তাহালও; রসনওয়াদ তাহা শুনিয়া সর্গত
হইলা কয়ছর রোম অনেক উপচৌকন ও কবের টাক পাঠা
ইয়া সন্ধি করিয়া রোম দেশে প্রস্থান করিল রসনওয়াদ এই
জয় সংবাদ ও দারাবের যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত করিয়া
হোমাকে লিখিল এবং দারাবের হস্তে যে রত্ন ছিল তাহাও
পাঠাইল যখন হোমার নিকট ঐ পত্র ও রত্ন পৌছিল হোমা
রত্ন দেখিয়া জানিল যে আমার পুত্র আর ননো মধ্যে কহিল
যে দিবস প্রথম কর্ণে নিযুক্ত হইল তখন তাহাকে দেখিয়া
আমার স্নেহ হইয়াছিল; হোমা অধ্বাদিত হইয়া অনেক ধন
বিতরণ করিলেন আর রসনওয়াদকে লিখিলেন দারাবকে
লইয়া সিংহ আমার নিকটে আনিব, যখন রসনওয়াদ দারাব
কে সঙ্গে লইয়া নিকটে পৌছিল হোমা একদিনের পথ অগু
সর জাইয়া দারাবকে কোড়ে লইয়া শির চূষন করিয়া বাটি
তে আনিয়া শুভদিন দেখিয়া তন্তে বসাইল। হোমা দ্বাত্রি
শৎ বৎসর বাদসাহি করিয়া পরে দারাবকে বাদসাহ করিল

দারাবের বাদসাহির বিবরণ ॥

দারাব ইরানের বাদসাহ হইয়া পূর্ব রিতমতপ্রজার পালন
ও দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করাতে ছোট বড় সকলে
তুষ্ট হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। দারাব সেই ধোপা
ধোপানিকে আনাইয়া অনেকধন তাহারদিগের দিয়া কহিল

তোমরা বস্ত্র ধোঁতেই কর্ম হইতে ক্ষেপ্ত হইয়া নদিতীরে জাইয়া সর্বদা অনুসন্ধান করিবা যদি আর কোন সিন্ধুক পাও ও তাহাতে দারাবের ন্যায় বালক থাকে। ধোপা কহিল আমি জাতীয় কর্ম ত্যাগ করিলাম ইহা কহিয়া রজক বিদায় হইল, কিছুদিন পরে সয়েব নামক আরব দেশের বাদসাহ এক লক্ষ্য সেনা সঙ্গে লইয়া ইরানে যুদ্ধ করিতে আইলে দারাব তাহা শুনিয়া আপন সেনা গণকে সঙ্গে লইয়া দিবা রাত্র আরব দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্থে দিবশে দারাব আরবের বাদসাহ সয়েবকে নষ্ট করিল; আরবের অবশিষ্ট যে সেনা ছিল তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে দারাব কথক দূর তাহার দিগের পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া পুনরাগমন করত তাহার দিগের অনেক ধন সম্পত্তি ও অশ্ব পাইলেন; তাহার কিছুদিন পরে দারাব আপন সেনা দিগে স্তম্ভিত করিয়া রোম দেশে উপস্থিত হইয়া রোমের বাদসাহ ফয়ল কুছের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন; তাহাতে ফয়ল কুছ অশক্ত হইয়া আমু নগরের দুর্গে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আপনার এক একজন দূতকে অনেক উপড়ে কন সহিত পাঠাইয়া সন্ধি করিয়া কর ধাট্য করিল। পরে দারাব কোন লোক হইতে শুনিয়া যে ফয়ল কুছের নাহিদ নামি এক পরম সুল্লারি কন্যা আছে দারাব ফয়ল কুছের নিকটে সেই কন্যা চাহিলেন ফয়ল কুছ শুনিয়া পরমাহ্বাদিত হইয়া সেই কন্যাকে দারাবের নিকট পাঠাইলে দারাব নাহিদকে বিবাহ করিয়া ইরানে আসিয়া বাদসাহি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দারাব আপন সন্তান ইকিম ও বৈদ্য দিগের কহিলেন ফয়ল কুছের কন্যা নাহি

দের মুখে অতিসর দুগন্ধ এ নিমিত্ত আমি সর্বদা অশুখি
আছি, তাহারা কহিল ঔষধ করিলে দুগন্ধ দূর হইবে। পরে
হকিমেরা কহিল এছন্দর নামক এক প্রকার খুদু বৃক্ষ আছে
তাহা কিছুদিন চর্ষন করিলে মুখের দুগন্ধ দূর হইবে, সেই
বৃক্ষর পাতা আনাইয়া নাহিদকে চর্ষণ করিতে দিলে নাহিদ
সেই পত্র চর্ষন করিলে মুখের দুগন্ধ দূর হইল, কিন্তু সেই
পত্রের ভিত্তিতে মুখের মধ্যে ক্ষ্যাত হইল তজন্য আপন
পিতা ফয়লকুছের নিকটে যাইবার প্রার্থনা করিল; দারাব
তাহার মুখের দুগন্ধের নিমিত্ত অশুখি ছিল তখনি নাহিদ
কে রোমে পাঠাইল। নাহিদ দারাব হইতে গভে ধারণ করি
য়াছিল তাহা প্রকাশ করিলনা, রোমেতে আসিয়া কিছুদিন
পরে এক পুত্র প্রসব হইল ফয়ল কুছ অপুত্রক ছিল ঐ নাহি
দের পুত্র জন্মিলে পুচার করিল আমার এক পুত্র জন্মিয়াছে
নাহিদ অন্তঃসত্য সময়ে মুখের দুগন্ধ পুযুক্ত এছকন্দর বৃক্ষের
পত্র চর্ষণ করিয়া ক্ষ্যাত হইয়াছিল এপুযুক্ত আপন
পুত্রের এছকন্দর নাম রাখিল কিন্তু এছকন্দর দারাবের পুত্র
একথা কেছ জানিতে পাবিসনা॥

এছকন্দর পুত্র হৈল ফয়লকুছ পিতা।

রোম দেশে এইমত হইল জনতা ॥

ফয়লকুছ গতৌ মইলে রাজা হইল সেই।

সকল পৃথিবী মূসামিত কৈল সেই ॥

এছকন্দর রোস্তুমের ন্যায় বলবান ছিল, রাজনীতি,
ধর্ম সাহস, যুদ্ধ বিদ্যা ও হেকমত অর্থাৎ বৈদ্য সাস্ত্র দ্ব্য
গুণ ও সুপ বিদ্যা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে পণ্ডিত হইল; আর

অনেক পণ্ডিত ও ইকিমকে আপন নিকট রাখিল, এবং ফল্য ত্বর প্রধান শিষ্য আরস্তাতালিছকে আপন মন্ত্রী করিল। এছন্দরের বিশেষ বিবরণ ইহাবপর অবগত হইবা এখানে দারাবের আর এক স্ত্রী হইতে একপুত্র হইল তাহার নাম দারা রাখিল, যখন দারা বয়ঃপূর্ণ হইল তখন দারাবের লোকান্তর গমন হইল। চৌদ্দবৎসর চারি মাস দারাব বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র দারাকে বাদসাহিতে অভিষেক করিয়া সর্গে যাত্রা করিল।

দারাবের বাদসাহির বিবরণ।

দারাব বাদসাহ হইয়া পৈত্রিক নিয়মানুসারে রাজকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল আর যে ২ বাদসাহর নিকট হইতে দারাব কর গ্রহণ করিত তাহাদিগের নিকটে দূত পাঠাইয়া করের টাকা আনাইল। কেবল যেদূত রোমদেশে ফয়লকুছের পুত্র এছকন্দরের নিকট গিয়াছিল সেকহিল এছকন্দর কর দিলনা, কিছুদিনপরে দারা এছকন্দরকে একপত্র লিখিল যে পুত্রাপর যেকূপ করদিয়া আসিতেছ তাহা অনেক দিবস পাঠাও নাই এই দূতের সমভিব্যাহারে পাঠাইবা, এইপত্র দূতদ্বারা এছকন্দরের নিকটে রোমদেশে পাঠাইল। এছকন্দর পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল যে আমার পিতা ফয়লকুছ তোমার পিতা দারাব কেকর দিতেন সেসময় গতো হইয়াছে কালের গতি সর্বদা সমান থাকে না এখন তুমি আমাকে কর দেও নহবা আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তোমার ইরান লইব, আর তুমি এমত জ্ঞান করিবা না যে আমি কেবল ইরান লইয়া ক্ষেপ্ত থাকিব আমার বাঞ্ছা সমস্ত

পৃথিবী গৃহণ করিব; আর তোমার দূতের পক্ষাৎ অতিশীঘ্র সৈন্য যুদ্ধ করিতে বাইতেছি তুমি যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রস্তুত থাকিবা। এইপত্র দূতকে দিয়া বিদায় করিয়া আপন সেনাগণকে শূনসজ্জী ভূত করিয়া ইরানে যাত্রা করিল। দারা এইপত্র পাইয়া অতিশয় রাগত হইল এবং সেই সময়ে আর কোন ব্যক্তি আসিয়া কহিলএছকন্দর সৈন্য হইয়া অতিনিকট আসিয়া পৌছিয়াছে? ইহা শুনিয়া ব্যাস্ত হইয়া আপন সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া আশুখর ফারছ নামক নগরে উপস্থিত হইলে তখন দুই পক্ষের সেনা সেই মাঠের দুইদিগে শিবির করিয়া থাকিল। পরদিবস এছকন্দর দূতের বেশধারণ করিয়া দারাব নিকট সন্ধান লইতে গমন করিল; দারাতাহাকে দেখিয়া আপন নিকটে ডাকিয়া কহিল ছেকন্দর তোমায় কি নিমিত্ত্য পাঠাইয়াছে; দূত কহিল ছেকন্দর কহিয়াছে; আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই আমার বাঞ্ছা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিব; তোমার অধিকারের মধ্য দিয়া আমাকে জাইতে পথ ছাড়িয়াদেও আমি অন্যদেশে গমন করি, তাহা নাশুনিয়া যদি যুদ্ধকর তাহাতে আমি প্রস্তুত আছি আমি তোমার সেনা দেখিয়া ভীত নহি আমার সঙ্গেও সেনা আছে দারা দূতের রিতি চরিত্র ও কথোপকথনে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া কহিল অনেক দূত দেখিয়াছি কিন্তু এতক্রপ সাহসিক দূত কখন দেখিনাই কহিয়া কহিল,

কাহা হৈতে জন্ম তব নাম কি তোমার।

তুমি বুঝি না হইবে প্রেরিত কাহার ॥

বাক্যের কৌশলে তব হতেছে সংশয় ।

ছেকন্দর হবে ভূমি হেন মনেলয় ॥

দূত কহিল আমা অপিক্সা অনেক বিশিষ্ট ভৃত্য ছেকন্দরের
নিকট আছে এবং সে এমনত নির্কোষ নহে যে আপনি দূত
হইয়া আসিবেক সে রাজনীতি সকল জ্ঞাত আছে; পরে দারা
তাহাকে নিকটে বসাইয়া পেয়ালা পূরিত মদিরা দিতে কহিল
দূত মদিরা পান করিয়া পেয়ালা আপনি রাখিল যেব্যক্তি
মদ্য দিতেছিল দারাকে জানাইল যে দূত মদ্য পান করিয়া
পেয়ালা রাখিল, দারা দূতকে কহিল কি নিমিত্ত পেয়ালা
দেওয়াই; দূত কহিল আমার দেশে এই নিয়ম আছে দূতের
হস্তে যে দ্রব্য দেয় তাহা আর লয়না; দারা হাস্য করিয়া
কহিল অন্য পেয়ালা আনিয়া মদিরা দেও দূত কুমে ২ চারি
পেয়ালা লইল; পরে সন্দের সময় নানাবিধ আহারিয় দ্রব্য
আনাইয়া সভাস্থ সকলের সঙ্গে একত্রে আহার করিতে
বসিল সেইসময়ে একব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল সে ছেক
ন্দরকে চিনিত সে দারার নিকটে জানাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়
মান হইলে তাহাকে দেখিয়া ছেকন্দর অনুভব করিল যে
দারাকে আমার পরিচয় দিবেক ।

ছেকন্দর বসিল এবং প্রকাশ হইল ।

এখন আমার থাকা উচিত না হইল ।

এতক বিচার করি তখনি উঠিল ।

দারাকে না জানাইয়া বাহিরেতে গেল ॥

আপনার অশ্বেচড়ি গমন করিল ।

নিজ সিংহাসনে আসি দরশন দিল ॥

পরে দারা খরিবারে লোক পাঠাইল।

অন্ধকার নিশি ছিল দেখিতে না পাইল ॥

ছেকন্দর আপন শিবিরে আসিয়া আরস্তাভালিছ প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া সেই চারিটা পেয়ালা দেখাইয়া কহিল অতি শুল্কগ্ৰহণ হইয়াছে ? শত্রুর ঘর হইতে ধনপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছি ইহাতে এমনত বোধ হইতেছে যে দারাব সমস্ত দেশের চতুর্দিক আমি গৃহণ করিব, এবং দারার ও সভাসত গণের রীতি চরিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছি সেযুদ্ধে আমার সঙ্গে কখন সঙ্গম হইতে পারিবেক না।

দারার সহিত ছেকন্দরের যুদ্ধ।

পরদিবস পুাতে দুইপক্ষের সেনায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত দিবা রাত্র যুদ্ধ করিয়া অষ্টম দিবসে দারা পলায়ন করিল সেনাও ছিন্তা ভিন্ন হইল। ছেকন্দরের সেনা তাহার দিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ফোরাতে নদীর তীরপর্যন্ত গিয়া পুনরাগমন করিয়া তথাকার রাজ্যের নিয়ম নিধার্য ও শাসিত করিবার নিমিত্ত কয়ংকাল সেইস্থানে থাকিল দারা সেই সকল সেনা একত্র করিয়া এবং আর কিছু সেনা সংগ্ৰহ করিয়া পুনর্বার ছেকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করিল তাহাতে দারা পরাজয় হইয়া পলায়ন করিল। ছেককুর ইরানে থাকিয়া তাবৎ মনুষ্যকে স্নেহ দ্বারায় বশীভূত করিল, আর কহিল তোমরা সকলে জ্ঞাত আছ দারাব বাদসাহ ফয়ল কুছের কন্যা নাহিদকে বিবাহ করিয়া ছিলেন তাহার মুখের দুর্গন্ধের জন্য তাহাকে এছকন্দর নামক বৃক্ষের পত্র চর্চন করিতে দিয়া ছিলেন সেইপত্র চর্চন করিয়া মুখের দুর্গন্ধ

দূর হইয়া মূখের মধ্যে ক্ষাত হইল এপুযুক্ত তাহাকে রোমে পাঠাইয়া ছিলেন; তৎকালে নাহিদ আমার মাতা গভবতী ছিলেন পরে রোমদেশে পৌছিয়া কিছুদিন পরে আমাকে পুণ্যব হইলেন দারাবের পুধান পুত্র আমি অতএব আমি তাহার উত্তরাধিকারি তোমরা সকলে মনসযোগ পূর্বক আপন ২ কর্মে নিযুক্ত থাক; এই কথা শুনিয়া সকলে বিশ্বাস করিয়া ছেকন্দরের বাধ্য হইল; দারা দেখিল যে সকল লোকই ছেকন্দরের বাধ্য হইয়াছে তখন ইরানীয় ব্যক্তি সকলকে ডাকাইয়া কহিল রোমের বাদসাহ সর্বদা ইরানের অধীন ভূত্ব ভুল্যাছিল অধুনা তোমরা ছেকন্দরের মিথ্য বাক্য শুনিয়া তাহার দাসত্ব স্বিকার করিল। ক্রমে তোমার দিগের ধন সম্পত্ত্যাদি লইয়া তোমার দিগকে নষ্ট কিম্বা বদ্ধ করিয়া আপন দেশে যাইবে। দারার এইরূপ ভয় প্রদর্শন বাক্য শুনিয়া যাহারা দারার অতি আত্মীয় ছিল তাহারা দারার নিকটে সত্য করিল যে আমরা সকলে ঐক্য হইয়া প্রাণপন করিয়া পুনরায় ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিব তাহা শুনিয়া কথক গুলীন সেনা সংগৃহ করিয়া পুনর্বার ছেকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আইল।

দুইটৈন্য মহাকোথে যুদ্ধ আরম্ভিল।

গদা খড়্গ আদি নানা অস্ত্র হস্তে নিল।।

সেনাগণ কলোরবে হেন জ্ঞান হইল।

স্বর্গে মন্ত আদি সব বাধর হইল।।

পিতাপুত্রের মধ্যে স্নেহ না রহিল।

পৃথিবী হইতে স্নেহ একেবারে গেল।।

যুদ্ধদেখে দিন নাথ অস্তাচলে গেল ।

অপারক হয়ে দ্বারা পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল ॥

ছেকন্দর সেই যুদ্ধে জয় যুক্ত হৈল ।

দারা পলায়ন করে আশ্রয় খরে গেল ॥

পরে ছেকন্দর তাহার পশ্চাৎতাড়া করিলে তিনসত লোক সঙ্গে লইয়া কোনস্থানে লুকাইত থাকিয়া আপন সরদারদিগকে পরামুস জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল ছেকন্দরের সহিত সন্ধিকরা শ্রেয় ? দ্বারা কহিল আমি প্রাণ দিতে স্বিকৃত আছি কিন্তু ছেকন্দরের সরণাগত হইতে পারিবনা; ছেক দরের পুরুষানুকমে আমারদিগের অধিন ছিল আমি তাহার পদানত কি পকারে হইব, তখন দারা কান্য কুঞ্জ দেশের বাদসাহ কুরহিন্দিকে সহায় হইতে পত্র লিখিল কুরহিন্দ দারার পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল যে আপনি অনুগৃহ করিয়া এখানে আসিবেন আমার সেনা ও আরও নিকটস্থ বাদসাহ দিগের সৈন্য লইয়া সকলে অক্য হইয়া ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধ করিব ॥



• উজিরের হস্তে দারার মৃত্যু

দারা কুরহিন্দির পত্র পাইয়া যে লোক তাহার সঙ্গে ছিল তাহারদিগের লইয়া কান্য কুঞ্জ দেশে যাত্রা করিল । ছেকন্দর লোক দ্বারায় এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুস্থানে জাওনের পথ কর্তৃক করিতে সেনা পাঠাইল, মাহিয়ার ও জানুছপার নামক দুইজন প্রিয় মন্ত্রী ছিল তাহারা সর্বদা দারার

নিকটে থাকিত তাহারা দুইজনে পরামুগ্ন করিল যে দারার দুঃভাগ্য ঘটিয়াছে দিনেক দুইদিরে মধ্যে ছেকন্দরের হস্তে ধরা কিয়া মারা পড়িবেক, অতএব আমরা দারাবকে বধ করিয়া ছেকন্দরকে জানাইলে তুষ্ঠ হইয়া আমারদিগের বহু ধন ও গুণ্য দিবে এব• আমারদিগকে প্রধান মন্ত্রি করিবেক এই মন্তনা স্থির করিয়া যখন দারা আস্তখর হইতে যাত্রা করিয়া কথক দূর গমন করিলে ইহারা দুইজনে দারাব দুই পাশে রক্ষাথে জাইতেছিল আরং লোকেরা অগুপ্তাৎ কিহুদূরে ছিল, দারাকে পথি মধ্যে অন্ধকার রাত্রে একা পাইয়া প্রথমত জানুছপার দারার বক্ষস্থলে এক ছুরিকা ঝাট করিল পরে মাহিয়ার দারার বাহিতে এক তলওয়ার আঘাত করিল তাহাতে দারা অত্যন্ত কাতর হইয়া অশ্ব হইতে ভূমে পড়িত হইলে ঐ দুইজন উজির দারাকে বিনাশ করিয়া তৎক্ষণাত ছেকন্দরের নিকট কহিয়া পাঠাইল যে দারা হিন্দু স্থানে জাইতে ছিল আমরা দুইজনে পথমধ্যে তাহাকে বিনাশ করিয়াছি, ছেকন্দর এইসংবাদ পাইয়া প্রাতে দারা যে স্থানে আঘাতি হইয়াছিল সেইস্থানে আসিয়া দারাকে দেখিয়া অনেক খেদ পূর্বক রোদণ করিয়া দারার মস্তক আপনি কোড়ে লইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিল, দাবা চক্ষু নুদিত করিয়া ছিল ছেকন্দরের রোদণে, চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিল যে ছেকন্দরের কোড়ে শয়ন করিয়া রহিয়াছি তখন এক দীঘ নিখাস ত্যাগ করিল ছেকন্দর কহিল আপনি ভাবিত হইবেননা; এখনি আপনাকে বাটীতে লইয়া চিকিৎসা ও ঔষধি দ্বারা আরোগ্য করিব দারা কহিল

আমার অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে আর চিকিৎসা ও ঔষধি
করিবার সময় নাই তুমি এখন ইরানের বাদসাহ হও ছেক
নন্দর কহিল তোমাকে নষ্ট করিবার মনস্ত কোন প্রকারে .আ
মার ছিলনা। আমার মানস তোমাকে ইরানের বাটতে
লইয়া চিকিৎসা করি যদি পরমেশ্বরের অনগুহতে আপনি
রক্ষা পাও তবে তোমার রাজ্য ও বাদসাহি তোমাকে দিয়া
আমি এখান হইতে অন্যদেশে যাইব। আমি আপন মাতার
নিকট সকল স্রাত হইয়াছি তুমিও আমি দুইজন দারাবের
পুত্র। অতএব তুমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তোমার এদশা
দেখিয়া আমি খেদামিত হইয়াছি, ইহা কহিয়া অনেক রোদণ
করিল আর কহিল যে ২ ব্যক্তি আপনাকে আঘাত করি
য়াছে তাহার দিগকে উপযুক্ত দণ্ড করিব তখন দারা কহিল
আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে তোমার স্নেহ ও মিষ্ট
বাক্য দ্বারা আয়ু পাইবনা, কিন্তু তোমার সিঁচাচারিতে হুঁচ
চিত্ত হইলাম তোমাকে কিছু কহিতে বাঞ্ছা করি যদি তুমি
আমার বাক্য প্রতিপালন কর ছেকনন্দর কহিল আপনি যাহা
কহিবেন তাহা আমি সাম্যক প্রকারে শ্রাণীতল্য গৃহ্য
করিব; দারা কহিল আমার তিন চারিটা কথা আছে তাহার
প্রথম এই আমার পরিবারকে অসমভূম ও অনাদর করিবা
না সৰুদা তাহার দিগের মান রক্ষা করিবা। দ্বিতীয় আমার
রোসনক নামী প্রিয় এক কন্যা আছে তাহাকে তুমি বিবাহ
করিয়া তাহার গর্ভে যদি পুত্র হয় তাহার নাম এছকান্দয়ার
রাখিবা তৃতীয় আমি অগ্নিপূজার ওজরদহস্তধরর যে ২ নিয়ম
প্রচার করিয়াছি তাহা নষ্ট না করিয়া পূর্বাগত বাদসাহ লহ

রান্স ও গোস্তান্স অবধি যে প্রকার হইতেছে তাহাই রাখি
বা কদাচ অন্যথা করিব না। ছেকন্দরক হিল আপনি যেমত
যেমত कहিলেন তাহা অবশ্য করিব। পরেদারা ছেকন্দরের
হস্ত ধারণ করিয়া আপন মুখের উপর রাখিয়া একদীঘে নি-
শ্বাস ত্যাগ করে তৎ সঙ্গে তাহার প্রাণ বায়ু স্বস্থানে প্রস্থান
করিল। ছেকন্দর অনেক রোদন করিয়া এক স্বক্ৰময় সিদ্ধু
কে দারার মৃত্যু কায়া রাখিয়া বাদসাহি রিতিমতো আচ্ছা
দিত করিয়া সে স্থানহইতে লইয়া তাহার পৈতৃক গোরস্থানে
গোর দিল ॥ দারা চতুদ্দস বৎসর ইরানের বাদসাহি করিয়া
ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইয়া হিন্দুস্থানে যাইতে
ছিল পথিমধ্যে আপনার দুইজন প্রিয়ো উজির জানুছপার
ও মাহিয়ার দারাকে অস্ত্রাঘাত করে তাহাতেই তাহার প্রাণ
ত্যাগ হইল ॥



ছেকন্দরের বাদসাহি ও পৃথিবী ভ্রমণ ॥

ছেকন্দর দারার মৃত্যুর পর ইরানের বাদসাহ হইয়া সেই
দুই উজির জানুছপার ও মাহিয়ারকে আনাইয়া শুলেদিতে
আজ্ঞা করিলেন ॥

নগরে ঘায়না এই দেহ সমুদয়।

পুভু হত্যা করিয়াছে যেই দুরাসয়,

তার পুতিফল দেখ সকলে আসিয়া।

ছেকন্দর শুলে দিল বিচার করিয়া ॥

ইরানের সমস্ত লোকইহা দেখিয়া ও শুনিয়া ছেকন্দরকে
বিস্তর প্রশংসা করিয়া শরণাগত হইল, ছেকন্দর সমস্ত

প্রধান ও সরদার দিগকে ডাকাইয়া যে যেকন্মে নিযুক্ত ছিল তাহাকে সেই কন্মে নিযুক্ত করিল; আর পূর্বাপেক্ষা সকলের সম্মান ও নর্যাদা অধিক করিল এবং দারার বেগমের নিকটে কহিয়া পাঠাইল যে দারার মৃত্যু কালে তাহার কন্যা রোসন ককে বিবাহ করিতে কহিয়াছে অতএব আপনি রোসনককে আমার নিকট পাঠাইবা, রোসনকের মাতা ইহা শুনিয়া অনেক ধন রত্ন বস্ত্র দাস দাসি সঙ্গে দিয়া রোসনককে ছেকন্দরের নিকট পাঠাইলে ছেকন্দর আপনার রিতিমত রোসনককে বিবাহ করিয়া ইরানে কিছুদিন থাকিয়া তথায় নিয়ম চ্ছাপিত করিয়া হিন্দুস্থানে যাত্রা করিল ॥

ছেকন্দরের হিন্দুস্থানে যাত্রাও

কিদহিন্দুর বিবরণ

ছেকন্দর সৈন্যে ইরান হইতে হিন্দুস্থানের রাজ্যাদি কার করিতে যাত্রা করিলেন। কিদহিন্দু নামক হিন্দুস্থানে বাদসাহ ছিল সে ক্রমাগত দশরাত্র নিদাবে আশ্চর্য্য সপ্ন সন্দর্শন করিয়া পণ্ডিত গণকে সেই সপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিল? তাহার কিছু উত্তর করিতে পারিলনা পরে উজিরেরা কহিল মেহরান নামক এক জন তপস্বি এই নগরে আছেন কিন্তু তিনি কাহার নিকট গমনাগমন করেন না; তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও মনের কথ্য সকলি কহিত পারেন তাহাকে জ্ঞাত করিলে অন্য আসে এই সপ্নের মর্ম্ম কহিতে পারিবেন। কিদহিন্দু উজিরকে সঙ্গে লইয়া মেহরান তপস্বির বাটিতে গিয়া সপ্ন বিবরণ সকল তাহাকে জ্ঞাত করিলেন

প্রথম রাত্রে সপ্ত বিবরণ এক অতি বৃহৎ পুরি তাহার দ্বার নাই এক ক্ষুদ্র ছিদ্র মাত্র সেই বাটিতে আছে; এক মন্তে হস্তি সেই ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা সেই পুরির মধ্যে প্রবেশ করিল তাহা তে কোন কষ্ট হইলনা; কিন্তু গমনকালে হস্তির শুণ্ড ঐ ছিদ্রে তে লাগিয়া থাকিল । ১ ।

দ্বিতীয় রাত্রে এক শুন্দর যুবক পুরুষ সেই বাটিতে রাজ সিংহাসনে বসিয়াছে । ২ ।

তৃতীয় রাত্রে একখান অতি শুদ্ধ খেত বস্ত্রকে চারিজন পুরুষে চতুর্দিকে ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে ঐ বস্ত্র ছিন্ন হইতেছে না এবং ঐ চারিজন পুরুষ বস্ত্র টানিতে ক্ষমত্ব হইতেছেন : ৩ :

চতুর্থ রাত্রে এক পুরুষ তৃষ্ণায়ুক্ত হইয়া এক নদীর তীরে জল পান করিতে গেল সেই সময়ে একমৎস্য ঐ নদী হইতে বাহির হইল সেই পুরুষ ঐ মৎস্য দেখিয়া পলায়ন করিলে মৎস্য এবং নদীর জল ঐ পুরুষের পশ্চাত ধাবমান হইল সেই পুরুষ ক্রমাগত অতি বেগে ধাবমান হইতেছে : ৪ :

পঞ্চম রাত্রে অতি শুন্দর এক নগর তথাকার সমস্ত লোক অন্ধ কিন্তু তাহারা তন্মিস্ত্র্য ক্ষুধ নহে, আর বাতাবিক মনুষ্যর ন্যায় ক্রয় বিক্রয়াদি করিতেছে : ৫ :

ষষ্ঠ রাত্রে এক নগর দোখলাম সেখানকার প্রায় সমস্ত লোক পিড়িত অত্যঙ্গ লোক শুন্ত আছে কিন্তু তাহারা সর্কদা খেদিত ও দুখিত এবং অস্বাভাবে গুণাগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছে; আর ঐ সকল পীড়িত লোকেরা তাহারদিগেরকে দেখিতে ও তত্ত্বাবধান করিতে জায় : ৬ :

সপ্তরাত্রি একঅম্বের দুইমুখ দুইমুখে তৃণাদি অধিক আহার করিতেছে কিন্তু তাহার মস দ্বার নাই। ৭।

অষ্টমরাত্রি একস্থানে তিনটা জলের জালা রহিয়াছে তাহার দুই পাশে দুইটায় জল পরিপূর্ণ আছে মধ্যের জালা শুণ্য ও শুষ্ক কিন্তু ঐ দুই পাশের জালাহইতে মধ্যের জালায় অনবরত জল দিতেছে তাহাতে মধ্যের জালা পরিপূর্ণ ও আদৌ হইতেছেন; এব- দুই পাশের জালার জল নূন্য হয় না। ৮।

নবমরাত্রি এক ক্ষেত্র মধ্য গাভি ও বৎস রহিয়াছে সেই গাভী ঐ বৎসের স্তনপান করিতেছে তত্রাপি কৃষ ও দুর্কল হই তেছাকিন্তু বৎস সবল ও পুষ্ট হইতেছে। ৯।

দশমরাত্রি এক মাঠের মধ্যস্থলে এক বৃহদ সরোবর তাহাতে জল বিস্তারিত শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে কিন্তু ঐ সরোবরের চারি পাশে ও মাঠে জল পরিপূর্ণ আছে। ১০।

কিদহিন্দু কহিল হে তপস্বি আপনি বিচার করিয়া এইদশ প্রকার সপের ফলাফল আমাকে বিশেষ করিয়া বল? মেহরান তপস্বি কহিল তুমি কোন মতে ভাবিত হইবানা; ইহাতে তোমার কোন ব্যাঘাত হইবেনা, ছেকন্দর বাদসাহ এ প্রদেশে আসিতেছে তুমি সাবধান থাকিবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিলে পরাজয় হইবা অতএব ছেকন্দরের সঙ্গে কদাচ যুদ্ধ করিবানা, তোমার নিকট যে চারি অপূর্ণ বস্তু আছে সেই চারি বস্তু তাহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এখানকার বাদসাহ রাখিয়া আপনি অন্যত্রে জাইবে। সে চারি বিশেষ বস্তু কহি। প্রথমতঃ তোমার এক

পরমশুন্দরি কন্যা আছে; দ্বিতিয়া একজন জ্যোতিষ পণ্ডিত তোমার সভায় আছে; ত্রিতীয়তঃ একজন বিজ্ঞ সত বিবেচক বৈদ্য তোমার সভায় আছে; চতুর্থতঃ একরত নির্মিত কটোরা তোমার ভাণ্ডারে আছে তাহাতে জল অথবা পানীয় দ্বারা রাখিয়া অগ্নিতে কিয়ামুহুর রাখিলে উৎপ্ত হয় না, আর পান করিলে ক্ষয় হয় না; এই চারি পদার্থ তাহাকে দিলে তুষ্টি হইবে কিদহিন্দু কহিল আপনি যেমত আজ্ঞা করিলেন তাহা করিব কিন্তু দর্শ প্রকার সপের বিবরণ আপনার মুখে শুনিতে বাঞ্ছা করি মেহরান তপস্বি কহিল প্রথম এক বৃহদ পুরি তাহার দার নাই এক শুষ্ক ছিদ্র মাত্র আছে? সে পৃথিবী আর হস্তি স্বরূপ ছেকন্দর বাদসাহ ছিদ্র দ্বারা হস্তি গমন-গমন করিবে কিন্তু শুণ্ড থাকিবেক অর্থাৎ ছেকন্দর বাদসাহ কিছুদিন পরে গতো হইবে কিন্তু শুণ্ড স্বরূপ তাহার ন ম জাবত পৃথিবী তাবত থাকিবেক : ১ :

দ্বিতীয় তুমি এক শুন্দর পুরুষ সিংহাসনে বসিয়াছে দেখি যাছ সে তুমি গতো হইলে তোকার বংশ ভিন্ন অন্য একজন তোমার রাজ্যে বাদসাহ হইবেক : ২ :

ত্রিতীয় শুষ্ক বস্ত্র চারি জনে আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে বস্ত্র ছিন্ন হয় না এবং তাহার গুণ ক্ষয় হয় না; সে শুষ্ক বস্ত্র ধর্ম তাহাকে সকলেই সধর্ম বলিয়া স্থাপিতাথে আকর্ষণ করিতেছে তাহাতে ধর্ম স্বরূপ সেই বস্ত্র খণ্ড হয় না, এবং কেহ স্বধর্ম ত্যাগ করেনা : ৩ :

চতুর্থ ভূমিত মনুষ্য ও নদীর জল দেখিয়া পানাইতেছে ? কোন সময়ে পৃথিবীতে অনেক লোক নাস্তিক দেখিয়া ঈশ্বরের অবতার বিশেষ প্রকাশ হইয়া সকলকে ঈশ্বরের শুদ্ধ পথ ও জ্ঞান দিতে ডাকিলে তাহার সকলে পানাইবে । ৪ ।

পঞ্চম অন্ধ সকলে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে ? কিছু দিন পরে এমনত সময় উপস্থিত হইবে যে সকলের জ্ঞানচকু থাকিবেনা ও হিতাহিত বোধ থাকিবেনা কেবল বিষয় তৎপর হইবে । ৫ ।

ষষ্ঠ পিড়িত লোকেরা শুদ্ধ লোকের দিগের তত্তাবধান করিতেছে ? পৃথিবীতে এমনত এক সময় হইবে যে তৎকালে মনুষ্য স্বধর্ম ত্যাগি ও মুর্থ হইবে অতি অল্প লোক স্বধর্মাত্মী ও পণ্ডিত থাকিবেক কিন্তু ঐ স্বধর্মাত্মী ও পণ্ডিতদিগের তত্তাবধান ঐ ধর্ম ত্যাগি মুর্থেরা করিবে । ৬ ।

সপ্তম দুই মস্তক যুক্ত অশ্ব তাহার মল দ্বার নাই ? কালেতে মনুষ্য এমনত লোভি হইবে যে সর্বদা মানস ও প্রকাশরূপে কহিবে ঈশ্বর দুই মুখ দিলে পরিতোষ করিয়া আহার করি কিন্তু দান রহিত হইবেক । ৭ ।

অষ্টম তিনটা জলের জানা তাহার দুইটায় জল পরিপূর্ণ আছে একটা খালি ? কুমে এমনত সময় উপস্থিত হইবেক যে পৃথিবীর দুইভাগ লোকধনি আর একভাগ দুখি ও কাল্প ঐ ধনি-লোকেরা কাল্প গণকে পরিতোষ করিতে পারি বেনা । ৮ ।

মবন গাতি বৎসের দুগ্ধ পান করিতেছে? আর ব'র
এমত এক সময় উপস্থিত হইবেক যেখনি ব্যক্তির। এমত
লোভিহইবেক যে দুখিও কাজাসদিগের এন হরণ করিবেক ৯

দশম এক শুকসরোবর তাহার চারি পাতে জল আছে ?
কিছুদিন পরে পৃথিবীতে একজন মুখ বাদসাহ হইবে কিন্তু
অনেক বিদ্যান ও পণ্ডিত তাহার দ্বারস্থ থাকিবেক । ১০ ।

মেহরান হইতে কিদ এই কথা শুনে ।

তুগ্ধ হইয়ে গেল চলে আপন ভবনে ॥

কিছুদিন পরে ছেকন্দর হিন্দুস্থানে পৌছিয়া কিদহিন্দুকে
পত্র লিখিল যে তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত করিবা
কিদহিন্দু বাদসাহ এই পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল আপনার
পত্রপাইয়া সির ধার্য্য করিলাম পরন্তু আমার উত্তর চারি দ্ব্য
আছে যদি আপনার গৃহণ যোগ্য হয় তবে তাহা সঙ্গে লইয়া
গিয়া সাক্ষাত করি ; দূত দ্বারা পত্রপাইয়া তুগ্ধ হইয়া ছেক
ন্দর কহিল এসকল অমূল্য দ্রব্য আমার সভাসত গিয়া আ-
নিবেক, পরে দূতের সঙ্গে ছেকন্দরের সভাসত কিদহিন্দুর
নিকট পৌছিলে তাহাকে সমাদর পূর্বক নিকটে বসাইয়া
আপন কন্যাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দাস দাসি এবং
জৌতিষের পণ্ডিত ও বৈদ্য ও রত্ন নির্মিত পেয়ালা ঐ সভা
সভের সঙ্গে ছেকন্দরের নিকট পাঠাইল । ছেকন্দর পণ্ডিত
ও বৈদ্যকে আপন সভায় রাখিয়া কন্যা ও পেয়ালা অন্তঃ
পুরে পাঠাইলেন কিঞ্চিৎ বিলম্বে কিদহিন্দু আসিয়া ছেকন্দ
রের সহিত সাক্ষাত করিল ছেকন্দর কিছুদিন তথায় থাকিয়া

কিদ্‌হিন্দুকে ঐ হিন্দুস্থানের বাদসাহি দিয়া আপনি কান্য
কুঞ্জ দেশে যাত্রা করিল ॥

ছেকন্দর কান্য কুঞ্জ গমন ও

কুরহিন্দুর যুদ্ধ ॥

ছেকন্দর হিন্দুস্থান হইতে সৈন্যে কান্য কুঞ্জ দেশে
পৌছিয়া তথাকার বাদসাহ কুরহিন্দিকে পত্র লিখিল যে
তুমি আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর। কুরহিন্দ পত্র
পাইয়া উত্তর লিখিল তুমি দারাকে মারিয়া আপনাকে অতি
যোদ্ধা জ্ঞান করিয়াছ তাহাকে তুমি যুদ্ধে মারিতে পার নাই
তাহার উজিরেরা মারিয়াছিল। আর কিদ্‌হিন্দু সে কাপুরুষ
ভয়েতে শরণাগত হইয়াছে; বাদসাহ হইয়া যুদ্ধ করিতে ভয়
করিলে তাহার বাদসাহি থাকেনা; আমি তোমাকে ভয় করিনা
এইপত্র ছেকন্দর পাইয়া তাহার সঙ্গে ইরানি ও রোমি অ-
নেক সেনা ছিল তথাপি হিন্দুস্থানি সেনা কিছু সংগৃহ করিল
সর্বশুদ্ধ আসি হাজার অথারোহিহইল তাহার চল্লিশ হাজার
রোমি ত্রিশ হাজার ইরানি ও দশহাজার হিন্দুস্থানি। কুরহি-
ন্দর সাইট হাজার অথারোহি সেনা দুই হাজার যোদ্ধা হস্তি
ছেকন্দরের সেনা অনেকহস্তি দেখিয়া ভিত্ত হইল, ছেক-
ন্দর তাহা শুনিয়া হকিমদিগে ডাকিয়া কহিল হস্তিমারিবার
কোন সদোপায় চিন্তা কর ॥

আরম্ভ প্রভৃতি হকিমের কামানের সৃষ্টিরবিবরণ

তখন আরম্ভা তালিছ হকিম আর হকিমদিগের লইয়া
পরামুস করিয়া কামানের শ্রুতি করিলেন ঐ কামান লৌহ

নির্গত শকটোপরি রাখিয়া তাহার মধ্যে বাকদণ্ডগুলি দিয়া ঐ কামানের পৃষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করিলে ঐ কামানের মাথা হইতে উৎপন্ন লৌহ গোলা নির্গত হইয়া হস্তি ঘোটক মনুগ্যাদি জাহার উপর পতিত হয় সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করে। ছেকন্দর তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক সহস্র লৌহ কামান ঘোটকাকার স্তম্ভকরাইয়া কুরহি ন্দিরসহিত যুদ্ধ করিতে চলিল, কুরহিন্দির সেনারা ছেকন্দরের সেনার অগ্ভাগে শকটোপরি লোহার ঘোটকসকল দেখিয়া জাহুঁছ দিগকে জিজ্ঞাসা করিল যে সৈন্যের অগ্রে শকটোপরি ঘোটকাকৃত কি বস্তু? তাহারা কহিল ছেকন্দরের তোপখানা; ইকিমেরা শ্রীষ্টি করিয়াছে। হিন্দুস্থানের লোকেরা কখন তোপ দেখেনাই এবং ইহার পূর্বে তোপের শ্রীষ্টি ছিলনা তোপের নাম ও কেহ শুনে নাই; তাহারা অকৃতভয়ে দুই সহস্র ঘোড়া হস্তি অগ্রে করিয়া যুদ্ধ করিতে আইল; তখন ছেকন্দর আজ্ঞা করিলেন যে একেবারেই একসহস্র অর্বা রোহি জাহারা তোপের কর্মে শুল্লিশিক্ষিত হইয়াছে তাহারা ঐ সহস্র তোপ অগ্নিসংযোগকরুক। তাহার তৎক্ষণাত্ তোপে অগ্নি প্রদান করিলে তাহাতে বজ্রাঘাতের অপেক্ষা অধিক সঙ্গ হইয়া গোলা সকল বাহির হইয়া কুরহিন্দ বাদসাহর হস্তি ও সৈন্য সকলের উপর পতিতলাগিল তাহাতে অনেক হস্তি ও সেনা মরিল হস্তি যে কএকটা ছিল তাহারা তোপের শব্দে পলাইল; আর সেনারা তাহা দেখিয়া পলায়ন করিল ছেকন্দর আপন সেনা লইয়া কুরহিন্দ্রসৈন্য মধ্যে পড়িয়া অনেক সেনা বিনাশ করিল ॥

তোপেতে মরিল বহু হস্তি আর সেনা
অগ্নি সন্ধে করে যুদ্ধ নাহি হেন জনা ।
অবসিষ্ঠ হস্তি জাহা ছিল পালাইল ।
অগ্নিতে পুড়িয়া সেনা অস্থির হইল ।

কুরহিন্দির সেনা পলাইল দেখিয়া কুরহিন্দি সে দিবস যুদ্ধ
হকিত রাখিয়া পুনরায় অনেক সেনা সংগ্ৰহ করিল কিন্তু
হস্তি যে কয়েকটা ছিল তাহার দিগের রণস্থলে কোনমতে
লইয়া যাইতে পারিলনা; উভয় সেনায় সারংকান পয্যন্ত
অনেক যুদ্ধ করিয়া রাত্রি আগত দেখিয়া আপন২ স্থানে
গমন করিল । পর দিবস প্রাতে দুই সেনা শৃঙ্গজিহ্বত
হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলে ছেকন্দর কুরহিন্দিকে
কহিয়া পাঠাইল অন্য তোমার আনায় যুদ্ধ করি সেনা
গণকে হত করিবার আবিস ক নাই ।

দুই বলবান বটে বাদসাহ দুজন ।
দুইজনে রণস্থলে চল কারি রণ ।
তির তলওয়ার গদা অশ্বাদি লইয়া :
দুইজনে করি যুদ্ধ সহায় তেজিয়া :
উভয়ের মধ্যে যেরা জয়যুক্ত হবে :
উভয়ের রাজ্যে সেই অধিকারি হবে :

কুরহিন্দি এই কথা শুনিয়া কহিল আমি ছেকন্দর হইতে
কোন অংশে ন্যূন নহি আনারো ছেকন্দরের সহিত যুদ্ধ
করিতে বাঞ্ছা তুমি ছেকন্দরকে রণস্থলে আসিতে বল
মৃত মুখে এই বাক্য শুনিয়া ছেকন্দর রণস্থলে আইল

আর কুরহিন্দ তথায় আসিয়া অতি তৎপর হইয়া ছেকন্দরকে এক তলওয়ার মারিল তাহাতে ছেকন্দরের অঙ্গের কবচ কাটিল, তখন ছেকন্দর ইশ্বরকে নরণ করিয়া কুরহিন্দর মস্তকে এক তলওয়ার মারিল তাহাতে কুরহিন্দর মস্তক হইতে নাতিপয়গাস্ত দুইভাগ হইয়া অব হইতে ভূমে পতিত হইল উভয় পক্ষের সেনা ছেকন্দরের বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহাকে অনেক প্রশংসা করিল; পরে ছেকন্দর কুরহিন্দর প্রধান সেনাপতি দিগকে ডাকাইয়া প্রবোধ করিয়া কহিলেন আমি এদেশে থাকিবনা তোমাদিগের মধ্যে একজন উপযুক্ত দেখিয়া বাদসাহ করিয়া অন্য দেশে জাইব, তাহারা ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ছেকন্দরকে উপদ্রবিকাদি প্রদান করিয়া কুরহিন্দর দুর্গ মধ্যে লইয়া ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে ছেকন্দর সেই ভাণ্ডারের ধন সেনাদিগকে অংশ করিয়া দিলেন আর তাহাদিগের মধ্যে পহনওয়ান নামে একজন প্রধান ব্যক্তিকে কান্য কুব্জ দেশের বাদসাহ করিয়া দুইমাস তথায় থাকিয়া মককার যাত্রা করিল :

ছেকন্দরের মককা দর্শনে গমন।

ছেকন্দর কান্যকুব্জ দেশে শুনিল যে এবরাহিম খলিফা ইশ্বরের পুণ্যাথে মদিনা মহরে এক পবিত্র গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহার নাম মক্কা রাখিয়াছেন। পরন্তু পরমেশ্বর সেই মন্দির আপন গৃহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যদিপি পরমেশ্বর আহার, নিদ্রা শুখ, দুঃখ, জী, পুত্র, ঘর ইত্যাদি রহিত বটে তথাপি আপন নামে এক স্থান নিরূপণ

করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে সামান্য ও
সংশয় যুক্ত মনুষ্য দিগের ভজনার কারণ এইস্থান আমার
চিহ্নিত রহিল; কিন্তু জানিগণের পক্ষে ভজনার স্থান সর্বত্র
সমান ভজনার স্থান ও কালের নিয়ম নাই সে যাহা ইউক
ছেকন্দর ঐ স্থানের প্রসঙ্গ শুনিয়া দেখিতে বাঞ্ছিত
হইয়া কান্যকুব্জ হইতে মক্কায় যাত্রা করিলেন, যখন
মক্কায় পৌঁছিলেন নছির আকলব নামে এবরাহেম খলি
লল্লার পৌত্র মককা দেবালয়ের প্রধান পূজক এবং তথ্য
কার অধিপতি ছিল ছেকন্দরের আগমনের বাত্মা পাইয়া
অনেক উপঢৌকনীয়দব্য লইয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষাত
করিলে ছেকন্দর তাহাকে অনেক সমাদর পূর্বক সজ্জনইয়া
আপনি পদবুজে মক্কায় দেবালয় দর্শন করিতে গেলেন ।
পরে এবরাহিমের সম্ভান ছেকন্দরকে জানাইল যে খদায়্য
নামক এদেশের প্রধান বাদসাহ আমার দিগের প্রতিপান
নের ও মককার অতিথি সেবার নিমিত্ত্য এমন ও হোজ্জাজ
নামে দুই নগর বৃত্তি স্বরূপ ছিল তাহা বলছারা লইয়াছে
ছেকন্দর ইহা শুনিয়া আপনসেনা পাঠাইয়া খদায়্যর সহিত
যুদ্ধ করত তাহাকে বধ করিয়া এমন ও হোজ্জাজ দুই নগর
আছমাইল অর্থাৎ এবরাহিমের সম্ভান দিগকে প্রদান করি
য়া সেখান হইতে মেহর দেশে যাত্রা করিলেন । মেহরের
বাদসাহ শুনিয়া ছেকন্দরের নিকট আসিয়া অনেক উপ
ঢৌকন দিয়া সাক্ষাত করিল । ছেকন্দর একবৎসর সৈন্য
সেইস্থানে বিশ্রাম করিলেন; আর মেহর নগরে শুনিলেন
যে এন্দিছ দেশে কিদায়্য নামি এক ত্রিলোক বাদসাহি করি

তেছে তাহার অনেক সেন্য সামন্ত আছে সেইদেশে যাত্রা করিলেন । কিদাকার এই সমাচার পাইয়া একজন চিত্রকর পাঠাইয়া গোপনে ছেকন্দরের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া লইয়া গেল । কিছুদিন পরে ছেকন্দর কিদাকার রাজ্যের মধ্যে পৌঁছিয়া তাহাকে পত্র লিখিলেন যে আমার নিকট আসিয়া সাক্ষ্যাৎ করিয়া কর নিরূপণ কর অথবা আমার সহিত যুদ্ধকর; কিদাকা ছেকন্দরের পত্র পাইয়া উত্তর লিখিল তুমি দারাকে মারিয়া অহঙ্কৃত হইয়াছ আমি তোমাকে ভয় করি না, কারণ তাহা অপেক্ষা আমার অনেক সেন্য আছে; ছেকন্দর এইপত্র পাইয়া রাগত হইয়া যরখার দেশে আসিয়া তথাকার বাদসাহ কিদাকার জামাতা কিদকস নামক ছিল; তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া কিদকসকে ও তাহার স্ত্রী কিদাকার কন্যাকে ধৃত করিয়া আনিয়া আপনার এক উজির নয়তকুনকে কহিলেন তুমি আমার পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া আমার ভক্তে বসিয়া বাদসাহ হইয়া কিদাকার জামাতা ও কন্যাকে বাটিতে লুপ্ত দিবা । আমি তোমাকে কহিব যে বাদসাহ, এইদুই জনের অপরাধ মাজনা করিয়া আমাকে ভিক্ষাদেন তুমি সেইমত করিবা, ইহা কহিয়া ছেকন্দর কথিত মত করিলেন । ছেকন্দর নয়তকুন উজিরের পোষাক পরিধান করিয়া ছেকন্দরের দূত হইয়া কিদকসকে ও তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া কিদাকার নিকট যাইবার নিমিত্ত কুণ্ডিম ছেকন্দরের নিকট বিদায় হইলেন তখন ভক্তি ছেকন্দর কিদকসকে কহিল আমার উজির নয়তকুন তোমার দিগের প্রাণদান দিলেক তুমি ইহার সঙ্গে যাইয়া

তোমার মাতা। কিদাফাকে আমার নিকট সিঁধু আনিয়া,
যখন দূত কিদরুসকে সন্ধে করিয়া কিদাফার নগরে উপস্থিত
হইলেন কিদাফা আপনার সভার প্রধান ২ ব্যক্তিকে সন্ধে
করিয়া অগসর আসিয়া দূতকে অনেক সমাদর করিল পরে
আপন কন্যা ও জামাতাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া ছেক
ন্দরের যুর্কে কএদ হইবার ও তথা হইতে মুক্তহইবার উদ্যম
জিজ্ঞাসা করিলে কিদরুস কহিল ছেকন্দর আমার দিগের
দুইজন্য মস্তক কাটিতে আজ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু এইদূত
ইহার নাম নয়তকুন ছেকন্দরের উজির ছেকন্দরকে অনেক
বুঝাইয়া আমার ও তোমার কন্যার প্রাণদান দিয়াছে অতএব
ইহাকে বিশেষ রূপে পুরস্কার করা উচিত । আর ইহাকে
এমত যত্ন পূর্বক রাখিবা যে কোন প্রকারে ইহার কুস ও
অসন্মান নাহয়, পরে কিদাফা ছেকন্দরের দূতকে সন্ধে
লইয়া বাটিতে আসিয়া আপন নিকট বসাইয়া অনেক সমা-
দর করিলেন, এবং আপনার এক বাটিতে বাসা দিয়া নানা
মত আহারীয় দিব্য পাঠাইল; ক্ষণেকবিলম্বে দূতবিদায় হইয়া
বাসায় গেল । পর দিবস প্রাতে কিদাফার নিকট দূতআইলে
কিদাফা পুনঃ ২ দূতকে নিরক্ষণ করিয়া এক গৃহে আহারীয়
দ্রব্য আয়োজন করিতে কহিয়া কিদাফা দূতকে সেই গৃহে
লইয়া একত্র আহার করিতে বসাইয়া পুনঃক্ষার দূতের মুখ
বিলক্ষণ রূপে নিরক্ষণ করিয়া সেখানহইতে উঠিয়া একতন্তে
বসিয়া একজনকে ছেকন্দরের প্রতিমূর্তি আনিতে কহিল সে
তৎক্ষণাত তাহা নিল তখন ঐ দূতের অবয়ব প্রতিমূর্তির সহিত
অকৌ করিয়া বকিল যে ছেকন্দর আপনি দূত হইয়া আসি

যাচ্ছে। তৎকালে প্রকাশ না করিয়া দূতকে কহিল জোমাকে
 কি নিমিত্তে ছেকন্দর আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা
 বস? দূত কহিল ছেকন্দর কহিয়াছে যদি তুমি তাঁহাকে
 কর প্রদান কর তবে আমার সহিত সাক্ষাত করিতে চল;
 নচেৎ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হও। কিদাফা ইহা শুনিয়া রাগত
 হইয়া কহিল তুমি অদ্য বাসায় গমন কর কল্য ইহার উত্তর
 দিব। তখন দূত বিদায় হইয়া বাসায় গেল পর দিবস দূত
 কিদাফার নিকট আইলে কিদাফা সভা নইতে গাত্ৰোত্তান
 করিয়া এক বিরল স্থানে জাইয়া ছেকন্দরের প্রতিমূর্ত্তি আনা
 ইয়া আপন নিকটে রাখিয়া ঐ কৃত্তিম দূতকে সে স্থানে আনি
 তে কহিল সেই ব্যক্তি ঐ দূতকে লইয়া গেলে কিদাফা এক
 চৌকিতে বসিতে কহিয়া আর ২ সকলকে বাহিরে জাইতে
 আজ্ঞা করিলেন; যখন ইহারা দুইজন মাত্র হইলেন তখন
 কিদাফা কহিল ওহে ফয়ল কুছের পুত্র ছেকন্দর সাহ তুমি
 আমার নিকট এই তত্ত্বে আসিয়া বৈস; দূত কহিল আমাকে
 আপনি ছেকন্দর সম্বোধন করিলে এ অসম্ভব উক্তি করি
 তেছ তখন কিদাফা কহিল ॥

শুগাল চক্ষুতে সিংহটাকা নাহি জায়।

বহু আচ্ছাদনে অগ্নি কভু না লুকায় ॥

ইহা শুনিয়া দূত কহিল আপনি আমাকে প্রধান জ্ঞান
 করিয়াছেন আমি তাহা নহি, কিন্তু যে প্রধানের আজ্ঞাবহ
 তাহাতে অন্য অপিকা প্রধান হুটি এই একরূপে অনেক
 বচনা হইল তথাপি ছেকন্দর আপনাকে কোন মতে প্রকাশ
 না করিলে কিদাফা ছেকন্দরের সেই প্রতিমূর্ত্তি দূতের হস্তে

দিয়া কহিল এই মূর্তি কাহার স্তম্ভ নিরঞ্জন করিয়া বস ॥

নিজ প্রতি মূর্তি দেখি আশ্চর্য দেখিল ।

কাষ্ঠের পুথলি ন্যায় নিষ্পন্দ হইল ॥

কিদাফা দেখিয়া তাহা উঠিয়া তখন ।

নিজ তন্ত্রে বসাইল করিয়া যতন ॥

ছেকন্দরকে তন্ত্রে বসাইয়া কিদাফা কহিল তুমি বাদসাহি
কর নিকটে পণ্ডিত রাখনা রাজধর্ম ও শাস্ত্র বহিভূত
কর্ম কি নিমিত্ত করিলে; তুমি জ্ঞান করিয়াছ তোমাকে কেহ
চিনিতে পারিবেনা এই বিবেচনা করিয়া আসিয়াছ । কিন্তু
বাদসাহ দিগের সকলে দেখেনাই ও চিনেনা এ কথা সত্য
কিন্তু বাদসাহ দিগের প্রতি মূর্তির দ্বারা সকল বাদসাহকেই
সকল বাদসাহ জ্ঞাত আছে সে যা হউক এমনতর্য আর কখন
তুমি করিওনা এ কথা আমি এখন প্রকাশ করিবনা, তুমি
ধর্মত সত্য কর যে আমার কিয়া আমার সম্ভানের প্রতি
কাম্মন কালেও দৈরাত্য করিবনা সর্বদা বন্ধুভাবে থাকিবা
ছেকন্দর সম্মত হইয়া কিদাফার সঙ্গে এমনত সত্য করিয়া
সন্ধিপত্র করিয়া প্রণয় করিলেন । তখন কিদাফা কহিল
তুমি এইক্ষণে নিশ্চিন্ত রূপে থাক; পরে খাদ্য দ্রব্য আনা-
ইয়া দুইজনে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন তৎপরে কিদাফা
ছেকন্দরের নিমিত্ত নানা বিধ দ্রব্য ও বস্ত্র রত্নাদি উপঢৌ
কন এবং দতকে পরিতোষিক স্বরূপ অনেক ধন বস্ত্র দিয়া
বিদায় করিলেন । ছেকন্দর তথা হইতে যাত্রা করিয়া কএক
দিন পরে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সে স্থানে
কেবল কথক গুলিন তপস্বী ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহার ছেক

ন্দরের আগমন শুনিয়া এক ব্যাক্তকে দূতস্বরূপ পাঠাইলেন
 আর এই পত্র লিখিলেন যে এখানে কেহ রাজা কিম্বা ধনি
 ব্যক্তি নাই আমরা কথক গুলিন ব্যাক্ত ফলমূলাদি তক্ষণ
 করিয়া ঈশ্বরের ভজনা পূর্বক কাল যাপন করিতেছি আমার
 দিগের অন্যধন নাই কেবল পরমেশ্বরের নাম মাত্র । ছেক
 ন্দর এই পত্র পাইয়া এব° যে দূত আসিয়াছিল তাহার আ-
 কার একারও পরিচ্ছেদ দেখিয়া অবাক হইলেন, এ দূত কহিল
 আপনি যদি ধন ও রাজ্য লোভে এখানে আসিয়া থাকেন সে
 ভ্রম হইয়াছে, আর এখানে যদি বাস কর তবে কেবল ফল
 মূল আহাৰ করিতে হইবে অন্য দূব্য এখানে অপ্রাপ্তি । ছে
 কন্দর দূতদ্বারা এইসকল শুনিয়া আপনিও কএকজন পণ্ডিত
 সঙ্গে লইয়া ঐ দূতের সঙ্গে বার্মণ দিগের নিকট গিয়া
 দেখিল যে স্থানে পর্বতের গুহার মধ্যে কথকগুলিন বাস
 তাহারা সকলেই প্রায় উলঙ্গ কেবল কৌপীন মাত্র; ছেকন্দর
 জিজ্ঞাসা করিল আপনকার দিগের পরিধান বস্ত্রের ছান
 দেখিতেছি আহাৰের কি বেবস্থা হয়? তাহারা কহিল আমার
 দিগের আহাৰ ও নিদ্রার কোন যত্ন নাই আহাৰ ফলমূল;
 সয্যে পৃথিবী; আচ্ছাদন আকাশ, ধন সহিত কেহ জন্মেনাই
 এব° ধন লইয়া কেহ জাইবেক না । ছেকন্দর কহিল পৃথি
 বীতে যে জীব বস্তুমান আছে ও জাহাগতো হইয়াছে তাহার
 কোন অংশ অধিক? বার্মনেরা উত্তর করিল অনিহ্য বস্তুর
 নিহৃত্য হয়না; যে সকল জীব মরিয়াছে তাহা লয় হইয়াছে
 আর যে আছে ও হইবে এ সকলি লয় হইবে । ছেকন্দর
 কহিল পৃথিবীর মধ্যে মৃত্যিকার অংশ অধিক কি জলের অংশ

বার্মানেরা কহিল নুন্যতম নাই উভয়ে উভয়কে রক্ষা করি।
 ছেকন্দর কহিল পাপাত্মা কে? বার্মান কহিল সকল জীবেরই
 পাপাত্মা কারণ পাপের মূললোভ, অতএব লোভ রহিত জীব
 হয় না তবে ইহার প্রভেদ অধিক আর অল্প আর যে অধিক
 শুখ ও ধন লোভি সেইপাপাত্মা আরদুখি; যে পরমার্থলোভি
 অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম আকর্ষি সেইশুখি, এই প্রকার অনেক
 কথন কখন হইলে ছেকন্দর তুষ্ট হইয়াকহিল তোমারদিগের
 বাঞ্ছা যাহা থাকে তাহা আমাকে বন তাহা অর্থ কিয়। না-
 মাথ জাহাতে হয় আনি করিব। বার্মান কহিল আপনি
 পৃথিবীর রাজ্য হইয়াছ আমারদিগের জ্বরামৃত্যু না হয়
 এমনত কর? ছেকন্দর কহিল জন্ম মন্দের অর্থ স্বকারে জ্বর।
 ম কারে মৃত্যু অতএব জ্বরামৃত্যু এই দুই মন্দের আদি অস্তর
 একত্র করিয়া জন্মমৃত্যু হইয়াছে ইহারপ্রথমজ্বর। সেম মৃত্যু জে
 জন্ম গৃহণ করিবে তাহার অবস্য মৃত্যুহইবে; জ্বরামৃত্যু হইতে
 কেহ মুক্ত হয় নাই ও হইবেন। বার্মান কহিল তবে আপনি
 যুদ্ধ পরিশ্রম করিয়া অনেক জীবকে নষ্ট করিয়া বিষয় কেন
 গৃহণ করিতেছ তোমার ও মৃত্যু হইলে এসকল সম্পদ অন্য
 গৃহণ করিবে, তোমারপরিশ্রম বৃথাহইবে। ছেকন্দর অনেক
 ধন বার্মান গণকে প্রদান করিয়া বিদায় হইলেন বার্মানেরা
 তাহ গৃহণ করিলনা; পরে ছেকন্দর তথাহইতে গমন করিয়া
 কয়েক দিন পরে এক সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হইয়া অনেক
 মনুষ্যের বসতি দেখিলেন কিন্তু তাহার দিগের ত্রি ও পরুষের
 ঐক প্রকারই বস্ত্র পরিধান এবং তাহার দিগের ভাসাও কিছু
 বোধ গম্য হইলনা তাহার দিগের আহার কেবল সমুদ্রের

মনুষ্য মাত্র; কারণে কাল বিলম্বে সেই সমুদ্র হইতে পীতবস্ত্র
 পরিত্যক্ত এক বস্ত্র প্রকাশ হইল, ছেকন্দর তাহা দেখিয়া
 কহিল একখান নৌকা আনয়ন কর আমি এ পরিত্যক্ত দেখিত
 জাইব, পাণ্ডিত ও হকিমেরা কহিল এই নিম্নলিখিত জল মাত্র ছিল
 কি আশ্চর্য জলের মধ্য হইতে অকস্মাত এই পদ্মত দৃষ্ট হই
 তেছে অতএব আমার দিগের বোধ হয় এ পরিত্যক্ত নহে কোন
 বৃহৎ জলচর হইবেক ইহার নিকটে জাওয়া অকস্মাত। পরন্তু
 কয়েকজন সাধারণ লোক এক নৌকাযোগে যখন তাহার
 নিকটে গিয়া দেখিল যে সে এক বৃহৎ মনুষ্যাকার কোন জল
 চর মনুষ্য দেখিয়া জল মধ্যে প্ৰবেশ করিল তাহার বেগেতে
 সেই নৌকা ও আরোহি গণেরা জলে মগ্ন হইলে তখন পাণ্ডি
 তেরা কহিল যদি আপনি গমন করিতেন তবে এ রূপ নষ্ট হই
 তেন পরে তথা হইতে কথক দূর গিয়া এক অতি শুরম্য বন
 ও সরোবর দেখিয়া সেই স্থানে সকলে আহার করিয়া শয়ন
 করিল। কিছুকাল বিলম্বে সমুদ্র হইতে এক অজাগর ও অগ্নি
 বর্ম্ম বৃহৎ এক বৃত্তিক উঠিয়া অনেক লোক নষ্ট করিল।
 তদৃষ্টে ছেকন্দর সেনাগণকে তির নিষ্ক্ষেপ করিতে আজ্ঞা
 করিলেন; সেনারা অনেক তির মারিয়া এ দুই জন্তকে নষ্ট
 করিল। তাহার পর কথক গুল। বৃহৎ শুকরও একজন্ত তাহার
 অর্ধেক গো ও অর্ধেক ব্যাঘ্রের আকার তাহারও অনেক
 মনুষ্য হত করিল; পরে তাহার দিগের পতি তির নিষ্ক্ষেপ
 করাতে কতিপয় জন্ত পূর্ণ ভাগ করিল ও কথক জল মধ্যে
 প্ৰবেশ করিলে ছেকন্দর সেই বন দক্ষ করিয়া তথা হইতে
 প্রস্থান করিলেন ॥

ছেকন্দরের নানা দেশ ভ্রমণ ॥

কয়েক দিন পরে হাবসির দেশে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে
তথাকার সকল লোক অতি কৃষ্ণবর্ণ রক্তাক্ত তাহারা ছেক
ন্দরের সেনা দেখিয়া অনেক মনুষ্য একত্র হইয়া অস্ত্র ও
শস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ছেকন্দর সেনা
দিগে ভীত বশণ করিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহারা অস্ত্র দ্বারা
অনেক হাবসিকে মারিলে তাহারা সকলেই পলাইল। ছেক
ন্দর তথা হইতে গমন করিয়া কয়েক দিন পরে একস্থানে
পৌঁছিলেন যে সেস্থানের মনুষ্য সমস্ত উলঙ্গ আর অতি দীর্ঘা
কার মৈত্য়র ন্যায় বলবান তাহারা ছেকন্দরের সেনা দেখিয়া
শস্ত্র নিষ্ক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল সেনারাও তাহাদিগকে
অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল তাহাতে তন্দিগের অনেক মরিল
তখন তাহারা তথা হইতে পলাইয়া গেল। ছেকন্দর তথা
হইতে গমন করিয়া কয়েক দিন পরে এক নগরের নিকট
উপস্থিত হইলে তথাকার লোক অনেক দ্রব্য সামাগ লইয়া
ছেকন্দরের সহিত সাক্ষাত করিলে ছেকন্দর তাহাদিগের
অনেক সমাদর করিয়া বসাইলেন; পরন্তু নগরের কিঞ্চিৎ
দূরে এক পর্বত দেখিয়া তাহাদিগকে স্তব্ধা করিলেন
এ পর্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথ আছে কি না ?
তাহারা কহিল পর্বত দিয়া গমনাগমনের পথ ছিল কিন্তু
ইদানীন্তন এই পর্বতোপরি বৃহৎ এক সর্প আদিয়া সে পথ
রুদ্ধ করিয়াছে; সেই সর্প হস্তি আদি ধরিয়া গুলন করে তাহার
মুখ হইতে অগ্নি নিগতো হয় সে যে দিবস পর্বতে কোন

আহার নাপায় সেই দিবস নগরমধ্যে আসিয়া অনেক মনুষ্য
 ও অশ্ব এবং গো বৎসাদি ধরিয়া খাইত, এনিমিত্ত্য ভাবত
 লোক পরামুস করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পাঁচটা গো ঐ
 পার্শ্বে রাখিয়া আসিতে হয় নতুবা সেই সপ নগর মধ্যে
 উপস্থিত হইয়া অনেক লোককে ধরিয়া আহার করে। ছেক
 ন্দর এই কথা শুনিয়া পাঁচটা গো আনাইয়া তাহার সমুদয়
 চৰ্গা খুলিয়া তন্মধ্যে বিষ পুরিত করিয়া যে স্থানে নগরীয়
 লোকেরা প্রত্যহ রাখিত সেই স্থানে রাখিয়া আপনি কথক
 গুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া গিয়া দেখিল যে অতি বৃহদাকার
 কৃষ্ণবস্ত্র এক অজাগর চক্ৰের ন্যায় দুইটা চক্ষু এবং রক্ত বস্ত্র
 জিহ্বা হইতে অগ্নি নিগতো হইতেছে তাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ
 দূরে আইলেন; অজাগর গো দেখিয়া সেই স্থানে আসিয়া
 ক্রমে ঐ পাঁচটা বিশাক্ত গো চৰ্চন করিয়া গিলিল, ক্রমে
 কাল পরে ঐ বিষ তাহার সরিষে প্রবেশ হইলে অতি কাতর
 হইয়া আছড় পিছাড় খাইয়া অবসন্ন হইল, তখন ছেকন্দর
 সেনাদিগে তির নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিলেন, অজাগর
 বিশেষ জ্বালায় ও তিরের জ্বালায় পাণ ত্যাগ করিল তাহা
 দেখিয়া নগরস্থ ভাবতেই ছেকন্দরকে বিস্তরপুশাংসা করিয়া
 কছিল আমরাদিগকে এমাপদ হইতে মুক্ত করিলে। ছেক
 ন্দর যেস্থান হইতে গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে আর
 এক পার্শ্বের নিকট পৌছিয়া তদুপরি উত্তিত হইয়া দেখি
 লেন যে এক স্বর্ণ নির্মিত ভক্তোশ্বর এক বৃদ্ধের শব্দ রহি
 রাছে তদুপরি কোনবস্ত্র এবং মস্তকে এক বাদসাহি তাঁক
 আর ভক্তের চারি দিগে শুবে ২ স্বর্ণ ও রক্ত রহিয়াছে; কিন্তু

ননসে'র গমনাগমন আছে এমত বোধ হইলনা। ছেকন্দর
সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলে এই সঙ্ক হইল যে তুমি অনেক
শত্রুও মিত্রকে নষ্ট করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বাদসাহ হইয়াছে
ছেকন্দর এই সঙ্ক শুনিয়া খিদেরমান হইয়া সেস্থান হইতে
গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে অতি দূরে এক নগর দৃষ্ট
করিয়া সেই স্থান গিয়া উক্ত নগরের নাম জিজ্ঞাসা করিল
নগর বাসিরা কহিল এস্থানের নাম হরুম আর নগ
রের মধ্যে পুরুষ মাত্র মাই কেবল পরম শুন্দরি যুবতী
সকল, সেই মাঠ শিবির করিয়া সেই স্থানের বাদসাহকে
এই পত্র লিখিলেন যে আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিতে আসি
য়াছি আমার সহিত সাক্ষ্যাতকর আর আমার আজ্ঞা হেলন
করিয়া যদি না আইস তবে আমি যুদ্ধ করিয়া তোমার রাজ্য
নষ্ট করিব। এই পত্র একজন বিজ্ঞ মনুষ্যকে দ্রুত করিয়া পাঠা
ইলেন। যখন ঐ দূর নগরের নিকটে পৌঁছিল তখন কথক
গুলিন জ্বিলোক নগর হইতে বাহির হইয়া দূরের নিকটে
আসিয়া পত্রের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাহার উত্তরে লিখিল যে
তুমি লিখিয়াছ তোমার আজ্ঞা হেলন করিলে যুদ্ধ করিয়া
আমার রাজ্য নষ্ট করিবা এইরূপ রাজ্যে এত যোদ্ধা জ্বিলোক
আছে তাহারা সকলে বাহির হইলে তোমার সৈন্য দ্রুত
জ্ঞান পাইবেনা, যে হেতু ইহারা সকলেই যোদ্ধা তুমি জ্বিলো-
কের সহিত যুদ্ধ করবে লজ্জা পাইবে আর যদি তুমি আমার
দিগকে পরাভব কর তাহাতে সকলে কহিবে জ্বিলোককে
জয় করিয়াছেন সে অতি গুরুতর লজ্জার বিষয় আর যদি

তুমি পরাক্রম হও তবে সে লজ্জার কথা লিখিয়া কি জানাইব
 অতএব যদি আপনি প্রণয় কর তবে আমরা গিয়া তোমার
 সহিত সাক্ষাত করি। এক চন্দ্রবা ত্রিলোকের হস্তে এইরূপ
 লিখিত পত্র দিয়া দসসহস্র যুবতীসেনা সঙ্গে দিয়া দূত স্বরূপ
 পাঠাইল, যখন সে আইল ছেকদর তাহাকে জথেষ্ট সমাদর
 করিয়া আপনার নিকট বসাইয়া লিপি জ্ঞাত হইয়া কহিলেন
 আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছি তোমার দিগের সহিত যুদ্ধ
 করিতে আসিনাই, যে কেহ আমার সঙ্গে প্রণয় না করিয়া
 যুদ্ধাআকাশী হয় তাহার সহিত শুচরাং যুদ্ধ কবিত্তে হয়।
 আমার বাঞ্ছা তোমার দিগের নগর ও বাদসাহকে দেখিব
 তদভিন্ন আমি হইতে তোমার দিগের কোন ক্ষতি হইবেনা
 দূত এই কথা শুনিয়া ছেকন্দরের স্থানে বিদায় হইয়া আপন
 বাদসাহকে সমস্ত জ্ঞাত করিল; পরে বাদসাহ পণ্ডিত ও নস্ত্রি
 গণের সহিত পরামর্শ করিলে তাহারা কহিল যদি আসিতে
 নিষেধ কর তবে তাহার সঙ্গে অনেক সেনা আছে বল প্রকাশ
 করিয়া আসিবে তুমি তাহা রক্ষা করিতে গেলে যুদ্ধ হইবে
 অতএব তাহাকে আসিতে অনুমতি কর ইহাতে ক্ষেতি নাই
 তদন্তর সেই দূত দ্বারা ছেকন্দরকে আসিতে কহিয়া পাঠাই-
 লেন, দূত আসিয়া ছেকন্দরকে জাহ্নতে কহিলে ছেকন্দর ঐ
 দূতের সঙ্গে সৈন্যে চলিলেন, দুইদিবসের পর এক পর্বতের
 নিকট পৌঁছিয়া বরকে সকলে কেশযুক্ত হইলেন কিন্তু দুই
 দিবসের মধ্যে বরফ ছিল; তৎপরে এক লোকালয়ে উপস্থিত
 হইয়া দেখিলেন যে তথাকার মনুষ্য অতি বিকটাকার কৃষ্ণ
 বস্ত্র, তাহারা কহিল আমার দিগের দেশে কখন অন্য দেশের

লোক আসিতে দেখিনাই। সেখান হইতে কয়েক দিন পরে
 ত্রিলোক দিগের রাজ ধানিতে পৌঁছিলেন ছেকন্দর সেই
 ত্রি বাদসাহর সহিত সাক্ষ্যাত হইলে অনেক সমাদর পূর্বক
 আপন ভক্তে বসাইয়া রত্নাদি অনেক উপভৌকন প্রদান
 করিলেন। পর দিবস ছেকন্দর সেই নগর সমুদয় দেখিয়া
 ত্রি বাদসাহকে কহিলেন তোমার দেশে সকলি ত্রিলোক
 এখানে সম্ভান উপভুক্তি কি প্রকারে হয়? সে কহিল এই
 দেশে এক স্বেত বর্ণ জলময় পুষ্করনী আছে যাহার সম্ভানের
 বাঞ্ছা হয় সে ঐ পুষ্করনীতে স্নান করিয়া সেই জল পান
 করে তাহাতেই তাহার গন্তব্য হয়; কিন্তু পুত্র হইলে নগরের
 বাহিরে যে স্থানে আপনি প্রথম আসিয়াছিলেন সেই স্থানে
 পুষ্করী বাস করে সেই স্থানে বালক রাখিয়া আইসে এব-
 কন্যা হইলে এই নগর মধ্যে আনাগুন করে। ইহা ছেকন্দর
 শুনিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; কয়েক দিবস তথায়
 থাকিয়া ও দেখিয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক দিবস
 পরে আর এক দেশে পৌঁছিলেন, তথাকার মনুষ্য অতি দিচ্চা-
 কার ও বলবান তাহার দিগের কেশ রক্ত রঙ্গ কাহার বা
 পিতবর্জ্য তাহার দিগের কয়েক জন ছেকন্দরের সহিত
 সাক্ষ্যাত করিয়া অনেক দব্য উপভৌকন দিল; ছেকন্দর
 তাহার দিগকে সমাদর করিয়া নিকটে বসাইলেন তখন এক
 বৃদ্ধ কহিল এই নগরের প্রান্তভাগে এক পুষ্করী আছে তাহার
 জল এ পর্য্যন্ত কেহ পান করে নাই, তাহাতে এক আশ্চর্য্য
 এই যে শুষ্ক উদয় হইয়া সন্দের সময় সেই পুষ্করী মধ্যে
 পতিয়া অদর্শ ন হন তাহাতে অন্ধকার হয়, আর ঐ পুষ্ক

রণীর পারে সর্বদা ঘোর অন্ধকার এপ্রযুক্ত কেহ কখন গমন করে নাই; কিন্তু পূর্বাপর এই জনশ্রুতি দ্বারা শ্রুত আছি যে ঐ পক্ষরণীর পারে অন্ধকারের মধ্যে কতক দিন গমন করিলে পরে আর এক পক্ষরণী আছে তাহার নাম অমৃত জগু তাহার জল পান করিলে অজুর মর হয় আর ঐ জলে স্নান করিলে সরির নিষ্পাপি হয়, ছেকন্দর এই কথা শুনিয়া অমৃত জগু দশ দিনের বাঞ্ছিত হইলেন ॥

ছেকন্দরের অমৃত জগু দশ দিনে গমন।

ছেকন্দর ঐনগরে সমস্ত সেনা ও দ্রব্যাদি রাখিয়া দুই সহস্র লোক ও চল্লিশ দিবসের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া ঐ স্থান হইতে অমৃত কুণ্ড দরসনাধি হইয়া যাত্রা করিলেন খেজর নামক একজন সর্দারে পথ প্রদশেকরূপে চলিল, আর ২ লোক তাহার পশ্চাতে তাহার সঙ্গ অনুসারে চলিল ছেকন্দরের নিকটে দুইখান মানিক রত্নমত উজ্জ্বল ছিল যে অন্ধকারে রাখিলে দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতি হইত তাহারি একখান আপনার নিকটে রাখিলেন; আর একখান খেজরকে দিয়া কহিলেন তুমি এইমানিকহস্তে করি। অগুসর হুওইহারি জ্যোতিতে তুমি অনেক দূর পয্যন্ত দেখিতে পাইবা এবং তোমার পশ্চাত্ যাছারা যাইতেছে তাহার ও ঐ আলোক দেখিয়া জাইবেক ঐ অন্ধকারের মধ্যে। দুইদিবা রাত্রির পর তৃতীয় দিবসে খেজর এক দুই মুখ পথের নিকটে উপস্থিত হইয়া খেজর জে পথে চলিল আর ২ সকলকে সেই পথে আনিতে ডাকিলে তাছারা খেজরের সঙ্গ শুনিতে নাপাইয়া

এ দুই মুখ পথের অন্য পথে গমন করিল, খেজর যে পথে গমন করিয়া ছিল কিছু দূর গিয়া অমৃত জলের তীরে পৌঁছিয়া সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া ও জলপান করিয়া ছেকন্দরের অনুসন্ধান করিতে পুনর্বার সেই দুই মুখ পথে গেল। ছেকন্দর যে পথে গমন করিয়াছিলেন কথক দূর গিয়া অন্ধকার ত্যাগ করিয়া আলোকময় স্থানে আসিয়া কিঞ্চিদূরে এক উঁচু পর্বত দেখিয়া তম্বিকটবর্তি হইলে পর্বতের উপর এক বৃক্ষেতে অনেক গুলীন সবুজবর্ণের পক্ষিবাসিয়া রোমি ভাষায় কথোপকথন করিতেছে, ক্রমে ছেকন্দর ঐ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলে ঐ পক্ষিগণ রোমি ভাষায় কহিল অহে ছেকন্দর তুমি সমস্ত পৃথিবী গৃহণ করিয়াছ আর কি অনুসন্ধান করিতেছ আর কি প্রয়াস আছে আপনি একাকি এই পর্বতের উপরে গিয়া কি আছে তাহা দেখ? ছেকন্দর পক্ষির বাক্য শুনিয়া একাকি পদবৃজে ঐ শিখরোপরি উঠিয়া দেখিলেন যে ছরাফিল নামক ঈশ্বরের এক প্রধান দূত এক শিক্ষা হস্তে ধরিয়া মুখে মণ্ডলণ করিয়া বারুতে মুখ পুষ্টিত করিয়া এই মানসে রোদন করিতেছে যে ঈশ্বর কোন ক্ষণে ক্ষতি নাশ করিতে আজ্ঞা করিবেন; যদি আমার শিক্ষার ফুক দিতে বিলম্ব হয় তবেই ঈশ্বরের সম্মিথানে সাপবাধি হইব। ছেকন্দর তাহার নিকটে পৌঁছিলে বজ্রের ন্যায় শব্দে এই বাক্য ছেকন্দরের ক্ষতি গোচর হইল, ওরে ঈশ্বরের দাস ? তুই এ পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়া ছিল তোর কাছে এই শিক্ষার সদ্য এক দিন যাইবে আর তাজ তক্তের লোভে কেন পারিত্রাস করিতেছিস পারিত্রিকের পথের সম্বল কর। ছেক

নন্দর কহিল আমার প্রাণলব্ধ এ জন্মে কেবল ভ্রমণ লিখিয়া
 ছেন ইহা কহিয়া সেইখানে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া রোদন
 করিতে আসিয়া দেখেন পুনরায় খেজর আসিয়াছে; তা-
 হার সঙ্গে পুনরায় অন্ধকারের মধ্যে চলিয়া কথক দূর গমন
 করিলেন পশ্চত হইতে এই শব্দ হইল যে কেহ এই পন্থেতের
 প্রস্তুত নহিবে সে লজ্জিত হইবে যে না লইবে সেও লজ্জিত
 হইবে; সকল লোক এই শব্দ শুনিয়া পরস্পরকহিল এ প্রস্তুত
 লওয়া ও না লওয়া তুল্য লজ্জিত হইতে হইবেক। এ
 অন্ধকার হইতে প্রাণ লইয়া জাওয়াই দুষ্কর পাথরের বোঝা
 বহনের আবির্ভাব কি আছে; কেহ কহিল কিঞ্চিৎ লইয়া
 দেখা কহব্য। এই রূপ কেহ অধিক কেহ বা অল্প লইল
 কেহ লইলনা; পরে তথা হইতে কথক দূর গিয়া অমৃতকুণ্ড
 নাপাইয়া পুনরায় আলোকে পৌঁছিলেন। তখন হকিমেরা
 সেই প্রস্তুত দেখিয়া কহিলেন ইহার নাম একাকুত সবজ
 অথবা পান্না; ইহা শুনিয়া সকলে খিদ্যমান হইল, ছেক
 নন্দর সেইস্থানে থাকিয়া বিশ্রাম করিয়া তথা হইতে যাত্রা
 করিয়া কথক দূর গিয়া এক নগর দর্শন করত সেইস্থানে
 গমন করিলেন; তথাকার লোকেরা সৈন্যের কোলাহল শু-
 নিয়া দেখিতে আইলে ছেকনন্দর তাহারদিগকে নিকটে আনা
 ইয়া সমাদর পূর্বক কহিলেন এ কোন দেশ এখানকার বাদ
 সাহ কে? তাহার কহিল এদেশের নাম বাখ্তর এখনে বাদ
 সাহ কিয় রাজা কেহ নাই, আমরা কথক গুলন সামান্য
 লোক এই দেশে বাস করি আমার দিগের এক উৎপাত উপ-
 স্থিত হইয়াছে, আপনি বাদনাহ আমাদিগকে সেই জাপদ

হইতে রক্ষা কর নতবা। আমরা সকলে এ দেশে ত্যাগ করিয়া
 আপনার সঙ্গে জাইব; ছেকন্দর কহিল কি আপদ গুলু
 তোমরা হইয়াছ? তাহার কহিল আমার দিগের দেশে এয়া-
 জুজ মাজুজ নামক এক প্রকার দৈত্যর উৎপাত হইয়াছে।
 ছেকন্দর কহিল তাহার দিগের আকার প্রকার আহা কি
 কি প্রকার তাহা বল আর কি উৎপাত করে? তাহার কহিল
 আমার দিগের দেশের প্রান্তভাগে এক পর্বত আছে সেই
 পর্বতে এয়াজুজ মাজুজ নামে দৈত্য সকল বাস করে; শীত
 কালে ঐ পর্বতে থাকে শীতান্তে এদেশে আসিতে আরম্ভ হয়
 তাহার দিগের আকার ও খাদ্যের বিষয় কহি শ্রবণ কর;
 তাহার দিগের আকার মুখ ঘোটকের ন্যায়, চক্ষুর ভবন্ত
 জিহ্বা কৃষ্ণ বস্ম, দন্ত শুকরের মত, আর শৃকরের ন্যায় লোম
 সর্ষাপ; কণে অতি দীর্ঘ তাহার এক কণ পাতিয়া সয়ন করে
 এক কণ গাত্রে আচ্ছাদন করে এবং শুকরের ন্যায় দমবারটা
 কাহারো অধিক সাবক একেবারেই জর্জো; কখন দুই পায়
 কখন চারি পায় চলে; যখন পাঁচ মাতটা একত্র হইয়া চিৎ
 কার করে অখন বজ্রাঘাতের অপেক্ষা অধিক শব্দ বোধ হয়
 আর আহা হ গো মহিমচাগ ইত্যাদি এবং সমস্ত মাত্র সকলি
 আহা করে মনুষ্যকে প্রায় আহা করে না কদাচিত কখন
 তাহার দিগের নিকট আসিয়া জাইতে পারি না। শীতকালে
 অতি কৃষ্ণ ও দুঃখল হয় এপ্রযুক্ত এস্থান হইতে পর্বতোপরি
 বাস করে; এ দেশে কেহ প্রধান বাদসাহ নাই আর অন্য
 কোন বাদসাহ কখন আইসে নাই যদি আপনি অনুগ্রহ করি
 য়া আমার দিগের এ আপদ হইতে রক্ষা না কর তবে আমার

দিগেকে সঙ্গে লইয়া চল। ছেদন্দর ইহা শুনিয়া ইকিম দিগকে কহিলেন তোমরা সকলে পরামুসে করিয়া জাহাতে, এআপদ হইতে এদেশ রক্ষা পায় তাহার উপায় স্থির কর। ইকিমেরা অনেক বিবচনা করিয়া কহিলেন সপ্ত খাত্ত অর্থাৎ লোহা, তাম্বা; রাসা; সিনা; দস্তা প্রভৃতি একত্র গলাইয়ানগর বাহিরে তাহার দিগের গমনা গমনের পথে এক প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করিলে তাহা ভগ্ন করিয়া আসিতে পারিবেন। ছেকন্দর ইহা শুনিয়া তখাকার মনুস্যদিগকে কহিলেন যে ধন ব্যায় যত হইবে তাহা আমি করিব তোমরা আমার সঙ্গে থাকিয়া পরিশ্রম কর; পরে ছেকন্দর নানা দেশে লোক পাঠাইয়া কর্মকার কাঁসারি প্রভৃতি অনেক কারিকর ও লৌহ তাম্বাইতাদি খাত্ত সকল আনাইয়া এয়াজুজমাজুজ যে পর্বতে থাকিত তাহার চতুর্দিগ বেষ্টিত করিয়া পাচশত গজ উচ্চ এক শত গজ প্রস্থ সপ্ত খাত্তর প্রাচীর দুই বৎসরে সমাপ্ত করিয়া তখা হইতে যাত্রা করিয়া একমাস ভ্রমণানন্তর এক পর্বতের নিকট পৌঁছিলেন তখায় আসিয়া দেখিলেন ঐ পর্বতোপরি এক ফিরোজার শৃঙ্গ তাহার উপরি ভাগে এক জরদ এয়াকু তের এক অট্টালিকা (অর্থাৎ পোকরাগের বাড়ি) তাহার উপর উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে সেই বাড়ির সকল গৃহে রেল ওয়ারি লণ্টন ঐ বাড়ির মধ্যে এক পুষ্করনী সেই পুষ্করনীর ধারে স্বর্ণ নির্ম্মিত তক্তার উপর কপূরের শয্যায় এক পুরুষ নিদ্রিত আছে; তাহার সম্মুখে এক শুষ্ক বস্ত্র আচ্ছাদিত তাহার সম্মুখের মনুস্যর ন্যায় মুখ শুকরের স্তল্য তাহার নিকট এক মানিক আছে তাহার জোতিতে সেই বাড়ি দিবা রাত্রি উলঙ্ক

রহিয়াছে। ছেকন্দর এই সকল আশ্চর্য্য দৃষ্টি করিতেছে
 এমত সময়ে এই শব্দ হইল; তুমি পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য্য
 দরশন করিলে এমত আর কেহু দেখেনাই, তুমি এস্থানহইতে
 প্রস্থান কর তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে। ছেকন্দর এই
 শব্দ শুনিয়া সে স্থান হইতে নিম্নে আসিয়া হকিম ও পণ্ডিত
 দিগের ঐ পুরুষের ও বাটীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।
 তাহারা কহিল আমরা গুহাদি দ্বারা জ্ঞাত আছি, পূর্বেকোন
 কালে কেন্য়ান্ দেশে সদ্দাদ নামক একজন অতি প্রধান
 বাদসাহ সে এক বৈকুণ্ঠ নির্মাণ করিয়াছিল যখন সে ঐ
 বৈকুণ্ঠ দেখিতে আসিয়া দ্বারের মধ্যে এক পদ আর এক
 পদ বাহিরে ছিল সেই সময় তাহার মৃত্যু হইল। সদ্দাদ
 জীবদ্দশায় লোককে কহিয়াছিল যে আনাকে সকলে
 ঈশ্বর কহিবা, তাহার মৃত্যু হইলে পর সেই পাপে শূকরের
 ন্যায় মুখ হইল। তাহাকে সম্মতক্বে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া
 রাখিয়াছে তাহার মৃত্যু সন্নিহিত একপ চিরকাল থাকি
 বে কখন নষ্ট হবেনা; ছেকন্দর ইহা শুনিয়া সেস্থান হইতে
 গমন করিয়া কয়েক দিবস পরে এক নগর ও লোকানয়
 দেখিয়া সেস্থানে আইলেন তাহারাও বাদসাহকে দেখিতে
 আইল; বাদসাহ তাহারদিগের নিকট ডাকিয়া সমাদর করি
 লেন তাহারা কহিল আমারদিগের দেশে এক জোড়া বস্ত্র
 বৃক্ষ আছে যেমন দুই মনুষ্য উভয়ে উভয়ের গলদেশে হস্তা-
 পর্ণ করিয়া দাড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার দিগের মস্তকোপরি
 মাথা পল্লাবাদি আছে তাহার একটা পুরুষ একটা স্ত্রী

তাহার দিগের কোন প্রস্তু করিলে তাহারা থাहा হইবে তাহাঁ
ই উত্তর করে; পুরুষাকার বৃক্ষ দিবসে উত্তর করে আর স্ত্রী
আকার বৃক্ষ রাত্রিকালে উত্তর প্রদান করে ছেকন্দর কহিল
সে বৃক্ষ কোথায় আর কি রূপ বাক্য কহে আমি দেখিতে ও
শুনিতে বাঞ্ছা করি? সে কহিল এ বৃক্ষের বাক্য এখান
কার পণ্ডিত দিগের মধ্যে কেহ ২ বুঝিতে পারে সবলে
বুঝিতে পারেনা, বাদসাহ কহিলেন যে পণ্ডিত বৃক্ষের বাক্য
বুঝিতে পারে তাহাকে আনাইয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই
বৃক্ষের নিকট চল; তাহারা একজন পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া
ছেকন্দরকে সেই বৃক্ষের নিকট লইয়া গেল, ছেকন্দর সেই
বৃক্ষের সম্মুখে দাড়াইবা মাত্র বৃক্ষের শাখা পল্লব হইতে এক
শব্দ হইল। ছেকন্দর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ বৃক্ষ
কি কহিতেছে? পণ্ডিত কহিল বৃক্ষ কহিলেন এই যে আপ
নার নাম ছেকন্দর বাদসাহ এ ব্যক্তি প্রায় সমস্ত পৃথিবী
ভ্রমণ পূর্বক অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া পৃথি পাত হইয়াছে
এবং অনেক আশ্রমে সন্দর্ভন করিয়াছে আর চতুদশ বৎ
সর পরে লোকান্তর গমন করিবেক। ছেকন্দর বৃক্ষকে
জিজ্ঞাসা করিলেন এই চতুদশ বৎসর মধ্যে আপন জন্মভূমি
রোম দেশে পৌছিতে পারিবো কি না? বৃক্ষ কহিল ভূমি
রোম দেশে পৌছিতে পারিবা না। ছেকন্দর পুনরায় জি
জ্ঞাসা করিলেন আমার মাতা ও পরিবার এবং অন্তরঙ্গ দি
গের সহিত সাক্ষ্যাত হইবে কি না? বৃক্ষ কহিল তোমার
মাতা কি পরিবার কি আত্মীয় কাহার সহিত সাক্ষ্যাত হই
বেনা; রোমের নিকট কেছান নামে এক নগর আছে সেই

নগরে তোমার মৃত্যু হইবেক। পরে ছেকন্দর তথা হইতে
 যাত্রা করিয়া অনেক পাহাড় পার্বত্য বন উপবন নদ নদী
 পয্যাটন উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিষ দিন পরে চিন দেশীয় সমু-
 দেুর ধারে পৌছিলেন, সেই স্থানে থাকিয়া আপনার সঙ্গে
 যে সর্কোপরি প্রধান ছিল তাহাকে সমস্ত কর্মের ভার পিণ
 করিয়া এক পত্র লইয়া আপন দূত হইয়া চিন দেশের বাদ
 সাহ ফগফুরের নিকট গমন করিলেন। চিনের বাদসাহ
 ছেকন্দরের দূতের আগমন শুনিয়া আপনার সভাসত প-
 শিত কয়েক জনকে কথক গুলিন লোক সঙ্গে দিয়া অগসর
 পাঠাইলেন যখন দূত তাহার দিগের সঙ্গে চিনের বাদসাহ
 র নিকট পৌছিলে তখন চিনের বাদসাহ অনেক সমাদর
 পূর্বক আলিঙ্গন করিয়া আপন নিকটে এক স্বস্ত্রময় সিংহ
 সনে বসাইলেন আর আপনার একবাটিতে বাসাদিয়া নানা
 বিধ খাদ্য দ্রব্য পাটাইয়া সে দিবস বিদায় করিলেন, পর
 দিবস প্রাতে ফগফুর চিন ছেকন্দরের দূতকে ডাকিতে
 আজ্ঞা করিলেন। দূত আসিয়া রিতো মহা ছেলাম করিয়া
 ছেকন্দরের পত্র দিয়া আর বাচনিক যাহা কহিবান তাহা
 কহিলেন, চিনের বাদসাহ পত্র পাঠ করিতে আপন মুনসি
 কে আজ্ঞা করিলেন, মুনসি পত্র খুলিয়া পাঠ করিল যে
 দৈবের অনুগ্রহে পৃথিবীতে ছেকন্দর বাদসাহ ফগফুর
 চিনকে লিখিতেছেন, আমার আজ্ঞায় তোমার অধিন দেশ
 সকল সর্বদা আবাদ করিবা, আর আমার সহিত আগিয়া
 সাক্ষ্যাত করিবা আর যদি আমার এ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া
 বর্কের মানস কর তব দার প্রভৃতি অনেক বাদসাহ আমার

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নষ্ট হইয়াছে তাহা শুনিয়াছ, এবং উদয়া-
চলঅবধি অস্তাচলপর্য্যন্ত যত বাদসাহ আছে সকলেই আমার
অধীন ও আজ্ঞা বহু তুমি ও সেই নিতীমত থাকিবা তবে
তোমাকে এখানকার অধিপতি করিয়া আমি অন্য দেশে
গমন করিব; পরন্তু দুর্ব্বলি প্রযুক্ত যদি যুদ্ধ কর তবে আপনার
প্রাণ ও রাজ্য এবং সেনা সকলই নষ্ট করিবা। ফগফুর
এই পত্র শুনিয়া রাগত হইয়া ক্ষণকাল নিরব থাকিয়া পরে
হাস্য করিয়া দূতকে কহিল তোমার বাদসাহর ইশ্বর বন্ধু নহে
দূত কহিল হে চিনের প্রধান! ছেবন্দর তুল্য পুরুষের
বলে, বুদ্ধিতে, বিদ্যাতে, দানে, মানে, সাহসে, এবং দস্যতে
পৃথিবী মধ্যে আর কে আছে। ফগফুর চিন এই কথা
শুনিয়া আর কোন উত্তর না করিয়া খাদ্য দ্রব্য ও মদিরা
আনিয়া দূতকে লইয়া একত্রে আহার করিয়া মদ্যপান করি
তে২ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল তখন ফগফুর চিন কহিল
কল্য পত্রের উত্তর দিব অদ্য আপনি বাশায় বিশ্রাম করণ।
দূত বিদায় হইয়া আপন বাসায় আইল, পর দিবস প্রাতে
ফগফুর দূতকে ডাকিয়া আপন নিকট বসাইয়া পত্রের এই
উত্তর লিখিলেন যে তুমি দার। প্রভৃতি অনেক বাদসাহকে
বিনাশ করিয়াছ তাহার। তোমা হইতে দুর্ব্বল ছিল না যখন
জাহার সৌভাগ্যের উদয় হয় তখন সেই বলবান ও জয়ি হয়
তন্নিমিত্ত আমি ভিত্ত নহি আর আমার অনেক সেনা আছে
আপনার এতদ্রূপ অহঙ্কার করা উচিত নহে, দেখ ফুরেদু
জোহাক, জমষেদ আদি তোমা অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছি
লেন তাহার। সকলেই গতো হইয়াছেন, তুমি ও আমি ক্রমে

গতো হইব এই সকল বিবেচনা করিবে আর আপনি আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থে হইয়া আইসেন নাই আমি ও আপনার সহিত যুদ্ধ করিবনা উভয়ে প্রণয় করাই কর্তব্য। এই পত্র লিখিয়া আপন ধনাধ্যক্ষকে ছেকন্দরের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার দ্রব্য আনিতে আচ্ছা করিলেন। বাদসাহি রত্ন নিষ্পিত তাজ পঞ্চাস, হস্তি দণ্ডের রত্ন জড়িত তক্ত এক রত্ন অভরণ এক সহস্র উষ্টের বোঝা, জরির ও রেসমের বস্ত্র এবং মুগন, তি; কপূর, অগুরু, চন্দন, সন্ধ্যা ইত্যাদি। অনেক প্রকার রত্ন জড়িত তলওয়ার, এক সত রক্ত বর্ণের উষ্ট্র তিন সত স্বেত হস্তি; ও কতকগুলি উত্তম অশ্ব, ও দাস দানি প্রস্তুত করিয়া একজন বিজ্ঞ সতানত কে পত্র ও এসকল দ্রব্য সঙ্গে দিয়া ছেকন্দরের দূতের সহিত পাঠাইলেন। দূত চিনের বাদসাহির নিকট বিদায় হইয়া যখন সন্ধ্যার ভীরে আইল সেখানে যে সকল লোক ছিল তাহারা বাদসাহিকে দেখিয়া রিতি মত সম্বোধন পূর্বক ছেলাম করিল, তখন চিনের বাদসাহির দূত জানিল যে ছেকন্দর আপনি দূত হইয়া গিয়াছি লেন পরে ছেকন্দর ঐ দূতকে অনেক পুরস্কার করিয়া সম্রাটর পূর্বক বিদায় করিয়া আপনি স্থল পথে গমন করিলেন কয়েক দিবসান্তরে এক নগর ও দুর্গ দৃষ্ট হইল সেই দিগে চলিলেন; তাহারা ছেকন্দরের আগমন বার্তা শুনিয়া অনেক উপঢৌকনীয় দ্রব্য লইয়া অগুসর আইল; ছেকন্দর তাহার দিগকে বহুবিধ প্রশংসা করিয়া আপন নিকট বসাইয়া সেই দেশের নাম ও কি আশ্চর্য তথ্য আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল এদেশের নাম জগুয়ান আর এদেশে

এমত কোন আশ্চর্য্য নাই যে আপনাকে দিব কিয়া দেখাইব
 তদন্তর ছেকন্দর তথা হইতে যাত্রা করিয়া সিন্ধুদেশে আ-
 সিয়া পৌছিলেন বন্ধু নামক সিন্ধু দেশের বাদসাহ সে ছেক-
 ন্দরের আগমন শুনিয়া আপন সৈন্য পথ রুদ্ধ করিল,
 ছেকন্দর ইহা শুনিয়া কহিয়া পাঠাইলেন যে আমি যুদ্ধ
 কবিত্তে আসিনাই পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, আমার
 সহিত সাক্ষাত করিয়া প্রণয় কর। বন্ধু বাদসাহ তাহা
 না শুনিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল সমস্ত দিবস যুদ্ধ করিতে তাহার
 অনেক সেনা মারা পড়িলে তদ্রূপে অবশিষ্ট সেনা লইয়া
 পলায়ন করিল। ছেকন্দর তাহার পক্ষাভাব বোধ করিয়া
 অনেক সরদারকে ধৃত করিলে তথা কার সকলে আসিয়া
 ছেকন্দরের শরণাগত হইল, ছেকন্দর আপনার একজন
 সরদারকে তথাকার বাদসাহ করিয়া সেস্থান হইতে নিম্ন
 রোজ নামকদেশে যাত্রা করিলেন নিম্নরোজর বাদসাহ
 ছেকন্দরের আগমনের সংবাদ পাইয়া আপনি আসিয়া
 ছেকন্দরের সহিত সাক্ষাত করিয়া উপটোকন প্রদান করিল
 ছেকন্দর তাহাকে সমুদ্র পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া তথায়
 আপনার রাজকর নিরূপিত করিয়া তথা হইতে এমন দেশে
 যাত্রা করিলেন। এমন দেশের বাদসাহ সংবাদ পাইয়া
 আপনি আসিয়া ছেকন্দরের সহিত সাক্ষাত করিয়া পদা-
 নত হইল; ছেকন্দর তাহার সহিত করের নিয়ম নিশ্চিত
 করিয়া তথা হইতে বাদল দেশে যাত্রা করিলেন। এক
 মাসের পর এক পর্বতের নিকট উপস্থিত হইয়া পাহাড়ের
 উপর কয়েক দিন গমন করিয়া এক অতি বৃহৎ নদী সমুদ্রে

ন্যায় দেখিয়া সেইখানে সেনারা অনেক পশু পক্ষ সিকার
করিল কথক দরেতে এক অতিসর দিঘাকার মনুষ্য দেখিয়া
একজন সেনাপাতি, তাহাকে বাদসাহর নিকটে আনিলে ছেক
ন্দর তাহার নাম ও বাটি জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল
আমার নাম দিঘ কণ আমি! জলচর মনুষ্য আমরা
এই নদী মধ্যে বাস করি এবং মৎস্যাদি আহার করি যদি
আমাকে ছাড়িয়া দেন তবে আর কয়েক জন আমারদি-
গের জলচর মনুষ্য তোমার নিকট আনি এই পক্ষতের উপ-
রি ভাগে এক বৃহৎ অট্টালিকা আছে তাহার মধ্যে আয়রা-
ছিয়াব বাদসাহর ও কয়খোছরো বাদসাহর এবং আর
অনেক বাদসাহ ও সরদারের প্রতিমূর্তি আছে, এতৎ শ্রবণে
তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন অনেক কাল বিলম্বে দিঘ কণ আর
কয়েক জন স্বজাতিসঙ্গে লইয়া আইলে ছেকন্দর তাহার
দিগকে সঙ্গে লইয়া পক্ষতোপরি গমন করিয়া সকল দেখিয়া
পরে কয়খোছরোর রক্ষিত অনেক ধন রত্ন সেই স্থানেছিল
তাহা লইয়া কিয়দংশ সেনাদিগকে দিলেন, যেসকল সেনারা
অমৃত কুণ্ড জাওন কালিন সেই দেশে ছাড়িয়া আসিয়াছি
লেন তাহারা সে স্থলে অনেক দিবস থাকিয়া ছেকন্দরের
কোন সমাচার এবং অন্বেষণ নাপাইয়া সে স্থান তহিতে
স্বদেশে আসিতেছিল তাহারা ও ঐ স্থানে আসিয়া মিসিড
হইল, তাহারদের সঙ্গে ছেকন্দরের অনেক ধন রত্ন ছিল এবং
আর দেশে অনেক পাইয়াছিলেন আরপাহাড়ার উপর
অনেক ধন ছিল সকল ধন লইতে নাপারিয়া বাবল দেশের
পর্বতে রাখিয়া কহিলেন, বক্তা বৃক্ষ আমার আয়ু চণ্ডদংশ

৬৭সর আছে কহিয়াছিল তাহার ত্রয়োদশ বৎসর গতো
 ইহা আছে, অধুনা যে এক বৎসর বাকি আছে ইহার মধ্যে
 সমস্ত পৃথিবীর নিয়ম নিদিষ্ট করিব ইহা কহিয়া আপন
 প্রধান ঊজ্জর আরস্তা তালিছ জাহাকে আপন প্রতিমূর্ত্তিরূপ
 রোমের রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাকে এই প্রকার পত্র লিখি-
 লেন যে আমার শেষ কাল উপস্থিত ইহা আছে আমার সঙ্গে
 কয় বৎসর অনেক বাদসাহ জাদা আছে, ইহার দিগের মধ্যে
 একজন উপযুক্ত বুঝিয়া সমুদয় বাদসাহির ভার তাহাকে
 অর্পণ করিব তদন্তিন্য সকলের মন্তক ছেদন করিব মানস
 করিয়াছি তাহা করিলে রোমের অধিন পৃথিবীর সমস্ত দেশ
 ও বাদসাহ গণেবা কিহদিন থাকিবেক ইহাতে তোমার কি
 পরামুস ও বিবচনা হয় লিখিবা? আরস্তা তালিছ এইপত্র
 পাইয়া অতি ব্যাকুল ইহা উত্তর লিখিল যে এ অতি অনো-
 চিত কর্ম্ম যে কয়েক জন কয় বৎসরীয় বাদসাহ জাদা আপনার
 নিকট আছেন তাহারদিগের সকলকে সমান অংশ করিয়া
 দেশ বিভাগ করিয়া দেন। ছেকন্দর আরস্তা তালিছের
 এতদ্রপ পত্র পাইয়া সেইমত করিয়া সকলের নিকট ইহাতে
 প্রতিজ্ঞা পত্র লেখাইয়া লইলেন; যে জে কেহ কাহার উপর
 অন্যায় করিবনা তাহার দিগের নামমনুক তত্ত্বাএক রাখি-
 লেন ৫ অর্থাৎ কয় গোষ্ঠীয় সাহজাদা ১ যে দিবস ছেকন্দর
 পর্ত্ত ইহাতে বাবল দেশে আইলেন সেইরাতে ঐ দেশ
 বাসিনী একত্ৰী একঅপূর্ণ বালক পুসবহইল, তাহার সর্ভাঙ্গ
 সমুদয়কৃতি মুখ ব্যাঘের ন্যায় পশুবৎ পদদ্বয় এবং পৃষ্ঠ
 ছিল ভূমিষ্ট ইহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে প্রাণ ত্যাগ করিল অতি

আশ্চর্য্য বালক দেখিয়া তাহারা ঐ মৃত বালককে ছেকন্দর বাদসাহকে দেখাইতে আনিল, বাদসাহ দেখিয়া ঐ মৃত বালককে গোরদিতে আজ্ঞা করিয়া জ্যোতিষ বেত্তা ও পাণ্ডিত্য গণকে কহিলেন এই আশ্চর্য্য বালক হইয়াছিল ইহার শুভা শুভ ফল কি তাহা বিচার করিয়া আমাকে কহ? তাহারা অনেক গণনা ও বিচার করিয়া অতি দখিত হইয়া নিরব থাকিলে ছেকন্দরক্রোধাসক্ত হইয়া কহিলেন তোমরা বিচার করিয়া শুভাশুভ যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বল নতবা অতি সিন্ধ তোমার দিগের সির ছেদন করিব; তাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া কহিল আপনি সিংহ রাসিতে পৃথিবী মধ্যে জন্ম গৃহণ করিয়াছিলেন সেই সিংহ রাসি পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্ম গৃহণ করিয়া লোকান্তর হইয়াছেন তাহা আপনাকে দেখাইয়া গেলেন, ইহার ফল আপনি আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেননা, ছেকন্দর কহিল আমি অধিক দিন থাকিবনা তাহা বক্তা বৃক্ষ হইতে বহুদিন শুনিয়াছি তাহার অনেক দিন গত হইয়ছে অতি অল্প কাল বাকি আছে তজন্য আমি ভাবিত ও খেদিত নহি ॥

ছেকন্দর বাদসাহর মৃত্যু ॥

পরে সেই রাত্রে ছেকন্দর বাবল নগরে পিণ্ডিত হইয়া আশ্রমমাতাকে এক পত্র এই প্রকার লিখিলেন হে মাতা? আমার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তুমি তাপিত ও শোকাকুলী হইবানা, ঐ মৃত্যু নতুন নহে যত জীব পৃথিবীতে জন্ম গৃহণ

করিয়াছে সকলেই মরিবেক; আর আমার সকল রাজ্য বাদ
 সাহ দিগকে অংশ করিয়া দিলাম ইহার। সকলে তোমার
 অধিন সর্বদা থাকিবেক, পরন্তু আপনি প্রতি বৎসর লক্ষ
 টাকা দুখিদিগকে দান করিবেন; আমার স্ত্রী রোসনক গন্ত
 বতী আছে যদি ইহার পুত্র হয় তবে সেই রোমের বাদসাহ
 হইবে, আর যদি কন্যা হয় তবে কয় বংশীয় কোন উপযুক্ত
 পাত্র দেখিয়া তাহার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে বাদসাহ
 করিবেন। অপিচ কিদহিন্দু বাদসাহর যে কন্যাকে আমি
 বিবাহ করিয়াছিলাম তাহাকে হিন্দুস্থানে তাহার পিতার
 নিকটে তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি ও অলঙ্কার বস্ত্র ও ধনরত্নাদি
 সহিত পাঠাইবেন, আর আমার এই প্রার্থনা যে আপনি
 আমার নির্মিত্য কদাচ কাতর হইবেননা, চিরকাল পৃথিবীতে
 কেহু থাকিবেনা অগ্নু পশ্চাৎ সকলেই নিত্যধামে জাইবেক
 আমি আপনকার নিকট বিদায় হইলান এই পত্র মোহর
 করিয়া রোম দেশে পাঠাইলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত সেনা
 গণেরা রোদন করিতে আরম্ভ করিল, ছেকন্দর কাহিলেন
 আমাকে গৃহ মধ্য হইতে মাঠে লইয়া চল আমি সকল মনুষ্য
 কে দেখিব এবং তাহারাও আমাকে দেখিবেক; ওখন তক্ত
 সহিত গৃহ হইতে বাহির করিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ কাল পরে
 ছেকন্দরের প্রাণ বায়ু স্থানে প্রস্থান করিল। তদনন্তর
 এক স্বপ্ন ময় সিন্ধুকের মধ্যে ছেকন্দরের মৃত্যুদেহ বাদসাহি
 রিতী মর্ত্যরাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া সিন্ধুক বন্দ বরত
 গোরদিবার নির্মিত্য রোমের ও ইরানের লোকেতে বিবাদ
 উপস্থিত হইল; ইরানিরা কাহিল ছেকন্দর ইরানের বাদসাহ

হইয়াছিলেন ইহাঁকে ইরানে গোর দিব । রোমের বাসিয়া
কহিল ছেকন্দরের জন্ম রোম দেশে হইয়াছিল সেইস্থানে
গোর দিব, এই মত বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া একজন বৃদ্ধ
পারসি কহিল তোমরা অকারণ কেন বিবাদ করিতেছ এখা-
ন হইতে অতিনিকট হরম নামে এক পৰ্ব্বত আছে সেঅতিসু-
রম্যস্থান সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে পৰ্ব্বতহইতে শব্দ
হইবেক সকলে শুনিতেপাইবা; অতএব এই কফনের সিদ্ধুক
সেইস্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যদি পশ্চত তাহার উত্তর
করে তবে সকলে ঐক্য হইয়া তাহা করিব নহুবা তোমার দি-
গের যাহা মত হইবে তাহা করিবা । এই কথা ধাৰ্য্য করিয়া
হরম পৰ্ব্বতের নিকটে ঐ সিদ্ধুক রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
যে ছেকন্দরের গোর কোন স্থানে দেয়া কত্তব্য ? পৰ্ব্বত
হইতে শব্দ হইল যে এছকন্দরিয়া নামক যেনগর ছেকন্দর
স্থাপিত করিয়াছে সেই স্থানে ছেকন্দরকে গোর দেও;
পরে ওখান হইতে এছকন্দরিয়াতে যখন পৌছিল তখন
ছেকন্দরের মাতা ও আরান্ত প্রভৃতি সকলে সেই স্থানে
আসিয়া অনেক রোদন করিল, পরে সকলে ঐক্য হইয়া সেই
এছকন্দরিয়া নগরে ছেকন্দরের গোর দিলেন ॥

ছেকন্দর চৌদ্দবষ রাজত্ব করিল ।

তার পর নিরবধি পৃথিবী ভুমিল ॥

সকলের সঙ্গে যুদ্ধে সে য়ি হইল ।

অনেক নগর দেশ সেই বসাইল ॥

অনেক আশ্চর্য্য পৃথিবীতে সে দেখিল ।

সমুদ্র পাহাড় বন অনেক ফিরিল ॥

ছত্রিস বৎসর তার আয়ু মধ্যে ছিল ।
 ইহার মধ্যেতে বহু কৃতি প্রকাশিল ॥
 অমৃত লইতে অন্ধকারে গিয়াছিল ।
 অল্প আয়ু কারণে দেখিতে নাপাইল ॥
 ছত্রিস জন বড় বাদসাহকে মারিল ।
 আপনি শেষ কালে শরীর তেজিল ॥
 পৃথিবীর পত্তি ছেকন্দর না রহিল ।
 কেআর থাকিবে যদি ছেকন্দরমলো ॥

ছেকন্দরের স্থাপিত মলুক তওয়াএফের বিবরণ ॥

ছেকন্দরের মৃত্যু সময় তাহার নিকট যে কয়েক জন কয়
 গোষ্ঠির প্রধান বাদসাহ জাদা উপস্থিত ছিল তাহারদিগের
 সকলকে আপনার সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া তাহার
 দিগের স্থান হইতে এক ধর্ম্মত নিয়মপত্র লেখাইয়া লইলেন
 কেহ আপন অংশের দেশ ভিন্ন অন্যর অংশের উপর হস্তা
 পণ করিবেন না । ছেকন্দরের মৃত্যুর পরে তাহারা আপন
 অংশিত দেশে গমন করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতে
 লাগিল । এই সকল বাদসাহদিগের মলুক তওয়াএফ ও
 আফ্রা নিয়ান এই দুইপুকার নামে ক্ষ্যাত হইল; তাহারা দুই
 সত বৎসর অবিবাদে বাদসাহি করিল । ছেকন্দর এমত
 বিবেচনা করিয়া অংশ করিয়াছিল যে দুইসত বৎসরের
 মধ্যে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ বিগৃহ হইলনা, এআফ্রানিয়ান কিম্বা
 মলুক তওয়াএফ ছেকন্দরের স্থাপিত বাদসাহ নাত্র; ইহার
 দিগের কোন যুদ্ধবিগৃহ কিম্বা কোন বিশেষকক্ষের পুরাতন

কোন গুপ্তে কিছু বর্ণনা নাই কেবল মলুক তওয়াএফ কিম্বা আকানিয়ান এই নাম মাত্র আছে, এনিমিত্ত্য কেবলদৌছি তুছি সাহ নামার মধ্যে তাহার দিগের কোন বিশেষ বর্ণনা না করিয়া নামমাত্র লিখিয়াছে, কিন্তু তাহারদিগের রাজ্য চত ইওনের মূল ছাছান সাহ তাহার বিবরণ পৃষ্ঠা ৭ লিখিতেছি ॥



ছাছান বংশীয় দিগের বাদসাহি ॥

দারা বাদসাহ ছেকন্দরের যুদ্ধে মৃত্যু হইসেপর ছেকন্দর দারার কন্যা রোসনকে বিবাহ করিয়া ইরানের বাদসাহ হইয়া তক্তে বসিল; দারার কোন উপভোগ্য স্ত্রী অথবা সয়লিনী হইতে ছাছান নামে এক পুত্র ছিল সে বিবেচনা করিল ছেকন্দরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ হইব না কারণ সমস্ত প্রধান লোক ও সৈন্য সেপাহি ছেকন্দরের বাধ্য হইয়াছে আর আমি ছেকন্দরের পদানত হইয়া থাকিতে পারিবনা এই রূপ বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ রত্নাদি লইয়া হিন্দুস্থানে গিয়া গুপ্ত ভাবে থাকিয়া কালযাপন করিয়া লোকান্তর হইল তাহার পুত্র ঐ স্থানে থাকিয়া যে কিঞ্চিৎ ধন ছিল তাহা সমস্ত ব্যয় করিয়া মরিল, তাহার একপুত্র তাহার নাম ছাছান রাখিয়াছিল সে অতি দিন ভাবাপন্ন হইয়া হিন্দুস্থান হইতে কাবল দেশে যাইয়া বাবক নামে কাবলের সুবাদার ছিল, তাহার গো মহিষাদির প্রধান রক্ষকের নিকট গো চারণ কর্ত্তে নিযুক্ত হইল; বাবক রাত্রিকালে সপ্নদেখিল যে একজন যুবক পুরুষ এক হস্তির উপর বসিয়াছে আর

অনেক লোক তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছে
 এতোমারিই অধিকার তুমি বাদসাহি কর, বাবক ঐ সকল
 লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন হস্তির উপর কে ইহার নাম
 কি? তাহার কহিল ছাছান। তাহার পর রাতে বাবক পন
 রায় সপ্ন দেখিল সেই যুবক পুরুষ হস্তির উপর হইতে কহি
 তেছে সর্কলে অগ্নি পূজা কর আমার পৈতৃক বর্ম প্রকাশ
 করিব, সকল লোক তাহার আজ্ঞায় অগ্নি পূজা করিতেছে;
 বাবক জিজ্ঞাসা করিলেন এই যুবক পুরুষের নাম কি? তাহা
 রা কহিল ছাছান আরদেশির। বাবক কহিল কোথায় থাকেন
 তাহার কহিল কাবলে অমক গোরক্ষের ভৃত্য। বাবক প্রাতে
 সেই গোরক্ষকে তাহার নতন দাস সহিত ডাকিতে কহিল
 যখন ঐ রক্ষক তাহার নতন দাস ছাছানকে সঙ্গে লইয়া আইল
 বাবক তাহাকে দর হইতে দেখিয়া জানিল; নিকটে আইলে
 তাহাকে নিজ্জনস্থানে লইয়া কহিল তোমার নাম কি কোন
 বংশে জন্ম তাহা সত্য বারিয়া আমাকে কহ? ছাছান ইহা
 শুনিয়া ভীত হইয়া নিরব রহিল, বাবক তখন ধম্মত শপত
 করিয়া কহিলেন আমি তোমার মন্দ কখন করিবনা ব্যা
 ভাল হয় তাহাই করিব তুমি আপনার যথার্থ পরিচয় আমা
 কে দেও তখন ঐ ব্যক্তি কহিল আমার নাম ছাছান দারার
 সম্ভান। বাবক তাহাকে আপন বাটিতে রাখিয়া উত্তম
 বস্ত্র ও আহার করাইতে লাগিলেন; কিছুদিন পরে বাবকের
 কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিল। বাবকের কন্যার গর্ভে
 ছাছানের এক পুত্র হইলে বাবক তাহার নাম আদাসির
 বাবক রাখিলেন; তাহার পর ছাছানের মৃত্যু হইলে বাবক

এই বালককে বিদ্যা শিক্ষা এবং রাজ নিষ্ঠা ও ধর্ম সাধন যুক্ত
বিদ্যা আদি সমস্ত শিক্ষা করাইলেন, রয় দেশের আরদও
য়ান নামক বাদসাহ বাবক তাহার অধিন ছিলেন সে স্থান
দারা, বাদসাহার এক সম্ভান কাবল দেশে আছে; কাবলের
অধিপতি বাবককে পত্র লিখিল যে আদসির নামক দারার
সম্ভান একজন তোমার বাটতে আছে তাহাকে আনার নিকট
পাঠাইবা আমি ধর্মত সত্য করিয়া তোমাকে লিখিতেছি
তাহাকে আপন পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। বাবক
এই পত্র পাইয়া তাহার লিখনানুসারে বিশ্বাস ও ঈশ্বরের
উপর নির্ভর করিয়া আদসিরকে রয় দেশে আরদওয়ানের
নিকটে পাঠাইলেন ॥

আদসিরের বিবরণ ॥

যখন আদসির আরদওয়ানের নিকট পৌছিল সে তাহাকে
দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাহার চারি পুত্র ছিল তাহারদিগের
তুল্য করিয়া রাখিলেন আরদসির তাহারদিগের
সঙ্গে সর্বদা সহবাস ও মৃগয়া করিতে জাহিত, এক দিন সিকার
করিতে গিয়া আরদসির এক হরিণ সিকার করিল আরদওয়া
নের পুত্র কহিল এইরিন আমি মারিয়াছি। আদসির কহিল
আমি মারিয়াছি, উঃ বচনা হইতে লাগিল এই কথা আর
দওয়ান শুনিয়া আপনি সেই স্থানে আসিয়া পুত্রের প্রতি
পক্ষ হইয়া কহিল তুমি কি আমার পুত্র দিগের তুল্য হইতে
বাঞ্ছা কর আর ইহার দিগকে অমান্য করিতেছ আমি কি
এই নিমিত্ত তোমায় প্রতিপালন করিতেছি ইহা কহিয়া আদ
সিরকে কহিল অদ্য অবধি তুমি আমার ঘোটক সকলের

রক্ষক হইয়া অশ্বশালার নিকট যে বাটি আছে সেইস্থানে গিয়া বাস কর, আদসির নিরোপায় হইয়া সেই বাটিতে গিয়া রহিল কিছুদিন পরে আদওয়ানের এক প্রিয়সী সয় লিনী তাহার নাম গোলনার সে আপন প্রসাদে উটিয়াছিল আদসিরকে দেখিয়া কামাসক্ত হইয়া যামিনী যোগে কোন প্রকারান্তরে আদসিরের নিকটে আসিয়া আপন বিবরণ জানাইয়া অনেক মিষ্টালাপ করিলে আদসির আদওয়ানের ভয়ে ভীত হইয়া তৎকালীন তাহার সহিত আলপ না করাতে গোলনারে অনেক হাব ভাব কটাক্ষ দ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করিল, এইরূপে কিছুদিন গোপনে গমনাগমন করিয়া এক দিবস গোলনার কহিল একথা প্রকাশ হইলে দুই জনেই মারা পড়িব অতএব এখান হইতে প্রস্থান করাই উচিত, এই কপ পরামর্স স্থির করিয়া বাদসাহর অশ্বালয় হইতে অতি উৎকর্ষ দুইটা ঘোটক লইয়া গোপন করিয়া রাখিল; রাত্র দুই প্রহরের সময় গোলনার যৎকিঞ্চিৎ বহু মূল্য রত্নাদিলইয়া আদসিরের নিকট আইল আদসির তাহাকে সঙ্গে লইয়া দুই জনে দুই অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। প্রাতে আদওয়ান শুনিল যে গোলনার বাটিতে নাই এবং সন্ধান করিয়া ও তাহাকে পাওয়া গেলনা, পরে অশ্বালয়স্থ লোকেরা আসিয়া বাদসাহকে জানাইল আদসির গতো রাত্রে এখান হইতে পাসাইয়াছে; তখন কুখিল দুইজনে পরামর্স করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে; কথক গুলিন অশ্বারোহ তাহার দিগকে ধরতে পাঠাইল, বেলা দুই প্রহরের সময় আদসির ও গোলনার ক্লান্ত হইয়া এক সরোবরের নিকট পৌছির

ইহা করিলেন এই স্থানে শ্রান্তি দূর করিয়া আহার ও বিশ্রাম করি এই মানসে অথ হইতে নামিতে ছিল ইতো মধ্যে সেই সরোবরের ধারে যে সকল লোকছিল তাহার দুইজনে আপসে এই কহিল এখন এখানে অবস্থান করা ভাল নহে পারস্যদেশে সিঁধু জাওয়াই কলব্য। আরদসির এই নরাক্রিত ধ্বনি শুনিয়া গোলনারকে কহিয়া পারস্যদেশের পথে গমন করিল আরদসির ও স্থান হইতে গমন করিলেন পর বেলা অবসানে আরদওয়ানের লোক সকল তথায় পৌঁছিয়া সেই পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারের লোককে জিজ্ঞাসা করিল দুইজন অথারোহি এখানে আসিয়াছে তাহারা কোথায় আছে? তাহারা কহিল দুইজন অথারোহি দুই প্রহরের সময় আসিয়া অথ হইতে নামিতে ছিল কিন্তু না নামিয়া এখান হইতে পারস্য দেশের পথে গিয়াছে। আরদওয়ানের প্রেরিত লোকেরা সন্ধ্যাকরণে ক্লান্ত হইয়াছিল এবং সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া সেই রাত্রি ঐ সরোবরে থাকিয়া পর দিবস কথক দূর অনুসন্ধান করিয়া তাহার দিগকে নাপাইয়া আরদওয়ানের নিকট আসিয়া কহিল তাহারদিগের দেখা পাইলামনা, আরদওয়ান গনকদিগকে ডাকাইয়া কহিল আরদসির কোথায় আছে আর তাহার ভাগ্য কিপ্রকার? তাহারা অনেক গণনা করিয়া কহিল সে এখন পারস্যদেশে আছে আর সে বড় বাদসাহ হইবে তোমার সপরিবারকে অনেক ধন দিবেক। আরদওয়ান ইহা শুনিয়া খিদ্‌মান হইয়া রহিল কিছুদিন পরে আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আরদওয়ান বহমনকে কিছু সেনা সঙ্গে দিয়া পারস্যদেশে তাহারদিগকে প্ত

করণার্থে পাঠাইল। এখানে আরদসির পারস দেশে আসিয়া এক সরাইতে বাসকরিল, সেইরাতে পারস দেশের আস্তখর নগরের অধিপতি সপ্ন দেখিল যে দারার সন্তান আরদসির নামক এক যুবক পুরুষ তোমার এই নগরে আসিয়াছে পরমেশ্বর তাহাকে ইরানের বাদসাহ করিবেন তাহাকে আনিয়া জত্ন করিয়া ও সহায় হইয়া আপনার নিকটে রাখ, আস্তখরের অধিপতি এই সপ্ন দেখিয়া প্রাতে নগর মধ্যে ঘোষনা করিল যে আরদসির নামক এক যুবক পুরুষ যেখানে বাসা করিয়া থাক আপনাকে প্রকাশ কর ইম্বর তাহাকে এদেশের বাদসাহ করিবেন এদেশসকলে তাহার আজ্ঞাকারি জানিবা। আরদসির তাহারি পূর্ব্বরাতে সরাইতে পৌছিয়া আপন নাম করিয়া ছিল জাহারা ঘোষনা দিতে আসিয়াছিল তাহারা ঐ কথা শুনিয়া দেশাধিপকে জ্ঞাত করিলে তৎক্ষণাৎ আসিয়া আরদসিকে সমাদর পূর্ব্বক আপন বাড়িতে লইয়া রাখিল, পরে নগরস্থ সমস্ত মনুষ্যকে ডাকাইয়া সপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিয়া সকলকে সম্মত করিয়া আরদসিকে পারস দেশের বাদসাহ করিলেন ॥

আরদসিরের সহিত আরদওয়ান

বহমনের যুদ্ধ ॥

পারস দেশের আস্তখর নগরীয় সমস্ত লোকে সন্মত হইয়া আরদসিরকে বাদসাহ করিয়া তাকে বসাইল পরে আস্তখর দেশের নগরাধিপতি আরদসিরের সহিত পরামর্শ করিল যে প্রথমতঃ রয় দেশের বাদসাহ আরদওয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ

করিয়া পরাস্ত করিলে আর কেহ আমার দিগের সহিত যুদ্ধ
বিগ্ৰহ করিবেক না। আরদসির এই পরামর্শ স্থির করিয়া
যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা করিলেন, ইতমধ্যে
কেহ আসিয়া কহিল আরদওয়ানের পত্র আরদওয়ান
বহম্নন সৈন্য আরদসিরকে ধৃত করণার্থে আসিতেছে, ইহা
শুনিয়া আরদসির আশুথরের অধিপতির সেনা লইয়া তাহার
সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

আরদওয়ান বহম্ননের তর্জীক নামক একজন প্রধান সেনা
পতিকে কথক গুলান সেনা দিয়া আরদসিরের সহিত যুদ্ধে
পাঠাইল, তব্বাক যখন নিকটস্থ হইল আরদসির আপনার
একজন সরদারকে তাহার নিকট কহিয়া পাঠাইলেন যদি
তুমি আমার পক্ষ হও তবে যুদ্ধে যরি হইলে তোমাকে আমার
প্রধান সেনাপতি করিব আমি এই সত্য করিতেছি, তব্বাক
এই লোভে আরদওয়ান বহম্ননকে পরিত্যাগ করিয়া আরদ
সিরের নিকট আইল, বহম্নন এই কথা শুনিয়া ভাবিত হইয়া
আপন পিতাকে সমস্ত বিবরণ, আর কিছু সেনা পাঠাইতে
নিখিল। আর যে সকল সেনা ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া আপুনি
আরদসিরের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, তব্বাক আরদসি
রের স্থানে বিদায় হইয়া বহম্ননের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া
বহম্ননের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার অনেক সেনা নষ্ট করিল
আরদসির তাহা দেখিয়া আপুনি তাহার সহায়ের নিমিত্তে
সেই স্থানে আসিয়া বহম্ননের প্রতি একবার নিম্নেপ করিল
তাহাত আরদওয়ান বহম্নন ব্যাধিত হইয়া পলায়ন করিলে
আরদসির তাহার পশ্চাৎ কথক দূর গমন করিলে তাহার

সমস্ত সেনা আদ'সিরের সরণাগত হইল, আরদওয়ান বহু
পলাইলে তাহার সঙ্গে বত ধন ছিল তাহা সমস্ত সেনা গণকে
বণ্টন করিয়া দিলেন পরে সমস্ত সেনা সঙ্গে লইয়া রয়দেগে
যুদ্ধার্থি হইয়া যাত্রা করিলেন । আরদওয়ান এই কথা শুনিয়া
অনেক সেনা লইয়া যুদ্ধ কারিতে আইন ॥

আদ'সির ও আরদওয়ানের যুদ্ধ ॥

আদ'সির আরদওয়ানের সেনা দেখিয়া যুদ্ধ আরম্ভ
করিলেন চল্লিষ দিবস দিবা রাত্রি ক্রমাগত উভয় সেনায়
যুদ্ধ করিল । একচল্লিষদিবসের প্রাতে অতিবিপরিতপ্রতিকূল
বাত হইয়া আরদওয়ানের সেনা গণকে খুলায় আক্রমণ করিল
আদ'সিরের সেনা গণের ঐ বাতের পশ্চাতে থাকিয়া বিপক্ষ
দলের অনেক সেনা বিনাশ করিল তাহা দেখিয়া আরদও
য়ান পলায়ন করিলে আদ'সিরের সরদারেরা তাহার পশ্চাৎ
ধাবমান হইয়া আরদওয়ানকে ধৃত করিয়া আদ'সিরের
নিকট আনিল, আরদসির তৎখানাত তাহার মস্তক ছেদন
করিলেন । তাহার সেনা আরদওয়ানের দুই পুত্রকে ধরিয়া
করেদ করিল আর দুই পুত্র হিন্দুস্থানে পলায়ন করিল,
তখন আরদসির বাবকান ইরানের তক্তে নিভয়ে রাজ্য করি-
তে লাগিলেন ॥

ইপ্তওয়াদের সহিত আরদসিরের যুদ্ধ ॥

আরদসির ইরানের বাদশাহ হইয়া কিছুদিন বাদশাহিকরি-
য়া একদিবস সভায় বসিয়া নানা প্রকার কথাপকথন করিতেছে
তদ্বাধ্যে একজন প্রস্থাপ করিল যে পারস সমুদ্রের দ্বারে

গজারান নামে এক খুদ্র গাম ছিল সেখানে সকলেই খুদ্র লোক তাহার। কার দ্বৈসে কাল যাপন করিত, সেই স্থানে এক পর্ত আছে তাহাতে অনেক কাপাস জন্মে ঐ গজরানের দ্বিলোকের। উক্ত পর্ত হইতে কাপাস আনাগুন করত বিক্রয় করিয়া প্রতিপালন হয়, সেই গামে হপ্তওয়ার্দ নামক একজন সামান্য লোক তাহার সাত পুত্র ও এক কন্যা ছিল। এক দিবস ঐ হপ্তওয়ার্দের কন্যা আর ২ প্রতিবাসি দ্বিলোকের দিগের সহিত কাপাস তুলিতে পর্তের উপরে গেল হপ্তওয়ার্দের কন্যা যে স্থানে কাপাস তুলিতে গিয়াছিল সেই স্থানে এক সেবের বৃক্ষ ছিল সেই বৃক্ষ হইতে একটি সেব হপ্তওয়ার্দের কন্যার সম্মুখে পড়িল ঐ কন্যা সেই ফল লইয়া দেখিল তাহাতে একটি অতি সুন্দর কীট রহিয়াছে তাহা দেখিয়া সেই কন্যা কাঁহিল যদি অদ্য আমার কিছু অধিক লভ্য হয় তবে তোমার পূজা করিব এই মনন করিয়া সেই কীট সহিত ফল আপন কাপাসের চুপড়িতে রাখিল, সে দিবস ঐ কন্যা আর ২ সকল অপেক্ষা অধিক কাপাস শ্রাপ্ত হইয়া গছে আসিয়া আপন মাতাকে ঐ কীটের কথা কাঁহিয়া তাহার ইন্তে সেব সহিত উক্ত কীট এবং কাপাস দিল; তাহার মাতা তৃপ্ত হইয়া কীট চুপড়িতে রাখিল এবং ঐ কন্যা তাহাকে দুগ্ধ ও মধু খাইতে দিত; আর প্রত্যহ কাপাস তুলিতে জাইয়া অন্য অপেক্ষা অধিক আনিত, ঐ কাপাস বিক্রয় করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে কিছুখন সঞ্চয় করিল তখন হপ্তওয়ার্দ জ্ঞাত হইয়া ঐ কীট শুভ দায়ক ও শুভলক্ষণ জ্ঞান করিয়া যখন যে কর্ম করিত ঐ কীটকে মাননা করিয়া করিত

তাহাতে ক্রমে তাহার জীবিত হইল। ঐ কীট ক্রমে অতি
 ক্ষুদ্র হইল। এবৎ, বড় হইল তখন হপ্তওয়াদ দীর্ঘ এক সিন্দু
 কের ন্যায় আনিয়া তাহাতে ঐ কীটকে রাখিল। ঐ গজরান
 গ্রামে একজন সরদারের ন্যায়ছিল সে মনে করিল হপ্তও-
 য়াদ এখন ধনবান হইয়াছে ইহার নিকটে কিছু লইতে হইবে
 এই মনে করিয়া হপ্তওয়াদকে ডাকাইয়া কিছু ধন চাহিল সে
 তাহা গাহ্য করিলনা, তখন ঐ সরদার কথক গুলিন লোক
 সঙ্গে লইয়া হপ্তওয়াদের বাড়িতে চলিল সে এইসময় পাইয়া
 পূর্বোক্ত পক্ষের উপর এক পুরাতন ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল তন্মধ্যে
 প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার বন্ধ করিল; ঐ সরদার হপ্তওয়া-
 দের বাড়ীতে আইয়া স্থানিলেন সে পক্ষতোপরি লক্ষ্য করিত
 হইয়া রহিয়াছে। সরদার সেই পক্ষতে গিয়া দুর্গমধ্যে
 প্রবেশ করিতে মা পারিয়া উৎসাহ হইতে প্রস্থান করিলেন।
 হপ্তওয়াদ ঐ দুর্গমধ্যে বাস করিল কিছুদিন পরে ঐ কীট
 সিন্দুক হইতে ও বহৎ হইল তখন হপ্তওয়াদ পক্ষের উপর
 এক গজ খনন করিয়া তাহার মধ্যে কীটকে রাখিল। হপ্তও-
 য়াদের কন্যা ঐ কীটকে দক্ষ মধু পান করাইত আর সর্ষদা
 দেখিত ক্রমে উক্ত কীট হস্তির ন্যায় হইলে হপ্তওয়াদ ক্রমে
 দশ সহস্র সেনাপতি রাখিয়া ক্ষুদ্র ২ রাজা ও জমিদারকে
 মাঝিয়া তাহারদিগের রাজ্য অধিকার করিয়াছে। আদমির
 ইহা শুনিয়া অপ্রমত্ত হইলেন, তাহাতে সভ্যগণ গণেরা
 কহিল একথা সভ্য বটে, তখন আদমির আপন সেনাপতি
 কে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি কথক গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া
 হপ্তওয়াদকে মাঝিয়া তাহার দুর্গ অধিকার করিয়া আইস

সেনাপতি বখন পর্ব্বতের নিকট পৌছিল হস্তওয়াদ ইহা শুনিয়া অনেক সেনা সুসজ্জিত করিয়া আরদসিরের সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক সেনা বিনাশ করিল তাহা দেখিয়া সেনাপতি অবশিষ্ট সেনা বাহা ছিল তাহা লইয়া পালিয়া আরদসিরকে কহিল, তারদসির রাগত হইয়া নানাহান হইতে অনেক সেনা সংগ্ৰহ করিয়া সরদার দিগকে সঙ্গে লইয়া আপনি হস্তওয়াদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। হস্তওয়াদ ইহা শুনিয়া পুনরায় আপন সেনা ও দুই পুত্রকে লইয়া যুদ্ধে চলিল; আরদসিরের শিবির এক ক্ষুদ্র নদীর ধারে ছিল ঐ নদীর পারে চেহরন নামে এক ক্ষুদ্র নগর তাহাতে মেহরক নামক একজন সরদার হস্তওয়াদের সহিত তাহার অতিশয় প্রণয় ছিল সে আরদসিরের পুনর্কার আদিবার সন্মত পাইয়া খাদ্যদ্রব্য বন্দ করিল এবং আপনি ও গুপ্ত আনিয়া আরদসিরের শিবির লুট করিয়া লইয়া পলায়ন করিল। আরদসির আপন সরদার দিগকে কহিলেন যে মেহরক আমার সঙ্গে সত্ৰতা আরম্ভ করিল, সরদারেরা কহিল অগ্রে হস্তওয়াদকে মারি পরে ইহার সমোচিত ফল দিব। পরে আরদসির সরদার দিগকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতেছেন এমন সময়ে শূন্য হইতে একতীর ভোজনপাত্র পতিত হইল তাহা দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন তখন এক জন সরদার ঐ তীর হস্তে লইয়া দেখিল যে তাহাতে পহলবি অক্ষরে লিখিত আছে যে এই কীর্টের দুর্গ ইহাকে কেহ মারিতে পারিবান; আর এই তীর যদি আরদসিরকে মারি তারি ভবে এখনি মরিত কিন্তু কীর্টের এমন বাসনা নাই যে

আরদসিরকে নষ্ট করেন আরদসিরের শিবির হইতে সে দুগ্ন হয় ক্রোস অন্তর ছিল, আরদসির ভীষের উপরের লিখন শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া প্রাতে আপন সৈন্য লইয়া ঈরানে প্রস্থান করিলেন। হপ্তওয়াদ আপন সৈন্য লইয়া আরদসিরের পক্ষাৎ তাদা করিয়া অনেক সেনা বিনাশ করিলে আরদসির পলায়ন করিয়া কয়েক দিবস পরে এক গ্রাম দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে এক বাড়ির দ্বারে দুইজন যুবক পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল সেইস্থানে আইলে তাহারা কহিল আপনাকে সত্য দেখিতেছি ইহার কারণ কি? আরদসির কহিল আরদসির বাদসাহ হপ্তওয়াদের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়াছিল সেই যুদ্ধে পরাভব হইয়া পলায়ন করিয়াছে, আমি তাহার অনুচর অনুসন্ধান করিতেছি। তাহারা আরদসিরকে নিকটে বসাইয়া অন্ন বেঞ্জন ও মদিরা আনা ইয়া দিল আরদসির আহার করিতে বসিলেন ঐ দুইজন যুবক তাহার নিকটে বসিয়া কহিতে লাগিল যে জোহাক বাদসা এখন অতি দৌরাত্ম আরম্ভ করিল তখন ঈশ্বর ফরে দুকে পাঠাইয়া জোহাককে নষ্ট করিলেন, তাহার পর আফরাছিয়াব ও দুরাআ হইলে কয়খোছরোকে পাঠাইয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। এইরূপে হপ্তওয়াদ সেইরূপ দুরাআ হইয়াছে ঈশ্বর অবশ্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া ইহার দমন করিবেন। ঐ যুবকদ্বিগের প্রবোধ বাক্য শুনিয়া কহিলেন আমরা নাম আরদসির, তাহারা ইহা শুনিয়া প্রণাম করিয়া কহিল আমরা আপনার ভৃত্য আমরা যে উপায় কহিসেইরূপ করিলে যদি হইবেন নতুবা হপ্তওয়াদকে

পারিবেশনা আরদসির কহিল সে উপায় কি? তাহার কহিল
 হুপ্তুওয়াদের বাটতে এক বৃহৎ কীট আছে সে যথাখ কীট
 মছে কোন দৈত্য কীট দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, ঐ পক্ষ
 তের উপর এক গন্ত মধ্যে সেই কীটকপ দৈত্য থাকে সেই
 কীটকে কোন প্রকারে নষ্ট না করিলে হুপ্তুওয়াদকে জয়
 করিতে পারিবানা! আরদসির ইহা শুনিয়া ঐ দুই যুবককে
 সঙ্গে লইয়া তথা হইতে বাহির হইয়া কথকদুর আইলে আপ
 নার সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাত হইলে কিয়দিবস কোন
 স্থানে অবস্থান করিয়া পুনর্বার যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুত
 করিয়া প্রথমত মেহরানের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহার
 বাট বেটন করিলেন; সে প্রথমে লঙ্কাইয়াছিল পরে তাহা
 কেবৃত করত তাহার মস্তক ছেদন এবং তাহার সপরিবার
 ও দাস দাসী প্রভৃতি জাহাকে পাইলেন তাহাকেই যমালয়ে
 পাঠাইলেন পরঞ্চ মেহরকের একটি ছোট কন্যাছিল সে
 পালাইয়া কোন ক্লষকালয়ে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। তথা
 হইতে ঐ কীট ও হুপ্তুওয়াদকে মারিতে বারসহস্র সৈন্য
 লইয়া পক্ষতের কিছুদূরে আপন সেনাপতিকে কহিলেন
 তুমি সেনা লইয়া এইস্থানে সাবধান পূর্বক অবস্থিতি কর
 আমি সওদাগরের বেশে পক্ষতোপরি গমন করি যখন
 প্রজ্জলিত অগ্নি তোমরা দেখিবা তখন তোমরা জানিবা
 যে আমি ঐ কীটকে নষ্ট করিয়াছি তৎক্ষণাৎ তুমি সসৈন্যে
 অতি সিসু দুগ মধ্যে প্রবেশ করিবা, ইহা কহিয়া কয়েক জন
 বলবানকে সঙ্গে লইয়া যৎকিঞ্চিৎ বানিয়া দুব্য উষ্টের উপর

বোঝাই করিয়া। দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলে তথাকার রক্ষক ও কীটের সেবাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কে কোথা হইতে আইলা? আরদসির কহিল আমি সওদাগর খোরাসান দেশ হইতে আসিতেছি কীটের নিকট আমার মাননা পূজা আছে । এই কথা শুনিয়া দুর্গের দ্বার মুক্ত করিয়া আরদসিরকে দুর্গ মধ্যে লইয়া গেলে আরদসির দুর্গ মধ্যে একস্থানে বাসা করিয়া রহিল, এক দিবস দুইটা হিরকাদি বডিত পেয়ালা ও আরও অনেক দ্রব্য সঙ্গে লইয়া কীটের অনুচর দিগের নিকট গেলেন তাহার উক্ত পেয়ালা দেখিয়া কহিল এই পেয়ালায় আমার দিগের কীটকে দ্বন্ধ ও মধু পান করাইব, আরদসির কহিল আমার বাসায় মধু ও দ্বন্ধ আছে আজ্ঞা করিলে আনয়ন করি এবং তোমাদিগকে ও কিঞ্চিৎ আহার করাই ইহা শুনিয়া তাহারা সর্গত হইলে তখন আরদসির তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আপন বাসায় আনিয়া নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং অনেক প্রকার মদিরা দিলেন; তাহারা আহার করিয়া পরিশেষে মদ্যপান করিতে লাগিল, আরদসির দ্বন্ধ ও মধু লইয়া তদ্দিগকে কহিলেন কীটকে দেও তাহারা কহিল তুমি জাইয়া কীটকে পান করাও তখন আরদসির দ্বন্ধ ও মধু লইয়া আর গোপনে খানিক রাঙ্গ লইয়া ঐ কীটের নিকট উপস্থিত হইয়া রাঙ্গ গালাইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন পোকা ঐ উত্তপ্ত রাঙ্গ মুখ মধ্যে পতিত হইবায় তৎক্ষণাত প্রাণ ত্যাগ করিল তৎপরে আরদসির বাসায় আসিয়া

আপন সন্ধি গণকে সঙ্গে লইয়া ঐ পোকার সেবাত
দিগের ও দুর্গরক্ষক দিগের সকলকে বিনাশ করিয়া
দুর্গোপরি অনেক কাষ্ঠ একত্র করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি
লেন; সেই অগ্নি দেখিয়া আরদসিরের সেনাপতি সেনা সঙ্গে
করিয়া দুর্গে মধ্যে প্রবেশ করিল। দুর্গে অনেক দুইজন
পালাইয়া হস্ত ওয়াদকে কহিল যে কথক গুলিন সওদাগর
আনিয়া কোট ও পূজক ও দুর্গরক্ষকদিগকে নষ্ট করিয়াছে
হস্ত ওয়াদ এই কথা শুনিয়া আপন সেনা সঙ্গে লইয়া দুর্গ
লম্ব্য প্রবেশ করিয়া আরদসিরের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইল
সেই সময় আরদসিরের সেনাপতি ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত
হইলে তাহাকে দেখিয়া আরদসির কহিলেন যে তোমরা
সকলে একত্রিত হইয়া হস্ত ওয়াদকে চতুর্দিকে বেটন করিয়া
ধৃত কর আরদসিরের বার সহশ সেনার বেষন করিয়া হস্ত
ওয়াদকে ধৃত করিলে তাহার পুত্র সালুই ইহা শুনিয়া কথক
গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া আরদসিরের সহিত যুদ্ধ করিতে
আইল কিন্তু উপস্থিত হইবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল ।
আরদসির তাহারদিগের মস্তক ছেদন করিলেন; এবং সেই
খানে দণ্ডধন সম্পত্তি ছিল তাহা লইয়া সেনা গণকে দিয়া
সেই দুই ভবক পুরুষ জাহারা কিটের অনুসন্ধান কহিয়াছিল
ঐ দুর্গ ও তাহার অন্তঃপাতি দেশ সকল তাহাদিগকে দিয়া
আপনি ইরানে আইলেন কিরদ্দিবসান্তরে বগদাদের বাদ
সালুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়া তদ্রেশ অধি
কার করিলেন ॥

আরদসির আপন স্বিকে বধার্থে আজ্ঞা দেন

আরদসির যখন আরদওয়ান বাদসাহকে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া ছিলেন তাহার দুই পুত্র পলাইয়া হিন্দুস্থানে গেল আর দুই জনকে বধ করিয়া রাখিলেন, এবং আরদওয়ানের এককন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; আরদসির একদিন নৃগয়া করিতে গিয়া দিবান্দ্র সময়ে উৎতপ্ত রৌদ্রে দ্বারায় শ্রান্ত ও তৃষ্ণা যুক্ত হইয়া বাটীতে আসিয়া আপন স্ত্রী আরদওয়ানের কন্যার নিকটে শকরোদক চাহিলেন সে তৎক্ষণাত্ একপাত্রে শকরোদকে বিশমিশ্র করিয়া আরদসিরের হস্তে দিল, তাহার মানস এই যে আরদসিরকে নষ্ট করিয়া তাহার ভ্রাতা আরদওয়ান বহমান জাহাকে আরদসির বয়েদ রাখিয়া ছিলেন তাহাকে বাদসাহ করিবেক কিন্তু দৈব যাহা হয় তাহা কেহ অন্যথা করিতে পারেনা যখন আরদসিরের হস্তে ঐ পাত্র দেয় তৎক্ষণাত্ আরদসিরের হস্ত হইতে সেই পাত্র ভূমে পড়িয়া ভগ্ন হইল তাহা দেখিয়া বেগম অতিশয় ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল বাদসাহ তাহা দেখিয়া সন্দেহ যুক্ত হইয়া এক দাসিকে চারিটা মোরগ আনিতে আজ্ঞা করিলেন; সে তৎক্ষণাত্ আনিল বাদসাহ সেই দক ও মোরগকে পান করাইলে তাহারা তৎক্ষণাত্ মরিল। তখন বাদসাহ আপন উজিরকে ডাকাইয়া সমস্ত বিবরণ কহিয়া পরে আরদওয়ানের কন্যার মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন, উজির বেগমকে কাঁবার নিমিত্ত মাঠে লইয়া চলিল পথি মধ্যে বেগম উজিরকে কহিল আমি বাদসাহ হইতে গন্ত

ধারণ করিয়াছি এইক্ষণে আমাকে বধ না করিয়া প্রসবান্তে
 বধ করিলে উত্তম হয়, উজির এই কথা শুনিয়া বেগমকে
 আপন বাটিতে এক বন্দে রাখিয়া আপন স্ত্রীকে বেগমের
 তত্ত্বাবধান করিতে কহিল কিছুদিন পরে বেগম এক পুত্র
 প্রসব হইল উজির তাহার নাম সাপুর রাখিল, যখন সাপুর
 সাত বৎসরের হইল তখন একদিন আরদসির বাদসাহর
 সভায় নৃত্যগীত হইতেছে আর নগরীয় প্রধান লোক সকল
 বসিয়াছে এই সময়ে উজির ছেলাম করিয়া বাদসাহর মঞ্চ
 কিঞ্চিৎ বিমর্ষ দেখিয়া বাদসাহকে কহিল আপনি এইক্ষণে
 পৃথিবীর বাদসাহ হইয়া নিষ্কটকে রাখা করিতেছ আর নৃত্য
 গীত আনন্দের সময় বিমর্ষ দেখিতেছি ইহার কারণ কি?
 বাদসাহ কহিলেন শুন উজির আমার বয়সক্রম একাম বৎ
 সর হইল এপর্যন্ত অনেক যুদ্ধ বিগৃহ ও ব্লেসকরিয়া অনেক
 দেশ অধিকার করিলাম কিন্তু এ সকলি বখা আমার এখন
 পর্যান্ত সম্ভান হয় নাই আমি গতো হইলে আমার রাজ্য
 ধন অন্যে ভোগ করিবে বিমর্ষর কারণ এই। তখন উজির
 মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে বাদসাহর পুত্র হইরাছে সে
 প্রকাশ করিবার সময় এই ইহা বিবেচনা করিয়া উজির
 গাত্রোথান করিয়া ছেলাম করিয়া কহিল হে বাদসাহ? যদি
 আমার প্রাণ ও অভয় আমাকে দান করেন তবে আপনকার
 এমন দুঃখ দূর করিতে পারি, বাদসাহ কহিলেন এ বড
 আশ্চর্য্যের কথা তুমি আমার মনদুঃখ দূর করিবে ইহার পর
 আর কি আনন্দ আছে ইহাতে প্রাণ ঞ্জিকা ও অভয় চাহি
 তেছ ইহার কারণ কি? জাহা ইউক আমি তোমাকে অভয়

দান দিলাম তোমার মানস জাহা থাকে তাহা বল, তখন উজির কহিল আপনার অরণ থাকিতে পারে বহু দিবস, হইল একদিবস আপনি সিকার করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া গহে আসিয়া আরদওয়ারের কন্যা আপনার বেগম কোন কারণ বশত তাহার মস্তক ছেদন করিতে আমাকে আক্রা করিয়াছিলেন আমি তাহাকে এখান হইতে সঞ্চে করিয়া মাটে যাইবার সময়ে পথি মধ্যে বেগম আমাকে জানাইলেন যে তুমি বাদসাহর আক্রায় আমার মস্তক কাটিতে লইয়া যাইতেছ কিন্তু আমি এইক্ষণে গভীবতী হইয়াছি আমাকে এখন নাকাটিরা প্রসবান্তে কাটিলে ভাল হয়, আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে না মারিয়া আমার বাটিতে এক বৃদ্ধে রাখিয়া আমার স্ত্রীকে তাহার সেবাথে নিযুক্ত করিলাম। কিছুদিন পরে বেগমের একপুত্র হইল তাহার নাম আমি সাহপুর রাখিয়াছি, আপনকার সেই পুত্র সাত বৎসরের হইরাছেন, আমার প্রাণ ও অভয় চাহিবার কারণ এই যে আমি আপনকার আক্রা হেলন করিয়াছি। বাদসাহ কহিলেন ওহে সত বিবেচক উজির তুমি যে কর্ম করিয়াছ তাহার দল অবশ্য হইবে অনথক হইবেনা: কিন্তু আমি সেই পাত্রকে পরিক্ষা করিয়া গৃহণ করিব; তুমি কস্য সেই বালকের সম বয়স্ক এক সত বালক আনিয়া সকলকে সমান অলঙ্কার যস্ত্র শুসজ্জিত করিয়া তোমার বাটির নিকটে যে মাঠ আছে সেই মাঠে সকল বালককে গুলি দাঁড়া খেলাইতে দিবা, আমি সেইস্থানে গিয়া পরিক্ষা করিয়া বালক লইব। পর দিবস উজির প্রতিবাসি ও অন্য২ স্থান হইতে

সাহপুরের সম বয়স্ক এক সত বালক আনাইয়া সকলকে বসন ভূসনে ভূষিত করিয়া বৈকালে নাঠে লইয়া গুলি দাওয়া খেলাইতে দিল; আরদসির বাদসাহ কয়েক জন সভাসত সঙ্গে করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া সাহপুরকে দেখিয়া কহিলেন এই বালকটির মুখ আমার মুখের ন্যায় দেখি তেছি পরে এক জনকে কহিলেন তুমি বালক দিগের মধ্যে গিয়া খেলিবার গুলি আমার নিকটে ফেলিয়া দেও সে ব্যক্তি কথিতমত করিলে সকল বালক ঐ গুলি লইতে অতি বেগে ধাবমান হইয়া বাদসাহর নিকট গুলি রহিয়াছে দেখিয়া সকল বালক দাঁড়াইয়া থাকিল তাহা দেখিয়া সাহপুর বাদসাহর নিকট আসিয়া গুলি লইয়া বালক দিগে দিলে তখন আরদসির সাহপুরকে হ্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া কহিলেন আমার পুত্র হইয়াছে কি আছে এমনত বোধ আমার কখন হয় নাই কেবল এই পণ্ডিত ও সত বিবেচক উজিরের বিবেচনা দ্বারা আমি পুত্র পাইলাম পরে সাহপুরকে লইয়া বেগমের অপরাধ মার্জনা করিয়া আপন বাড়িতে লইয়া গেলেন তৎপরে পণ্ডিত দিগকে আনাইয়া সাহপুরকে রাজ নিতি প্রভৃতিবিদ্যা শিক্ষা করাইতে লাগিলেন এবং উজিরকে বিস্তর রত্নাদি দিলেন; আর টাকার উপর আরদসির বাদসাহর নাম চলিত রিত মত ছিল সেই সম্বন্ধে ঐ টাকার এক দিগে বাদসাহর নাম আর এক দিগে উজিরের নাম লিখিতে আজ্ঞা করিলেন যখন সাহপুর যুবা হইল তখন উজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার বিবাহ কাহার কন্যার সহিত দেওয়া যায়? উজির কহিল কিদহিন্দ নামক

এক জন উত্তম গনক আছে তাহার নিকট এক জন পণ্ডিত
 জাইয়া এই প্রশ্ন করুক সে গননা করিয়া জেমত কহিবেক
 সেই মত করা কর্তব্য । তখন এক জন পণ্ডিত কে কিঞ্চিৎ
 ধন দিয়া কিদাহিন্দির নিকট ঐ প্রশ্ন করিয়া ও গনক জাহা
 গননা করিয়া কহে জানিয়া আসিতে পাঠাইলেন পণ্ডিত
 তাহার নিকট জাইয়া প্রশ্ন করিলে গনক গননা শুভাশুভ
 বিচার করিয়া কহিল মেহরকের কন্যার সহিত সাহপরের
 বিবাহ হইবে আমার বিচার এই হইতেছে তাহা হইলে
 বংশের ও রাজ্যের কল হইবে বাদসাহকে এই কথা কহিবা
 পণ্ডিত গণকের নিকট হইতে বাদসাহর সম্মুখে উপস্থিত
 হইয়া ঐ রূপ কহিলে বাদসাহ কহিল মেহরক আমার সত্র
 ছিল তাহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ কদাচ
 দিবনা, আর মেহরককে ও তাহার গোষ্ঠিকে যখন আমি
 নষ্ট করিয়াছিলাম তখন তাহার এক ছোট কন্যা ছিল সে
 কোথায় পালাইয়াছে তৎ কালে তাহার অননুসন্ধান করিয়া
 পাওয়া জায়নাই আছে কি মরিয়াছে তাহা ও কহিতে পারি
 না, যদি তাহাকে পাওয়া যায় তবে তাহাকে অগ্নিতে পো-
 ডাইয়া মারিব ইহা কহিয়া এক জন সরদারকে আজ্ঞা কার
 লেন তন্নি কথক গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া চেহরম নগরে যে
 স্থানে মেহরকের বাটি ছিল সেই স্থানে জাইয়া অনুসন্ধান ক-
 রিয়া যদি মেহরকের কন্যা থাকে তবে তাহাকে ধরিয়া আনু
 সরদার বাদসাহর আজ্ঞা মত চেহরম নগরে যাত্রা করিল ।
 মেহরকের কন্যা পরম পুরায় এই কথা শুনিয়া চেহরম নগর
 হইতে পলাইয়া কিছুদূরে এক কৃষকের বাটিতে গিয়া থাকিল

ঐ সরদার তথায় পৌছিয়া কিছুদিন থাকিয়া মেহরকের
কন্যার অনেক অনুসন্ধান করিয়া নাপাইয়া ফিরিয়া আসিয়া
বাদিসাহকে জানাইল । কিয়ৎ কাল পরে আরদসির সাহাপুর
কে লইয়া এক দিবস সিকার করিতে গেলেন সাহাপুর এক
সিকারের পশ্চাৎ ধাবসান হইয়া অনেক দূর গিয়া রৌদ্রে
কাতর ও তৃষ্ণা যুক্ত হইয়া অতিদূরে একগ্রাম দেখিয়া সেই
স্থানে উপস্থিত হইয়া এক কৃষকের আলয়ে এক যুবতী সুন্দরী
কুপ হইতে ডোলে জল তুলিতেছে ইহা দেখিয়া তাহাকে
কহিলেন আমি অত্যন্ত তৃষ্ণাযুক্ত হইয়াছি আমাকে জল দেও
পান করিব, যুবতী কহিল এ কুপের জল নবশাক্ত আমার
সঙ্গে আইস অন্য কুপ হইতে মিষ্ট জল দিব । সাহাপুর
তাহার সঙ্গে চলিলেন এমন সময়ে সাহাপুরের একজন অনু
চর আসিয়া পৌছিল ঐ যুবতী সেই কুপে ডোল নিক্ষেপ
করিয়া টানিতে আরম্ভ করিলে সাহাপুর তাহাকে কহিলেন
আর কেন তুমি পরিশ্রম কর আমার তৃত্য আসিয়াছে ইহার
হস্তে ডোলের রজ্জু দেও টানিবেক । যুবতী ঐ ব্যক্তির হস্তে
রজ্জু দিয়া সেইস্থানে বিশ্রাম করিল, ঐ ব্যক্তি ঐরজ্জু
ডোল পুরিত জল সহিত তুলিতে অনেক বল প্রকাশ করিল
কিন্তু কোনমতে তুলিতে নাপারিয়া সাহাপুরকে কহিল এ
ডোল অতি ভারি আমি টানিয়া তুলিতে পারিবনা, সাহাপুর
কহিল এই যুবতী এই ডোলে জল তুলিতে ছিল তুমি পুরুষ
হইয়া ডোল টানিতে পারিলেনা; পরে আপনি সেইরজ্জু
ধারণ করিয়া বহুকষ্টে ডোলতুলিয়া যুবতীকে বিস্তর প্রশংসা

করিলেন। যুবতী কহিল। তাহে সাহপূর বাদসাহ; এ কপের
 মিষ্টজল পান কর, সাহপূর কহিল তুমি কি প্রকারে জানিলে
 যে আমি সাহপূর বাদসাহ? যুবতী কহিল আমি শুনিরাছি
 সাহপূর বাদসাহ অতি বসবান সাধারণ লোকে এ ভোল
 জন পুষ্ট হইলে টানিয়া তুলিতে পারে না এই হেতু অনুমান
 করিলাম তুমি সাহপূর বাদসাহ হইবে। পরে সাহপূর সেই
 যুবতীকে কহিলেন তুমি কাহার কন্যা তোমার পিতার নাম
 কি তাহা সত্য করিয়া আমাকে কহ? সে কহিল আমি কৃষ
 কের কন্যা, সাহপূর কহিল চাঙ্গার কন্যা এমন সুন্দরী ও
 বলবিশিষ্ট। এবং সত্য। কখন হয় না তুমি মিথ্যা কহিতেছ,
 অতএব আপন পিতার নাম গোপন করা বিসিষ্ট ধারানহে
 তোমার পিতা কে তাহা সত্য করিয়া আমাকে কহ? আমি ও
 সত্য করিতেছি তোমার মন করিব না বরং ভাল করিব, ইহা
 শুনিয়া এই যুবতী রোদন করিয়া কহিল চেহরম সহরের বাদ
 সাহ মেহরক ছিল ইহা শুনিয়া থাকিবা আমি তাহার কন্যা
 গৃহ বৈগন্য প্রযুক্ত তোমার পিতা আরদসির বাদসাহর ভয়ে
 ভাড়া হইয়া এই কৃষির বাটিতে দাস্যবৃত্তি করিয়া কালযাপন
 করিতেছি। সাহপূর এই কথা শুনিয়া সেই কৃষকে ডাকা
 ইয়া এই যুবতীকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা করিলেন; কৃষ
 ভৎখনাত সন্মত হইয়া সেই যুবতী সাহপূরকে অর্পণ করিল
 সাহপূর তাহাকে আপন বাটিতে আনিয়া আপনার দিগের
 নিয়ম মত এই যুবতীকে পিতার অজ্ঞাতে গোপনে বিবাহ
 করিয়া আপন বাটিতে রাখিলেন। কিছুদিন পরে তাহার
 গর্ভে এক পুত্র হইল তাহার নাম ওজানোরদ রাখিলেন, সাত

আট বৎসর পরে আরদসির বাদসাহ সাহপুরুকে সঙ্গে লইয়া
সিকার করিতে চলিলেন, কিঞ্চিৎ দূর জাইয়া দেখিলেন
কথক গুলিন বালক গুলি দাড়া খেলিতেছে। বাদসাহ সেই
স্থানে দণ্ডাইলেন দৈবাত তাহার দিগের গুলি বাদসাহর
মুখুখে আসিয়া পড়িল কোন বালক সেখানে আসিয়া গুলি
লইতে পারিলনা, তাহা দেখিয়া সাহপরের পুত্র ওজমোরদ
জাইয়া গুলি আনিয়া বালক দিগে দিলেন, ইহা দেখিয়া
বাদসাহ উজিরকে কহিলেন এ বালকটা কাহার জিজ্ঞাসা
কর? উজির তাহার নিকট গিয়া তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা
করিল? বালক উত্তর করিলনা, উজির আনিয়া বাদসাহকে
জানাইলে বাদসাহ কহিলেন এ বালককে আমার নিকট
ডাকিয়া আন। পুনরায় উজির জাইয়া বালককে সঙ্গে
লইয়া বাদসাহর নিকট আনিলে বাদসাহ তাহাকে কহিলেন
তোমার পিতার নাম কি? বালক কহিল।।

সাহপুর আমার পিতা তুমি পিতা ভারী :

মেহরক মাতামহ মনসুন সারকার ।।

বাদসাহ এই কথা শুনিয়া বিস্ময়া পন্ন হইয়া সাহপুরুকে
ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহপুর ভিত্ত হইয়া নিরব
থাকিলে বাদসাহ সাহপুরুকে বিমর্ষ দেখিয়া তাহাকে অতর
দিয়া কহিলেন হে পুত্র? তোমার পুত্র হইয়াছে এখানে
দেব্র বিষয় এতদিন একথা কেন আমাকে নাজানইয়া গো-
পন রাখিয়াছ, তখন সাহপুর পূর্বে যে বাদসাহর সঙ্গে
সিকার করিতে গিয়া কুপের বল তোমার বিবরণ এবং সেই
মেহরকের কন্যাকে বিবাহ করা তাহারপক্ষে ওজমোরদের

জন্ম হওয়া সকল বিস্তারিত করিয়া कहিলে আরদসির
সকল কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া বাটিতে আসিয়া নৃত্যগীতা-
দি করিলেন, কিছুদিন পরে সাহপুরকে বাদসাহি দিয়া পিডিত
হইয়া লগ্নারোহণ করিলেন । আরদসির বাদসাহ চল্লিষ বৎসর
বাদসাহি করিয়াছিলেন ॥

সাহপুর বাদসাহর বিবরণ ॥

সাহপুর বাদসাহ হইয়া পিতা অপিজা বিচার
দান করিতে আবৃত্ত করিলেন তাহাতে তাবৎ মনুষ্য
তুষ্ট হইয়া তাহার বসিভূত হইল, কিছুদিন পরে কয়চারি
গণেরা জ্ঞাপন করিল যে কয়ছর রোম রোমের বাদসাহ
পূর্বে যেমত কর দিত তাহা না দিয়া বরং বজানোস নামে
একজন বলবান ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধ করিতে
আসিতেছে; সাহপুর এই বাক্য শুনিয়া গরদাম্প নামে সেনা-
পতিকে সঙ্গে লইয়া কয়ছর রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে
গেলেন; তাহার সাহপুরের সেনা সন্দর্শন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ
করিয়া কণেক কাল পরে কয়ছরের সেনাপতি বজানোস
মৃত হইল, কয়ছর রোম তাহা দেখিয়া আপনার একজন দূত
তাহার সহিত নানাবিধ উপঢৌকনীয় দ্রব্য এতৎ করের যে
বহু বাকি ছিল তাহা দিয়া সন্ধি নির্দ্ধ করিয়া আপন
দেশে প্রত্যাগমন করিল । সাহপুর ইরানে চল্লিষ বৎসর
বাদসাহি করিয়া ওজমোরদকে বাদসাহিতে অভিষেক করি-
লেন কিয়দ্বিবস পরে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বর্গে
প্রস্থান করিলেন ॥

সাহাপুরের পুত্র ওজমোরদ সাহ ত্রিশ বৎসর
বাদসাহি করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥

তাহার পর ওজমোরদ সাহর পুত্র বহরাম সাহ
আটবৎসর বাদসাহি করিয়া লোকান্তর হইলেন ॥

তাহার পর বহারাম সাহর পুত্র বেন বহারাম সাহ
ঊনিস বৎসর বাদসাহি করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন ॥

তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম বহরামিয়ান
চারি মাস বাদসাহি করিয়া মরিলেন ॥

তাহার পর তাহার ভাতা নরহিসাহ নয়বৎসর
বাদসাহি করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন ॥

তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ নয়বৎসর
বাদসাহি করিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিলেন ॥

ওজমোরদ সাহপুরের বিবরণ ॥

তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ সাহপুর বাদসাহ হইয়া শুবি
চারদ্বারা বাদসাহি করিতে লাগিলেন, কিছুদিন পরে তারের
আরব নামক আরবের বাদসাহ সৈন্য লইয়া উয়ছক্ন নামে
ইরানের অন্তঃপাতি এক নগর দেখানে সাহপুর সাহর পিতৃ
স্বশা নরহি সাহর কন্যা নৌসা সেই নগরের রাজি ছিল
ঊক্ত নগর লুট করিয়া ঐ নৌসা বেগমকে ধৃত করিয়া আপন

দেশে লইয়া বিবাহ করিলেন। কিরীতবন গতে এই নৌসার
 এক কন্যা হইল তাহার নাম মালকা রাখিল, এখানে ওক-
 মোরদ সাহপুৰ এই কথা শুনিয়া বহুবিধ সেনা ক্রমেণে
 একত্রিত করিয়া আরব দেশে তাহ্নের আরবের সঙ্গে যুদ্ধে
 গমন করিয়া বহু দিবস তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার
 অনেক সেনা মারা পড়িল দেখিয়া ভিত্ত হইয়া দুর্গ মধ্যে
 প্রবেশ হইয়া তাহার বর্জ করিল। সাহপুৰ এই দুর্গ বেটন
 করিয়া রহিলেন; তাহ্নের আরব কোন প্রকারে পালাইতে
 না পারিয়া দুর্গের ভিতর হইতে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিত এই প্রকার
 একমাস যুদ্ধ করিল, সাহপুৰ সাহ এক দিবস প্রাতে দুর্গের
 চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া পথের অবনতান করিতে গেলেন।
 তাহ্নের আরবের কন্যা মালকা সেই দুর্গের উপর ভাগে এক
 অট্টালিকাতে ভ্রমণ করিতেছিল, সাহপুৰ সাহকে দেখিয়া
 কানাকট হইয়া আপন দাসীকে কহিল তুমি সাহপুৰ
 সাহর নিকট গিয়া কহ তিনি নরছি সাহর পৌত্র আনি
 নরছি সাহর দৌহিত্র আমার মাতাকে তাহ্নের আরব ধৃত
 করিয়া আনিয়াছিল যদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বিবাহ
 করেন তবে এই দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাহাকে আনি, দাসি
 সঙ্কেত সময় সাহপুৰ সাহর সৈন্য গণের নিকট গিয়া এক
 জনকে কহিল তুমি যদি আমাকে সাহপুৰ সাহর সমীপে
 লইয়া যাও তবে তোমাকে ভুক্ত করিব, সে সাহপুৰ
 কে জানাইয়া এই দাসিকে সাহপুৰ সাহর নিকট লইয়া গেলে
 দাসি ছেলাম করিয়া মালকা যেমত কহিয়াছিল তাহা
 সাহপুৰকে জ্ঞাত করিল, সাহপুৰ আনন্দিত হইয়া দাসীকে

অনেক অলঙ্কার বস্ত্র দিয়া বিদায় করিলেন। দাসী সাহপুর্
রের নিকট হইতে মালকার সঙ্গুথে আসিয়া সাহপুর্রের সঙ্গত
হওয়া জানাইলেন; মালকা ছিট। হইয়া পর দিবস সন্ধ্যা
সভে সভা করিয়া আপনাদি পিতা ও সরদার দিগকে ভোজ-
নার্থে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইয়া পরিশেষে মদ্যপান
করাইল; যখন তাহারা উদ্বল হইয়া আপন২ গৃহে শয়ন
করিতে গেল তখন মালকা আপন দাসিকে কহিল এই সময়ে
ভূমি দুর্গের দ্বার খুলিয়া সাহপুর্রকে আন দাসি তৎক্ষণাত্
মালকার নিকট হইতে বাত্মা করিয়া দুর্গের দ্বার খুলিয়া
সাহপুর্র সাহর নিকট গেল; সাহপুর্র পক্ষ বাক্যমত কথক
গুলিন সেনা সঙ্গে লইয়া কোন সঙ্কেতস্থানে গোগনেছিলেন
দাসি আসিবা মাত্র তাহার সঙ্গে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া
রক্ষকদিগকে বধ করিতে আরম্ভ করিলেন এই গোলযোগে
ভায়ের আরব ও সরদারেরা আগত হইল যদিও তাহারা
মদ্যপানে উদ্বল ছিল তথাপি যুদ্ধ করিতে অশক্ত নাহইয়া
সম্পূর্ণে কপে যুদ্ধারম্ভ করিল। সাহপুর্রের সেনারা অনেক
সৈন্য নষ্ট করিয়া ভায়ের আরবকে ধৃত করিল, এই সময়ে
রাত্রি প্রভাত হইলে মালকা দুর্গের উপর আপন বালান্ধা-
নায় একাসনে সাহপুর্রের সঙ্গে বসিয়া রহিয়াছে; ভায়ের
আরব তাহা দেখিয়া বোধ করিল যে কন্যাই সাহপুর্রকে
দুর্গ মধ্যে আনিয়াছে। তখন ভায়ের আরব সাহপুর্রকে
কহিল আমার কন্যা এই কাণ্ড করিয়াছে ইহার রিভী চরিত্র
বিচার করিয়া কর্ত্ত করিবা ইহা হইতে তোমার কখন ইষ্ট সিদ্ধ
হইবেকনা। সাহপুর্র কহিল ভূমি আমার ঘরের জ্বিলোক

কে আনিয়াছিল। এ নিমিত্ত্য সেই ভোমার ঘর বষ্ট করিল
পরে সাহপুর তারের আরব ও তাহার সরদারগণকে বিমান
করিয়া তখাকার ধন রতাদি লইয়া মালকা ও নৌসাকে
সঙ্গে লইয়া আপন অধিনস্থ লোক সেই দুপে রক্ষিত করিয়া
ইরানে আসিয়া কিছুদিন শুখে বাদসাহ করিতে লাগিলেন

ওজমোরদ সাহপুর সাহর রোমদেশে বর্জ ॥

একদিন সাহপুর সাহ অকারণে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন
দিবাগতো হইল রাত্রে সরন করিলেন কিন্তু নিদ্রা হইলনা,
রাত্র দুইপ্রহরের সময়ে অতিসয় ব্যাকুল হইয়া গণককে
ডাকিতে আজ্ঞা করিলেন, গণককে দেখিয়া কহিলেন অকা
রণ আমার মনে নানা ভয় ও ভাবনা হইতেছে ইহার কারণ
কি? গণক অনেক গণনা করিয়া কহিল আপনি অতি সিঘ্র
অকারণে কিছুদিন ক্লেশ পাইবেন কিন্তু প্রাণের কোন আঘাত
হইবেনা, বাদসাহ কহিলেন কোন উপায়ে তাহা রহিত
করাজায়না?

গণক কহিল শুন ওহে নরপতি ।

কার সাধ্য নাডিবেক গুহদের গতি ॥

বলেতে বুদ্ধিতে তাহা নাড়া নাই যায় ।

গুহদের ভোগ হয় ঈশ্বর ঈচ্ছায় ॥

বাদসাহ ইহা শুনিয়া গণককে বিদায় করিলেন: কিছুদিন
পরে মনে করিলেন রোমের বাদসাহ কিরুশ বিচার করে
আর সেনা কত ও প্রজারা কিরুশ মান্য করে তাহা দেখিব,
এই স্থির করিয়া একজন বিজ্ঞ এবং বলবানকে বিরুলে

কহিলেন কিছু সওদাগরি দ্রব্যের আয়োজন কর, সে আতি
 সিধু প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করিল তখন বাদসাহ উজিরকে
 রাজকর্মা ও রাজ্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া কয়েকজন অনু-
 চর লইয়া সওদাগরের বেশ ধারণ করিয়া রোম দেশে যাত্রা
 করিলেন, কয়েক দিবস পরে তথায় উত্তীর্ণ হইয়া এক সংরা-
 ইতে বাসা করিলেন। পরদিবস উত্তমঃ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া
 কয়ছর রোমের নিকট উপস্থিত হইয়া ছেলাম করিয়া উপ-
 চৌকন প্রদান করিলেন, কয়ছর রোম জিজ্ঞাসা করিল
 তুমি কে?

রোমপতি কহে কহ তুমি কোন জন।

আকার প্রকারে দেখি রাজার লক্ষণ ॥

রাজা কিম্বা রাজপুত্র হইবে নিশ্চয়।

কে বটে আপনি সিধু দেহ পরিচয় ॥

সাহপুত্র কহে আমি হই সওদাগর।

পারসির জাতি বাটি পারস নগর ॥

বানিজ্য করিয়া দেশে বিদেশে বেড়াই।

এখানে বানিষ্য হেতু পরিচয় এই ॥

আমি বানিজ্য কারী নানা দেশীয় উত্তমঃ দ্রব্য সামাগু
 আনিয়াছি যাহা আপনার মনোনিত হয় তাহা গৃহণ করুন;
 কয়ছর রোম তাহার বাক্যে তুষ্ট হইয়া অনেক কথপ কথন
 করিয়া খাদ্য দ্রব্য আনাইয়া আহার করিতে কহিলেন, সাহ
 পুত্র আহার করিতে বসিলেন ঐ সময়ে একজন সভায় আইল
 সে সাহপুত্রকে জানিত; সাহপুত্রসাহ আহার করিতেছেন

দেখিয়া কয়ছর রোমের নিকট গিয়া কহিল এই যে বণিক
 বেশে আহাৰ করিতেছে এ ব্যক্তি ইরানের বাদশাহ ইহার
 নাম কয়ছরের সাহপুৰসাহ । কয়ছর রোম তাহার রিভী
 চরিত্র আকার প্রকার দেখিয়া সন্দিক্ত হইয়াছিল তাহার
 বাক্য শুনিয়া বিশ্বাস হইয়া অন্য কাহাকেও কিছু না কহিয়া
 রক্তকণ্ঠকে কহিলেন এই যে সওদাগর আহাৰ করিতেছে
 উহার নাম সাহপুৰ সাহ ইরানের বাদশাহ; যখন আমার
 নিকট হইতে বিদায় হইয়া বাসায় যাইবেক তখন উহাকে
 ধৃত করিবা । সাহপুৰ আহাৰ করিয়া কয়ছরের সমীপে
 আসিয়া বাসায় জাইতে বিদায় হইলেন; এমত সময়ে রক্ত
 কেরা তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিল তুমি কোথা জাইবা
 তুমি সাহপুৰ সাহ আমার বাদশাহর দেশের অনুসন্ধান
 করিতে আসিয়াছ তোমাকে ছাড়িবনা, ইহা কহিয়া সাহ-
 পুৰ সাহর দুই হস্ত বন্ধন করিয়া কয়ছর রোমের নিকটে
 লইয়া গেল, কয়ছর রোম তাহার পারে লৌহ সজ্জল দ্বারা
 বদ্ধ করিয়া আপন বাটর মধ্যে এক গৃহে ঢাৰি দিয়া রাখি-
 লেন, পরে আপন বেগমকে ডাকিয়া ঢাৰি তাহার হস্তে দিয়া
 কহিলেন এই কয়েদি ব্যক্তিকে প্রাণ ধারণ উপযুক্ত
 আহাৰ দিবা এই কহিয়া রক্তকণ্ঠকে কহিলেন সাহপুরের
 বাসায় যে সকল মনুষ্য আছে তাহার দিগকে
 আনিয়া কাটাগারে বদ্ধ করিয়া রাখ । ইহা কহিয়া সৈন্যে
 ইরান দেশে লট করিতে গমন করিলেন । কয়ছরের বেগম
 এই ঢাৰি তাহার প্রধান দাসী ইরানি এক বৃষভী ছিল তাকে
 দিয়া এই কয়েদীকে আহাৰ দিতে আজ্ঞা করিলেন; সে প্রত্যাহ

সাহপূরকে খাদ্য দিয়া দিতে জাইত কিন্তু সর্বদা সাহপূরকে
খিদ্যমান ও রোদন করিতে দেখিয়া এক দিবস কহিল তুমি
সর্বদা রোদন কর ইহার কারণ কি, আর তুমি কে কি অপ
রাধে কয়েদ হইয়াছ তাহা বল? সাহপূর কহিল যদি দয়া
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে যদ্যপি ধর্ম্যতঃ সত্য কর এ কথা
প্রকাশ্য করিবান। তবে আমার বৃত্তান্ত কহি? সেই যুবতী
ইহা শুনিয়া সত্য করিয়া কহিল তোমার কথা প্রকাশ্য করিব
না বরং তোমার যাহাতে ভাল হয় তাহার চে। করিব; তখন
সাহপূর কহিল আমি ইরানের বাদশাহ সাহপূর, সওদাগরি
করিতে এ দেশে আসিয়া ছিলাম কলহর রোম তাহার নিকট
এই কথা শুনিয়া আমাকে বর্জ করিয়া ইরান দেশ লুট
করিতে গিয়াছে, যদি তুমি আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত
করিয়া আমার সঙ্গে জাও তবে তোমাকে ইরানের প্রধান
বেগম করিব। ইহা শুনিয়া সেই যুবতী কহিল আমি দিঘ
তোমাকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিব, আর সেই দিবস অবধি
উত্তম খাদ্য দ্রব্য সাহপূরকে দিত এই রূপে পোনের দিবস
গতো হইলে সাহপূরকে কহিল কলহ নগর প্রান্তে এক মাঠে
কোন উৎসবোপায়ে দেশ হু মনুষ্য প্রায় সকলেই জাইবেক;
এবং আমার দিগের বেগম তাহা দেখিতে গমন করিবেন
কেবল আমি এখানে একাকি থাকিব আর তোমার রক্ষ
কেরা ও রাজ বারীর রক্ষকেরা প্রায় সকলে বেগমের সমভি
ব ব্যবহারে জাইবেক।

নিশ্চয় জানিও তুমি ওহে নরপতি।

কল, আপনাকে আমি দিব অবদাহতি

আমাকে লইয়া যেতে হবে মহারাজ।

বিস্মৃতি নাহবে তুমি সাধি নিজ কাষ ॥

এই কহিয়া আপন বাটিতে জাইয়া উত্তম শুশিকিত দুই ঘোটক ও দুই সৈপাহির পরিচ্ছদ ও অস্ত্রাদি আনিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিল, পর দিবস প্রাতে বেগম মেলা দেখিতে গেলেন সেনা ও রক্ষকেরা অনেক তাঁহার সঙ্গে গেল, সেই খুবতী শুন্যাগার দেখিয়া সাহপুরের নিকট আসিয়া তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দুইজনে সৈপাহির বেশে শু অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া দুই ঘোটকে আরোহণ করিয়া ইরানে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন দিবা রাত্রি গমনে আস্ত যুক্ত হইয়া অতি দূরে এক গুাম দেখিয়া সেই দিগে গিয়া সন্দের সময় এক উদ্যান দ্বারে পৌছিয়া সব করলে মালি দ্বার খুলিয়া দুইজন অধারোহি আস্ত যুক্ত দেখিয়া কহিল আপনারা কে কোথা হইতে আইলে কোথা বাইবা সাহপু র কহিল আমরা ইরানি মগয়া করিতে গিয়াছিলাম পথ ভ্রমে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি যদি এই রাত্রে আমারদিগের প্রতি অনুগ্রহ করয়া আপন বাটিতে স্থান দেও তবে চির বাধিত হইব। মালি সিষ্টাচারি করিয়া কহিল এ তোমারি ঘর স্বচ্ছন্দে রাত্রি ঘাপন কর, তখন দুইজনে ঘোটক হইতে নামিয়া মালির এক গৃহে থাকিলেন, মালির স্ত্রী কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিল সাহপু র আহার করিয়া মালিকে ইরানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে মালি রোদন করিতে কহিল কয়ছর রোম আসিয়া ইরান লুট করিয়া আর অনেক লোককে নষ্ট ও ধৃত করিয়া

লইয়া গিয়াছে । সাহপুৰ কহিল ইরানের বাদসাহ সাহপুৰ কোথা গিয়াছে? মালি কহিল সাহপুৰ সাহ প্রাণে আছেন কি মরিয়াছেন তাহার সন্ধান কেহু কহিতে পারেনা; কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সকল লোকছিল তাহারা রোমদেশে কয়েক আছে শুনিয়াছি, এই কথা কহিয়া মালি অনেক খেদ ৩ য়োদন করিলে সাহপুৰ কহিল তুমি ঈশ্বৰ হও আমি পথি মধ্যে শুনিয়াছি দুইতিন দিবসের মধ্যে সাহপুৰ সাহ আপন দেশে আসিবেক । প্রাতে মালি সাহপুৰকে অনেক নিটোচারি করিয়া কহিল তোমার বাসার যোগ্য এ কাঠর নর ॥ সৰ্ব্বটে পড়িয়া বাস করিলে হেথার ॥ মালি এক ফুলের তোড়রাসাহপুৰকে দিল সাহপুৰ মালিকে কহিলেন সাহপুৰ সাহর উজির এইকণে কোথায় তুমি জাত আছো? সে কহিল উজির আপন বাটিতে আছে, পরে মালিকে কহিলেন কিঞ্চিৎ কাগজ আন মালি কাগজ আনিয়া দিলে সাহপুৰ ঐ কাগজে সেই ফুলের তোড়রা আচ্ছদন করিয়া আপনার মোহর চিত্র করিয়া কহিলেন এই কাগজ সহিত তোড়রা উজিরের হস্তে দিয়া সে জাহা কহে আমাকে আসিয়া কহ : মালি ঐ তোড়রা লইয়া উজিরকে দিলে উজির বাদসাহর মোহর দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মালিকে কহিলেন এ তোড়রা কাহার নিকট হইতে আনিয়াছ; এবং যে ব্যক্তি তোমাকে দিয়াছে সে কোথায় আছে? মালি কহিল একজন অশ্বা রোহি এক ঘুবতীকে সঙ্গে করিয়া গতো কল্য সন্ধ্যার সময়ে আসিয়া আমার বাটিতে আছে । উজির ইহা শুনিয়া একজন সরদারকে মালির সঙ্গে সাহপুৰকে দেখিতে পাঠাইলেন,

মালি তাহাকে আপন বাটিতে লইয়া সাহপুরকে কহিল উজির এক লোক পাঠাইয়াছে, সাহপুর তাহাকে ডাকিয়া উজিরকে আনিতে কহিলেন সে ছেলাম করিয়া বিদায় হইয়া উজিরকে আসিয়া কহিল সাহপুর সাহ আসিয়াছেন আপনাকে সরণ করিয়াছেন, তখন উজির সরদার দিগকে নগ্ন লইয়া মালির বাটিতে গিয়া বাদসাহর সহিত সাক্ষাত করিলেন। বাদসাহ উজিরকে আনিজন দিয়া ও সরদার দিগকে সমাদর পূর্বক বসাইয়া কয়ছর রোমের বাটিতে যে প্রকার বর্ক হইয়াছিলেন ও বেগমের প্রধান ময়লিনী যে প্রকারে মত্ত করিয়াছে তাহা সমুদয় কহিয়া আজ্ঞা করিলেন কোমরা নীচ কথক গুলিন সেনা প্রস্তুত কর। সরদারেরা আজ্ঞা মত্ত কথক গুলিন সেনা সংগৃহ করিয়া কহিল, বাদসাহ কয়েক জন মনুষ্য রোম দেশে পাঠাইলেন তাহারা তথায় গিয়া তত্ত্ব জানিয়া কহিল যে কয়ছর রোম দিবারাত্রি নৃত্য গীত বাদ্য ও মদিরা পানে মত্ত আছে আর তাহার সরদার ও সেনারা কে কোথায় তাহার সন্ধান কেহ জিজ্ঞাসা করেন। সাহপুর এই কথা শুনিয়া রারসহস্র সেনা লইয়া রোমদেশে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস গত হইলে রোমে গোঁছিয়া সেনা গণকে আজ্ঞা করিলেন যে জাহাকে দেখিবা তাহাকে তৎক্ষণাত নষ্ট করিবা তাহারা ঐ মত করিল। কয়ছর এই সংবাদ শুনিয়া আপন নগরে যে সেনা ছিল তাহা একত্র করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল, সাহপুর রোমের অনেক সেনাকে বিনাশ করিয়া কয়ছর রোম ও তাহার সরদার দিগকে কয়েদ করিলেন। কয়ছর রোমকে বান্ধিয়া বাদসাহর

নিকটে আনিত হইলে তাহাকে কহিলেন আমি তোমার দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলাম তুমি আমাকে বিনা অপরাধে কি নিষিদ্ধ করয়েদ করিয়া ছিলে ইহাতে বোধ হইতেছে তোমার রীতি এই যে বিদেশি লোক তোমার দেশে আইলে তাহার দিগেকে করয়েদ করিয়া খন সম্পত্তি লুটিয়া লও । কয়ছর রোম অনেক বিনয় পূরক কহিল যে আমার অপরাধ ইহা আছে ক্ষমা কর, এই তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে বহু দিন জীবিত থাকিব তত দিন তোমায় আদাবহু হইয়া রহিব । সাহপুর্ কহিল তুমি ইরান দেশে আইয়া সে দেশ লুটিয়া পুড়িয়া উচ্ছন্ন কেন করিলে এব° তথাকার প্রজাগণ কেন মর্ষকরিলে? ইহা শুনিয়া কয়ছর রোমনিরব হইয়া থাকিল তখন তাহার দুই কণ্ঠ ক্ষেদন ও মাসিকা ছিদ্র করিয়া তাহাতে ব্রজু স° যোগ করিয়া এব° দুই পদে নোহার বোডি দিয়া কয়েদ রাখিলেন কয়ছরের কনিষ্ট ভ্রাতা বাবছ এই কথা শুনিয়া কথক গুলিন সেনা সঙ্গে করিয়া যুক্ত করিতে আইল সাহপুর্ তাহা দেখিয়া আপন সেনা লইয়া তাহার প্রতি আক্রমণ করিলেন সাহা পুরের অনেক সৈন্য দেখিয়া সে পলায়ন করিল তাহার পর বজানোস নামক এক সরদার সন্ধি করিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়া পাঠাইল । সাহপুর্ তাহাকে ডাকাইয়া করের নিয়ম নিৰ্দ্ধারণ করিয়া বজানোসকে রোমের বাদসাহ করিয়া আপনি ইরানে আসিয়া শুধে কাল বাপন করিতে লাগিলেন কয়ছর রোম কিছু কাল পরে কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলেন এই সময়ে মানি নামক একজন চিত্র কর চিন দেশ হইতে

আসিয়া সাহপুরের সহিত সাক্ষাত করিয়া চিত্র বিদ্যার দ্বারা বাদসাহকে বাধ্য করিয়া শেষে কহিল আমি ঈশ্বরের পেরগল্প; অর্থাৎ অবতার বাদসাহ এই কথা শুনিয়া পাণ্ডিত্য দিগকে ডাকাইয়া বর্মসাত্ত মত বিচার করিয়া তাহার সরিষের চামড়া খুলিয়া লইতে আক্রান্ত করিলেন যেমনস্য হইয়া একপ অবতার আপনাকে প্রকাশ করিবে তাহার এইরূপ দণ্ড হইবে যখন সাহপুর সত্তরী বৎসর বাদসাহি করিলেন তাহার এক পুত্র অতি বালক ছিল ঐনিমিত্ত আপনায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর দসিরকে কহিলেন যদি তুমি সত্য কর আমার পুত্র উপযুক্ত হইলে তাহাকে বাদসাহি দিবা, আর তুমি তাহার উজির থাকিবা তবে এইরূপে তোমাকে বাদসাহ করি। আর দসির এতৎবাক্য স্বিকার করিল তখন আর দসিরকে বাদসাহিতে অভিষেক করিলেন। ওজমোরদ সাহপুর সত্তরী বৎসর বাদসাহি করিয়া সর্গারোহণ করিলেন ॥

সাহপুরের ভ্রাতা আর দসির বাদসাহি

আর দসির বাদসাহ দশ বৎসর বাদসাহি করিয়া যখন সাহপুরের পুত্র উপযুক্ত হইল তাহাকে বাদসাহ করিয়া আপনি উজির হইলেন ॥

সাহপুর বেন সাহপুর বাদসাহ হইয়া পৈত্রিক প্রতিভা দান ধ্যান আচার বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ বৎসর চারি মাস পরে এক দিবস সরদারদিগকে সঙ্গে লইয়া সিকার করিতে গিয়া সমস্ত দিন সকলে সিকার করিয়া সন্দের পরে আহ্বার করিয়া আপনং শিবিরে সকলে সন্মন করিলেন,

রাত্রি দুই পুহরের সময়ে অত্যন্ত কষ্ট আরম্ভ হইয়া বাদসাহর শিবিরের স্তম্ভ তথ্য হইয়া বাদসাহর মস্তকে পতিত হইয়া মস্তক চূর্ণ হইল তাহাতেই বাদসাহর মৃত্যু হইল ॥

বহরাম সাহপূরের বাদসাহি

তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম সাহপূর বাদসাহ হইয়া চন্দ্রবৎসর বাদসাহি করিয়া পীড়িত হইয়া মরিলেন, তাহার এক কন্যা ও ভ্রাতা এল্দ্ জোরদ সাহপূর ছিল তাহাকে বাদ সাহ করিয়া লোকাভ্যুগত হইলেন ॥

এল্দ্ জোরদ সাহপূরের বাদসাহি

এল্দ্ জোরদ সাহপূর বাদসাহ হইয়া পৈত্রিক নিতী ভাগ করিয়া অভি দৌরাত্য ও অন্যায়ে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে তাহার এক পুত্র হইল তাহার নাম বহরাম রাখিলেন। মন্দজ নামক একজন পণ্ডিতকে আনা হইয়া বহরামকে রাজনীতি ধর্ম সাধ্ব আদি শিক্ষা করিতে দিলেন, যখন বহরাম পণ্ডিত হইল তখন আপন পিতার সহিত সাক্ষাত করিতে আইল, এল্দ্ জোরদ সাহপূর বহরামকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। একবৎসরের পর বহরামকে মুক্ত করিয়া এমদজ পণ্ডিতের সহিত এমন দেশে পাঠাইলেন; কিছুকাল পরে বাদসাহর নাসারকু হইতে রক্তাশ্রব পীড়া হইল তিনি নিজে অনেক ঔষধ করিলেন তথাপি কিছুই হকিতরহিল সাম্যক রূপে আরোগ্য হইল না। কিয়ৎকাল পরে বাদসাহ এক দিবস

সমুদ্রের তীরে ভ্রমণ করিতে গিয়া নানা স্থানে নানা পুকার
কৌতুক সন্দর্শন করিতেছেন; এমন সময়ে সমুদ্র হইতে
অতি সুন্দর এক ঘোটক ভাঙে আসিয়া চরিতে লাগিল, তাহা
দেখিয়া বাদসাই সেনাগণকে কহিলেন সকলে মিলিত হইয়া
এই সমুদ্রীয় ঘোটককে ধৃত করিয়া আন ইহা শুনিয়া সকলে
জাহিয়া সেই ঘোটককে ধরিল। তাহার মুখে লাগাম ও পুঠে
জিন বান্ধিয়া বাদসাহর নিকটে আনিল, বাদসাহ এই ঘোটক
দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সেই অশ্বোপরি আরোহণ হই
লেন, বাদসাহ আরোহণ করিলে সেই ঘোটক অত্যন্ত লম্প
লম্প করিয়া বাদসাহকে ভ্রমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বক্ষ
স্থলে ঐতদ্ভ্রম পদাঘাত করিল যে তাহাতেই বাদসাহ ৩৭
কণাত পান ত্যাগ করিলেন। এই ঘোটক লক্ষ দিয়া সমুদ্রে
পড়িয়া জল মধ্যে প্রবেশ করিল আর কেহ দেখিতে পাইলনা
এজ্জ জোরদ সাহপুরুসাহ মরিলেন সরদারেরা দেখিয়া তাহার
মৃত্যুদেহ লইয়া গোর দিলেন।

খোছরো বাদসাহর বিবরণ ॥

এজ্জ জোরদ সাহপুরুসাহর মৃত্যু হইলে সকল পুতান ও সর
দারেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে এজ্জ জোরদ
বাদসাহ অতি দয়ালু ছিল তাহার পুত্র বহরামও সেইকণ
হইবেক যে এমন দেশে আছে তাহাকে আমরা বাদসাহ
করিবনা, এই স্থির করিয়া ঐ রাজবংশীয় খোছরো নামক
এক বৃদ্ধ ছিল তাহাকে ইরানের বাদসাহ করিল। কিছুদিন
পরে বহরাম আশুর পিতার মৃত্যু ও খোছরোকে সরদারেরা

অক্য হইয়া বাদসাহ করিয়াছে এই সওবাদ পাইয়া ইরানের
সরদারদিগকে এই পুকার এক পত্র লিখিল যে আমি হুনি
নাম এজম জোরদ সাহপুর্ বাদসাহর মৃত হইলে আমি
দেশে আছি তাহা তোমরা সকলে জ্ঞাত থাকিয়াও আরাককে
কোন সমাদ না করিয়া খোছরোকে বাদসাহ করিয়া হইবার
কারণ কি? সরদারেরা ঐ পত্র পাইয়া সকলে পরামুস
করিয়া উত্তর লিখিল যে বাদসাহ করিলে তত্ত্ব থলি হও
য়াতে অতিশয় পোদযোগ উপস্থিত হইল এ নিমিত্ত বাদ
সাহর ব সীয় একজন খোছরো নামছিল তাহাকে সকলে
অক্য হইয়া বাদসাহ করিয়াছি, এই পত্র লিখিয়া জওয়ানুই
নামক একজন পণ্ডিত দ্বারা পাঠাইল; সে বহরামের নিকট
গেলে বহরাম তাহাকে মন্দক পণ্ডিতের নিকটে সে
বহরামে শিক্ষা শুরু এবং উজির ছিল, তাহার নিকট পাঠা
ইলেন। সে পত্র জ্ঞাত হইয়া জওয়ানুইকে কহিল বহরাম
পণ্ডিতাবিজ্ঞ ও সত বিবেচক এবং মহা বলবান থাকিলে
খোছরোকে কেন তোমরা তত্ত্ব বসাইলে যদি তোমরা
বহরামকে বাদসাহ স্বিকার না কর তবে আমরা অতি শিব
যুক্ত করিব জওয়ানুই কহিল তোমরা মৃগয়ার হলে সৈন্যে
বহরামকে লইয়া ইরানে গমন কর। সেই জানে সকল
সরদার কে জাকাইয়া পরামুস করিয়া বহরামকে তত্ত্ব বসা
ন আইবে এই বৃত্তি হির করিয়া জওয়ানুই বিদায় হইল।
মন্দক ব্রিস সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বহরামকে সঙ্গে
লইয় মৃগয়ার হলে ইরানে যাত্রা করিল, কখন বহরাম
ইরানের নিকট চেল্লর বগরে পৌছিয়া শিব

স্থাপিতকারিগ ইরানের সরদারের। কওয়ানুই মুখেশুনিয়া
 অভিসর চিহ্নিত হইয়া সৈন্য লইয়া নাঠে আইল,
 তখন বহরাম মদজকে কহিল এখন বুদ্ধ করা কি
 সরদার, দিগকে ডাকিয়া তাহার দিগের অভিপ্রায়
 জানা কত ব্য? মদজ কহিল তাহারদের ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা
 করিলে যেমত কহিবে সেইমত কর্ম করিব বহরাম এক জন
 বিজ্ঞব্যক্তিকে ইরানের সরদারদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন,
 পরদিবস এতে সমস্ত সরদার একত্র হইয়া বহরামের নিকট
 আইল বহরাম ভক্তে বসিয়া সরদার দিগের আসিতে
 আজ্ঞা দিলেন; তাহারা গিয়া রিত মত ছেলান করিয়া দণ্ডয়
 মান হইল তখন বহরাম তাহাদিগকে সমাদরপূর্বক বসা
 ইয়া কহিলেন ওহে পণ্ডিতেরা আমার পৈত্রিক ইরানের বাদ
 সাহি আমাকে ভাগ করিয়া অন্যকে কেন স্থাপিত করিলেন?
 তাহারা কহিল আমরা আপনাকে বাদসাহ করি এমত বাস
 না নয় কারণ তোমার পিতা অভিহুয়াত্বা হইয়া অনেক দৌ
 রাত্তা করিয়া ছিলেন ত্তনি তাহারি সম্ভান এই নিমিত্ত অন্য
 কে বাদসাহ করিয়াছি, তোমার পিতা অকৃতজপরায়ে কাহার
 দত্ত কাহার পদ কাহার নাসা কাহার কর্ম কাহার পাণ
 দণ্ড করিয়াছেন, কাহার বাড়ি ঘর ভাঙ্গিয়া দেশ হইতে
 দূর করিয়াছেন। বহরাম শুনিয়া পিতাকে অনেক নিন্দা
 করিয়া কহিল আমি তোমাদিগের মত ভিন্য কোন কর্ম
 করিবনা; আর এক গৃহে তক্ত ও তাহার উপর তাজরাখি
 য়। সেই গৃহে দুইটা ব্যাঘুছাড়িয়া দেহ, পরে ধোহরো আর
 আনি সেই গৃহে গুবেস করিয়া যে তাজ লইতে পারিবেক

সেই বাদসাহ হইবেক এই নিয়ম কর, সরদারেরা এতৎ
 শ্রবণে করিলেন যে আমরা ধর্মত সত্য করিয়া খোছরকে
 বাদসাহ করিয়াছি এখন তাহার বেতিক্রম কি প্রকারে
 করিব, কিন্তু আপনকার বাক্য দ্বারা পূর্ণ হইতেছে যে
 আপনি বিজ্ঞ আপনাকে এখন বাদসাহ করিতে মানস
 হয়, এই ব্যাঘ্রের যে কথা আপনি প্রস্তাব করিলেন এই উপ
 লব্ধ করিয়া খোছরকে কহিয়া যাচ্ছা হয় কল্যা
 আনিয়া কহিব। এই কহিয়া তাহার বিদায় হইয়া ব্যাঘ্রের
 কথা খোছরকে কহিলে সে কহিল বহরাম যদি ব্যাঘ্রের
 মধ্য হইতে তাজ লইতে পারে তবে তাহাকেই বাদসাহি করা
 উচিত, আমি গৃহে বসিয়া দৈবের ভজন করিব। পরদিবস
 তাহার এই কথা বহরামের নিকট গিয়া জানাইলেন বহরাম
 দুইটা বৃহদব্যাঘ্র লোক দ্বারা আনাইয়া এক গৃহে তক্তের
 উপর তাজ রাখিয়া সেই গৃহে দুইটা ব্যাঘ্রকে ছাড়িয়া দ্বার
 বন্ধ করত সরদারদিগে কহিল এই গৃহ মধ্যে তাজ তক্ত ও
 ব্যাঘ্র রহিল এখন কি কত্তব্য? সরদারেরা কহিল খোছরো
 এব° আপনি দুইজন উপস্থিত আছেন দুইজনার মধ্যে যে
 ব্যক্তি ব্যাঘ্র মধ্য হইতে তাজ আনিয়া মস্তকে দিবেন তিনি
 ইরানের বাদসাহ হইবেন, ইহা শুনিয়া আর সেই দুই ব্যাঘ্র
 দেখিয়া খোছরো কহিল আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর বাদ
 সাহির প্রার্থিত ছিলাম না তোমরা আমাকে আনিয়া বাদ
 সাহি করিয়াছ, বহরাম যুবক এব° তাহারি পৈত্রিক এ বাদসাহি
 তিনি তাজ লইলে আমি তুষ্ট হইয়া দৈবের আরাধনায়
 মগ্ন হইব। বহরাম ইহা শুনিয়া কহিল এ কথা যথাক্ত আর

ব্যাঘের সহিত যুদ্ধ করা আমার কর্তব্য বটে ইহা কহিয়া এক
গদা হস্তে লইয়া উঠিল, তখন সরদারেরা কহিলেন হে বাদ-
সাহ, তাজ তত্ত্ব প্রত্যাশায় ব্যাঘের মধ্যে জাগিয়া কলুষা-
নহে আমরা এ কর্তব্য করিতে কহি নাই যদি দৈবে কোন
ব্যাঘাত হয় তবে তাহাতে আমার দিগের কোন অপরাধ নাই
বহরাম কহিল শুন ওকে বিক্রপণ!

ইহাতে কাহার দোষ নাহি কদাচন ॥

বহরাম তাজ লইতে ঐ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে একটা
ব্যাঘ তাজ করিয়া আইলে বহরাম তাহার মস্তকে এক গদা
প্রহার করিল তাহাতে সে ব্যাঘ তৎক্ষণাৎ মরিল পরে আর
একটা ব্যাঘ আসিয়া বহরামের উপর পড়িলে বহরাম তাহার
আখায় একগদা প্রহার করিল তাহাতে ব্যাঘের মস্তক ভাঙ্গিয়া
চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল তখন বহরাম তত্ত্বের উপর ঘসিয়া
তাজ মস্তকে রাখিল, খোছরো ও সরদারেরা দেখিয়া ধন্য
করিয়া নানাবিধ রত্ন আনিয়া জৌতুক দিয়া সকলে অক-
স্মে বহরামকে ইরানের বাদসাহ করিলেন, খোছরো
ঈশ্বর আরাধনা করিয়া কিছু কাল পরে স্বগারোহণ করিলেন

—৫২৩—

বহরাম গোর বাদসাহর বিবরণ ॥

বহরাম গোর বাদসাহ তইয়া বহুবিধ দান দ্বারা জন-
সমাজে প্রশংসিত হইলেন, এবং বহরাম সাহ স্বিকার প্রিয়
ছিলেন এতদ্বিমিত্য আপন কনিষ্ঠ ভাতা নরছি সাহকে
রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত করিয়া আপনি মরুদা মগয়াধ হইয়া
জয়লাভ করতেন, একসময়ে আপনি বহরামসাহর উকিল হইয়া

হিন্দুস্থানের বাদসাহর নিকট গিয়া এক ব্যাঘ ও এক খজা
গর মারিয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ইরানে আসিয়া
তৃষ্ণি বৎসর বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র এজ্জ জোরদ
বহরামকে রাজ্যে অতিশিত্ত করিয়া আপনি স্বপ্নারোহণ
করিলেন ॥



এজ্জ জোরদ বহরাম সাহর বিবরণ ॥

এজ্জ জোরদ বহরাম বাদসাহ হইয়া প্রজার পালন ও দান
আদি সম্বদা করিতেন, আঠারো বৎসর বাদসাহি করিয়া
পরে অতিসন্ন পিড়িত হইয়া আপন পুত্র হোরমজকে বাদ-
সাহ করিয়া সাতদিন পরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥



হোরমজ সাহর বিবরণ ॥

হোরমজ সাহ তত্তে বসিয়া একবৎসর বাদসাহি করিলেন
তাহার পর তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিরোজ সাহ হরতাল দেশের
বাদসাহর নিকট জাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া তাহার
সৈন্য লইয়া হোরমজ সাহর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে করেদ
করিয়া পিরোজ সাহ ইরানের বাদসাহ হইয়া ক্রমে তুরানের
অনেক দেশ করত করিয়া লইলেন। তুরানের বাদসাহ
খোস নবরাজ সাহ ইহা শুনিয়া পিরোজসাহকে লিখিল যে
তুমি তোমার পিতামহ বহরাম সাহর নিয়ম পত্র অন্যথা
করিয়া তুরানের অন্তঃপাতি দেশ সকল লইতেছে। পিরোজ
সাহ এই পত্র পাইয়া রাগান্বিত হইয়া আপন সৈন্য লইয়া
তুরানে আক্রমণ করিয়া খোসনবরাজ সাহর সঙ্গে যুদ্ধ করি

লেন। খোসনওয়াজ অনেক যুদ্ধ করিয়া পিরোজ সাহকে
 মারিয়া ও তাহার এক পুত্র ও সরদারদিগকে কয়েদ করিয়া
 রাখিল, তাহা শুনিয়া পিরোজ সাহর আর এক পুত্র বেলা-
 ছান সাহ অনেক সেনা সঙ্গে লইয়া খোসনওয়াজ সাহর
 সহিত যুদ্ধ করিতে তুরানে যাত্রা করিলেন, খোসনওয়াজ
 সাহ এই সংবাদ পাইয়া আপন সেনা লইয়া বেলাছানসাহর
 সহিত যুদ্ধে পরাভব হইয়া বেলাছান সাহর সহিত সন্ধিকর-
 নাথে এক পত্র লিখিলেন। বেলাছান সাহ ঐ পত্র পাইয়া
 লিখিল আমার যেহ লোককে তুমি বন্ধ রাখিয়াছ তাহাদিগ
 কে মুক্ত করিয়া দেও আর আমার পিতা যেহ দেশ লইয়া
 ছিলেন তাহা যদি ত্যাগ কর তবে আমি তোমার সহিত সন্ধি
 করিব। খোসনওয়াজ সাহ তাহা স্বিকার করিয়া বেলাছান
 সাহর সহিত সন্ধি করিলেন; বেলাছান সাহ ইরানে
 আসিয়া কিছুদিন বাদসাহি করিয়া আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা
 কোবাদ সাহকে ইরানের বাদসাহ করিয়া আপনি ইন্দরের
 ভজনায়ে নিযুক্ত থাকিয়া পরিশেষে মায়াময়দেই ত্যাগ করিয়া
 নিত্যধামে গমন করিলেন ॥

কোবাদ বাদসাহর বিবরণ ॥

কোবাদ ইরানের বাদসাহ হইয়া কিছুদিন পৈত্রিক নিয়ম
 মত বাদসাহি করিয়া পরে অত্যন্ত দৌরাত্য আরম্ভ করিল
 এ নিমিত্ত ইরানের সকল লোক তেজ হইয়া সরদার দিগের
 সহিত ঐক্য হইয়া কোবাদ সাহকে কয়েদ করিয়া তাহার
 কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছরয় রাজ সাহকে ইরানের বাদসাহ করিল
 কোবাদ সাহ কোন উপায় দ্বারা কারাগার হইতে পলাইয়া

ইয়র্ভাল দেশের বাদসাহর নিকট গমন করিল, পশ্চিমধ্যে
এক সামান্য লোকের বাড়িতে উদ্ভিষ্ট হইয়া তাহার কন্যাকে
বিবাহ করিয়া কিছুকাল সেই স্থানে বাস করিল, যখন তাহার
দ্বি গর্ভবতী হইল তখন সে স্থান হইতে ইয়র্ভাল সাহর
নিকট গিয়া আত্ম বিবরণ তাহাকে জানাইয়া তাহার সেনা
লইয়া ইরান দেশে যুদ্ধ করিতে গমন করিল। যে স্থানে
বিবাহ করিয়া গিয়াছিল যখন সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিল
তদ্বিবস কোবাদসাহর দ্বি এক পুত্র প্রসব হইল কোবাদসাহ
তাহার নাম কেহরা রাখিল (এ কেহরা নওসেরওয়ান
নামে জ্যাত হইবে) কোবাদ আপন দ্বি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া
ইরানে যাত্রা করিলেন, যখন ইরানের নিকট আসিয়া
পৌঁছিল তখন ইরানের সরদারেরা শুনিয়া ভীত হইয়া
কোবাদ সাহর নিকট গিয়া সরণাগত হইলে কোবাদ তাহা
রদিগকে অস্ত্র দান দিয়া ইরানে জাইয়া বাদসাহ হইয়া
সর্বদা দান ও প্রজার পালন করিতে লাগিলেন। যখন
তাহার আশি বৎসর বয়স্ক হইল আর চল্লিশ বৎসর কো-
বাদসাহ বাদসাহি করিয়া আপন পুত্র কেহরাকে বাদসাহি
তে অভিষিক্ত করিয়া আপনি অনিত্য মংসার পরিত্যাগ
করিয়া নিত্য ধামে গমন করিলেন॥

নওসেরওয়ান বাদসাহর বিবরণ॥

কেহরা অর্থাৎ নওসেরওয়ান বাদসাহ হইয়া দীনহীন
উপায় বিহীন মনুষ্যকে অনেক দান করিলেন আর সর্বদা

প্রজা গণেরা জাহাতে শুখে বাসকরে তাহার উপায় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আপনায় সমুখে এক স্থান নিরূপন করিয়া আজ্ঞা করিলেন জাহার যে নালিস থাকে সে তাহা লিখিয়া এইস্থানে রাখিবে আনি পণ্ডিত ও মজ্জিদিগকে লইয়া বিচার করিয়া যথার্থবিচার করিব। আরঘোষণা দ্বারা সমস্ত লোককে জানাইলেন যে যখন যে ব্যক্তি নালিস করিতে আসিবেক, যদি রাত্রিকালে আনি বেগমের নিকটে জম্মন করিয়া থাকি তথাপি তোমরা সেই খানে সমাচার পাঠাইবা। তদন্তিন্য আপন অধিকারের সমস্ত কর্ম কারক দিগের নিকটে দেশে ২ লিখিয়া পাঠাইলেন যে প্রজাগণের ভূমি ভিন্য বন পর্তত পতিত ভূমি যে খানে যত আছে তাহা বাদসাহি ভাণ্ডারের ধন দ্বারা কৃষি কারকদিগকে বেতনভুক্ত রাখিয়া সেইসকল ভূমি আবাদ করিয়া তাহাতে যে সন্ধ্যা উৎপন্ন হইবে তাহা গোলা গৃহপূর্ণ করিয়া রাখিয়া ভিক্ষুক কৃষিকর দ্বাংধি অতিত আর যে সকল প্রজার অন্ন কষ্ট হয় এই সকল লোককে বাদসাহি গোলা হইতে অন্ন বিতরণ করিবা। এই আজ্ঞা প্রচার হইলে কিয়ৎ কালের মধ্যে ইরানের রাজ্যের সমস্ত দেশে গোলা গৃহ প্রস্তুত হইয়া অনেক মনুষ্য তদ্বারা প্রতিপালন হইতে লাগিল ইহাতে নতুনসেরওয়ান বাদসাহর শুক্যাত্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল এতদ্রূপে দীর্ঘ কাল বাদসাহি করিলেন। এক দিবস কর্ম কারকেরা বাদসাহকে জ্ঞানাইল যে কয়ছর রোম খে রূপ নিয়মে কর দিত তাহা দেয় নাই এই কথা শুনিয়া আজ্ঞা করিলেন যে তাহাকে পত্র লিখিয়া উকিল পাঠাও পরন্তু উকিল তাহার নিকট

গেলে কয়ছর রোম পত্র ক্রাত হইয়া রাগবসতঃ উত্তরানিখিল
 যে তুমি বাদসাহ আমিও বাদসাহ তবে আমি তোমাকে কি
 নিমিত্ত কর দিব ইহাতে তোমার যুদ্ধ করিতে বাঞ্ছা হয়
 তাহাতে আমি কীন্তু নহি; এই পত্র উকিলকে দিয়া বিদায়
 করিলেন। উকিল আসিয়া পত্র দিয়া যে রূপ কথং কথন
 হইয়াছিল তাহা জানাইলে নওসেরওয়ান রাগমিত হইয়া
 অনেক সেনা সঙ্গে করিয়া রোম দেশে যাত্রা করিলেন, পথি
 মধ্যে রোমের অন্তঃপাতি এক নগর ও দুর্গ ছিল তথাকার
 অধিপতি নওসেরওয়ানের সহিত যুদ্ধ করিল, নওসেরওয়া
 তাহারদিগকে পরাভব করিয়া সে স্থান অধিকার করত তথা
 কার সরদারকে কারাকুটিরে রাখিয়া তথা হইতে প্রস্থান
 করিলেন কয়েক দিবস পরে আরায়েসেরোম নামে রোমের
 অন্তঃপাতি আর এক নগর ও দুর্গ ছিল তথায় রোমের বাদসা
 হর ভাঙিরাছিল তথায় ধন রত্নাদি থাকিত সেইস্থানে পৌছি
 লে তথাকার অধিকারি যুদ্ধ করিল, নওসেরওয়ান তাহার
 দিগকে পরাজয় করিয়া সে স্থান করত করত সরদারকে
 কয়েদ করিয়া তথা হইতে রোমে লুতাগমন করিলেন। কথক
 গুলিন লোক তথা হইতে পলায়ন করিয়া কয়ছর রোমকে
 এই সমাচার কহিল সে শ্রুত মাতেই সৈন্যে নওসেরওয়ার
 সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া চতুর্থ দিবস
 মদিনা নামে এক নগর ও দুর্গ ছিল পলাইয়া সেইস্থানের
 দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করত দ্বার বন্দ করিল; নওসেরওয়া সেই
 দুর্গ বেটন করিবার মন্ত্রণ করিলেন, কয়ছর রোম তাহা
 শুনিয়া দুঃপাঠাইয়া পুনঃ নিমিত্ত কর দিয়া যুদ্ধ করিল

নওসেরওয়া ইরানে আসিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন ।



বুজরচমেহর নওসেরওয়ার উজিরহওনের বিবরণ

একদা নওসে রওয়া বাদসাহর ত্রিকালে সপ্ন দেখিলেন যে তাহার তক্তের সম্মুখে একটি বক্ষ জ্বলিয়াছে সেই বক্ষের নিম্নে এক শুকর বসিয়া রহিয়াছে, প্রাতে গাত্ৰোত্থান করিয়া আপন সভাস্থ পণ্ডিত ও গণক দিগকে ঐ সপ্ন বিবরণ কহিয়া তাহার ফলাফল গিজাসা করিলে তাহারা ইহার শুভ শুভ কিছুই কহিতে পারিলেন না, পরে একজন সভাসতকে কিকিৎ অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন আরকহিলেন তুমি স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত গণকে এই সপ্ন বিবরণ জানাইলে যে ইহার ফলাফল কহিতে পারিবেক তাহাকে আমার নিকট আনিবা; সেব্যক্তি অনেকস্থানে ভ্রমণ করিয়া একস্থানে বুজরচমেহর নামে একজন পণ্ডিত গণকের সহিত সাক্ষাত হইলে তাহাকে বাদসাহর সপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করাতে হে কহিল এ সপ্ন বিবরণ বাদসাহ ব্যতীত অন্যের সাক্ষাৎ কহিতে পারিব না এতৎ কারণে তাহাকে বাদসাহর নিকট আনয়ন করিলে বাদসাহ সপ্নবিবরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল এ সপ্ন বিবরণ বিরসে কহিব । বাদসাহ তৎখনাত সভাস্থ সকলকে সভা হইতে বিদায় করিলেন, তখন বুজরচমেহর কহিল আপনার সন্তরজন বেগমের মধ্যে এক জন পুরুষ আছে, এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বেগমদিগকে আনাইয়া বুজরচমেহরকে কহিলেন ইহারদিগের মধ্যে কাহাকেও পুরুষের লঙ্গণ বোধ হয় না তুমি মিথ্যা কহিতেছ;

মুজরচমেহর কহিল আপনি ইহাদিগকে বিবস্ত্রা করিয়া দেখিলে সভ্য জানিবেন; বাদসাহ উঠিয়া বেগমদিগকে এক একে বিবস্ত্রা করিতে করিতে একজনপুরুষ তাহার সন্ধ্যোছিল প্রকাশ হইল, তখন সেই পুরুষ যে বেগমের সহিত আসিয়া ছিল তাহাকেও সেই বেগমকে মৃতিকা খনন করিয়া পুতিতে আজ্ঞা করিলেন; পরে মুজরচমেহরকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া উজির পদে নিযুক্ত করিলেন, কিছুদিন পরে খাকান চিন চিন দেশের বাদসাহ হেরাতালের বাদসাহের সহিত যুদ্ধ করিল তাহাতে হেরাতালের বাদসাহ যুদ্ধে অক্ষম হইয়া নওসেরওয়ার সরনাগত হইলে নওসেরওয়া বহুবিধ সৈন্যসঙ্গে লইয়া হেরাতালের বাদসাহের সহায় হইয়া খাকান চিনের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন, খাকান চিন তাহা শুনিয়া যুদ্ধে আসিয়া নওসেরওয়ার অনেক সেনা দেখিয়া আপনার অল্প সেনা প্রযুক্ত ভিত্তি হুইয়া উকিল পাঠাইয়া সন্ধি করিয়া আপনার কন্যাকে নওসেরওয়ার সহিত বিবাহ দিলেন, নওসেরওয়া ঐ বাদসাহ দিগের উভয়ে বদ্ধ হইয়া আপনি ইরানে আসিয়া বাদসাহি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে হিন্দুস্থানের রায় বাদসাহ সতরঞ্চ ক্রিডার একজন ক্রীড়ক সহিত এক পাণ্ডিত্য মঞ্চ পত্র লিখিয়া নওসেরওয়ার নিকট পাঠাইল; সতরঞ্চ খেলা পাঠাইতেছি যদি আপনকার সভাস্থ পাণ্ডিত্য আমার পাণ্ডিত্যকে এই ক্রীড়ায় পরাভব করিতে পারে তবে আমি যেমত করি দিয়া থাকি তাহা দিব নতবা আর কয়ের বিসয় উল্লেখ করিবেননা। নওসেরওয়া এইপত্র ও সতরঞ্চ ক্রীড়ক

পণ্ডিতর নিকট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন যে আমার দেশে
 এতৎ ক্রীড়া প্রকাশ নাহি এবং কেহ জ্ঞাত নহে তুমি একবার
 তোমার সমতিব্যাহারি লোকের সহিত ক্রীড়া কর আমার
 পণ্ডিতরা তাহা দেখিয়া তোমার সহিত খেলিবেন ইহা
 শুনিয়া সে সেইমত করিল, পরে বুজরুচেমেহর এই পণ্ডিতর
 সহিত সতরঞ্চ খেলিয়া তাহাকে পরাস্ত করিল, তখন নওসে
 রওয়া বুজরুচেমেহরকে দুই সহস্র উষ্ট্রের পুটে নানা বিধ
 বৃত্ত দিয়া হিন্দুস্থানে রায় বাদসাহর নিকট লিখিয়া পাঠাই-
 লেন যে আমার পণ্ডিত তোমার পণ্ডিত দিগের সহিত সত-
 রঞ্চ ক্রিড়া করিতে আইতেছে যদি আমার পণ্ডিত পরাভব
 হয় তবে দুই সহস্র উষ্ট্রের বোকা বৃত্ত তোমাকে দিয়া আসি-
 বেক; আর কখন তোমার নিকটে কর গৃহণ করিবনা কিন্তু
 তোমার পণ্ডিতরা পরাভব হইলে নিয়মিত কর এই পণ্ডি-
 তের সঙ্গে পাঠাইবা । বুজরুচেমেহর হিন্দুস্থানে পৌছিলে
 তাহাকে অগুসার লোক পাঠাইয়া সমাদর করিয়া বাসা দিয়া
 রাখিলেন, অতঃপরে ক্রমাগত একমাস বুজরুচেমেহরের সহিত
 হিন্দুস্থানের পণ্ডিত দিগের সতরঞ্চ ক্রীড়া হইবার সকলেই
 তাহার নিকটে পরাস্ত হইলেন, হিন্দুস্থানের রায় বাদসাহ
 এক সহস্র উষ্ট্রের বোকা বৃত্ত ও নানা দ্রব্য উপঢৌকন ও
 নিয়মিত কর বুজরুচেমেহরের নিকট দিলেন, বুজরুচেমেহর
 রায় বাদসাহকে কহিল সতরঞ্চ ক্রীড়ার আদি শুধু কোথা
 হইতে হইল; এবং কে প্রকাশ করিল তাহা আমি জানিতে
 বাঞ্ছা করি? রায়, বাদসাহর সভার সাহই নামে এক জন
 বৃদ্ধ ছিল সে খেলার আদিবিস্তরণ যেমত কহিল তাহা শুনি

সত্যক কিতার সৃষ্টি ॥

রায় বাদসাহর সভাসত সাহই নামক শে কহিল পূর্বে কোন সময়ে হিন্দুস্থান দেশে জনহর নামক এক বাদসাহ ছিলেন তৎ সময়ে তিনি অতি প্রধান রাণে খ্যাত ছিলেন; অন্য বাদসাহারা তাঁহাকে কর দিতেন তাহার রাজধানী ছন্দাবি নগরে ছিল তাহার এক পুত্র হইল তাহার নাম গো রাধিলেন যখন ঐ পুত্রের বয়স্কম দুইবৎসর তখন উক্ত বাদসাহর মৃত্যু হইল উজির আমির ও নরদারেরা পরামস করিয়া ঐ বাদসাহর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মায়কে বাদসাহ করিল, মায় তাহার ভ্রাতার স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন, তাহার দ্বারা ঐ বেগমের এক পুত্র হয় তাহার নাম তলখন্দ রাধিলেন ঐ বালক দুইবৎসর হইলে মায় বাদসাহর মৃত্যু হইল তখন আমির উজির প্রভৃতি সকলে মতি যুক্ত করিয়া ঐ বেগমকে ভক্তে অভিষিক্ত করিল, আর ঐ দুই বালককে নানাবিদ্যা শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিল যখন গো আর তলখন্দবয়ঃ প্রাপ্ত হইল এবং আপন২ বিররূপ জাত হইয়া উঠয়ে আপন মাতাকে কহিল আমি বাদসাহ হইব? তাহারদের মাতা উত্তর কে নাহু করিত। দৈবাত একদিবস উঠয়ে বিবাহ করিয়া পর দিবস তাহারদের মাতা যে ভক্তে বসিয়া রাজকাৰ্য্য সম্পন্ন করিত সেইখানে আর এক তক্ত স্থাপিত করিয়া দুই তক্তে দুইবাই বসিল। উজির ও আমিরেরা আনিয়া তদুর্কে বিবরণ পয় হইয়া উত্তরকে অনেক প্রকার সম্বাদ্য দ্বারা প্রবোধ করিল কিন্তু তাহাতে কেহ কণ্ঠ নাহইয়া উঠয়ে গেল।

স গুরু করিতে কহিব ভদ্রনন্দর উভয়ে মাঠে গিয়া গো। আপন
 সৈন্যের প্রতি আক্রা করিল যে তোমরা কেহ তলখন্দকে
 আঘাত করিবানা, যদি সে তোমারদিগের সম্মুখে আইসে
 তখন তোমরা কহিব। হে সাহা! আপনি কিরিয়া জাঁও ইহা
 কহিয়া উভয় সৈন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রথম দিবস তলখ-
 নদের সৈন্য পরাভব হইল। পর দিবস গো তলখন্দকে
 কহিয়া পাঠাইল অর যুদ্ধের আবিল্যক নাই তুমি বাদসাহি
 কর আমি ইহাদের তরুনা করিব, এই কথা শুনিয়া তলখন্দ
 রাগিত হইয়া কহিল আমি কাপুরুষ নহি যে মান লইয়া বাদ
 সাহি করিব আমি পুনরায় যুদ্ধ করিব ইহা কহিয়া পুনঃ
 সেনা সংগৃহ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গো কহিয়া পাঠাইল
 এই নিকটে যে নদী আছে উভয়ের সেনা নৌকাযোগে নদী
 পারে গিয়া যুদ্ধ করুক আমরা দুইজন। হস্তির উপর আরা-
 হণ করিয়া যুদ্ধ দেখি তাঁহাতে উভয়েই মল্লত হইলে উভয়
 পক্ষের সেনা নৌকারোহণে নদীর পারে গেল, কেহবা
 নৌকার যুদ্ধ আরম্ভ করিল; কিন্তু তলখন্দ্রের সে-
 নার সৈন্য দিবস ও পরাভব হইল তলখন্দ্র তাহা দেখিয়া
 লজ্জা ও ঘৃণায় হস্তির উপর আশ্রয়িত্র মধ্যে সন্নি-
 যোগ করিলেন। বেলা সন্ধ্যায় হইবাতে উভয় সেনা
 আপন২ স্থানে গমন করিল। তলখন্দ্রের সন্ন্যাসের বাদসাহ
 কে দেখিতে নাপাইয়া অনেক অনুসন্ধানের পর হস্তির আশ্র-
 যিত্র মধ্যে তলখন্দ্রের মৃত্যু দেখিয়া সকলে সোকাবুল
 হইল পরদিবস গো তলখন্দ্রের নিকটবাসীরা জানিতে সোকা
 পাঠাইলে সে জাহিয়া মৃত্যু সন্ধ্যায় শুনিয়া গোকৈ কহিল,

গো তলখন্দর সরদারদিগকে ডাকাইয়া যুদ্ধস্থিত রাখিয়া তলখন্দরের মৃত্যুদেখাইয়া গোরদিতেবাটিতে চলিল, যখন বাটির নিকট আইল তাহারদের মাতা অত্যন্তিক। হইতে দেখিল যে একজন আসিতেছে তদুর্দ্ধে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল যখন গো বাটিতে আইল তখন তলখন্দর রিয়াছে শুনিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজলিত করিয়া তদ্ব্যর্থ্য প্রাণ ত্যাগ করিতে গেলো গো এতৎ সংবাদ প্রাপ্তে আপন মাতার নিকট গিয়া অনেক প্রবোধ করিয়া কহিল যে তলখন্দরকে কেহ আঘাত করেনাই সে লজ্জাবসতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আপনি একথা সমস্ত প্রধানদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জ্ঞাত হউন আর যে প্রকার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমি আপনকাকে চিত্রপঠ করিয়া দেখাইব, পরেচিত্র কর আনাইয়া একমাঠের মধ্যে রণস্থল তাহার দুইদিকে দুই বার সাহ দুই উজির আর এক পক্ষে দুইহস্তি দুই ঘোটক দুই লৌকা আটজন পদাতিক চিত্রপট লিখিয়া তাহার নিম্নে কপ যুদ্ধ হইয়াছিল সেই বিবরণ লিখিয়া আপন মাতাকে দেখাইল। সে কতদিন বর্তমানছিল এই চিত্র পটের দ্বারা সমস্তই রাখিয়া এই প্রতিশ্রুতি করিয়া তাহার আনোচনা পার্কক কাল বাপন করিল ॥

বজ্রচমেহর সাহয়ের নিকট সমস্তইর আদি শুত্র জ্ঞাত হইয়া পরে হিন্দুস্থানের রায়বাদসাহর স্থানে বিদায় হইয়া ইরানে আইল পরে বরজু নামে এক জন নওসেরওয়ার, সমস্ত হিন্দুস্থানে কোন কর্ম

উপলক্ষে গমন করিয়া ছিল তথায় বাদশাহর বিদ্যা
স্বরূপ হইতে কলেনা দমনা নামে দুই অগাল কতক
এক উত্তম উপাঙ্গণ আনিয়া বাদশাহকে দিল ॥

বুজরচেনেহর কারাবন্দ

একদিবস নওশেরওয়ার বাদশাহ শীকার করিতে গিয়া এক
শীকারের পক্ষা২২ ছোটকারোহনে ধাবমান হইয়া আপন
শৈল্য হইতে অনেক দূর গেলেন কেবল বুজরচেনেহর সঙ্গে
রহিল আর কেহ পৌছিতে পারিলনা; দুইপ্রহরের সময়
শৌধেভরণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষ তলে বুজর-
চেনেহরের উদ্দেশ্যে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। বাদশা-
হর বাহাতে এক বহু মূল্য রত্নের বাজু মুক্তার সহিত গুহিত
ছিল মিথ্যাবাহার পাশ পরিবর্তন করিতে চিন্তা হইয়া তুনে
পতিত হইলে বাদশাহ আগ্রত হইবেন এই আশঙ্কা প্রযুক্ত
বুজরচেনেহর তাহা তুলিতে পারিলনা। ইতোমধ্যে এক
কক্ষ বয় পক্ষ উর্ধ্ব হইতে নিম্নে আসিয়া ঐ বাজু ও মুক্তাগুল
করিয়া শূন্য মাঝে অদরশন হইল, বুজরচেনেহর তাহা দেখি-
য়া আপনাতঃ গুহ বিচার করিয়া বিষয়াগম হইয়া থাকিল
অনেককাল পরে বাদশাহর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আপন বাজু
নাদেশিয়া করিলেন ওরে কক্ষর কি কক্ষ করিয়াছিল,
বুজরচেনেহর পূর্বে জ্ঞাত হইয়াছিল যে তাহার কক্ষর বাট
রাছে এই বেড় কোন উত্তর না করিয়া নিরব থাকিল; এমনত
সময়ে আরও লোক লকল আসিয়া পৌছিল বাদশাহ তখন
ছোটকারোহি হইয়া বাটতে আসিয়া বুজরচেনেহরকে কারা

গারো বর্জ করিলেন কিছু দিন পরে কয়ছর রোম একদূত দ্বারা
মানা প্রকার উপঢৌকনীর দ্বা, আর এক বর্ণনয় কোটা চাবি
বর্জ করিয়া চাবি উকিলের জিহ্বা করিয়া বৃষিতে বারন করিয়া
উকিলকে দিয়া কহিলেন বাদসাহকে এই কোটা দিয়া কহিবা
ইহার মধ্যে কি বস্তু আছে তাহা তোমার সভার পণ্ডিত ও
গণকেরা যদি কহিতে পারেন তবে আমার বাদসাহ যে কণ
কর দিতেছেন তাহা দিবেন নচেৎ আপনি আর কর চাহি
বেননা। ইহু আসিয়া উপঢৌকনীর ও পত্র দিয়া সেই বর্ণ-
নয় কোটা সমুখে রাখিয়া উক্তমত কহিল বাদসাহ এ উকিল
কে সমাদর করিয়া বাগা দিলেন। তৎ পরদিবস সভার
বসিয়া পণ্ডিত ও গণক দিগকে কহিলেন যে কয়ছর রোম
অনেক প্রকার দুবা ও বর্ণনয় এই কোটা চাবি বর্জ করিয়া
উকিল দ্বারা পাঠাইয়াছে ইহার মধ্যে কি বস্তু আছে তাহা
বসিতে পারিলে যেমত কর দিয়া থাকে তাহাই দিবেন
নতবা আর কর দিবেনা; অতএব তোমরা গণনা করিয়া
ইহার মধ্যে জাহা আছে তাহা বল? পণ্ডিত ও গণকেরা
অনেক গণনা করিলেন কিন্তু কিছুই হিহর করিতে পারিলেননা
তখন বাদসাহ বজরচেনেহরকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া
আনিতে আজ্ঞা করিলেন; কারাগারের অধ্যক্ষ বজরচেনেহর
কে বাদসাহর নিকট আনিভ করিলে বাদসাহ তাহাকে পুন
রায় উজিরী কক্ষে অভিষেক করিয়া কয়ছর রোমের প্রস্তর
কথা কহিলেন; বজরচেনেহর কহিল অনেক দিন কারাগার
বর্জ থাকায় বুদ্ধির কিছু মালিন্য জন্মিয়াছে দণ্ডক দুইদণ্ড
পঞ্চমধ্যে ভ্রমণ করিয়া আইলে ইহার মধ্যে জাহা

আছে তাহা কহিতে পারি: বাদশাহ তাহাকে দুইনও কাল
তুলা করিতে আজ্ঞা করিলেন, বুজরুচেমহর সভা হইতে
উঠিয়া কথকদ্বর জাইতেছেন এতৎ সময়ে এক পরমা শুন্দরি
যুবতী এক গলির মধ্যে কহিতে বাহির হইয়া রাজবল্লভ
আইলে বুজরুচেমহর তাহাকে কহিলেন ॥

শুনহ কপসি ধনী আমার বারতা ।

বিবাহ হইয়াছে কিনা বস এই কথা ॥

যে কহিল বিবাহ হইয়েছে বহুদিন ।

গত্বে বতী হইয়াছি আমি অল্পদিন দিন

ইহা শুনিয়া বুজরুচেমহর সেখান হইতে কথক দূর গিয়া
আর এক যুবতীর সহিত পথ মধ্যে সাক্ষাত হইল তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন?

শুনহ যুববতী আমার বচন ।

পতি পুণ ছাড়ি কোথ করছে গমন ।

সে কহিল শুনহ ওহে মহাশয় ।

পতি যবে আছে কিছু পুণ নাহি হয় ॥

তাহা শুনিয়া সেস্থান হইতে আবার কথক দূর গমন করিলে
আর এক বাটির দ্বার মোচন করিয়া এক যুবতী দাঁড়াইয়া
রহিয়াছে তাহাকে দেখিয়া কহিলেন?

শুন ওলো কুলবতী প্রশ্ন এক করি ।

বিবাহ হইয়াছে কিনা আহহ কুমারি ॥

সে কহিল অদ্যাবধি আছি হে কুমারি ।

বিবাহ করিতে বাঞ্ছা নাহিক আমারি ॥

এই কথা শুনিয়া আর কথক দূর গেলেন কাহারও নহি

সাক্ষ্যাত হইলেন; তখন গুনরাবতি হইয়া বাদসাহর সভায় আসিয়া কহিলেন যে এই বণমন্ড কোণার মধ্যে তিনটি অতি সুন্দর মুক্তা বস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত আছে; তাহার একটি ছিহ করা আর একটি অর্ধ ছিহ করা এবং একটি ছিহ হয় নাই। বজরচেমেহর এই কথা কহিলে বাদসাহ রোমের উকিলকে কহিলেন যে পাণ্ডিত্য জাহা কহিল তাহা শুনিবে এইকণে কোণার চারি খোল কি আছে সকলে দেখক তখন উকিল চারি খুলিয়া অতি সুন্দর রেসমি বস্ত্রের পুটলি তিনটি বাহির করিল এই পুটলি খুলিলে তিনটি মুক্তা উক্ত মত ছিল সকলে দেখিয়া বিস্ময়া পন্ন হইলেন বাদসাহ বজরচেমেহরকে কারাগারে বদ্ধ হস্ত লজ্জা বশত খেদ করিয়া পয়স অনেক পুরস্কার ও প্রসংসা করিলেন, তখন বজরচেমেহর কহিল বাদসাহর হস্তের রতনয় বাজ এককক্ষ বণ পক্ষ লইয়া জায় তাহা যে আমি চুরি করি নাই এট মনে হইবে তুমি আমাকে কারাগারে রাখিয়া ছিলেন তখন আমিকোন কথা কহিনাই তাহার কারণ এই যে তৎকালে আমার অতি গৃহবৈগন্য হইয়াছিল। কিছু দিন পরে কয়হর রোমের মর্ত্য্য সংবাদ শুনিয়া এক উকিল দ্বারা কয়হর রোমের পত্রকে কহিয়া পাঠাইলেন, তোমার পিতা যেরূপ কর দিত তুমিও সেই নিরূপিত কর দিয়া শুখে রাজ্য ভোগ কর আমি তোমার সহায় থাকিব। উকিল তথায় পৌছিয়া এই কথা কহিলে কয়হর রোমের পত্র রাগান্বিত হইয়া কহিল আমি তোমার বাদসাহকে কিনিমিত্য কর দিব আমি কিছু মূল্য যুক্ত করিতে বাধ্য থাকে আমি বুদ্ধ করিতে প্রস্তুত

আছি, ইহা কহিয়া অতি তাহল্য বশে উকিলকে বিনয়
করিল। উকিল আনিয়া করহর রোমের পুণের প্রকিতি ও
মতাব ও বেরকার যেমত করিয়াছিল তাহা কহিলে নওনে
বুড়ার আগমিত হইয়া সঠিক রোমদেশে যাত্রা করিলেন।
যখন রোমের নিকট পৌঁছিলেন খরচের নিমিত্ত যে ধন
সঙ্গে ছিল তাহা সমুদয় ব্যয় হইল, বাদসাহ তাহা শুনিয়া
বুড়ার চেম্বেরকে আজ্ঞা করিলেন যে একজন মন্যাকে
ইরানে ধন আনয়নার্থে নিযুক্ত পেরণ কর; সে কহিল রোম
দেশে অনেক ধনবান মহাজন লোক আছে কাহার হানে
কাজ লইব ইহা কহিয়া একজন বিস্তৃত ব্যক্তিকে রোমের
মহাজন দিগের নিকট পাঠাইল; সে তাহার দিগের নিকটে
এই কথা জানাইলে তাহার কহিল আমার দিগের এত ধন
নাই যে বাদসাহর যুদ্ধের ব্যয় সম্পূর্ণ হয় এতদ্বারা বাসকরে
একজন চম্বকার তাহার অনেক ধন আছে তাহাকে কহিলে
অন্যাসনে দিতে পারিবেক সেই ব্যক্তি তাহার নিকটে জ্ঞাপন
করিলে সেই চম্বকার তৎক্ষণাত্ সজ্জ হইয়া চলিয উঠি
বোকাই করিয়া ধন দিয়া তাহাকে কহিল আমার মানস এই
যে আমার একটি পুত্রকে লেখা পত্র শুদ্ধ করণ শিক্ষা
করাইয়াছি যদি অনুগ্রহ করিয়া বাদসাহর সরকারে কোন
কাব্যে নিযুক্ত করেন তবে আমি অতি অতি কৃপা প্রকাশহর
আপনি বাদসাহকে জ্ঞাপন করিলে যেমত আজ্ঞা করেন
আমাকে কহিয়া পাঠাইবেন। সে ব্যক্তি ধন লইয়া আসিয়া
চম্বকারের অতিশয় বাদসাহকে জানাইলে বাদসাহ শুনিয়া
কহিলেন চম্বকার বাদসাহর নিকট নত্বিকিয়া কথ্য কর্তব্য

হইলে আর ২ প্রাণী লোকেরা কি কর্তব্য করিবেন তাঁহা তাহার এই কথা শুনিয়া ধন কোম লইয়াছ তাহা হউক এ টাকা এখান হইতে এখনি লইয়া তাহাকে দেও । আমি চর্য্যকারের ধন লইবনা, সে তৎখনাত ঐ ধন লইয়া চর্য্যকারকে ফিরাইয়া দিল । সেই দিবস কয়ছর রোমের পুত্র নওসের ওয়ার সৈন্যে আসিবার সংবাদ পাইয়াও অনেক সেনা শুনিয়া ভিত্ত হইয়া যে কর বাকিছিল তাহা পত্র লিখিয়া উকিল দ্বারা পাঠাইয়া বাদসাহর সহিত প্রণয় করিল ন । বাদসাহ তাহাকে ডাকাইয়া অনেক আশ্বাস করিয়া আপন দেশে আইলেন, বখর নওসের ওয়ার ৭৪ বৎসর বয়স্ক হইল তখন উজির ও আমির ও পণ্ডিত দিগকে কহিলেন যে আমার ছয় পুত্র তাহার জ্যেষ্ঠ হোরমজ তাহাকে বাদসাহর উপযুক্ত বোধ হইতেছে অতএব তোমরা তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমাকে কহ? তাহার সকলে নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন হোরমজ বাদসাহর উপযুক্ত বটেন; তাহার পর নওসের ওয়া হোরমজকে যুব রাজ্যে অভিষেক করিয়া এক বৎসরের পর তাহার আটচাল্লিশ বৎসর বাদসাহির পরে অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য ধামে গমন করিলেন ॥

হোরমজ বাদসাহর বিবরণ ॥

হোরমজ সাহ বাদসাহ হইয়া কিছুকাল ঐশত্বক নিয়ন্ত্রিত বাদসাহি কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া পরে অভিশয় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন, বিশেষতঃ তাহার পিতার উজির ও আমির

গণের কাহার মন্তক ছেদন; কাহাকে বিশেষ ভর্যন, কাহাকে
 ও কারাগারে বন্ধ; কাহাকে দেশ হইতে দূরী করণ করিতে।
 লাগিলেন। প্রথমতঃ এজদকসছপ নামক একজন সরদার
 কে কারাগারে বন্ধ করিলেন; সে কারাগারে বন্ধ হইয়া জরদ
 হস্ত নামক এক উজির ছিল তাহাকে কহিয়া পাঠাইল যে
 আমি কারাগারে বিনা অপরাধে অতিশয় কষ্ট পাইতেছি
 এবং অন্নবস্ত্র রহিত হইয়াছি; তুমি হোরমরজকে কহিয়া আমা-
 কে কারাগার হইতে মুক্ত কর। জরদহস্ত ইহা শ্রুতমাত্রে তৎক্ষ-
 ণাত এজদকসছপকে দেখিতে গেল কারাগারের রক্ষকেরা
 উজিরকে যাইতে বারণ করিতে পারিলনা, জরদহস্ত তাহার
 সহিত সাক্ষাত করিয়া আপন ব্যাটোতে গিয়া এজদকসছপের
 নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্য পাঠাইল; কারাগারের রক্ষকেরা হোর-
 মরজকে কহিল যে জরদহস্ত উজির এজদকসছপকে দেখিতে
 গিয়া তাহার ভর্যগাথে বাট হইতে অন্ন ব্যঞ্জন পাঠাইয়াছে
 এই কথা শুনিয়া এজদকসছপের মন্তক ছেদন করিতে আক্র-
 ম করিলেন, তাহার সেইমত করিল। পর দিবস জরদহস্ত
 উজির হোরমরজের নিকট আসিয়া বাট বাইবার নিমিত্ত
 বিদায় প্রার্থনা করিলে বাদসাহ কহিলেন অন্য় একজন মতন
 পাচক আসিয়াছে সে উত্তম পাক করিয়া থাকে ক্রমে কাল
 বিলম্ব করিয়া আহার করিয়া স্বস্থানে গমন কর, পরে নানা
 একর অন্ন ব্যঞ্জন আনাইয়া আপনি আহার করিয়া তৎ-
 পরে জরদহস্তকে আহার করিতে কহিলেন, সে আহার
 করিতে আরম্ভ করিলে এক ব্যাটোতে বিশেষিত করিয়া
 ব্যঞ্জন তাহাকে আনিয়া দিলে সে কহিল আমার ইচ্ছা হই

পরিভোগ হইয়াছে আর ব্যঞ্জনের আবিস্যক নাই, বাদসাহ
 ঐ ব্যঞ্জন কিঞ্চিৎ লইয়া কহিলেন ইহার আশ্বাদন গৃহণ কর
 এইরূপ পুনঃ পুনঃ কহিলে সেই পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া
 আহার করত বিদায় হইয়া বাটিতে গিয়া আঁত ব্যাকল হইয়া
 মগ্ন করিলেন ক্রণেক কাল পরে তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল
 স্তদন্তর ছিমাই বরজেন নওসেরওয়ার আর এক উজির ছিল
 তাহাকেও বিনাস করিতে আজ্ঞা করিলেন। এই প্রকার
 অনেক সরদার ও আনিরকে নষ্ট করিলেন, কাহারও বর্থা
 সর্ব্ব্ব লইয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিলেন। দশবৎসর
 এইরূপ দৌরাত্য করিলেন; তাহার পর ভোরক দেশ হইতে
 ছাওয়া সাহ নামক একজন বাদসাহ অনেক সেনা লইয়া
 যুদ্ধ করিতে আইলে যে কএক জন সরদার ছিল তাহার
 দিগের সহিত পরামুস করিয়া রয় দেশে বহরাম জোগিনা
 নামক একজন বলবান ছিল তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সেনা
 পতি করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন, সে যুদ্ধে যাইয়া ছাওয়া
 সাহকে বিনাশ করিয়া অনেক ধন পাইল এব• তাহার সকল
 সেনা বহরামের অন্তগত হইল, বহরাম এই জয় সংবাদ হোর
 মজকে লিখিয়া ঐ সকল সেনা লইয়া ছাওয়া সাহর
 দেশ তুরানে গিয়া তাহার পুত্র পজমুদ সাহর সঙ্গে যুদ্ধ
 করিল, সে যুদ্ধে অসক্ত হইয়া এক দুর্গমধ্যে গোপন হইল
 বহরাম সেই দুর্গের চতুর্দিকে বেটন করিয়া রহিল তখন
 পজমুদ কাতর হইয়া বহরামের সরণাগত হইল, তাহার পর
 বহরাম ইরানের বাদসাহ হইতে বাঞ্ছা করিল। এখানে

ইরানের সকল লোক হোরমজের দৌরাত্যতে অস্থির হইয়া সকল প্রধানেরা অকৃত্য হইয়া হোরমজকে অস্ত্র করিয়া কারাগারে বদ্ধ করত তাহার পুত্র খোছরোকে বাদসাহ করিল। বহরাম হোরমজের কারাকুঠিরে ঝুঁকি হওয়া সৎ বাদ পাইয়া ইরানে যুদ্ধ করিতে আইল; তাহা শুনিয়া খোছরো সৈন্যে বহরামের সহিত দুই দিন যুদ্ধ করিলেন ত্রিভিন্ন দিবস বহরাম পরাজয় করিল। খোছরো বাদসাহি করিতে লাগিলেন, পুনরায় বহরাম অনেক সেনা সংগ্ৰহ করিয়া যুদ্ধে আইল, খোছরো যুদ্ধ করিয়া শেষে অশারক হইয়া তাহার পিতা হোরমজ সাহকে কহিলেন কোন বাদ সাহর সরণাগত হওয়া কল্যায়? সে কহিল ভূমি করছর রোমের নিকটে জাও ইহা শুনিয়া খোছরো রোম দেশে যাত্রা করিল বহরাম ইরানের রাজধানিতে আসিয়া হোরমজকে কাটাইয়া ইরানে বহরাম বাদসাহ হইল। হোরমজ বার বৎসর বাদসাহি করিয়াছিল বহরাম পরিশেষে খোছরোর অননুজ্ঞান অনেক কারয়া শুনিল যে খোছরো রোমদেশে গিয়াছে তাহাকে ধরিতে অনেক লোক পাঠাইল; তাহার দেখা নাপাইয়া ফিরিয়া আইল। খোছরো করছর রোমের সঙ্গে প্রণয় করত তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সেনা লইয়া ইরানে আসিয়া বহরামের সহিত যুদ্ধ করিল; বহরাম যুদ্ধে অসক্ত হইয়া চীন দেশের বাদসাহর সরণাগত হইয়া তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সেই স্থানে বাস করিল বহরাম একবৎসর ইরানে বাদসাহি করিয়াছিল ॥

হোরমজের পুত্র খোছরো সাহর বিবরণ ॥

খোছরো সাহ বাদসাহ হইয়া অনেক দান এবং সদ্বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলে তুষ্ট হইল, কিছুদিন পরে কয়ছর রোমের কন্যার এক পুত্র হইল তাহার নাম সেরোয়া রাখিলেন, গণকদিগকে কহিলেন যে সেরোয়ার ভাগ্য কেমন তাহা বিচার করিয়া বল? তাহারা গুহদিগের বলাবল ও স্থান বিচার করিয়া কোন উত্তর করিলনা; তাহাতে খোছরো তাহাদিগকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল ইহা হইতে অনেক গোল যোগ হইবেক আর ধর্ম বিকলকর্ম করিবেক, ইহাহইতে অধিক কহিতে পারিবনা। বাদসাহ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত খিদ্যমান হইয়া কয়েক দিবস অন্তঃপুরে থাকিলেন; উজির ও আমিরেরা অনেক কহিয়া পাঠাইলে বাহিরে আসিয়া সেরোয়ার জন্ম লগের ফল জাহা গণকেরা কহিয়াছিল তাহাদিগকে কহিলেন, তাহারা শুনিয়া অনেক খেদ ও মনস্তাপ করিল। ক্রিয়ৎকাল পরে খোছরো একদিন সিকার করিতে গিয়া পথমধ্যে একসান্নান্য লোকের পরমশুন্দরী সিরিননামা এককন্যাকে দেখিয়া আসক্ত হইয়া আপন ভ্রাতৃগণকে আক্রা করিলেন যে ইহাকে আমার খাসমহসে অর্থাৎ অন্তপুরে লইয়া রাখ, তাহারা তৎক্ষণাত সিরিনকে লইয়া বাদসাহর বাটতে রাখিল, বাদসাহ সিকারান্তে আলয়ে আসিয়া সিরিনকে বিবাহ করিলেন, উজির ও আমিরেরা শুনিয়া খোছরোকে কহিল এই নগরে অনেক প্রধান লোকের শুন্দরী কন্যা আছে তাহা না, লইয়া

এক সানান্য মনুষ্যের কন্যা গৃহণ করায় জন সমাজে নিন্দা বাদসাহ তাহা গৃহ্য না করিয়া তাহাকে প্রধান বেগম করিলেন। যখন সেরোয়া যুব হইল বড় দৈর্য্য আরম্ভ করিল এনিমিত্ত তাহাকে এক বাটী মধ্যে কয়েদ রাখিলেন। অতি অল্প দিবসান্তে কারাগার হইতে বাহির হইয়া একজন সরদারের সঙ্গে অক্য করিয়া খোছরোকে কয়েদ করিবার মন্ত্রনা করিল; খোছরো তাহা জ্ঞাত হইয়া বাটী হইতে আপন্য উদ্যানে গিয়া থাকিলেন, সেরোয়া তাহাকে ধৃত করিয়া কয়েদ করিল। হোরমজদ নামে সেরোয়ার একজন আত্মীয় সেই সেরোয়ার আজ্ঞা মত খোছরো সাহকে বিনাশ করিল খোছরো সাহ অষ্টত্রিংশৎ বৎসর বাদসাহি করিয়া ছিলেন

সেরোয়া সাহর বিবরণ ॥

সেরোয়া সাহ আপন পিতা খোছরো সাহকে মারিয়া বাদসাহ হইয়া আপন বিমাতা সিরনকে কহিয়া পাঠাইলেন যে তুমি আমার নিকট আইস তোমাকে ইরানের প্রধান বেগম করিব, সিরিন ইহা শুনিয়া ভিত্ত হইয়া কহিয়া পাঠাইল আমি একা জাইতে পারিব না। পর দিবস সেরোয়া উদ্যানে এক সভা করিয়া সিরনকে ডাকাইয়া পাঠাইল সিরিন সেই সভা মধ্যে আইলে সেরোয়া সিরনকে কহিল আমি অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিনা তুমি আমাকে বিবাহ কর তোমাকে আমার বেগম করিব। সিরিন অতি বুদ্ধি বতী ছিল সে কহিল আমি তাহাতে সন্মত আছি কিন্তু আমার তিনমানস আছে তাহা পূর্ত্ত হইলে বিবাহ করিব

সেরোয়া কহিল তোমার সে ভিন্ন মানস কি তাহা প্রকাশ
করিয়া আমাকে বল। সিরিন কহিল প্রথম এই খোছরো
সাহ আমাকে অলঙ্কার বস্ত্র ও ধনাদি জাহা দিয়াছিল তাহা
আমি সেহাধিন দান করিব তাহাতে কেহ প্রাণত্যাগী নাহয়?
তৃতীয়তঃ আমার অন্তঃপুরে খোছরো সাহর সয্যাদি জাহা
আছে তাহা সমুদয় আমি দক্ষ করিব, সেরোয়া ইহা শুনিয়া
কহিল তুমি এইকণেই জাইয়া আপন মনবাঞ্ছা পূর্ত্ত কর,
সিরিন তৎকণাত্ তথাহইতে গমন করিয়া আপন অলঙ্কার
বস্ত্র ও ধনাদি খাছা ছিল তাহা আপন দাস দাসি দিগেয় বিত
রন করিল আর কথক্ হরিদ্রুষাধি দিগের দিয়া, আপনার
সময়নাগারে অগ্নি প্রদান করিল, তাহা দেখিয়া তথাকার
রক্তকেরা সেরোয়ার নিকটে আনিয়া জানাইল যে সিরিন
বেগ্নয় আপন মহলে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। তাহা শুনিয়া
সেরোয়া তাহাদিগকে কহিল যে সিরিনির তৃতীয় প্রার্থনা
কি তাহা জানিয়া আইস তাহার। গিয়া সিরিনকে একথা
কহিলে সে কহিল খোছরো সাহর গোর খুলিয়া তাহার
নরির একবার দেখিতে বাঞ্ছা করি? সেরোয়া ইহা শুনিয়া
তৎকণাত্ গোর খুলিতে আজ্ঞা করিলেন, তখন সিরিনসেই
স্থানে উপস্থিত হইয়া গোরের মধ্যে খোছরোকে দেখিয়া
রোদন করিতে২ আপন নৃপ্ত নখাঘাতে ঋণ্ড করিয়া বিক
ভকণ করত্ খোছরোর মৃত্যু দেহের উপরে পতিত হইয়া
প্রাণ ত্যাগ করিলেন। সেরোয়া ইহা শুনিয়া খেদিত হইল
সেরোয়া সাতমাস বাদসাহি করিলে পর তাহাকে কোন
ব্যক্তি বিশ ভকণ করাইয়া তাহার প্রাণ নষ্ট করিল ॥

সেরোয়ার পুত্র আরদসিরের বিবরণ।

আরদসির বাদসাহ হইয়া পিরোজ খোছরো নামে এক সরদার ছিল তাহাকে সেনাপতি করিলেন, কিঞ্চিৎ দিবস পরে কোরাজ নামক রোমি একজন অতি দুরাত্ম তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা মত কুমন্ত্রণা দ্বারা তাহাকে ভুলিয়া কহিল তুমি আরদসিরকে মারিতে পারিলে ইরানের বাদসাহ হইবে; পিরোজ খোছরো তাহার কুমন্ত্রণার ভুলিয়া এক রাত্রে আরদসির বাদসাহর সভায় জাইয়া কহিল নৃত্য গীতাদি করিতে আজ্ঞা কর, তদনন্তরে দুইএক ঘণ্টা নৃত্য গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল সকলে গমন করিলেন যখন বিদুল হইল তখন পিরোজ খোছরো আরদসিরকে অস্ত্রাঘাতে নষ্ট করিয়া আপনি ভক্তে বসিল, কিন্তু অত্যন্ত দিন বাদ সাহি করিলে কোরাজ এই সংবাদ কয়ছর রোমকে লিখিল সে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত রাগত হইয়া সৈন্যে ইরানে আইল, পিরোজ খোছরো কয়ছর রোমের অনেক সেনা দেখিয়া ইরান হইতে পালায়ন করিল তখন কয়ছর রোম ইরানের ভক্তে বসিয়া কিছুদিন থাকিয়া বহুধন বতাদি লইয়া রোমের একজন সরদার করাবিন নামক ছিল তাহাকে ইরানে বাদসাহ করিয়া আপনি রোমে প্রস্থান করিল। করাবিন ইরানে বাদসাহ হইয়া একবৎসর বাদসাহি করিলে পর ইরানের সরদারেরা অক্য হইয়া করাবিনের মস্তক ছেদন করিলে ইরান দেশ বাদসা হীন হইল; তখন প্রধানেরা উজিরের নিকট গিয়া জানাইলে সে কহিল কয় বৎসর যে

কেহ থাকে তাহাকে আনিয়া বাদসাহ কর; তাহার। অনেক
সন্ধান করিলেন কিন্তু কোনস্থানে উক্ত বংশীয় কাহাকে
পাইলেননা শেষে স্থানিলেন যে তুরাননামা এক কন্যা আছে
তাহাকে আনিয়া ইরানের বাদসাহ করিলেন; সে ছয়মাস
বাদসাহ করিয়া পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল ॥

তৎপর আরজম নামা কয় বংশী এক কন্যা চারিমাস বাদ
সাহ করিয়া তিনিও সমন সদনে গমন করিলেন ॥

ফরখজাদের বাদসাহি ॥

ফরখজাদ নামক কয় গোষ্ঠির একজন চেহরম নগরে
অপষ্ট কপেছিল বিস্তর অনুসন্ধানের দ্বারা তাহাকে আনিয়া
সরদারেয়া সকলে অক হইয়া বাদসাহ করিলেন; তিনি প্রজা
পালন ও সাদ্বিত্য অতি সুন্দর মত করিলেন তাহা দেখিয়া
সকলেই ভুট্ট হইল। তাহার এক প্রিয় দাস ছিয়াচম নাম
ছিল তাহার কোন অপরাধ হওয়াতে তাহাকে কয়েদ করি-
লেন সে কারাগার হইতে অনেক রোদন পূর্বক মিনাত
জানাইলে এক সপ্তাহ পরে তাহাকে মুক্ত করিয়া তাহার পূর্ব
কক্ষে নিযুক্ত করিলেন, সে আতি দঃ বদজাত ছিল বাদসাহ
কয়েদ করিয়াছিলেন সেই ক্রোধে বাদসাহকে নদের সহিত
বিশ মিশ্রিত করিয়া দিল বাদসাহ তাহা পানমাত্র তৎখণ্ডে
অজ্ঞান হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন, ফরখজাদ একমাস
বাদসাহ করিয়াছিলেন ॥

এজ্জদ জোরদ বাদসাহর বিবরণ ॥

করখজাদের নৃত্য হইলে এজ্জদজোরদ নামে কয় গোষ্ঠির
নওসেরওয়ার সন্তান একজন কোনখানে অতি দিনভাবে
ছিলেন; সরদারেরা অনুসন্ধান পাইয়া তাহাকে আনয়নপূর্বক
বাদসাহ করিলেন, তিনি পূর্ব বাদসাহ দিগের রিতামত
সর্বদা প্রজা পালন ও দানকারিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে
সরদারেরা ও প্রজারা সকলেই সন্তুষ্ট হইল। বহুকাল এইরূপে
এজ্জদজোরদ বাদসাহি করিলেন শেষাবস্থায় অমর বাদসাহ
হুদাদবেককাহ নামক এক সরদারকে অনেক সেনা সঙ্গে
দিয়া ইরানের বাদসাহর সহিত যুদ্ধে পাঠাইল। এজ্জদজোরদ
সাহ তাহা শুনিয়া বহুবিধ সেনা সংগ্ৰহ করিয়া রোস্তমনামক
একজন সরদারকে সেনাপতি করিয়া সেনা সমূহ সঙ্গে দিয়া
হুদাবেককাহের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। রোস্তম
জৌতিষ বিদ্যা উত্তম রূপে জানিত সে আপনি উপস্থিত
যুদ্ধের বিষয় গননা করিয়া দেখিল যে যুদ্ধে মঙ্গল হইবেকনা
ইহাতে চিন্তিত হইয়া আপন ভ্রাতা করখজাদ নামে এজ্জদ
জোরদ বাদসাহর সভাসত ছিল তাহাকে লিখিল যে আমি
এই যুদ্ধের বিষয় গননা করিয়া দেখিয়াছি ইহাতে অশুভ হই
বেক কিন্তু ইহা ভাবিয়া যুদ্ধে ক্ষেপ্ত থাকাতো কাপুকসের কঙ্ক
আনি হুদাবেককাহের সহিত যুদ্ধে চলিলাম আপনি বাদসাহ
কে লইয়া সাবধানে থাকিবেন। পরে রোস্তম হুদাবেককা
হের সহিত যুদ্ধে গিয়া হুদাবেককাহের অশ্বনষ্ট করিল হুদ
বেককাহি ঘোটক হইতে পড়িত হইয়া পলাইয়া সে দিবস

ধূর্জি হুকিত রাখিল পর দিবস যুদ্ধে আইলে রোস্তম
আরোবের অনেক সরদার ও সেনা বিনাশ করিয়া পরি-
শেষে আরোবের এক সরদারের মস্তক ছেদন করিল
তাহার শোণিত রোস্তমের মুখে ও চক্ষে পতিত হইল
তাহাতে ব্যাস্তহইয়া যেমতমস্তক নত করিল সেইসময় আরো-
বের এক সরদার রোস্তমের ক্ষুদ্রে এক তলওয়ার মারিল
তাহাতে রোস্তমের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমে পড়িল তাহা
দেখিয়া রোস্তমের সেনারা পলায়ন করিল; তৎসময় এজ্জদ
জোরদ বাদসাহ বগদাদ নগরে ছিলেন রোস্তমের মৃত্যু
সম্বাদ পাইয়া সেস্থান হইতে খোরাছান দেশে জাইয়া তথা
কার শুবদার ইরানেব এক সরদার মালুইছুরি নামক ছিল
তাহাকে যুদ্ধে সহায় হইতে লিখিলেন; এবং তুচ্ছ দেশের শুব-
দারকে ও এক পত্র লিখিলেন; মালুইছুরি বাদসাহর পত্র
পাইবা মাত্র আপন সেনা সঙ্গে লইয়া বাদসাহর নিকট
আসিয়া অনেক দৈন্যতা ও মিষ্টচারি করিয়া কহিল আমার
জ্ঞান থাকিতে আপনকার অঙ্গে বারু প্রবেশ করিতে পারি
বেকনা, তাহার দৈন্যতা ও মিষ্টচারি দেখিয়া সকলে তাহা-
কে প্রসঙ্গ করিল, পরে ফরখজাদ রোস্তমের ভাতা বাদ-
সাহকে মালুইছুরির নিকট রাখিয়া সতর্কতায় থাকিতে কহিয়া
আপনি সৈন্যে আরব দিগের সহিত যুদ্ধে গমন করিল।
মালুইছুরি অতিসময় খল ও বিশ্বাসঘাতক, যখন দেখিল বাদ-
সাহর সেনা গণেরা যুদ্ধে পেল কেবল বাদসাহ তাহার নিকট
রাহিল তখন তুরানের এক বাদসাহ বেজন নামক হুমরকন্দ
দেশেছিল মালুইছুরি তাহাকে পত্র লিখিল যে ইরানের

এজ্জর্জোরদ বাদসাহ আরোব দিগের সহিত যুদ্ধে অপারক
 হইয়া পলায়ন করিয়া আমার নিকটে আসিয়া মরব নগরে
 রহিয়াছে, তুমি এই সময়ে অত্যাশ্রয় লেনা লইয়া আইলে ইরা
 নের বাদসাহি অনাআসে তোমার হস্তগোত হয়। বেজন
 নাহুই ছুরির এই পত্র পাইয়া তৎক্ষণাত দস সহস্র সৈন্য
 লইয়া সপ্তাহের মধ্যে বোখারা দেশ দেশের পথ দিয়া মরব
 নগরে আসিয়া পৌছিল, বাদসাহ নাহুই ছুরিকে কখন সজ্জ
 বোধ করে নাই; যখন বেজন সেনা সহিত নিকট উপস্থিত
 হইল তখন নাহুই ছুরি আপনার এক দূত দ্বারা বাদসাহকে
 কহিয়া পাঠাইল যে আরোবের বাদসাহ অনেক সেনা লইয়া
 যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে আপনকার যেমত অনুমতি হয়? বাদ
 সাহ এতৎ অবশ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়া আপ
 নার যে কয়েক জন সেনা ছিল তাহা লইয়া তুরানি দিগের
 সহিত যুদ্ধ করিতে চলিলেন, আর নাহুই ছুরিকে সেনা
 সহিত সঙ্গে আসিতে কহিলেন। বাদসাহ যুদ্ধস্থলে গিয়া
 তুরানি দিগের অনেক সেনা বিনাশ করিলেন, তুরানিরা
 বাদসাহর সঙ্গে যে কয়েক জন সেনা ছিল প্রায় তাহারদিগের
 সকলকে সংহার করিল, বাদসাহ পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া
 দেখিলেন যে তাহার সঙ্গে লোক প্রায় নাই আর নাহুই
 ছুরি সেনা লইয়া আসিয়া আপন শিবির মধ্যে রহিয়াছে
 ইহা দেখিয়া এজ্জর্জোরদ বাদসাহ পলায়ন করিয়া কখন দূর
 গিয়া অশ্রয় করিয়া পদযুদ্ধে সন্ধের সময় এক মরদা
 ওয়ালার দোকানের দ্বার বন্দ ছিল কোন ক্রমে সেই দোকান
 ন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঐ রাত্রি তথায় থাকিলেন। নাহুই

ছুরি বাদশাহ পালাইলে তাহাকে ধৃত করিতে লোক প্রেরণ
করিল তাহারা কথক দূর গিয়া বাদশাহর ঘোটক পথিমধ্যে
দেখিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া মাছই ছুরির নিকটে আনিয়া
কহিল যে বাদশাহকে দেখিতে পাইলাম না তাহার এই
ঘোটক পথ মধ্যে পাইয়া আনিয়াছি বিশেষতঃ অন্ধকার
রাত্রে কোথায় সন্ধান করিব, এই কথা শুনিয়া মাছই ছুরি
পুনরায় বাদশাহর অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইল। প্রাতে
ময়দা ওয়ালা দোকানের দ্বার খুলিয়া দেখিল যে শুক্যোর
ন্যায় ভেজবি এক পুরুষ গৃহ মধ্যে বসিয়া আছে, ময়দা
ওয়ালা বিস্ময়া পন্ন হইয়া কহিল আপনি চন্দ্র কি শুয়া তাহা
অনুগৃহ করিয়া আমাকে কহিতে আচ্ছাইউক? বাদশাহ
কহিলেন আমি একজন সেনাপতি আরোব দিগের নহিঁ
যুদ্ধে পরাজয় হইয়া এখানে আনিয়াছি অতিশয় খুদিত
আছি যদি কিছু খাদ্যদ্রব্য আমাকে দেও তবে আহা
করিয়া প্রাণরক্ষা করি, ঐ দোকানি কহিল আমার গৃহে শুক
কাট আর সাক আছে; বাদশাহ কহিলেন তাহাই আমাকে
দেও দোকানি সাক এবং কাট বাদশাহর সম্মুখে রাখিয়া
তাহার দোকানের নিকট এক সরোবর ছিল সেই জলাশয়ে
জল আনিতে গেল; এমন সময়ে মাছই ছুরির প্রেরিত লোক
তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল একজন সরদার যুদ্ধে হারি
য়া পালাইয়াছে তুমি তাহাকে জাইতে দেখিয়াছিন? সে
কহিল একজন অতি সুন্দর শুক্যার ন্যায় পুরুষ আমার
দোকানে বাসিয়াছে, তাহারা ঐ কথা শুনিয়া ময়দা ওয়ালা
কে ধৃত করিয়া মাছই ছুরির নিকট নইয়া গেলে মাছই ছুরি

তাহার কার্যজ্ঞান করিলে সে পূর্ব মত সকল কহিল; তখন
 মাহুইছুরি উক্ত দোকানিকে কহিল তই এখনি ঘরে আইয়া
 তাহার মন্তক ছেদন কর নতবা তোর মন্তক ছেদন করিব।
 মাহুইছুরির সরদারেরা এই কথা শুনিয়া অনেক নিবেদন
 করিল ও হিতউপদেশ দিল সে তাহা নাশু নিয়া কথিতব্যক্তি
 বু সমভিব্যাহারে লোক দিয়া বাদসাহকে কাটিতে পাঠাইল
 সরদা ওয়ালা আপনার প্রাণের ভয়ে গৃহে আসিয়া বাদসাহ
 কেনক করিল। মাহুইছুরির লোক আসিয়া কহিল এজ্জ
 জোরদ বাদসাহ মরিয়াছে, সে কহিল তাহার অনঙ্গার
 বস্ত্রাদি লইয়া সেই মৃত্যু দেহ ঐ জলাসয়ে নিক্ষেপ কর,
 তাহার সেইনত করিল, ইহা দেখিয়া সরদারেরা তাহার
 নিকট হইতে উঠিয়া গেল। সেই গুমহু লোকেরা বাদসা
 হর মৃত্যু দেহজলে ভাসিতেছে দেখিয়া জলহইতে শব উঠাইয়া
 গোর দিলেক মাহুইছুরি তাহা শুনিয়া আপন সেনা পাঠা
 ইয়া সে গামের অনেক লোককে নষ্ট করিল, তাহা দেখিয়া
 লোক সকলে ভয়ে গুম হইতে পলাইল, মাহুইছুরি ইরানে
 আসিয়া বাদসাহ হইল, তুরানের বাদসাহ বেজন নাহ
 শুনিল যে মাহুইছুরি এজ্জজোরদ বাদসাহকে বিনাশ করিয়া
 আপনি তথায় বাদসাহ হইয়াছে। অতিসর ক্রোধযুক্ত
 হইয়া আপন সেনাপতি বরছানকে ও দশসহস্র সেনা সঙ্গে
 লইয়া ইরানে আইল, মাহুইছুরি তাহা শুনিয়া আপন সেনা
 লইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে মাহুইছুরি বেজনের যুদ্ধে
 অসক্ত হইয়া ললায়ন করিল। বেজনের সেনাপতি বরছান
 তাহার পক্ষাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে ধরিয়া বেজনের

নিকট আনিব বেজন তাহার দুইহস্ত ও দুইপদ কাটিয়া উড়ন্ত
 বাজকার ফেলিয়া টানিয়া সকল সেনার নিকট লইয়া লাই-
 তে কহিল আর তাহার সঙ্গে এই ঘোসনা করিল যে আপন
 স্ত্রীকে যে নষ্ট করে তাহার দণ্ড এই। মাহুইচুরির তিনজন
 পুত্রকে ধরিয়া প্রজলিত অগ্নিকূণ্ডে একেএকে নিপেক্ষ করিল
 তাহার পরে মাহুই চুরিকে সেই অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া পোড়
 ইয়া মারিল। তদনন্তর ইরানে আসিয়া কয় গোষ্ঠীর বাদ
 সাহদিগের যবে অনেক অন্যান্যন করিল কাহার সন্ধার
 পাইলনা যে কেহছিল তাহারা ভয়ে দেশ দেশান্তর হইল
 তখন বেজন আপন লোক ও সেনা লইয়া বদেশে প্রস্থান
 করিল। আরোবেরা ইরান দেশ অধিকার করিল ॥ কয়
 গোষ্ঠীর বাদসাহির বিশ্রাম এই পর্য্যন্ত হইল। ফের দৌছি
 কৃত সাহনামা বাকীলা তরজমা সমাপ্ত হইল ॥

জোড়ম দেখিলে বাদসাহি দিগের নাম শু যে যত

দিবস বাদসাহি করেন তাহার বিবরণ ॥

	বৎসর	মাস
কয় নরহু এখব বাদসাহি ত্রিশ বৎসর বাদসাহি করেন	৩০	১ ০
তাহার পর তাহার পৌত্র হোসন বাদসাহ চল্লিশ বৎসর বাদসাহি করেন	৪০	১ ০
তাহার পর তাহার পুত্র তহমুরহ বাদসাহ ত্রিশ বৎসর বাদসাহি করেন	৩০	১ ০
তাহার পর তাহার পুত্র জমসেদ বাদসাহ সাত সত বৎসর বাদসাহি করেন	৭০	১ ০
তাঁহার পর জোহাক তাজি বাদসাহ একদিন মুয়ন হাজার বৎসর বাদসাহি করেন	১০০০	১ ০
তাঁহার পর ফরেদাঁ বাদসাহ পাঁচ সত বৎসর বাদসাহি করেন	৫০০	১ ০
তাহার পর মনচেহর বাদসাহ একসত বিঘ দ্বাব্বৎসর বাদসাহি করেন	১২০	১ ০
তাহার পর তাহার পুত্র নৌদর বাদসাহ সাত বত্‌সর বাদসাহি করেন	৭	১ ০
তাহার পর জুবাদসাহ পাঁচ বৎসর বাদসাহি করেন	৫	১ ০
তাহার পর কয় কোবাদ বাদসাহ একসত বৎসর বাদসাহি করেন	১০০	১ ০

তাহার পর তাহার পুত্র করকাউহ বাদসাহ একশত			
পঞ্চাশ বৎসর বাদসাহি করেন	১৫০	১	০
তাহার পর তাহার পৌত্র করকাউহ বাদসাহ			
সাইট বৎসর বাদসাহি করেন	৬০	১	০
তাহার পর লহরাম্প বাদসাহ বাদসাহি করেন তাহার পর			
তাহার পুত্র গোস্তাপ্প বাদসাহ একশত বিষবৎসর			
বাদসাহি করেন	১২০	১	০
তাহার পর তাহার পৌত্র বহমন বাদসাহ সাইট			
বৎসর বাদসাহি করেন	৬০	১	০
তাহার পর তাহার কন্যা হোম বত্রিস বৎসর			
বাদসাহি করেন	৩২	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র দারা বাদসাহ বার			
বৎসর বাদসাহি করেন	১২	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র দারা বাদসাহ চন্দ্রবৎসর			
বাদসাহি করেন	১৪	১	০
তাহার পর ছেকন্দর বাদসাহ চতুদ্দশ বৎসর			
বাদসাহি করেন	১৪	১	০
তাহার পর ছেকন্দরের স্থাপিত মল্লিক তওরা			
একের বংশ দুইশত বৎসর বাদসাহি করেন	২০০	১	০
তাহার পর আরদগির বাদসাহ চল্লিশ বৎসর			
বাদসাহি করেন	৪০	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র সাহপু বাদসাহ চল্লিশ			
বৎসর বাদসাহি করেন	৪০	১	০

বত্সর মাঝ

তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ বাদসাহ ত্রিশ			
বত্সর বাদসাহি করেন	৩০	১	
তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম বাদসাহ আট			
বত্সর বাদসাহি করেন	৮	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র বহরাম বেন বহরাম বাদসাহ			
তিনি বত্সর বাদসাহি করেন	১৯	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র বহরামিরান বাদসাহ চারি			
বত্সর বাদসাহি করেন	৪	১	০
তাহার পর তাহার ভ্রাতা নরসি বাদসাহ নয় বত্সর			
বাদসাহি করেন	৯	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র ওজমোরদ সাপুর বাদসাহ			
সত্তর বত্সর বাদসাহি করেন	৭০	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র সাপুর বাদসাহ পাঁচ			
বত্সর বাদসাহি করেন	৫	১	০
তাহার পর এজ্জদজোরদ সাপুর বাদসাহি করেন			
তাহার পর খোছরো বাদসাহ বাদসাহি করেন			
তাহার পর বহরাম গোর বাদসাহ তেসটি বত্সর			
বাদসাহি করেন	৬৩	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র এজ্জদ জোরদ বাদসাহ আঠার			
বত্সর বাদসাহি করেন	১৮	১	০
তাহার পর তাহার পুত্র হোরমোজদ বাদসাহ এক			
বত্সর বাদসাহি করেন	১	১	০২

তাহার পর তাহার ভ্রাতা পিরোজ বাদসাহ

বাদসাহি করেন

তাহার পর তাহার পুত্র সরফজয় বাদসাহ বাদসাহি করেন

তাহার পর তাহার ভ্রাতা কোবাদ বাদসাহ

সাইট বৎসর বাদসাহি করেন

৬০ ১ ০

তাহার পর তাহার পুত্র নওসেরওয়া বাদসাহ

আটচল্লিশ বৎসর বাদসাহি করেন

৪৮ ১ ০

তাহার পর তাহার পুত্র হোরমজ বাদসাহ

বার বৎসর বাদসাহি করেন

১২ ১ ০

তাহার পর বহরাম জোপিনা বাদসাহ

এক বৎসর বাদসাহি করেন

১ ১ ০

তাহার পর খোছরো বাদসাহ আটত্রিশ

বৎসর বাদসাহি করেন

৩৮ ১ ০

তাহার পর তাহার পুত্র সেরোওয়া বাদসাহ

সাত মাঘ বাদসাহি করেন

০ ১ ৭

তাহার পর তাহার পুত্র আরদসির বাদসাহ

বাদসাহি করেন

তাহার পর করাবিন রোগি বাদসাহ এক বৎসর

বাদসাহি করেন

১ ১ ০

তাহার পর তুরান নামে এক কন্যা হয়

সাহু বাদসাহি করেন

০ ১ ৬

তাহার পর আরজম নামে এক কন্যা চারিমাঘ

বাদসাহি করেন

০ ১ ৪

বৎসর মাঘ

তাহার পর ক্রিখজাদ বাদসাহ একমাস

বাদসাহি করেন

০ ১ ১

তাহার পর এজ্জ জোরদ বাদসাহ বিশ

বৎসর বাদসাহি করেন

২০ ১ ০

এইপর্যন্ত ছাছান বংশিয় দিগের বাদসাহির বিরাম
 হইল তাহার পর আরব দেশের ওমর নামে বাদসাহর
 এক সরদার ছাদবেক্কাছ নামে আসিয়া ইরান দেশ
 আক্রমণ করিয়া আরব দেশের অধিন করিল ॥

